কল্কিপুরাণ

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

অনুবাদসমেত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বৈদিক যন্ত্র।

কলিকাতা, বাগ্বাজার

অপার চিৎপুর রোড নং ২৪৩।

বিজ্ঞাপন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, আমার পরমারাধ্য পরম পূজনীয় শ্রীল.শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতাঠাকুর মহাশয় বহু আয়াস স্বীকার করিয়া সর্ব্বজন বিদিত বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক এই "কল্কিপুরাণ" বঙ্গানুবাদ করাইয়া মূল সহ জন সমাজে প্রচার করেন, আমি অধুনা সাধারণের আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা দেখিয়া অবিকল রূপে (তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লিখিত বিজ্ঞপ্তি সমেত) কতিপয় শাস্ত্রপ্রিয় কৃতবিদ্য মহোদয়গণের পরমোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সেই কল্কিপুরাণ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এক্ষণে ইহাতে সাধারণের উপকার দর্শিলে কৃতার্থ হইব কিমধিকমিতি।

২১ আশ্বিন ১৩০০ সাল।
কলিকাতা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক।

যা শিষ্যগণ
শাখা হইয়া
বিভাগ করিয়াও

বিজ্ঞপ্তি।

হিন্দু সমাজে প্রচার আছে যে, মহাভারত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ সমুদায়ই মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, এক ব্যক্তি কর্তৃক এত অধিক গ্রন্থ প্রণীত হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষতঃ সমুদায় পুরাণ এক ব্যক্তির কৃত হইলে কিরূপে পরস্পর মতের অনৈক্য ঘটে। এক ব্যক্তি এক স্থানে এক প্রকার বলিয়া আর এক স্থানে তাহার বিপরীত বলিবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ রচনাপ্রণালী দর্শনে এরূপ অনুভব হয় না যে, সমুদায় পুরাণ এক ব্যক্তির লেখনী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুগত্যা যদিও সাধারণ মনুষ্যের সহিত ভগবান্ বেদব্যাসের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না, তথাপি যাঁহারা উক্ত প্রকার যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক, সমুদায় পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত নহে, এরূপ অনুমান করেন, তাঁহাদের অনুমান নিতান্ত ভ্রান্তি সঙ্কুল নহে।

পূর্ব্বযুগের ব্রাহ্মণগণ গুরু মুখে বেদচতুষ্টয় শ্রবণ পূর্ব্বক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। অনন্তর বেদব্যাস দেখিলেন যে, যুগানুসারে মনুষ্যের তীক্ষ্ণতা ও ধারণা শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তখন তিনি সমুদায় বেদ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক জন শিষ্যকে এক এক ভাগ মাত্র পড়াইলেন। তাহাতেই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ পৃথক হইল। ঐ সমস্ত শিষ্যগণও অধীত বেদের অংশ পুনর্ব্বার বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে দেন। এই রূপে এক মাত্র সাম বেদেরই সহস্র শাখা হইয়াছে। যাহা হউক, ভগবান্ বেদব্যাস কেবল বেদ বিভাগ করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে

পরেন নাই, কারণ তিনি বিবেচনা করিলেন, বেদরূপ দুর্ভেদ্য কঠোর শৈলরাশি ভেদ করিয়া জ্ঞানরূপ অমূল্য মহারত্ন সংগ্রহ করা কলি-যুগসম্ভূত মনুষ্যের সাধ্য নহে। অতএব তাহাদের নিমিত্ত বেদরূপ পর্ব্বতাভ্যন্তর স্থিত জ্ঞানরূপ রত্ন সঙ্কলন করিয়া উপাখ্যান রূপ সূত্র সহযোগে গাঁথিয়া দিলে তাহারা অনায়াসে কণ্ঠে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। মহর্ষি বেদব্যাস এই রূপ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বেদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া উপাখ্যান ছলে একখানি অপূর্ব্ব সরল গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ঐগ্রন্থের অনেক অংশে প্রাচীন ইতিবৃত্ত থাকাতে উহা পুরাণসংহিতা নামে বিখ্যাত হইল। উহার পরিমাণ চতুর্লক্ষ শ্লোক।

মহর্ষি বেদব্যাস, ছয় জন শিষ্যকে ঐ পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ ছয় জন শিষ্যের মধ্যে তিন জন শিষ্য ঐ পুরাণ সংহিতা অবলম্বন পূর্ব্বক অপর তিন খানি স্বতন্ত্র পুরাণ রচনা করি-লেন। ঐ তিনখানি পুরাণের নাম গ্রন্থকর্ত্তার নামানুসারে সাবর্ণি-সংহিতা শাংশপায়ন-সংহিতা ও অকৃতব্রণসংহিতা। পরে ঐ চারি খানি পুরাণ-সংহিতা হইতে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও ৩৬ খানি উপ-পুরাণ সৃষ্ট হইয়াছে। পরন্তু সমুদায় পুরাণই যে ঋষিপ্রণীত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ নৈমিষারণ্যে মহর্ষি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক সত্রে সমুদায় পুরাণ ও উপপুরাণ পাঠ হইয়াছিল।

সমুদায় পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া বিখ্যাত হইবার কারণ এই যে, মহর্ষি বেদব্যাসই পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়া-ছিলেন। পরে তাঁহার শিষ্যেরা ঐ পুরাণ-সংহিতা হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনখানি পুরান প্রচার করেন। পরে তাঁহাদিগেরও শিষ্য প্রশিষ্য প্রভৃতি ঐ পুরাণচতুষ্টয় হইতে সংগ্রহ করিয়া অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ প্রণেতা এবং অন্যান্য ঋষিরা পুরাণের সংগ্রহকর্ত্তা। সংগ্রহকর্ত্তা মহর্ষিগণ সংগ্রহ কার্য্য সামান্য বোধ করিয়া আপনাদের নাম নাদিয়া পুরাণশাস্ত্র প্রবর্ত্তক আদি গুরু ভগবান্ বেদব্যাসেরই নাম দিয়া গিয়াছেন। সমু-

দায় পুরাণ যদিও একমাত্র মহাপুরাণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তথাপি তাহাদের পরস্পর অনৈক্যের কারণ এই যে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান পরিত্যক্ত হইয়াছে, কোন পুরাণে কোন উপদেশ রূপকাকারে উপাখ্যান রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কোন পুরাণে সেই উপদেশ স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত আছে, এই কারণে পুরাণ সমুদায়ের আপাতত পরস্পর অনৈক্য প্রতীয়মান হয়। পরন্তু অনেক স্থলে এত দূর ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন শ্লোক প্রায় সমুদায় পুরাণেই একই প্রকার আছে।

বর্ত্তমান সময় হইতে অনুমান ৪৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস ভারতবর্ষ উজ্জ্বল করিয়া ছিলেন *। তৎপরে এক শত বৎসরের মধ্যেই তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক পুরাণ সমুদায়

---

* ভারতবর্ষের মধ্যে হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠির, দ্বারকায় কৃষ্ণ, তপোবনে বেদব্যাস, এক সময়েই বিরাজমান ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ নবরত্নের অন্তর্গত মহাকবি কালিদাস, স্বপ্রণীত জ্যোতির্বিদাভরণ নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র-পারদর্শী বরাহ, স্বকৃত বরাহসংহিতাতে লিখিয়াছেন যে, "শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে। কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ" কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উক্ত গ্রন্থকার দ্বয় উক্ত সময় নিরূপণের জন্য গণনা করিয়াছেন যে, "আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ। ষড়্‌দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য।" সপ্তর্ষি মণ্ডল ১০০ এক শত বৎসর অন্তর এক এক নক্ষত্রে গমন করে। ২২৫. বৎসরে তাহাদের এক রাশি এবং ২৭০০ বৎসরে এক ভগণ অর্থাৎ একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিল। বিক্রমাদিত্যের

প্রণীত হইয়া নৈমিষারণ্যে পঠিত হইয়াছিল। ভগবান বেদব্যাসের তিরোভাবের পর এক শত বৎসর মধ্যেই মহর্ষি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় সমুদায় পুরাণ শ্রবণ করেন।

সংবৎ আরম্ভের সময় ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল পুষ্যা নক্ষত্রে থাকে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব অবধি বিক্রমাদিত্যের শকারম্ভ পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। বিশেষতঃ বিক্রমাদিত্যের সংবৎ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত ছিল। যখন বিক্রমাদিত্যের সভাস্থিত বরাহ কর্ত্তৃক বরাহ সংহিতা প্রণীত হয়। তখন যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬। এক্ষণে সংবৎ ১৯৩৫ উভয় শকের সমষ্টি ৪৪৬১ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস গ্রন্থে উক্ত বিষয়ের ও প্রমাণের উল্লেখ আছে। বিশেষত তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, গোণর্দ্দ নামক কাশ্মীরের রাজা কোন সময় মথুরাপুরী অবরোধ করিয়াছিলেন। শেষে দেবগণের নিকট পরাস্ত হইয়া তিনি নিজ রাজধানী কাশ্মীরে প্রতিগমন করেন। ইহার ৪।৫ বৎসর পরে বলদেব সৈন্য প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধার্থ কাশ্মীরে গমন করিলেন এবং পূর্ব্বসঞ্চিত ক্রোধ বশত গোণর্দ্দকে বিনাশ করিয়া তদীয় শিশু কুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সেই সময় অবধি কাশ্মীরে যত রাজা হইয়াছেন, তাঁহাদের রাজ্যভোগ কালের সমষ্টি করিলে ন্যূনাধিক ৪৪৫০ বৎসর হইবে। এক্ষণে কলির গতাব্দ ৪৯৭৯ কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধকালে ক্যব্দপ ৬৫৩। ইহার বিয়োগ করিলে ৪৩২৬ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল ইহাতে যে কিঞ্চিৎ অনৈক্য হইতেছে, তাহার কারণ নিরূপণ করা কঠিন। পরন্তু অনুমান দ্বারা এইরূপ হইতেছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের ও রাজা বিক্রমাদিত্যের জন্ম কাল হইতে তাঁহাদের শক প্রচলিত হইয়াছিল। রাজা বিক্রমাদিত্যের বয়ঃক্রম যখন ৮০ বৎসর, তখনবরাহসংহিতা প্রণীত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের যখন

এই কল্‌কিপুরাণ যে সময় অনুবাদ করিতে ও মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করি, তৎকালে দুইখানি মাত্র হস্ত লিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হই। ঐ পুস্তকদ্বয় এতদূর অশুদ্ধ যে, তাহা অবলম্বন করিয়া পুস্তক মুদ্রিত করা দুঃসাধ্য। তজ্জন্য নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও তৃতীয় পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম না। এই কারণে সন্দেহ বশত কোন কোন স্থানে জ্ঞান পূর্ব্বক আদর্শানুযায়ী অশুদ্ধ রাখিয়া দিয়াছি। সেই অংশ সংশোধন করিতে গেলে পাছে, প্রকৃত পাঠের ব্যতিক্রম হয়, এই আশঙ্কায় সংশোধন করিতে সাহসী হই নাই। যে স্থলে প্রতীত হইয়াছে যে, ইহা সংশোধন করিলে মূল পাঠের কোন্ ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই স্থলেই সংশোধন করিয়াছি। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আর একখানি হস্ত লিখিত কল্‌কি পুরাণ একবার দিতে পারেন, বা কোথায় আছে, সন্ধান করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হই এবং পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কনের সময় ইহা সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া দিতে পারি।

যে সময় সম্পূর্ণ রূপ কলির প্রাদুর্ভাব হইবে, এবং যে সময় রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ও রাহু, এই আটটী গ্রহ এক রাশিতে একত্র অবস্থান করিবেন, সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু কল্‌কি রূপে অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধ ম্লেচ্ছ যবন ও পাষণ্ডদিগকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার ধার্ম্মিক মহাপুরুষদিগকে রাজ্যে স্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সত্যযুগ ও সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবেন। এই সমুদায় ঘটনা কি রূপে হইবে, তাহা অতীত উপাখ্যানচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ঘটনাকে অতীত রূপে বর্ণনা করা সকল দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই

---

৭৫ বৎসর বয়ঃক্রম তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। উভয়ের সমষ্টি ১৩৫ বৎসর হইতেছে। ৪৪৬১ বৎসর হইতে ১৩৫ বৎসর অন্তর করিলে ৪৩২৬ হইতেছে সুতরাং ৪৩২৬ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, অনুমিত হইতেছে।

রীতি আছে। " তিনি স্বর্গ হইতে, আপন পুত্রকে ডাকিলেন " একপ, ভবিষ্যদুক্তি বাইবেলেও দৃষ্ট হয়। ফলতঃ সিদ্ধ পুরুষেরা ভবিষ্যৎ ঘটনাকেও অতীতের ন্যায় দেখেন।

কোন কোন স্থলে উল্লেখ আছে যে, কল্‌কিপুরাণে ছয় সহস্র শ্লোক আছে। ইহাতে ছয় সহস্র শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে কেহ কেহ বলেন যে, এই কল্‌কিপুরাণ সম্পূর্ণ হয় নাই। ফলতঃ ইহার শেষ অংশ বিশেষত কলকিপুরাণের অন্তর্গত নির্ঘণ্ট অধ্যায় পাঠ করিলে তদ্বিষয়ে সন্দেহই উপস্থিত হইতে পারে না। ছয় সহস্র শ্লোকের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু ষোল অক্ষরে অর্থাৎ দুই চরণেও শ্লোক হইতে পারে। "ব্যাস উবাচ" এই পঞ্চ অক্ষরেও একটী শ্লোক বলা যায়।

পরিশেষে আমার প্রত্যাশা এই যে, যদি এই কল্‌কিপুরাণ পাঠে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মানবগণের কিঞ্চিন্মাত্রও পরিতৃপ্তি হয়, তাহা হইলেই সমুদায় পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব, কিমধিকমিতি।

৫ আষাঢ়
শকাব্দাঃ ১৮০০

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

কল্কিপুরাণম্।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

ওঁ নমো গণেশায়।

সেন্দ্রা দেবগণা মুনীশ্বরজনা লোকাঃ সপালাঃ সদা
স্বং স্বং কর্ম্ম সুসিদ্ধয়ে * প্রতিদিনং ভক্ত্যা ভজন্ত্যুত্তমাঃ।
তং বিঘ্নেশমনন্তমচ্যুতমজং সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বাশ্রয়ং
বন্দে বৈদিকতান্ত্রিকাদিবিবিধৈঃ শাস্ত্রৈঃ পুরোবন্দিতম্॥১॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥২॥
যদ্দোর্দ্দণ্ডকরালসর্পকবলজ্বালাজ্বলবিগ্রহাঃ
নেতুঃ সংকরবালদণ্ডদলিতা ভূপাঃ ক্ষিতিক্ষোভকাঃ।

দেবরাজের সহিত দেবগণ, প্রধান প্রধান মুনিগণ ও লোকপালগণ, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার আরাধনা করেন, সেই বিঘ্নবিঘাতক অনন্ত অজ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাশ্রয় এবং বৈদিক ও তান্ত্রিক বিবিধ শাস্ত্রে অগ্রে বন্দিত ভগবান্ অচ্যুতকে নমস্কার করি।১ নরোত্তম নর, নারায়ণ ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবেক।২ কলিকালে যে সকল ভূপাল পৃথিবীতে অত্যাচার করি-

* যং সর্ব্বার্থসুসিদ্ধয়ে ইত্যেবং পাঠঃ সঙ্গচ্ছতে।

শশ্বৎ সৈন্ধববাহনো দ্বিজজনিঃ কল্কিঃ পরাত্মা হরিঃ
পায়াৎ সত্যযুগাদিকৃৎ স ভগবান্ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিপ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥
ইতি সূতবচঃ শ্রুত্বা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
শৌনকাদ্যা মহাভাগাঃ পপ্রচ্ছুস্তং কথামিমাম্ ॥ ৪ ॥
হে সূত! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! লোমহর্ষণপুত্রক! ।
ত্রিকালজ্ঞ! পুরাণজ্ঞ! বদ ভাগবতীং কথাম্ ॥ ৫ ॥
কঃ কলিঃ? কুত্র বা জাতো জগতামীশ্বরঃ প্রভুঃ।
কথং বা নিত্যধর্ম্মস্য বিনাশঃ কলিনা কৃতঃ? ॥ ৬ ॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা সূতো ধ্যাত্বা হরিং প্রভুম্।
সহর্ষপুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ প্রাহ তান্ মুনীন্ ॥ ৭ ॥

বেন, তাঁহারা যাঁহার দোর্দ্দণ্ডরূপ করাল সর্পের গ্রাসে পতিত ও বিষ-জ্বালায় জ্বলিতবিগ্রহ হইয়া করবালরূপ দন্তে দলিত হইবেন, যিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া সিন্ধুজাত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সেনানী হইয়া সত্য যুগের সৃষ্টি করিবেন, সেই সনাতন-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক পরমাত্মা ভগবান্ কল্কিরূপী হরি সকলকে রক্ষা করুন।৩

নৈমিষারণ্যবাসী শৌনক প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ সূতের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।৪ হে লোম-হর্ষণপুত্র সূত! তুমি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ, সুতরাং কোন পুরাণই তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে তুমি (আমাদের প্রশ্নানুসারে) ভাগ-বত বিবরণ বর্ণন কর।৫ কলি কে? তিনি কোথায় জন্মপরিগ্রহ করেন? তিনি কি রূপে পৃথিবীর ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেন? তিনি কি রূপেই বা নিত্য সনাতন ধর্ম্মের লোপ করেন?৬ সূত মুনিগণের মুখে এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক হর্ষভরে পুলকিততনু হইয়া প্রভু ভগবান্

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমিদমাখ্যানং ভবিষ্যং পরমাদ্ভুতম্।
কথিতং ব্রহ্মণা পূর্ব্বং নারদায় বিপৃচ্ছতে॥ ৮॥
নারদঃ প্রাহ মুনয়ে ব্যাসায়ামিততেজসে।
স ব্যাসো নিজপুত্রায় ব্রহ্মরাতায় ধীমতে॥ ৯॥
স চাভিমন্যুপুত্রায় বিষ্ণুরাতায় সংসদি।
প্রাহ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ অষ্টাদশসহস্রকান্॥ ১০॥
তদা নৃপে লয়ং প্রাপ্তে সপ্তাহে প্রশ্নশেষিতম্।
মার্কণ্ডেয়াদিভিঃ পৃষ্টঃ প্রাহ পুণ্যাশ্রমে শুকঃ॥ ১১॥
তত্রাহং তদনুজ্ঞাতঃ শ্রুতবানস্মি যাঃ কথাঃ।
ভবিষ্যা কথয়ামীহ পুণ্যা ভগবতীঃ শুভাঃ॥ ১২॥

হরিকে একবার ধ্যান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট কহিতে আরম্ভ করিলেন।৭

সূত কহিতেছেন। আমি ভবিষ্য পরমাদ্ভুত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করাতে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট ইহা বলিয়াছিলেন।৮ পরে নারদও পরম তেজস্বী ব্যাসের নিকট ইহা কীর্ত্তন করেন। ব্যাস স্বীয় পুত্র ধীমান্ ব্রহ্মরাতের সন্নিধানে এতৎ সমুদায় বলিয়াছিলেন।৯ ব্রহ্মরাতও অভিমন্যুপুত্র বিষ্ণুরাতের সভায় এই অষ্টাদশ-সহস্র-সংখ্য-শ্লোকাত্মক ভাগবত ধর্ম্ম বর্ণন করেন।১০ অনন্তর যখন সপ্তাহ অতীত হয় তখন প্রশ্নশেষ থাকিতে রাজা লয়প্রাপ্ত হইলেন। পরে পুণ্যাশ্রমে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিগণ ঐ প্রশ্নের শেষ জিজ্ঞাসু হইলে শুক যাহা বলিয়াছিলেন১১ তখন আমি সেখানে তাঁহার অনুমতি ক্রমে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছিলাম।

তাঃ শৃণুধ্বং মহাভাগাঃ সমাহিতধিয়োঽনিশম্।
গতে কৃষ্ণে স্বনিলয়ং প্রাদুর্ভূতো যথা কলিঃ॥ ১৩॥
প্রলয়ান্তে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সসর্জ্জ ঘোরং মলিনং পৃষ্ঠদেশাৎ স্বপাতকম্॥ ১৪॥
স চাধর্ম্ম ইতি খ্যাতস্তস্য বংশানুকীর্ত্তনাৎ।
শ্রবণাৎ স্মরণাল্লোকঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৫॥
অধর্ম্মস্য প্রিয়া রম্যা মিথ্যা মার্জ্জারলোচনা।
তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী দম্ভঃ পরমকোপনঃ॥ ১৬॥
স মায়ায়াং ভগিন্যাস্তু লোভং পুত্রঞ্চ কন্যকাম্।
নিকৃতিং জনয়ামাস তয়োঃ ক্রোধঃ সুতোঽভবৎ॥ ১৭॥

এক্ষণে সেই সমুদায় পবিত্র শুভ ভাগবত ভবিষ্য কথা কহিতেছি,১২ হে মহাভাগগণ! আপনারা নিরন্তর সমাহিতমতি হইয়া তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। ভগবান্ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলে যে রূপে কলির প্রাদুর্ভাব হয়, (তাহা বলিতেছি)।১৩

যখন প্রলয়কালের অবসান হইল তখন জগৎস্রষ্টা লোকপিতামহ ব্রহ্মা আপনার পৃষ্ঠদেশ হইতে ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পাতকের সৃষ্টি করিলেন।১৪ সেই পাতক অধর্ম্ম নামে বিখ্যাত হইল। এই অধর্ম্মের বংশ কীর্ত্তন করিলে শ্রবণ করিলে বা স্মরণ করিলে মানবগণ সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হন।১৫

অধর্ম্মের মনোহারিণী প্রণয়িনীর নাম মিথ্যা। তাহার চক্ষু দুটী মার্জ্জারের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ। অধর্ম্ম হইতে মিথ্যার গর্ভে একটী পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রটী অতীব কোপনস্বভাব ও সাতিশয় তেজস্বী। ইহার নাম দম্ভ।১৬ দম্ভের একটী ভগিনীর নাম মায়া। দম্ভ হইতে

স হিংসায়াং ভগিন্যাস্তু জনয়ামাস তং কলিম্।
বামহস্তধৃতোপস্থং তৈলাভ্যক্তাঞ্জনপ্রভম্ ॥ ১৮ ॥
কাকোদরং করালাস্যং লোলজিহ্বং ভয়ানকম্।
পূতিগন্ধং দ্যূতমদ্য-স্ত্রীস্বর্ণকৃতাশ্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥
ভগিন্যাস্তু দুরুক্ত্যাং স ভয়ং পুত্রঞ্চ কন্যকাম্।
মৃত্যুং স জনয়ামাস তয়োশ্চ নিরয়োঽভবৎ ॥ ২০ ॥
যাতনায়াং ভগিন্যাস্তু লেভে পুত্রাযুতাযুতম্।
ইত্থং কলিকুলে জাতা বহবো ধর্ম্মনিন্দকাঃ ॥ ২১ ॥

মায়ার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রের নাম লোভ ও কন্যার নাম নিকৃতি। লোভ হইতে নিকৃতিতে ক্রোধ নামে একটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।১৭ ক্রোধের ভগিনীর নাম হিংসা। হিংসা ক্রোধের সহবাসে একটী পুত্র প্রসব করিল। এই পুত্রের নাম কলি। (এই কলির আকার ও স্বরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।) ইনি সর্ব্বদা বাম হস্তে পুংচিহ্ন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গের কান্তি অবিকল তৈল মাখা কজ্জলের সদৃশ।১৮ উদরটী কাকের ন্যায়, মুখখানি অতীব ভীষণ, জীভ্‌টী লক্ লক্ করিতেছে। এই আকারটী দেখিলে মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে পূতিগন্ধ বাহিত হইতেছে। ইনি দ্যূতক্রীড়াস্থলে মদ্যালয়ে বেশ্যাগারে ও স্বর্ণব্যবসায়ীর নিকট সর্ব্বদাই অবস্থিতি করেন।১৯ ইঁহার ভগিনীর নাম দুরুক্তি। ইঁহার ঔরসে দুরুক্তির গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রের নাম ভয় ও কন্যার নাম মৃত্যু। ভয়ের সহবাসে মৃত্যু হইতে নিরয় নামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে।২০ যাতনা নামে নিরয়ের একটী ভগিনী উৎপন্ন হয়। ঐ নিরয় হইতে যাতনার গর্ভে শত শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

যজ্ঞাধ্যয়নদানাদিবেদতন্ত্রবিনাশকাঃ।
আধিব্যাধিজরাগ্লানিদুঃখশোকভয়াশ্রয়াঃ ॥ ২২ ॥
কলিরাজানুগাশ্চেরুর্যূথশো লোকনাশকাঃ।
বভূবুঃ কালবিভ্রষ্টাঃ ক্ষণিকাঃ কামুকা নরাঃ ॥ ২৩॥
দম্ভাচারদুরাচারাস্তাতমাতৃবিহিংসকাঃ।
বেদহীনা দ্বিজা দীনাঃ শূদ্রসেবাপরাঃ সদা ॥ ২৪ ॥
কুতর্কবাদবহুলা ধর্ম্মবিক্রয়িণোঽধমাঃ।
বেদবিক্রয়িণো ব্রাত্যা রসবিক্রয়িণস্তথা ॥ ২৫ ॥
মাংসবিক্রয়িণঃ ক্রূরাঃ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।
পরদাররতা মত্তা বর্ণসঙ্করকারকাঃ ॥ ২৬ ॥
হ্রস্বাকারাঃ পাপসারাঃ শঠা মঠনিবাসিনঃ।

এই রূপে কলিবংশে অসংখ্য ধর্ম্মনিন্দকের আবির্ভাব হইয়াছে।২১ ইহারা যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন দান প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মের লোপ করে এবং বেদ তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের ধ্বংসকরণে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকে। ইহারা আধি ব্যাধি জরা গ্লানি দুঃখ শোক ভয় প্রভৃতির আশ্রয়।২২ ইহারা সকলেই কলিরাজের অনুগত হইয়া লোকদিগের নাশের নিমিত্ত দলে দলে ভ্রমন করিতেছে। ইহারা কালক্রমে ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যরূপে জন্ম-পরিগ্রহ করিতেছে।২৩ ঐ সকল মনুষ্য ক্ষণিক ও কামুক। ইহারা দম্ভাচার দুরাচার ও পিতৃমাতৃহিংসক। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা বেদবিবর্জ্জিত দীন ও সর্ব্বদা শূদ্রসেবা-পরায়ণ।২৪ ইহারা সর্ব্বদা কুতর্ক করিয়া থাকে। এই অধমেরা ধর্ম্মবিক্রয় করে। ইহারা বেদ-বিক্রয়ী ব্রাত্য রসবিক্রয়ী ২৫ মাংসবিক্রয়ী ক্রূর ও শিশ্নোদরপরায়ণ। ইহারা পরদাররত মত্ত বর্ণসঙ্করকারক ২৬ হ্রস্বাকার পাপাচার শঠ ও

ষোড়শাব্দায়ুষঃ শ্যালবান্ধবা নীচসংগমাঃ ॥ ২৭ ॥
বিবাদকলহক্ষুব্ধাঃ কেশবেশবিভূষণাঃ ।
কলৌ কুলীনা ধনিনঃ পূজ্যা বার্দ্ধুষিকা দ্বিজাঃ ॥ ২৮ ॥
সন্ন্যাসিনো গৃহাসক্তা গৃহস্থাস্ত্ববিবেকিনঃ ।
গুরুনিন্দাপরা ধর্ম্মধ্বজিনঃ সাধুবঞ্চকাঃ ॥ ২৯ ॥
প্রতিগ্রহরতাঃ শূদ্রাঃ পরস্বহরণাদরাঃ ।
দ্বয়োঃ স্বীকারমুদ্বাহঃ শঠে মৈত্রী বদান্যতা ॥ ৩০ ॥
প্রতিদানে ক্ষমাশক্তৌ বিরক্তিকরণাক্ষমে ।

মঠনিবাসী। ইহাদের পরমায়ু প্রায়ই ষোড়শ বৎসর। ইহারা সম্বন্ধী ভিন্ন আর কাহাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণ করে না। নীচ সংসর্গে অবস্থান করিতেই ইহাদের সর্ব্বদা অভিরুচি।২৭ ইহারা নিরন্তর বিবাদ কলহেই ক্ষুব্ধ থাকে। কেশসংস্কার বেশবিন্যাস ও ভূষণধারণেই ইহাদের অভিরুচি।

কলিকালে যাহাদের ধন আছে তাহারাই কুলীন বলিয়া মান্য হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ বার্দ্ধুষিক অর্থাৎ টাকার সুদ লইয়া জীবিকানির্বাহ করে তাহারাই সকলের পূজ্য।২৮ এই কলিকালে সন্ন্যাসীরা গৃহে বাস করিতে রত থাকে এবং গৃহস্থেরা বিবেচনাশূন্য হয়। এই কলি-কালে সকলে গুরুনিন্দা-পরায়ণ হইবে এবং ধর্ম্মচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক সাধুদিগকে বঞ্চনা করিবে।২৯ এই সময় শূদ্রেরা প্রতিগ্রহপরায়ণ ও পরস্বাপহারী হইবে। এই কালে বরকন্যার পরস্পর স্বীকার মাত্রেই বিবাহ সম্পন্ন হইবে। সকলে শঠ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা ও প্রতিদান-কালে বদান্যতা প্রকাশ করিবে।৩০ কোন ব্যক্তির অপকারকরণে অসমর্থ হইলে ক্ষমাপ্রকাশ করিবে, অক্ষম ব্যক্তির প্রতি বিরাগপ্রকাশে যত্নবান হইবে।

বাচালত্বঞ্চ পাণ্ডিত্যে যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্ ॥ ৩১ ॥
ধনাঢ্যত্বঞ্চ সাধুত্বে দূরে নীরে চ তীর্থতা।
সূত্রমাত্রেণ বিপ্রত্বং দণ্ডমাত্রেণ মস্করী ॥ ৩২ ॥
অল্পশস্যা বসুমতী নদীতীরেঽবরোপিতা।
স্ত্রিয়ো বেশ্যালাপসুখাঃ স্বপুংসা ত্যক্তমানসাঃ ॥ ৩৩ ॥
পরান্নলোলুপা বিপ্রাশ্চণ্ডালগৃহযাজকাঃ।
স্ত্রিয়ো বৈধব্যহীনাশ্চ স্বচ্ছন্দাচরণপ্রিয়াঃ ॥ ৩৪ ॥
চিত্রবৃষ্টিকরা মেঘা মন্দশস্যা চ মেদিনী।
প্রজাভক্ষা নৃপা লোকাঃ করপীড়াপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৩৫ ॥
স্কন্ধে ভারং করে পুত্রং কৃত্বা ক্ষুব্ধাঃ প্রজাজনাঃ।
গিরিদুর্গং বনং ঘোরমাশ্রয়িষ্যন্তি দুর্ভগাঃ ॥ ৩৬ ॥

এই কলিকালে সকলে পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য বাচালতা প্রকাশ করিবে এবং যশোলাভের নিমিত্ত ধর্ম্মসেবা করিবে।৩১ লোকে ধনাঢ্য হইলেই সাধু বলিয়া মান্য হইবে এবং দূরদেশস্থিত জলকেই তীর্থ বলিয়া মান্য করিবে। কলিকালে গলায় সূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ হইবে এবং দণ্ড ধারণ করিলেই পরিব্রাজক হইতে পারিবে।৩২ ভগবতী বসুমতী অল্পশস্যা হইবেন, নদী তীরগতা হইবে। কুলকামিনীরা বেশ্যার ন্যায় আলাপাদি করিতে যত্নবতী হইবে, স্ব স্ব স্বামীর প্রতি তাহাদের মন থাকিবে না।৩৩ ব্রাহ্মণেরা পরান্নলোলুপ হইবেন। তাঁহারা চণ্ডালের যাজক হইতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। স্ত্রীলোক আর বিধবা হইবে না। তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইবে।৩৪ মেঘ হইতে অনিয়মিত বৃষ্টি হইবে। বসুমতী অল্পশস্যা হইবেন। রাজগণ প্রজাপীড়ন করিবেন। প্রজাবর্গ রাজকরে সাতিশয় প্রপীড়িত হইবে।৩৫ হতভাগ্য প্রজাগণ স্কন্ধে

মধুমাংসৈর্মূলফলৈরাহারৈঃ প্রাণধারিণঃ।
এবং তু প্রথমে পাদে কলেঃ কৃষ্ণবিনিন্দকাঃ॥ ৩৭॥
দ্বিতীয়ে তন্নামহীনাস্তৃতীয়ে বর্ণসঙ্করাঃ।
একবর্ণাশ্চতুর্থে চ বিস্মৃতাচ্যুতসৎক্রিয়াঃ॥ ৩৮॥
নিঃ–স্বাধ্যায়-স্বধা-স্বাহা-বৌষড়োংকার-বর্জ্জিতাঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে নিরাহারাঃ ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ। ৩৯॥
ধরিত্রীমগ্রতঃ কৃত্বা ক্ষীণাং দীনাং মনস্বিনীম্।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং বেদধ্বনিনিনাদিতম্। ৪০॥
যজ্ঞধূমৈঃ সমাকীর্ণং মুনিবর্য্যনিষেবিতম্।
সুবর্ণবেদিকামধ্যে দক্ষিণাবর্ত্তমুজ্জ্বলম্॥ ৪১॥
বহ্নিং যূপাঙ্কিতোদ্যান–বন–পুষ্প-ফলান্বিতম্।

ভার ও হস্তে পুত্রকে ধারণ করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে দুর্গম পর্ব্বত ও ঘোর অরণ্য আশ্রয় করিবে।৩৬ তাহারা মধু মাংস ও ফল মূল আহার করিয়া জীবনধারণে প্রবৃত্ত হইবে ও সকলেই কৃষ্ণের নিন্দা করিতে থাকিবে। কলির প্রথম পাদে সকলে এইরূপ আচরণ করিবে।৩৭ কলির দ্বিতীয় পাদে লোকে কৃষ্ণ-নাম-বিবর্জ্জিত হইবে। তৃতীয় পাদে বর্ণসঙ্কর হইতে থাকিবে। চতুর্থ পাদে সকলে একবর্ণ হইবে ও বিষ্ণুর আরাধনা এক কালে বিস্মৃত হইয়া যাইবে।৩৮

পৃথিবীতে বেদাধ্যয়ন স্বধা স্বাহা বৌষট্ ওঙ্কার প্রভৃতি রহিত হওয়াতে দেবগণ অনাহারে কাতর হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন।৩৯ তাঁহারা ক্ষীণা দীনা ভগবতী বসুমতীকে অগ্রে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, দেখিলেন, ব্রহ্মলোক বেদধ্বনিতে নিনাদিত হইতেছে।৪০ চতুর্দ্দিকে যজ্ঞধূম উত্থিত হইতেছে। প্রধান প্রধান মহর্ষিরা উপবিষ্ট আছেন। স্বর্ণ বেদীর উপরে উজ্জ্বল দক্ষিণাবর্ত্ত৪১ অগ্নি (শোভা

সরোভিঃ সারসৈর্হংসৈরাহ্বয়ন্তমিবাতিথিম্ ॥ ৪২ ॥
বায়ুলোললতাজালকুসুমালিকুলাকুলৈঃ ।
প্রণামাহ্বান-সৎকার-মধুরালাপবীক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥
তদ্ব্রহ্মসদনং দেবাঃ সেশ্বরাঃ ক্লিন্নমানসাঃ ।
বিবিশুস্তদনুজ্ঞাতা নিজকার্য্যং নিবেদিতুম্ ॥ ৪৪ ॥

ত্রিভুবনজনকং সদাসনস্থং
সনক-সনন্দন-সনাতনৈশ্চ সিদ্ধৈঃ ।
পরিসেবিতপাদকমলং
ব্রহ্মাণং দেবতা নেমুঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে কলিবিবরণং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

পাইতেছে।) জল পুষ্প ফল প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত উদ্যানে যজ্ঞার্থ যূপ সকল নিখাত রহিয়াছে। সরোবর সকল সারস ও হংসগণের রব দ্বারা যেন পথিকগণকে আহ্বান করিতেছে।৪২ হংস ও সারসগণ, বায়ুবেগে চালিত লতাসমূহের কুসুমস্থিত অলিকুল দ্বারা আকুলিত হইয়া (পথিকের প্রতি যেন) প্রণাম আহ্বান সৎকার মধুরালাপ ও দর্শন করিতেছে।৪৩ অনন্তর ইন্দ্রের সহিত দেবগণ দুঃখিতান্তঃকরণে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন, এবং ব্রহ্মার অনুমতিক্রমে নিজ কার্য্য নিবেদনার্থ তথায় প্রবেশ করিলেন।৪৪ সনক-সনন্দন-সনাতন প্রভৃতি সিদ্ধগণ যাঁহার পদসেবা করিতেছেন, যিনি ত্রিভুবন-জনক, যিনি সর্ব্বদা যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, সেই ব্রহ্মাকে তাঁহারা নমস্কার করিলেন।৪৫

কল্কিপুরাণ কলি-বিবরণ-নামক প্রথম অধ্যায়
সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

উপবিষ্টাস্ততো দেবা ব্রহ্মণো বচনাৎ পুরঃ।
কলের্দোষাদ্ধর্ম্মহানিং কথয়ামাসুরাদরাৎ॥ ১॥
দেবানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা তানাহ দুঃখিতান্।
প্রসাদয়িত্বা তং বিষ্ণুং সাধয়িষ্যাম্যভীপ্সিতম্॥ ২॥
ইতি দেবৈঃ পরিবৃতো গত্বা গোলোকবাসিনম্।
স্তুত্বা প্রাহ পুরো ব্রহ্মা দেবানাং হৃদয়েপ্সিতম্॥ ৩॥
তৎ শ্রুত্বা পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ।
শম্ভলে বিষ্ণুযশসো গৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহম্।

সূত কহিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার বচনানুসারে দেবগণ সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া যত্নপূর্ব্বক, কলির দোষে যে ধর্ম্মহানি হইতেছে, তাহা নিবেদন করিলেন।১ ব্রহ্মা দুঃখিত দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, চল বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া অভীষ্ট সাধন করি।২ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া দেবগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া গোলোক ধামে গমন করিলেন, এবং গোলোকবাসী বিষ্ণুর স্তব করিয়া দেবগণের মনোগত ভাব ও প্রার্থনা জানাইলেন।৩ পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, আমি তোমার অনুরোধক্রমে শম্ভল

সুমত্যাং মাতরি বিভো! কন্যায়াং ত্বন্নিদেশতঃ॥ ৪॥
চতুর্ভির্ভ্রাতৃভির্দেব! করিষ্যামি কলিক্ষয়ম্।
ভবন্তো বান্ধবা দেবাঃ স্বাংশেনাবতরিষ্যথ॥ ৫॥
ইয়ং মম প্রিয়া লক্ষ্মীঃ সিংহলে সংভবিষ্যতি।
বৃহদ্রথস্য ভূপস্য কৌমুদ্যাং কমলেক্ষণা।
ভার্য্যায়াং মম ভার্য্যৈষা পদ্মানাম্নী জনিষ্যতি॥ ৬॥
যাত যূয়ং ভুবং দেবাঃ স্বাংশাবতরণে রতাঃ।
রাজানৌ মরুদেবাপী স্থাপয়িষ্যাম্যহং ভুবি॥ ৭॥
পুনঃ কৃতযুগং কৃত্বা ধর্ম্মান্ সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ।
কলিব্যালং সংনিরস্য প্রয়াস্যে স্বালয়ং বিভো!॥ ৮॥
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য ব্রহ্মা দেবগণৈর্বৃতঃ।
জগাম ব্রহ্মসদনং দেবাশ্চ ত্রিদিবং যযুঃ॥ ৯॥

নামক গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতিনাম্নী ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইব।৪ আমি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের সহিত কলি ক্ষয় করিব। দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইয়া আমার সহিত বন্ধুতা করিবে।৫ এই আমার প্রিয়া কমলনয়না কমলা বৃহদ্রথ-নামক সিংহলেশ্বরের কৌমুদীনাম্নী মহিষীতে জন্মপরিগ্রহ করিবেন। ইঁনি পদ্মা নামে বিখ্যাত হইবেন।৬ দেবগণ! তোমরা পৃথিবীতে গমনপূর্ব্বক স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হও। আমি পুনর্ব্বার মরু ও দেবাপি নামক রাজদ্বয় পৃথিবীর শাসনকর্তৃত্বে স্থাপন করিব।৭ আমি পুনর্ব্বার সত্যযুগের সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক কলিরূপ সর্পকে নিরাকরণ করিয়া, বৈকুণ্ঠধামে আগমন করিব।৮ ব্রহ্মা এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দেবগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন

মহিম্না স্বস্য ভগবান্ নিজজন্মকৃতোদ্যমঃ।
বিপ্রর্ষে! শম্ভলগ্রামমাবিবেশ পরাত্মকঃ॥ ১০॥
সুমত্যাং বিষ্ণুযশসা গর্ভমাধত্ত বৈষ্ণবম্।
গ্রহ-নক্ষত্র-রাশ্যাদি-সেবিত-শ্রীপদাম্বুজম্॥ ১১॥
সরিৎসমুদ্রা গিরয়ো লোকাঃ সস্থাণুজঙ্গমাঃ।
সহর্ষা ঋষয়ো দেবা জাতে বিষ্ণৌ জগৎপতৌ॥ ১২॥
বভূবুঃ সর্ব্বসত্ত্বানামানন্দা বিবিধাশ্রয়াঃ।
নৃত্যন্তি পিতরো হৃষ্টাস্তুষ্টা দেবা জগুর্যশঃ॥ ১৩॥
চক্রুর্বাদ্যানি গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ১৪॥
দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবঃ।
জাতে দদৃশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌ॥ ১৫॥

করিলেন পরে দেবগণও দেবলোকে উপস্থিত হইলেন।৯ ব্রহ্মন্! ভগবান্ পরমাত্মা বিষ্ণু স্বীয় মহিমা দ্বারা মনুষ্যরূপে অবতরণ বিষয়ে কৃতপ্রযত্ন হইয়া শম্ভল গ্রামে প্রবেশ করিলেন।১০ পরে বিষ্ণুযশা হইতে সুমতিতে বৈষ্ণব গর্ভ আহিত হইল। গ্রহ নক্ষত্র রাশি প্রভৃতি সকলেই ঐ গর্ভস্থ শিশুর পদারবিন্দ সেবা করিতে লাগিলেন।১১

জগৎপতি বিষ্ণু যে সময় জন্মপরিগ্রহ করিলেন, তখন সরিৎ সমুদ্র পর্ব্বত দেবগণ ঋষিগণ ও স্থাবর জঙ্গম সমুদায় লোক হর্ষযুক্ত হইলেন।১২ সকল প্রাণীই নানাপ্রকার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। পিতৃগণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, দেবগণ পরিতুষ্ট হৃদয়ে বিষ্ণুর যশোগান করিতে লাগিলেন।১৩ গন্ধর্ব্বগণ বাদ্য বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন।১৪ বৈশাখ মাসের

ধাতৃমাতা মহাষষ্ঠী নাভিচ্ছেত্রী তদম্বিকা।
গঙ্গোদকক্লেদমোক্ষা সাবিত্রী মার্জ্জনোদ্যতা ॥ ১৬ ॥
তস্য বিষ্ণোরনন্তস্য বসুধাঽধাৎ পয়ঃসুধাম্।
মাতৃকা মাঙ্গল্যবচঃ কৃষ্ণজন্মদিনে তথা ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাশু স্বাশুগং প্রাহ সেবকম্।
যাহীতি সূতিকাগারং গত্বা বিষ্ণুং প্রবোধয় ॥ ১৮ ॥
চতুর্ভুজমিদং রূপং দেবানামপি দুর্লভম্।
ত্যক্ত্বা মানুষবদ্রূপং কুরু নাথ! বিচারিতম্ ॥ ১৯ ॥
ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা পবনঃ সুরভিঃ সুখম্।

শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে ভগবান্ বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতা মাতা তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন।১৫

(বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইলে) মহাষষ্ঠী তাঁহার ধাত্রী মাতা ও অম্বিকা নাভিচ্ছেত্রী হইলেন। সাবিত্রী আসিয়া গঙ্গোদক দ্বারা গাত্রমার্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহার ক্লেদ অপনয়ন করিতে লাগিলেন।১৬ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপ সেই অনন্ত বিষ্ণুর কল্কি অবতারের দিন তাঁহার নিমিত্ত বসুধা জলরূপসুধা ধারণ করিলেন। মাতৃকাগণ মাঙ্গল্য বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।১৭

ব্রহ্মা এই বিষয় অবগত হইয়া আশুগামী সেবক পবনকে কহিলেন, তুমি সূতিকাগারে গমন করিয়া (আমার প্রার্থনানুসারে) বিষ্ণুর নিকট নিবেদন কর যে, ১৮ নাথ! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনকার এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ। অতএব আপনি এইরূপ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় রূপ ধারণ করুন।১৯ সুখকর সুরভি শীতল পবন ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া

সশীতঃ প্রাহ তরসা ব্রহ্মণো বচনাদৃতঃ ॥ ২০ ॥
তৎ শ্রুত্বা পুণ্ডরীকাক্ষস্তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজোঽভবৎ।
তদা তৎপিতরৌ দৃষ্ট্বা বিস্ময়াপন্নমানসৌ ॥ ২১ ॥
ভ্রমসংস্কারবত্তত্র মেনাতে তস্য মায়য়া।
ততস্তু শম্ভলগ্রামে সোৎসবা জীবজাতয়ঃ।
মঙ্গলাচারবহুলাঃ পাপতাপবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২২ ॥
সুমতিস্তং সুতং লব্ধ্বা বিষ্ণুং জিষ্ণুং জগৎপতিম্
পূর্ণকামা বিপ্রমুখ্যানাহূয়াদাৎ গবাং শতম্ ॥ ২৩ ॥
হরেঃ কল্যাণকৃদ্বিষ্ণুযশাঃ শুদ্ধেন চেতসা।
সামর্গ্‌যজুর্বিদ্ভিরগ্র্যৈস্তন্নামকরণে রতঃ ॥ ২৪ ॥
তদা রামঃ কৃপো ব্যাসো দ্রৌণির্ভিক্ষুশরীরিণঃ।

তাঁহার অনুরোধক্রমে বেগে ধাবমান হইয়া (সূতিকাগারে প্রবেশ-পূর্ব্বক) কহিলেন।২০ পুণ্ডরীকাক্ষ হরি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ হইলেন। তাঁহার পিতা মাতা তাহা অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।২১ অনন্তর বিষ্ণুর মায়াক্রমে তাঁহারা (চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন) ভ্রান্তি বলিয়া মনে করিলেন। পরে শম্ভল নগরে সকলজাতীয় প্রাণী উৎসব প্রকাশ করিতে লাগিল। সকলেই পাপ-তাপ-বিবর্জ্জিত হইয়া সতত মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইল।২২

সুমতি, জগৎপতি জয়শীল বিষ্ণুকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া পূর্ণ-মনোরথা হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে আহ্বানপূর্ব্বক একশত গো দান করিলেন।২৩ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশা হরির কল্যাণকামনায় শুদ্ধচিত্ত হইয়া ঋক্ যজু ও সামবেদী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ দ্বারা নামকরণে প্রবৃত্ত

সমায়াতা হরিং দ্রষ্টুং বালকত্বমুপাগতম্ ॥ ২৫ ॥
তানাগতান্ সমালোক্য চতুরঃ সূর্য্যসন্নিভান্।
হৃষ্টরোমা দ্বিজবরঃ পূজয়াঞ্চক্র ঈশ্বরান্ ॥ ২৬ ॥
পূজিতাস্তে স্বাসনেষু সংবিষ্টাঃ স্বসুখাশ্রয়াঃ।
হরিং ক্রোড়গতং তস্য দদৃশুঃ সর্ব্বমূর্ত্তয়ঃ ॥ ২৭ ॥
তং বালকং নরাকারং বিষ্ণুং নত্বা মুনীশ্বরাঃ।
কল্কিং কল্কবিনাশার্থমাবির্ভূতং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৮ ॥
নামাকুর্ব্বংস্ততস্তস্য কল্কিরিত্যভিবিশ্রুতম্।
কৃত্বা সংস্কারকর্ম্মাণি যযুস্তে হৃষ্টমানসাঃ ॥ ২৯ ॥
ততঃ স ববৃধে তত্র সুমত্যা পরিপালিতঃ।
কালেনাল্পেন কংসারিঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥ ৩০ ॥

হইলেন।২৪ তৎকালে রাম কৃপ ব্যাস ও অশ্বত্থামা, ইঁহারা ভিক্ষু শরীর ধারণপূর্ব্বক বাল্যপ্রাপ্ত ভগবান্ হরিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন।২৫ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুযশা সূর্য্যসন্নিভ চারি জন প্রধান ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া পুলকিত হইয়া অভ্যর্থনা ও পূজা করিলেন।২৬ নানা-রূপ-ধারণ-ক্ষম রাম কৃপ প্রভৃতি বিষ্ণুযশা কর্ত্তৃক পূজিত ও স্ব স্ব আসনে সুখাসীন হইয়া পিতার ক্রোড়স্থিত হরিকে দর্শন করিলেন।২৭ মুনিশ্রেষ্ঠ রাম প্রভৃতি, বালক নরাকার বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া পৃথিবীর পাপরূপ মল অপনোদনের নিমিত্ত আবির্ভূত কল্কি বলিয়া জানিতে পারিলেন।২৮ তাঁহারা ঐ বালকের নাম-করণ-কালে 'কল্কি' এই বিখ্যাত নাম রাখিলেন এবং জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদনপূর্ব্বক প্রহৃষ্ট চিত্তে প্রতিগমন করিলেন।২৯

কল্কের্জ্যেষ্ঠাস্ত্রয়ঃ শূরাঃ কবি-প্রাজ্ঞ-সুমন্ত্রকাঃ।
পিতৃমাতৃপ্রিয়করা গুরুবিপ্রপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৩১॥
কল্কেরংশাঃ পুরো জাতাঃ সাধবো ধর্ম্মতৎপরাঃ।
গার্গ্যভর্গ্যবিশালাদ্যা জ্ঞাতয়স্তদনুব্রতাঃ॥ ৩২॥
বিশাখযূপ-ভূপাল-পালিতাস্তাপবর্জ্জিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ কল্কিমালোক্য পরাং প্রীতিমুপাগতাঃ॥ ৩৩।
ততো বিষ্ণুযশাঃ পুত্রং ধীরং সর্ব্বগুণাকরম্।
কল্কিং কমলপত্রাক্ষং প্রোবাচ পঠনাদৃতম্॥ ৩৪॥
তাত! তে ব্রহ্মসংস্কারং যজ্ঞসূত্রমনুত্তমম্।
সাবিত্রীং বাচয়িষ্যামি ততো বেদান্ পঠিষ্যসি॥ ৩৫॥

অনন্তর শুক্লপক্ষে যেমন চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, তাহার ন্যায়, কৃষ্ণ, সুমতি কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া অল্প কালের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।৩০ কল্কির পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহাদের নাম কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্র। ইঁহারা গুরু ও পিতামাতার প্রিয়কারী ছিলেন। গুরু ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই ইঁহাদের প্রশংসা করিতেন।৩১ গার্গ্য ভর্গ্য বিশাল প্রভৃতি ধর্ম্মতৎপর সাধুগণ অগ্রে তাঁহারই গোত্রে জন্মপরিগ্রহ করেন। ইঁহারা সকলেই কল্কির অংশ ও কল্কির অনুগত।৩২ ইঁহারা বিশাখযূপ নামক ভূপাল কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। এই সকল ব্রাহ্মণ কল্কিকে দেখিয়া সন্তাপরহিত ও পরম-প্রীতি-যুক্ত হইলেন।৩৩

অনন্তর বিষ্ণুযশা, ধীর সর্ব্বগুণাকর কমললোচন কুমার কল্কিকে বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন।৩৪ বৎস! এক্ষণে তোমার

কল্কিরুবাচ।

কো বেদঃ কা চ সাবিত্রী কেন সূত্রেণ সংস্কৃতাঃ।
ব্রাহ্মণা বিদিতা লোকে তত্তত্ত্বং বদ তাত! মাম্॥ ৩৬॥

পিতোবাচ।

বেদো হরের্বাক্ সাবিত্রী বেদমাতা প্রতিষ্ঠিতা।
ত্রিগুণঞ্চ ত্রিবৃৎসূত্রং তেন বিপ্রাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৩৭॥
দশযজ্ঞৈঃ সংস্কৃতা যে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
তত্র বেদাশ্চ লোকানাং ত্রয়াণামিহ পোষকাঃ॥ ৩৮॥
যজ্ঞাধ্যয়ন-দানাদি তপঃ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
প্রীণয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা বেদ-তন্ত্র-বিধানতঃ॥ ৩৯॥
তস্মাৎ যথোপনয়ন-কর্ম্মণোঽহং দ্বিজৈঃসহ।

উপনয়নরূপ ব্রহ্মসংস্কার সম্পাদন করিয়া গায়ত্রী উপদেশ দিব, পরে বেদ অধ্যয়ন করিবে।৩৫

কল্কি কহিলেন। পিতঃ! বেদ কাহাকে বলে? গায়ত্রীই বা কি? কিরূপ সূত্র দ্বারা সংস্কৃত হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারা যায়? তাহা আমাকে বলুন।৩৬

পিতা কহিলেন, বৎস! বিষ্ণুর বাক্যই বেদ। সাবিত্রী বেদমাতা বলিয়া বিখ্যাত আছেন। ত্রিগুণিত সূত্রে গ্রন্থি দিয়া তিন গুণ করিলে উপবীত হয়। ব্রাহ্মণেরা এই উপবীত ধারণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া থাকেন।৩৭ যাঁহারা দশ যজ্ঞ দ্বারা সংস্কৃত, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবাদী। ইঁহারা ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য বেদ রক্ষা করেন।৩৮ ঐ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ অধ্যয়ন দান তপস্যা বেদপাঠ ও ইন্দ্রসংযম দ্বারা বেদ ও তন্ত্রের বিধানানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে প্রীত করেন।৩৯

সংস্কর্ত্তুং বান্ধবজনৈস্ত্বামিচ্ছামি শুভে দিনে ॥ ৪০ ॥

পুত্র উবাচ।

কে চ তে দশ সংস্কারা ব্রাহ্মণেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ কেন বা বিষ্ণুমর্চ্চয়ন্তি বিধানতঃ ॥ ৪১ ॥

পিতোবাচ।

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাদ্‌যাতো গর্ভাধানাদিসংস্কৃতঃ।
সন্ধ্যাত্রয়েণ সাবিত্রী-পূজা-জপ-পরায়ণঃ ॥ ৪২ ॥
তপস্বী সত্যবাগ্ধীরো ধর্ম্মাত্মা ত্রাতি সংসৃতিম্।
বিষ্ণ্বর্চ্চনমিদং জ্ঞাত্বা সদানন্দময়ো দ্বিজঃ ॥ ৪৩ ॥

পুত্র উবাচ।

কুত্রাস্তে স দ্বিজো যেন তারয়ত্যখিলং জগৎ।

এই জন্য আমি শুভ দিন দেখিয়া বন্ধুবান্ধব ব্রাহ্মণ-গণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার উপনয়ন সংস্কার করিতে ইচ্ছা করি।৪০

পুত্র কহিলেন। ব্রাহ্মণেরা যে দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হন, সেই দশ সংস্কার কি? ব্রাহ্মণেরা কিরূপেই বা যথাবিধানে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন।৪১

পিতা কহিলেন, যিনি ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়া গর্ভাধান প্রভৃতি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইবেন, যিনি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীজপ ও পূজা করিবেন,৪২ যিনি তপস্বী, সত্যবাদী, ধীর ও ধর্ম্মাত্মা হন, তিনি বিষ্ণুপূজার প্রকরণ জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বদা আনন্দময় থাকেন ও সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ করেন।৪৩

পুত্র কহিলেন। যিনি সাধুপথে থাকিয়া বিষ্ণুকে প্রীতকরেন,

সন্মার্গেণ হরিং প্রীণন্ কামদোগ্ধা জগত্ত্রয়ে ॥ ৪৪ ॥

পিতোবাচ।

কলিনা বলিনা ধর্ম্ম-ঘাতিনা দ্বিজ-পাতিনা।
নিরাকৃতাধর্ম্মরতা গতা বর্ষান্তরান্তরম্ ॥ ৪৫ ॥
যে স্বল্পতপসো বিপ্রাঃ স্থিতাঃ কলিযুগান্তরে।
শিশ্নোদরভৃতোঽধর্ম্মনিরতা বিরতাক্রিয়াঃ ॥ ৪৬ ॥
পাপসারা দুরাচারাস্তেজোহীনাঃ কলাবিহ।
আত্মানং রক্ষিতুং নৈব শক্তাঃ শূদ্রস্য সেবকাঃ ॥ ৪৭ ॥
ইতি জনকবচো নিশম্য কল্কিঃ
কলিকুলনাশমনোঽভিলাষম্মা।

যিনি লোকত্রয়ের কামধুক্, যিনি অখিল জগৎ উদ্ধার করেন, ঈদৃ
ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন ?৪৪

পিতা কহিলেন, যাঁহারা ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ, তাঁহারা ব্রাহ্মণদ্বে
ধর্ম্মঘাতক বলবান্ কলি কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া বর্ষান্তরে গমন করিয়
ছেন।৪৫ যাঁহাদের অল্প তপস্যা, তাদৃশ ব্রাহ্মণেরা কলিযুগের অধি
কারের মধ্যে আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শিশ্নোদর-পরায়ণ অধর্ম
নিরত বৈদিক-ক্রিয়া-কলাপ-বিবর্জ্জিত,৪৬ পাপাত্মা, দুরাচার, তেজে
হীন ও শূদ্রসেবক হইয়াছেন। তাঁহারা কলির প্রভাবে আত্মরক্ষ
করিতেও সমর্থ নহেন।৪৭

কলি-কুল-ধ্বংসের জন্য যাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, তাদৃশ সাধুনা
কল্কি, এইরূপ পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা কর্ত্তৃক ও ব্রাহ্মণগ

দ্বিজনিজবচনৈস্তদোপনীতো
গুরুকুলবাসমুবাস সাধুনাথঃ॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে কল্কিজন্মোপনয়ং
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কর্তৃক পঠিত মন্ত্রে উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিতে গমন করিলেন।৪৮

কল্কিপুরাণ কল্কিজন্মোপনয়ন-নামক দ্বিতীয়
অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
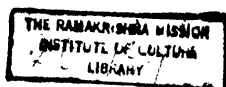
ততো বস্তুং গুরুকুলে যান্তং কল্কিং নিরীক্ষ্য সঃ।
মহেন্দ্রাদ্রিস্থিতো রাম সমানীয়াশ্রমং প্রভুঃ॥ ১॥
প্রাহ ত্বাং পাঠয়িষ্যামি গুরুং মাং বিদ্ধি ধর্ম্মতঃ।
ভৃগুবংসসমুৎপন্নং জামদগ্ন্যং মহাপ্রভুম্॥ ২॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞং ধনুর্বেদবিশারদম্।
কৃত্বা নিক্ষত্রিয়াং পৃথ্বীং দত্ত্বা বিপ্রায় দক্ষিণাম্॥ ৩॥
মহেন্দ্রাদৌ তপস্তপ্তুমাগতোঽহং দ্বিজাত্মজ!।
ত্বং পঠাত্র নিজং বেদং যচ্চান্যচ্ছাস্ত্রমুত্তমম্॥ ৪॥

সূত কহিলেন। অনন্তর কল্কি গুরুকুলে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছেন; দেখিয়া মহেন্দ্র-পর্ব্বত-স্থিত প্রভাবশালী রাম তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন,১ এবং কহিলেন, আমি তোমাকে অধ্যয়ন করাইব। ধর্ম্মতঃ আমাকে গুরু বলিয়া বিবেচনা করিবে। আমি মহাপ্রভাবশালী জামদগ্ন্য। ভৃগু-বংশে আমার জন্ম হইয়াছে।২ বেদবেদাঙ্গের সমুদায় তত্ত্ব আমি জ্ঞাত আছি, বিশেষত ধনুর্ব্বেদবিষয়ে আমি অদ্বিতীয়। আমি সমুদায় পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়াছিলাম।৩ তাহার পর আমি তপস্যা করিবার জন্য মহেন্দ্র-

ইতি তদ্বচ আশ্রুত্য সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
কল্কিঃ পুরো নমস্কৃত্য বেদাধীতী ততোঽভবৎ॥ ৫॥
সাঙ্গং চতুষষ্টিকলং ধনুর্ব্বেদাদিকঞ্চ যৎ।
সমধীত্য জামদগ্ন্যাৎ কল্কিঃ প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৬॥
দক্ষিণাং প্রার্থয় বিভো! যা দেয়া তব সন্নিধৌ।
যয়া মে সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাদ্‌ যা স্যাৎ ত্বত্তোষকারিণী॥ ৭॥

রাম উবাচ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতো ভূমন্‌! কলিনিগ্রহকারণাৎ।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বাশ্রয়ঃ পূর্ণঃ স জাতঃ শম্ভলে ভবান্‌॥ ৮॥
মত্তো বিদ্যাং শিবাদস্ত্রং লব্ধ্বা বেদময়ং শুকম্‌।

পর্ব্বতে আগমন করি। ব্রাহ্মণ-কুমার! বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্র যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা তুমি এখানে আমার নিকট অধ্যয়ন কর।৪

কল্কি পরশুরাম মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং নমস্কারপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।৫ তিনি জামদগ্ন্যের নিকট চতুঃষষ্টি কলার সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,৬ বিভো! (এক্ষণে আমার পাঠসমাপ্তি হইল। আপনাকে কি দিতে হইবে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া) দক্ষিণা প্রার্থনা করুন। আপনি এরূপ দক্ষিণা প্রার্থনা করিবেন যে যাহাতে আমার সমুদায় সিদ্ধি হয় ও আপনকার পরিতোষ জন্মে।৭

রাম কহিলেন, মহাত্মন্‌! ব্রহ্মা কলির উন্মূলনের নিমিত্ত সর্ব্বাশ্রয় পূর্ণ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন। সেই পূর্ণ বিষ্ণুই তুমি শম্ভলগ্রামে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ।৮ এক্ষণে তুমি আমা হইতে বিদ্যা, শিব হইতে

সিংহলে চ প্রিয়াং পদ্মাং ধর্ম্মান্ সংস্থাপয়িষ্যসি ॥ ৯ ॥
ততো দিগ্বিজয়ে ভূপান্ ধর্ম্মহীনান্ কলিপ্রিয়ান্।
নিগৃহ্য বৌদ্ধান্ দেবাপিং মরুঞ্চ স্থাপয়িষ্যসি ॥ ১০ ॥
বয়মেতৈস্তু সংতুষ্টাঃ সাধুকৃত্যৈঃ সদক্ষিণাঃ।
যজ্ঞং দানং তপঃ কর্ম্ম করিষ্যামো যথোচিতম্ ॥ ১১ ॥
ইত্যেতৎ বচনং শ্রুত্বা নমস্কৃত্য মুনিং গুরুম্।
বিল্বোদকেশ্বরং দেবং গত্বা তুষ্টাব শঙ্করম্ ॥ ১২ ॥
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং শিবং শান্তং মহেশ্বরম্।
প্রণিপত্যাশুতোষং তং ধ্যাত্বা প্রাহ হৃদি স্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

অস্ত্র ও বেদময় শুককে লাভ করিয়া সিংহলদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে।৯ তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত কলিপ্রিয় ভূপালগণকে পরাজয়পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সংহার করিয়া দেবাপি ও মরু নামক ধার্ম্মিক-দ্বয়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে।১০ আমি এই সকল সৎকর্ম্মেই পরিতুষ্ট হইব এবং ইহাতেই আমার সম্পূর্ণ দক্ষিণা প্রদত্ত হইবে, কারণ (সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইলে) আমরা যথোপযুক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারি।১১

কল্কি এই কথা শুনিয়া গুরুকে নমস্কারপূর্ব্বক বিল্বোদকেশ্বর দেব-দেব শঙ্করের নিকট গমন করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।১২ তিনি শান্তিগুণাবলম্বী আশুতোষ মহেশ্বর শিবকে যথাবিধানে পূজা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১৩

কল্কিরুবাচ।

গৌরীনাথং বিশ্বনাথং শরণ্যং
ভূতাবাসং বাসুকীকণ্ঠভূষম্।
ত্র্যক্ষং পঞ্চাস্যাদিদেবং পুরাণং
বন্দে সান্দ্রানন্দসন্দোহদক্ষম্ ॥ ১৪ ॥
যোগাধীশং কামনাশং করালং
গঙ্গাসঙ্গক্লিন্নমূর্দ্ধানমীশম্।
জটাজূটাটোপরিক্ষিপ্তভাবং
মহাকালং চন্দ্রভালং নমামি ॥ ১৫ ॥
শ্মশানস্থং ভূতবেতালসঙ্গং
নানাশস্ত্রৈঃ খড়্গশূলাদিভিশ্চ।
ব্যগ্রাত্যুগ্রা বাহবো লোকনাশে
যস্য ক্রোধোদ্ভূতলোকোঽস্তমেতি ॥ ১৬ ॥

কল্কি কহিলেন। যিনি গৌরীনাথ, বিশ্বনাথ, সকলের একমাত্র শরণ্য, ভূতসমুদায়ের আবাস ও বাসুকী যাঁহার কণ্ঠভূষণ, যিনি ত্রিনয়ন ও পঞ্চবদন, সান্দ্র আনন্দসন্দোহ দাতা সেই পুরাণ আদি দেবকে নমস্কার।১৪ যিনি যোগের অধীশ্বর, যিনি কাম্য কর্ম্মের নাশক, যিনি করাল, ও গঙ্গাসঙ্গমে যাঁহার মস্তক সর্ব্বদা সিক্ত রহিয়াছে, যিনি জটাজূট দ্বারা অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছেন, যিনি মহাকাল, যাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে, সেই ঈশ্বরকে নমস্কার করি।১৫ ভূতগণ ও বেতালগণের সহিত যিনি সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করেন, যাঁহার হস্তে খড়্গ শূল প্রভৃতি নানা অস্ত্র শস্ত্র শোভা পাইতেছে, প্রলয়কালে সমুদায় লোক যাঁহার ক্রোধা-

যো ভূতাদিঃ পঞ্চভূতৈঃ সিসৃক্ষুঃ
তন্মাত্রাত্মা কালকর্ম্মস্বভাবৈঃ।
প্রহৃত্যেদং প্রাপ্য জীবত্বমীশো
ব্রহ্মানন্দো রমতে তং নমামি ॥ ১৭ ॥

স্থিতৌ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজিষ্ণুঃ সুরাত্মা
লোকান্ সাধূন্ ধর্ম্মসেতূন্ বিভর্ষি।
ব্রহ্মাদ্যাংশে যোঽভিমানী গুণাত্মা
শব্দাদ্যঙ্গৈস্তং পরেশং নমামি ॥ ১৮ ॥

যস্যাজ্ঞয়া বায়বো বান্তি লোকে
জ্বলত্যগ্নিঃ সবিতা যাতি তপ্যন্।
শীতাংশুঃ খে তারকৈঃ সগ্রহৈশ্চ
প্রবর্ত্ততে তং পরেশং প্রপদ্যে ॥ ১৯ ॥

গ্নিতে অহুত ও অস্তমিত হইবে।১৬ যিনি ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহ-ঙ্কারস্বরূপ ও পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপ হইয়া অদৃষ্ট ও কাল সহকারে সৃষ্টি করেন, যিনি জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে রত হন, সেই ঈশ্বরকে নমস্কার করি।১৭ যিনি জগতের রক্ষার জন্য দেবাত্মা সর্ব্বজিষ্ণু বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ সাধু লোকদিগকে পালন করিতেছেন, যিনি শব্দাদি রূপে গুণাত্মা হইয়া ব্রহ্মাভিমানী হইতেছেন, সেই পরমেশ্বকে নমস্কার।১৮ যাঁহার আজ্ঞানু-সারে জগতে বায়ু বহন করিতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন, সূর্য্য তাপ (ও আলোক) বিস্তার করিতেছেন, চন্দ্র, গ্রহ ও তারাগণ আকাশে ধাবমান হইতেছেন, সেই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।১৯

যস্যাশ্বাসাৎ সর্ব্বধাত্রী ধরিত্রী
দেবো বর্ষত্যম্বু কালঃ প্রমাতা।
মেরুর্মধ্যে ভুবনানাঞ্চ ভর্ত্তা
তমীশানং বিশ্বরূপং নমামি ॥ ২০ ॥
ইতি কল্কিস্তবং শ্রুত্বা শিবঃ সর্ব্বাত্মদর্শনঃ।
সাক্ষাৎ প্রাহ হসন্নীশঃ পার্ব্বতীসহিতোঽগ্রতঃ ॥ ২১ ॥
কল্কেঃ সংস্পৃশ্য হস্তেন সমস্তাবয়বং মুদা।
তমাহ বরয় শ্রেষ্ঠ! বরং যত্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ২২ ॥
ত্বয়া কৃতমিদং স্তোত্রং যে পঠন্তি জনা ভুবি।
তেষাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৩ ॥
বিদ্যার্থী চাপ্নুয়াদ্বিদ্যাং ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মমাপ্নুয়াৎ।

যাঁহার আদেশ অনুসারে ধরিত্রী সকলকে ধারণ করিতেছেন, দেবগণ বৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কাল কার্য্যবিভাগ করিতেছেন, সমুদায় ভুবনের আধারস্বরূপ মেরু মধ্যস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই বিশ্বরূপ ঈশানকে নমস্কার করি।২০

সর্ব্বজ্ঞ শিব কল্কির এই স্তব শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতীর সহিত সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং হাস্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।২১ তিনি প্রথমতঃ প্রীতিপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা কল্কির সমস্ত অবয়ব স্পর্শ করিয়া কহিলেন, শ্রেষ্ঠ! তুমি কোন্ বর কামনা কর, বল।২২ তুমি যে এই স্তব করিলে, পৃথিবীর মধ্যে তোমার কৃত এই স্তব যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, ইহ লোকে ও পরলোকে তাহার সমুদায় কার্য্য সিদ্ধি হইবে।২৩ এবং যিনি বিদ্যার্থী তিনি বিদ্যালাভ করিবেন,

কামানবাপ্নুয়াৎ কামী পঠনাৎ শ্রবণাদপি ॥ ২৪ ॥
ত্বং গারুড়মিদং চাশ্বং কামগং বহুরূপিণম্।
শুকমেনঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং ময়া দত্তং গৃহাণ ভোঃ! ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রাস্ত্রবিদ্বাংসং সর্ব্ববেদার্থপারগম্।
জয়িনং সর্ব্বভূতানাং ত্বাং বদিষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ২৬ ॥
রত্নৎসরুং করালঞ্চ করবালং মহাপ্রভম্।
গৃহাণ গুরুভারায়াঃ পৃথিব্যা ভারসাধনম্ ॥ ২৭ ॥
ইতি তদ্বচ আশ্রুত্য নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্।
শম্ভলগ্রামমগমৎ তুরগেণ ত্বরান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥
পিতরং মাতরং ভ্রাতৄন্ নমস্কৃত্য যথাবিধি।

যিনি ধর্ম্মার্থী তিনি ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন, যিনি ভোগ্য বস্তু চান, তিনি ভোগ্য বস্তু লাভ করিবেন। ত্বৎকৃত এই স্তব শ্রবণ করুন বা পাঠ করুন, উভয় প্রকারেই উক্তপ্রকার ফল হইবে।২৪ এই যে অশ্বটী দেখিতেছ, এটী গরুড়ের অংশ-সম্ভূত। এই অশ্বটী কামগামী ও বহুরূপী। এই শুকপক্ষীটী সর্ব্বজ্ঞ। আমি এই অশ্ব ও শুকপক্ষীটী তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ কর।২৫ (এই অশ্ব ও শুকের প্রভাবে) সকলেই তোমাকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সমুদায় অস্ত্রে বিশারদ, সর্ব্ব বেদে পারদর্শী ও সর্ব্ববিজয়ী বলিবে।২৬ এই করাল করবাল দিতেছি, গ্রহণ কর। ইহার সৎসরু অর্থাৎ মুষ্টি রত্নময়। ইহা অতীব প্রভাশালী। এই করবালই গুরুভারা পৃথিবীর ভারহরণের প্রধান সাধন হইবে।২৭

কল্কি মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক অশ্বে আরূঢ় হইয়া সত্বর গমনে শম্ভল গ্রামে উপস্থিত হইলেন।২৮

সর্ব্বং তদ্বর্ণয়ামাস জামদগ্ন্যস্য ভাষিতম্ ॥ ২৯ ॥
শিবস্য বরদানঞ্চ কথয়িত্বা শুভাঃ কথাঃ ।
কল্কিঃ পরমতেজস্বী জ্ঞাতিভ্যোঽপ্যবদম্মুদা ॥ ৩০ ॥
গার্গ্যভর্গ্যবিশালাদ্যাস্তৎ শ্রুত্বা নন্দিতাঃ স্থিতাঃ ।
কথোপকথনং জাতং শম্ভলগ্রামবাসিনাম্ ॥ ৩১ ॥
বিশাখযূপভূপালঃ শ্রুত্বা তেষাঞ্চ ভাষিতম্ ।
প্রাদুর্ভাবং হরের্মেনে কলিনিগ্রহকারকম্ ॥ ৩২ ॥
মাহিষ্মত্যাং নিজপুরে যাগদানতপোব্রতান্ ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রানপি হরেঃ প্রিয়ান্ ॥৩৩
স্বধর্ম্মনিরতান্ দৃষ্ট্বা ধর্ম্মিষ্ঠোঽভূন্নৃপঃ স্বয়ম্ ।

তিনি পিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণকে যথাবিধানে নমস্কার করিয়া পরশু-রাম কর্ত্তৃক কথিত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।২৯ পরম তেজস্বী কল্কি মহেশ্বর হইতে বরলাভের বিষয় তাঁহাদের নিকটে আনুপূর্ব্বিক বলিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে জ্ঞাতিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে ঐ সমস্ত মঙ্গল সমাচার ব্যক্ত করিলেন।৩০ গার্গ্য ভর্গ্য বিশাল প্রভৃতি তদীয় বন্ধুগণ ঐ সমুদায় শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। শম্ভল-গ্রামবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর কেবল উক্তবিষয়ক কথোপকথন হইতে আরম্ভ হইল।৩১ বিশাখযূপ-নামক রাজা ঐ সকল কথা লোকমুখে শুনিতে পাইলেন এবং তিনি স্থির করিলেন যে, কলি-দমনের নিমিত্ত ভগবান্ হরি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।৩২ রাজা বিশাখ-যূপ দেখিলেন, মাহিষ্মতী নাম্নী তাঁহার নিজ পুরীতে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই যাগশীল দানশীল তপোনিষ্ঠ ও ব্রতপরায়ণ

প্রজাপালঃ শুদ্ধমনাঃ প্রাদুর্ভাবাৎ শ্রিয়ঃ পতেঃ॥ ৩৪॥
অধর্ম্মবংশ্যাংস্তান্ দৃষ্ট্বা জনান্ ধর্ম্মক্রিয়াপরান্।
লোভানৃতাদয়ো জগ্মুস্তদ্দেশাৎ দুঃখিতা ভৃশম্॥ ৩৫॥
জৈত্রং তুরগমারুহ্য খড়্গঞ্চ বিমলপ্রভম্।
দংশিতঃ সশরং চাপং গৃহীত্বাগাৎ পুরাদ্বহিঃ॥ ৩৬॥
বিশাখযূপভূপালঃ প্রায়াৎ সাধুজনপ্রিয়ঃ।
কল্কিং দ্রষ্টুং হরেরংশমাবিভূতঞ্চ শম্ভলে॥ ৩৭॥
কবিং প্রাজ্ঞং সুমন্তুঞ্চ পুরস্কৃত্য মহাপ্রভম্।
গার্গ্য-ভর্গ্য-বিশালৈশ্চ জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতম্॥ ৩৮॥
বিশাখযূপো দদৃশে চন্দ্রং তারাগণৈরিব। 20759

হইয়াছে।৩৩ শ্রীপতি বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাবে সকলেই স্বধর্ম্ম-নিরত হইয়াছে, দেখিয়া রাজাও স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণ হইলেন। তখন তিনি নির্ম্মল অন্তঃকরণের সহিত প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।৩৪ যাহারা অধার্ম্মিকের বংশে জন্মিয়াছে, তাহাদিগকেও ধর্ম্ম্য কর্ম্মে ঐকান্তিক মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া, লোভ মিথ্যা প্রভৃতি কলিবংশীয়েরা দুঃখিতান্তঃকরণে সেই দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল।৩৫

অনন্তর ভগবান্ কল্কি, নির্ম্মল-প্রভা-শালী খড়্গ ও ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া কবচ ধারণপূর্ব্বক জয়শীল অশ্বে আরূঢ় হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন।৩৬ সাধু লোকের প্রিয় রাজা বিশাখযূপ, শম্ভলগ্রামে হরির অংশ কল্কি আবির্ভূত হইয়াছেন জানিয়া দর্শনার্থ আগমন করিলেন।৩৭ তিনি দেখিলেন, দেবরাজ যেমন দেবগণে পরিবৃত হইয়া উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বে আরূঢ় হন, তাহার ন্যায়, এবং নিশা-

পুরাদ্বহিঃ স্বরৈর্যদ্বদিন্দ্রমুচ্চৈঃশ্রবঃস্থিতম্ ॥ ৩৯ ॥
বিশাখযূপোঽবনতঃ সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
কল্কেরালোকনাৎ সদ্যঃ পূর্ণাত্মা বৈষ্ণবোঽভবৎ ॥ ৪০ ॥
সহ রাজ্ঞা বসন্ কল্কিঃ ধর্ম্মানাহ পুরোদিতান্।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামাশ্রমাণাং সমাসতঃ ॥ ৪১ ॥
মমাংশান্ কলিবিভ্রষ্টানিতি মজ্জন্মসংগতান্।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং মাং যজস্ব সমাহিতঃ ॥ ৪২ ॥
অহমেব পরো লোকো ধর্ম্মশ্চাহং সনাতনঃ।
কালস্বভাবসংস্কারাঃ কর্ম্মানুগতয়ো মম ॥ ৪৩ ॥
সোমসূর্য্যকুলে জাতৌ দেবাপিমরুসংজ্ঞকৌ।

নাথ যেমন তারাগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকেন, ৩৮ তাহার ন্যায়, কবি প্রাজ্ঞ সুমন্তু প্রভৃতি প্রভাশালী জনগণ কর্ত্তৃক পুরস্কৃত ও গার্গ্য ভর্গ্য বিশাল প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গ কর্ত্তৃক পরিবৃত কল্কি (অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান) আছেন। ৩৯

রাজা বিশাখযূপ কল্কিদর্শনে আহ্লাদে পুলকিততনু হইয়া প্রণাম করিলেন এবং কল্কির অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ পূর্ণাত্মা বৈষ্ণব হইলেন। ৪০ কল্কি রাজার সহিত কিছু দিন বাস করিলেন এবং সংক্ষেপে পশ্চাদুক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদিগের আশ্রমধর্ম্ম এই রূপে কহিলেন যে, ৪১ আমার অংশ ধার্ম্মিকগণ কলিকালে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে আমার আবির্ভাব হওয়াতে সকলে মিলিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সমাহিত হইয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা কর। ৪২ আমিই পরম লোক ও আমিই সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট, কাল ও ভাব অনুসারে আমারই অনুগত হইয়া রহিয়াছে। ৪৩ আমি

স্থাপয়িত্বা কৃতযুগং কৃত্বা যাস্যামি সদ্গতিম্ ॥ ৪৪ ॥
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা কল্কিং হরিং প্রভুম্।
প্রণম্য প্রাহ সদ্ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবান্ মনসেপ্সিতান্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি নৃপবচনং নিশম্য কল্কিঃ
কলিকুলনাশনবাসনাবতারঃ।
নিজজনপরিষদ্বিনোদকারী
মধুরবচোভিরাহ সাধুধর্ম্মান্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি কল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে কল্কিবরলাভ-
নামকস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় দেবাপি ও মরু নামক রাজদ্বয়কে রাজ্যশাসনে স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব।৪৩

রাজা, প্রভু কল্কির এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া স্বীয় অভিলষিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন।৪৫ কলিকুল-ধ্বংস-বাসনায় অবতীর্ণ কল্কি, রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ অনুচরবর্গের মনোরঞ্জনার্থ মধুর বাক্য দ্বারা সাধু ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন।৪৬

কল্কিপুরাণ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

চতুর্থাধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততঃ কল্কিঃ সভামধ্যে রাজমানো রবির্যথা।
বভাষে তং নৃপং ধর্ম্ম-ময়ো ধর্ম্মান্ দ্বিজপ্রিয়ান্ * ॥ ১ ॥

কল্কিরুবাচ।

কালেন ব্রহ্মণো নাশে প্রলয়ে ময়ি সঙ্গতাঃ।
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ, কার্য্যমিদং মম ॥ ২ ॥
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রস্য দ্বৈতহীনস্য চাত্মনঃ।
মহানিশান্তে রস্তং মে সমুদ্ভূতো বিরাট্ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন। হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর ধর্ম্মময় কল্‌কি, সভামধ্যে সূর্য্যের ন্যায় বিরাজমান হইয়া সেই রাজার নিকট ব্রাহ্মণজাতির প্রিয় ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন।১

কল্‌কি কহিলেন। যে সময় মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, যখন ব্রহ্মাণ্ড বিলয় প্রাপ্ত হইবেন, তখন সমুদায় আমাতেই লীন থাকিবে। পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম, আর কিছুই ছিল না, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদায় জীব ও সমুদায় পদার্থ আমা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।২ যে সময় সমুদায় জগৎ প্রসুপ্ত ছিল, যে সময় এক পরমাত্মা ভিন্ন আর অদ্বিতীয়

---

* দ্বিজোত্তমান্ ইতি পাঠান্তরম্।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
তদঙ্গজোঽভবদ্‌ব্রহ্মা বেদবক্ত্রো মহাপ্রভুঃ॥ ৪॥
জীবোপাধের্মমাংশাচ্চ প্রকৃত্যা মায়য়া স্বয়া।
ব্রহ্মোপাধিঃ স সর্ব্বজ্ঞো মম বাগ্বেদশাসিতঃ॥ ৫॥
সসর্জ্জ জীবজাতানি কালমায়াংশযোগতঃ।
দেবা মন্বাদয়ো লোকাঃ সপ্রজাপতয়ঃ প্রভুঃ॥ ৬॥
গুণিন্যা মায়য়াংশা যে নানোপাধৌ সসর্জ্জিরে।
সোপাধয় ইমে লোকা দেবাঃ স্থানুজঙ্গমাঃ॥ ৭॥
মমাংশা মায়য়া সৃষ্টা যতো ময্যাবিশন্ লয়ে।
এবংবিধা ব্রাহ্মণা যে মৎশরীরা মদাত্মিকাঃ॥ ৮॥

বস্তু ছিল না, সেই মহানিশার অবসানে সৃষ্টি-করণ-রূপ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আমার বিরাট্‌মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল।৩ সেই বিরাট্‌মূর্ত্তি পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। অনন্তর বেদমুখ মহাপ্রভু ব্রহ্মা, ঐ বিরাট্ পুরুষের শরীর হইতে উৎপন্ন হইলেন।৪ উক্ত ব্রহ্মা নামে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আমার বাক্যরূপ বেদ দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া জীবাত্মা বা পুরুষনামক আমার অংশ হইতে প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া দ্বারা ৫ কাল রূপ আমার অংশ সহকারে জীবগণের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ প্রজাপতিগণ মনু প্রভৃতি মানবগণ ও দেবগণ সৃষ্ট হইলেন।৬ ইঁহারা যদিও সকলেই আমার অংশ, তথাপি সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয়যুক্ত মায়াবলে নানা উপাধি ধারণ করিলেন। ইহাতেই সমুদায় দেবগণ, সমুদায় লোক ও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেই নাম রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।৭

যাঁহারা মায়াবলে সৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা আমারই অংশ এবং আমাতেই লয় প্রাপ্ত হইবেন। সেই সকল ব্রাহ্মণ আমার শরীরস্বরূপ

মামুদ্ধরন্তি ভুবনে যজ্ঞাধ্যয়নসৎক্রিয়াঃ।
মাং প্রসেবন্তি শংসন্তি তপোদানক্রিয়াস্বিহ॥ ৯॥
স্মরন্ত্যামোদয়ন্ত্যেব নান্যে দেবাদয়স্তথা।
ব্রাহ্মণা বেদবক্তারো বেদা মে মূর্ত্তয়ঃ পরাঃ*॥ ১০॥
তস্মাদিমে ব্রাহ্মণজাতৈঃ পুষ্টাস্ত্রিজগজ্জনাঃ।
জগন্তি মে শরীরাণি তৎপোষে ব্রহ্মণো বরঃ॥ ১১॥
তেনাহং তান্ নমস্যামি শুদ্ধসত্বগুণাশ্রয়ঃ।
ততো জগন্ময়ং পূর্ব্বং† মাং সেবন্তেঽখিলাশ্রয়াঃ॥১২॥

বিশাখযূপ উবাচ।

বিপ্রস্য লক্ষণং ব্রূহি ত্বদ্ভক্তি কা চ তৎকৃতা।

ও আমা স্বরূপ, ৮ যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ অধ্যয়ন ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, যাঁহারা তপস্যা দান প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যে আমারই নাম কীর্ত্তন করেন ও আমার সেবায় রত থাকেন।৯ বেদবক্তা ব্রাহ্মণেরা আমাকে যেরূপ স্মরণ করেন ও যেরূপ আমোদিত করেন, দেবতা বা অন্য কেহ সেরূপ করিতে পারেন না, কারণ বেদই আমার প্রধান মূর্ত্তি।১০ ঐ বেদ, ব্রাহ্মণ দ্বারাই প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ বেদ হইতে জগতীতলস্থ সমস্ত লোক রক্ষিত হইতেছে। সমস্ত লোক আমারই শরীর, অতএব আমার শরীরপোষণ-বিষয়ে ব্রাহ্মণই প্রধান সাধন।১১ এক্ষণে আমি শুদ্ধ সত্ত্ব-গুণাশ্রয় হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করি। অখিলাশ্রয় ব্রাহ্মণেরাও আমাকে পূর্ণ জগন্ময় জানিয়া সেবা করিয়া থাকেন।১২

---

* বেদাত্মমূর্ত্তয়ঃ পরা ইতি বা পঠনীয়ম্।
† ততো জগন্ময়ং পূর্ণম্ ইতি বা পাঠঃ।

যতস্তবানুগ্রহেণ বাগ্বাণা ব্রাহ্মণাঃ কৃতাঃ ॥ ১৩॥

কল্কিরুবাচ।

বেদা মামীশ্বরং প্রাহুরব্যক্তং ব্যক্তিমৎপরম্।
তে বেদা ব্রাহ্মণমুখে নানাধর্ম্মে প্রকাশিতাঃ॥ ১৪॥
যো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণানাং হি সা ভক্তির্মম পুষ্কলা।
তয়াহং তোষিতঃ শ্রীশঃ সংভবামি যুগে যুগে॥ ১৫॥
ঊর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং সূত্রং সধবানির্ম্মিতং শনৈঃ।
তন্তুত্রয়মধোবৃত্তং যজ্ঞসূত্রং বিদুর্বুধাঃ॥ ১৬
ত্রিগুণং তদ্গ্রন্থিযুক্তং বেদপ্রবরসংমিতম্।
শিরোধরাৎ নাভিমধ্যাৎ পৃষ্ঠার্দ্ধপরিমাণকম্॥ ১৭॥

বিশাখযূপ কহিলেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি? অনুগ্রহ করিয়া বলুন এবং ব্রাহ্মণেরা আপনকার প্রতি কিরূপ ভক্তি করিয়া থাকেন যে, আপনকার অনুগ্রহে তাঁহাদের বাক্যই বাণস্বরূপ হইয়াছে?১৩

কল্কি কহিলেন। বেদে আমাকে চরাচর ব্যক্ত সমুদায় পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর বলিয়া থাকে। সেই বেদ ব্রাহ্মণমুখে থাকিয়া নানা ধর্ম্মে প্রকাশিত হইতেছে।১৪ ব্রাহ্মণদিগের যে ধর্ম্ম তাহাই আমার প্রতি নির্ম্মল ভক্তি দ্বারা তোষিত হইবে। আমি সেই ধর্ম্ম রূপ ভক্তি দ্বারা তোষিত হইয়া প্রিয়তমা লক্ষ্মীর সহিত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।১৫

সধবা ব্রাহ্মণকন্যারা ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্রিগুণিত করিয়া সূত্র প্রস্তুত করিবে এবং সেই সূত্র ত্রিগুণ করিয়া গ্রন্থি দিলে তাহাকে যজ্ঞোপবীত বলা যাইবে।১৬ বেদ ও প্রবরানুসারী গ্রন্থিযুক্ত সেই যজ্ঞোপবীত ত্রিগুণ করিয়া ধারণ করিবে এবং তাহা পৃষ্ঠদেশকে দ্বিভাগ করিয়া

যজুর্বিদাং নাভিমিতং সামগানাময়ং বিধিঃ।
বামস্কন্ধেন বিধৃতং যজ্ঞসূত্রং বলপ্রদম্॥ ১৮॥
মৃদ্ভস্মচন্দনাদ্যৈস্তু ধারয়েৎ তিলকং দ্বিজঃ।
ভালে ত্রিপুণ্ড্রং কর্ম্মাঙ্গং কেশপর্য্যন্তমুজ্জ্বলম্॥ ১৯॥
পুণ্ড্রমঙ্গুলিমানন্তু ত্রিপুণ্ড্রং তৎ ত্রিধা কৃতম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাবাসং দর্শনাৎ পাপনাশনম্॥ ২০॥
ব্রাহ্মণানাং করে স্বর্গা বাচো বেদাঃ করে হরিঃ।
গাত্রে তীর্থানি রাগাশ্চ নাড়ীষু প্রকৃতিস্ত্রিবৃৎ॥ ২১॥
সাবিত্রী কণ্ঠকুহরা হৃদয়ং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
তেষাং স্তনান্তরে ধর্ম্মঃ পৃষ্ঠেঽধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২২॥
ভূদেবা ব্রাহ্মণা রাজন্! পূজ্যা বন্দ্যাঃ সদুক্তিভিঃ।

গলদেশ হইতে নাভিমধ্য পর্য্যন্ত লম্বমান থাকিবে। ১৭ যজুর্বেদীরা এইরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন। সামবেদীদিগের যজ্ঞোপবীত নাভিস্থল অতিক্রম করিবে। ইহাই তাঁহাদিগের পক্ষে বিধি হইতেছে। যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে ধৃত হইলে বলদায়ক হয়। ১৮

ব্রাহ্মণেরা মৃত্তিকা, ভস্ম, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা তিলক ধারণ করিবেন। তাঁহারা ললাটদেশ হইতে শিখা পর্য্যন্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ উজ্জ্বল ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। ১৯ অঙ্গুলিপরিমিত পুণ্ড্র ত্রিগুণ করিলেই ত্রিপুণ্ড্র বলা যায়। এই ত্রিপুণ্ড্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবাসস্বরূপ। ইহা দর্শন করিলে পাপধ্বংস হয়। ২০ স্বর্গ ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই আছে, কারণ তাঁহাদের বাক্যে বেদ, হস্তে হব্য, গাত্রে সমুদায় তীর্থ ও ধর্ম্মানুরাগ এবং নাভিতে ত্রিগুণা প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। ২১ তাঁহাদের সম্বন্ধে সাবিত্রী কণ্ঠহারস্বরূপ ও অন্তঃকরণ ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠদেশে অধর্ম্ম আছে। ২২ রাজন্!

চতুরাশ্রম্যাকুশলা মম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ২৩ ॥
বালাশ্চাপি জ্ঞানবৃদ্ধাস্তপোবৃদ্ধা মম প্রিয়াঃ।
তেষাং বচঃ পালয়িতুম্ অবতারাঃ কৃতা ময়া ॥ ২৪ ॥
মহাভাগ্যং ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
কলিদোষহরং শ্রুত্বা মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥ ২৫ ॥
ইতি কল্কিবচঃ শ্রুত্বা কলিদোষবিশাতনম্।
প্রণম্য তং শুদ্ধমনাঃ প্রযযৌ বৈষ্ণবাগ্রণীঃ ॥ ২৬ ॥
গতে রাজনি সন্ধ্যায়াং শিবদত্তশুকো বুধঃ।
চরিত্বা কল্কিপুরতঃ স্তুত্বা তং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ২৭ ॥
তং শুকং প্রাহ কল্কিস্তু সস্মিতং স্তুতিপাঠকম্।

ব্রাহ্মণেরা ভূদেব, অতএব তাঁহাদের পূজা করা ও সদ্ভক্তি দ্বারা তাঁহাদের সম্মাননা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, বিশেষত ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ প্রভৃতি আশ্রমচতুষ্টয়ে অবস্থিতি করিয়া আমার ধর্ম্ম প্রচার করেন।২৩ দ্বিজগণের মধ্যে যাঁহারা বালক, তাহারাও জ্ঞান বিষয়ে বৃদ্ধ, তপস্যা-বিষয়ে বৃদ্ধ এবং আমার প্রিয়। আমি তাঁহাদের বাক্য প্রতিপালন করিবার জন্যই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। ২৪ যিনি ব্রাহ্মণদিগের এই মহাভাগ্যের বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল পাপ ধ্বংস হয় এবং তিনিই কলিদোষ হইতে মুক্ত হন। কোন ভয় আর তাঁহার হৃদয়ে থাকে না। ২৫ পরম বৈষ্ণব রাজা, কল্কির মুখে কলি-দোষ-নাশক এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তে নমস্কার পূর্ব্বক গমন করিলেন। ২৬

অনন্তর রাজা বিশাখযূপ গমন করিলে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন পরম পণ্ডিত শিবদত্ত শুক সমস্ত দিন বিচরণ করিয়া কল্কির নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার স্তব করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। ২৭

স্বাগতং, ভবতা কস্মাৎ দেশাৎ কিং খাদিতং ততঃ ?॥২৮

শুক উবাচ।

শৃণু নাথ ! বচো মহ্যং কৌতূহলসমন্বিতম্।
অহং গতশ্চ জলধের্মধ্যে সিংহলসংজ্ঞকে ॥ ২৯ ॥
যথাবৃত্তং দ্বীপগতং তচ্চিত্রং শ্রবণপ্রিয়ম্ *।
বৃহদ্রথস্য নৃপতেঃ কন্যায়াশ্চরিতামৃতম্॥ ৩০ ॥
কৌমুদ্যামিহ জাতায়া জগতাং পাপনাশনম্।
চরিতং সিংহলে দ্বীপে চাতুর্বর্ণ্যজনাবৃতে॥ ৩১ ॥
প্রাসাদ-হর্ম্ম্য-সদন-পুর-রাজি-বিরাজিতে।
রত্ন স্ফাটিক-কুড্যাদি-স্বর্ণতাভির্বিভূষিতে † ॥ ৩২ ॥

কল্কি শুককে স্তুতি পাঠ করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, তোমার কুশল ত ? তুমি কোন্ স্থানে কি আহার করিয়া আসিলে ? ২৮

শুক কহিল নাথ ! আমি একটী কুতূহলের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুণ। আমি সাগর-বেষ্টিত সিংহলদ্বীপে গমন করিয়াছিলাম।২৯ দ্বীপের সমুদায় বৃত্তান্ত অতীব চমৎকার। বিশেষত তদ্দীপস্থ বৃহদ্রথ-নামক ভূপতির একটী কন্যা আছেন। ঐ কন্যাটীর চরিতামৃত অতীব শ্রবণ-মধুর।৩০ এই কন্যা কৌমুদীনাম্নী রাজমহিষীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই কন্যার চরিত্র শ্রবণ করিলে জগতের পাপ দূর হয়।

সিংহলদ্বীপ অতীব চমৎকার স্থান। এখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের বাস আছে।৩১ এখানে রমণীয় প্রাসাদ, রমণীয় হর্ম্ম্য, রমণীয় গৃহ, রমণীয় নগর শোভা পাইতেছে। কোথাও রত্নময় কোথাও স্ফটিকময় কুড্য অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। প্রত্যেক

* চরিত্রং শ্রবণপ্রিয়ম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।
† স্বর্ণতাভির্বিরাজিতে ইত্যপরে পঠন্তি।

স্ত্রীভিরুত্তমবেশাভিঃ পদ্মিনীভিঃ সমাবৃতে।
সরোভিঃ সারসৈর্হংসৈরুপকূলজলাকুলে॥ ৩৩॥
ভৃঙ্গরঙ্গপ্রসঙ্গাঢ্যৈ পদ্মৈঃ কহ্লারকুন্দকৈঃ *।
নানাম্বুজলতাজাল-বনোপবন-মণ্ডিতে॥ ৩৪॥
দেশে বৃহদ্রতো রাজা মহাবলপরাক্রমঃ।
তস্য পদ্মাবতী কন্যা ধন্যা রেজে যশস্বিনী॥ ৩৫॥
ভুবনে দুর্লভা লোকেঽপ্রতিমা বরবর্ণিনী।
কাম-মোহ-করী চারু-চরিত্রা চিত্র-নির্মিতা॥ ৩৬॥
শিবসেবাপরা গৌরী যথা পূজ্যা সুসম্মতা।

স্থান রাশি রাশি স্বর্ণ সমূহে বিভূষিত আছে।৩২ চতুর্দিকেই উজ্জ্বলবেশা পদ্মিনী কামিনীরা অবস্থান করিতেছে। স্থানে স্থানে সরোবর আছে। সারস ও হংসগণ তীরস্থ জলে ক্রীড়া করিতেছে।৩৩ পদ্ম, কহ্লার ও কুন্দপুষ্পে ভৃঙ্গগণ ক্রীড়া করিতেছে। চতুর্দিকে পদ্ম, চতুর্দিকে মনোহর লতাসমূহ, চতুর্দিকে বন ও চতুর্দিকে উপবন শোভা পাইতেছে।৩৪

ঈদৃশ রমণীয় দেশে উক্ত মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বৃহদ্রত বাস করেন। তাঁহার উল্লিখিত পদ্মা নামে ধন্যা যশস্বিনী যে একটী কন্যা আছেন, ৩৫ ঈদৃশ কন্যারত্ন ত্রিভুবনের মধ্যে দুর্লভ। তাঁহার সদৃশ পরম রমণীয় রূপমাধুরী আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাঁহার চরিত্র অতীব রমণীয়। বিধাতা তাঁহাকে অতি আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, মন্মথ-মনোমোহিনী সাক্ষাৎ রতি হইবেন।৩৬ (বাল্যাবস্থায় সখীগণের সহিত) শিব-সেবা-পরায়ণা গৌরী যেমন সকলের পূজ্যা ও সকলের সম্মাননীয়া হইয়া-

* কহ্লারহল্লকৈঃ ইতি বা পাঠ্যম্।

সখীভিঃ কন্যকাভিশ্চ জপধ্যানপরায়ণা ॥ ৩৭ ॥
জ্ঞাত্বা তাঞ্চ হরের্লক্ষ্মীং সমুদ্ভূতাং বরাঙ্গনাম্ * ।
হরঃ প্রাদুরভূৎ সাক্ষাৎ পার্ব্বত্যা সহ হর্ষিতঃ ॥ ৩৮ ॥
সা তমালোক্য বরদং শিবং গৌরীসমন্বিতম্ ।
লজ্জিতাধোমুখী কিঞ্চিন্নোবাচ পুরতঃ স্থিতা ॥ ৩৯ ॥
হরস্তামাহ সুভগে ! তব নারায়ণঃ পতিঃ ।
পাণিং গ্রহীষ্যতি মুদা নান্যো যোগ্যো নৃপাত্মজঃ ॥ ৪০ ॥
কামভাবেন ভুবনে যে ত্বাং পশ্যন্তি মানবাঃ ।
তেনৈব বয়সা নার্য্যো ভবিষ্যন্ত্যপি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪১ ॥
দেবাসুরাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাশ্চারণাদয়ঃ ।
ত্বয়া বস্তুং যথাকালে ভবিষ্যন্তি কিল স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ছিলেন, তাঁহার ন্যায় এই কন্যাও সখীগণের সহিত এবং আর আর কন্যাগণের সহিত জপ ও ধ্যানে তৎপর আছেন।৩৭

ইতিমধ্যে যখন মহাদেব জানিতে পারিলেন যে, নারীজাতির শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তিনি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে পার্ব্বতীর সহিত তথায় আবির্ভূত হইলেন।৩৮ পদ্মাবতী, গৌরীর সহিত চন্দ্রশেখরকে বরদানার্থ অবির্ভূত হইতে দেখিয়া লজ্জায় অধোমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না।৩৯ তখন ভূতনাথ তাঁহাকে কহিলেন সুভগে! নারায়ণ তোমার পতি হইবেন, তিনি প্রহৃষ্ট চিত্তে তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন, অন্য অন্য রাজকুমার তোমার যোগ্য পাত্র নহে।৪০ এই ভুবনের মধ্যে যে সকল মনুষ্য তোমাকে সকাম হৃদয়ে দর্শন করিবে, তাহারা সেই বয়সেই তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোক হইবে।৪১ দেবগণ, অসুরগণ, নাগগণ,

* বরাননাম্ ইত্যপরে পঠন্তি ।

বিনা নারায়ণং দেবং ত্বৎপাণিগ্রহণার্থিনম্।
গৃহং যাহি তপস্ত্যক্ত্বা ভোগায়তনমুত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥
মা ক্ষোভয় হরেঃ পত্নি! কমলে! বিমলং কুরু।
ইতি দত্ত্বা বরং সোমস্তত্রৈবান্তর্দধে হরঃ ॥ ৪৪ ॥
হরবরমিতি সা নিশম্য পদ্মা
সমুচিতমাত্মমনোরথপ্রকাশম্।
বিকসিতবদনা প্রণম্য সোমং
নিজজনকালয়মাবিবেশ রামা ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে হর-বর-প্রদান-
নামকশ্চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

গন্ধর্ব্বগণ, চারণগণ ও অন্য অন্য যে ব্যক্তি তোমার সহিত সংসর্গ করিতে অভিলাষ করিবে, সে যথাসময়ে নারীভাব প্রাপ্ত হইবে,৪২ পরন্তু তোমার পাণি-গ্রহণার্থী নারায়ণের প্রতি এ শাপ ফলিবে না, তদ্ব্যতীত সকল ব্যক্তির প্রতিই এই শাপ সফল হইবে। অতএব তুমি এক্ষণে তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন কর। অশেষ সুখসম্ভোগের আয়তন এই সুকোমল শরীর ৪৩ ক্ষুব্ধ, ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ করিও না। হরিপ্রিয়ে! কমলে! এই শরীর যাহাতে নির্মল থাকে, তাহা কর। মৃত্যুঞ্জয় এইরূপ বর প্রদান করিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন।৪৪ অনন্তর পদ্মা মহেশ্বরের নিকট আপনার মনোরথানুযায়ী সমুচিত বর প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টা ও বিকসিতমুখী হইলেন। তখন তিনি সেই শঙ্করকে নমস্কার করিয়া স্বীয় জনকের আলয়ে প্রবেশ করিলেন।৪৫

কল্কিপুরাণ হর-বর-প্রদান-নামক চতুর্থ অধ্যায়
সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্ ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

গতে বহুতিথে কালে পদ্মাং বীক্ষ্য বৃহদ্রথঃ ।
নিরূঢ়যৌবনাং পুত্রীং বিস্মিতঃ পাপশঙ্কয়া ॥ ১ ॥
কৌমুদীং প্রাহ মহিষীং পদ্মোদ্বাহেঽত্র কং নৃপম্ ।
বরয়িষ্যামি সুভগে ! কুলশীলসমন্বিতম্ ॥ ২ ॥
সা তমাহ পতিং দেবী শিবেন প্রতিভাষিতম্ ।
বিষ্ণুরস্যাঃ পতিরিতি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

শুক কহিল। অনন্তর বহু দিন গত হইলে বৃহদ্রথ রাজা স্বীয় কন্যা পদ্মাকে যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া বিস্মিত অন্তঃকরণে পাপাশঙ্কা করিতে লাগিলেন *।১ তিনি কৌমুদী-নাম্নী মহিষীকে কহিলেন, সুভগে! কুলশীলসমন্বিত কোন্ রাজাকে কন্যা দান করিয়া জামাতৃত্বে বরণ করি?২ দেবী কৌমুদী, পতিকে কহিলেন, নাথ! ভগবান্ ভবানীপতি বলিয়াছেন যে, বিষ্ণু এই পদ্মার পতি

---

* সৎপাত্র উপস্থিত থাকিতে কন্যা বিবাহাভিলাষিণী হইয়া অবিবাহিতাবস্থায় যতবার ঋতুমতী হয়, তাহার পিতা মাতা ততবার জীবহত্যাপাতকে পাতকী হইয়া থাকে। বৃহদ্রথ রাজা, পাছে উক্ত প্রকার পাপে লিপ্ত হইতে হয়, এইরূপ পাপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। যথা "যাবত্তু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামামপি যাচ্যমানাম্। তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ" ।১।

ইতি তস্যা শ্রুত্বা রাজা প্রাহ কদেতি তাম্।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাবাসঃ পাণিমস্যা গ্রহীষ্যতি ॥ ৪ ॥
ন মে ভাগ্যোদয়ঃ কশ্চিৎ যেন জামাতরং হরিম্।
বরয়িষ্যামি কন্যার্থে বেদবত্যা মুনের্যথা ॥ ৫ ॥
ইমাং স্বয়ং বরাং পদ্মাং পদ্মামিব মহোদধেঃ।
মথনেঽসুরদেবানাং তথা বিষ্ণুর্গ্রহীষ্যতি ॥ ৬ ॥
ইতি ভূপগণান্ ভূপঃ সমাহূয় পুরস্কৃতান্।
গুণশীলবয়োরূপ বিদ্যাদ্রবিণ সংবৃতান্ ॥ ৭ ॥
স্বয়ংবরার্থং পদ্মায়াঃ সিংহলে বহুমঙ্গলে।
বিচার্য্য কারয়ামাস স্থানং ভূপনিবেশনম্ ॥ ৮ ॥
তত্রায়াতা নৃপাঃ সর্ব্বে বিবাহকৃতনিশ্চয়াঃ।

হইবেন, সন্দেহ নাই।৩ রাজা মহিষীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সর্ব্বগত বিষ্ণু কত দিন পরে ইহার পাণি গ্রহণ করিবেন?৪ আমার এমন কি সৌভাগ্য যে, হরিকে কন্যা দান করিয়া জামাতৃরূপে বরণ করিব। অতএব মুনিকন্যা বেদবতী যেমন (স্বয়ংবরস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায়) আমি,৫ সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক সমুদ্রমন্থনকালে রত্নাকর হইতে সমুত্থিত পদ্মার ন্যায়, আমার এই পদ্মাকে স্বয়ংবরস্থলে উপস্থিত করিব, বিষ্ণু গ্রহণ করিবেন।৬

রাজা এইরূপ স্থির করিয়া গুণবান্ সুশীল কৃতবিদ্য ঐশ্বর্য্যশালী তরুণ রাজগণকে সম্মানপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন।৭ তিনি কন্যার স্বয়ংবরের নিমিত্ত সিংহলদ্বীপে বিবিধ-মাঙ্গলিক-কার্য্যানুষ্ঠানের আজ্ঞা দিলেন। পরে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া রাজগণের সংনিবেশার্থ যথোপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারিত করিলেন।৮

নিজসৈন্যৈঃ পরিবৃতাঃ স্বর্ণরত্নবিভূষিতাঃ। ৯॥
রথান্ গজানশ্ববরান্ সমারূঢ়া মহাবলাঃ।
শ্বেতচ্ছত্রকৃতচ্ছায়াঃ শ্বেতচামরবীজিতাঃ॥ ১০॥
শস্ত্রাস্ত্রতেজসা দীপ্তা দেবাঃ সেন্দ্রা ইবাভবন্।
রুচিরাশ্বঃ সুকর্ম্মা চ মদিরাক্ষো দৃঢ়াশুগঃ। ১১॥
কৃষ্ণসারঃ পারদশ্চ জীমূতঃ ক্রূরমর্দ্দনঃ।
কাশঃ কুশাম্বুর্বসুমান্ কঙ্কঃ ক্রথনসঞ্জয়ৌ॥ ১২॥
গুরুমিত্রঃ প্রমাথী চ বিজৃম্ভঃ সৃঞ্জয়োঽক্ষমঃ *।
এতে চান্যে চ বহবঃ সমায়াতা মহাবলাঃ। ১৩॥
বিবিশুস্তে রঙ্গগতা স্বস্বস্থানেষু পূজিতাঃ।

রাজারা রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট ও যথোপযুক্ত সৎকৃত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইঁহাদের সন্তোষ-সম্পাদনের নিমিত্ত চতুর্দিকে

অনন্তর বিবাহার্থী রাজগণ স্বুবর্ণ ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া স্ব স্ব সৈন্যসমূহ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন।৯ ইঁহাদের মধ্যে কেহ বা রথে আরোহণ, কেহ বা গজে আরোহণ, কেহ বা উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক আসিলেন। এই সকল রাজকুমার মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেতচ্ছত্র-বিশিষ্ট ও শেত চামরে উপজীবিত।১০ রাজনন্দনেরা অস্ত্রশস্ত্রের তেজে প্রদীপ্ত হওয়াতে, দেবগণে পরিবৃত্ত দেবরাজের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। ইঁহাদের নাম রুচিরাশ্ব, সুকর্ম্মা, মদিরাক্ষ, দৃঢ়াশুগ,১১ কৃষ্ণসার, পারদ, জীমূত, ক্রূরমর্দ্দন, কাশ, কুশাম্বু, বসুমান্, কঙ্ক, ক্রথন, সঞ্জয়,১২ গুরুমিত্র, প্রমাথী, বিজৃম্ভ, সৃঞ্জয়, অক্ষম, এই সকল ভূপাল ও অন্যান্য বহুসংখ্য মহাবল ভূপাল আগমন করিয়াছিলেন।১৩ এই সকল

* সঞ্জয়োঽক্ষমঃ ইতি বা পাঠঃ।

বাদ্যতাণ্ডবসংহৃষ্টাশ্চিত্রমাল্যাম্বরাধরাঃ * ॥ ১৪ ॥
নানাভোগসুখোদ্রিক্তাঃ কামরামা রতিপ্রদা।
তানালোক্য সিংহলেশঃ সাং কন্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥১৫॥
গৌরীং চন্দ্রাননাং শ্যামাং তারহারবিভূষিতাম্।
মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ সর্ব্বাঙ্গালঙ্কৃতাং শুভাম্ ॥ ১৬ ॥
কিং মায়াং মোহজননীং কিংবা কামপ্রিয়াং ভুবি।
রূপলাবণ্যসম্পত্ত্যা নচান্যামিহ দৃষ্টবান্ ॥ ১৭ ॥
স্বর্গে ক্ষিতৌ বা পাতালেহপ্যহং সর্ব্বত্রগো যদি।
পশ্চাদ্দাসীগণাকীর্ণা সখীভিঃ পরিবারিতাঃ ॥ ১৮ ॥

নৃত্য গীত হইতে লাগিল। রাজগণের বিচিত্র মাল্য ও বিচিত্র বসনে স্বয়ং বরসভা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।১৪ নানা ভোগ ও নানা সুখে আসক্ত রাজগণকে দেখিয়া সকলেরই নয়ন মন প্রফুল্ল হইতে লাগিল। সিংহলেশ্বর এই সকল রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া নিরুপম রূপবতী স্বীয় কন্যাকে (আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন)।১৫ এই কন্যা গৌরাঙ্গী, চন্দ্রমুখী, শ্যামা, সুলক্ষণা ও রমণীয় হারে বিভূষিতা। মণিমুক্তা ও প্রবাল দ্বারা ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত ১৬ (নিরুপম রূপবতী সেই কন্যাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল যে,) এই কন্যা কি মোহজননী সাক্ষাৎ মায়া? অথবা মন্মথ-প্রণয়িনী সাক্ষাৎ রতি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? আমি যদিও স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সকল স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, তথাপি সেই কন্যার ন্যায় রূপলাবণ্য আর কোথায়ও দেখি নাই।১৭

এই কন্যারত্ন যখন বহির্গত হইল, তখন শত শত সখী তাহার

---

* চিত্রমাল্যাম্বরাম্বরা ইতি কচিৎ পাঠঃ।

দৌবারিকৈর্বেত্রহস্তৈঃ শাসিতাস্তঃপুরাদ্বহিঃ।
পুরোবন্দিগণাকীর্ণাং প্রাপয়ামাস তাং শনৈঃ ॥ ১৯ ॥
নূপুরৈঃ কিঙ্কিণীভিশ্চ ক্বণন্তীং জনমোহিনীম্।
স্বাগতানাং নৃপাণাঞ্চ কুলশীলগুণান্ বহূন্ ॥ ২০ ॥
শৃণ্বন্তী হংসগমনা রত্নমালাকরগ্রহা।
রুচিরাপাঙ্গভঙ্গেন প্রেক্ষন্তী লোলকুণ্ডলা ॥ ২১ ॥
নৃত্যৎকুন্তলসোপানগণ্ডমণ্ডলমণ্ডিতা।
কিঞ্চিৎস্মেরোল্লসদ্বক্ত্রদশনদ্যোতদীপিতা ॥ ২২ ॥
বেদীমধ্যারুণক্ষৌমবসনা কোকিলস্বনা।
রূপালাবণ্যপণ্যেন ক্রেতুকামা জগত্রয়ম্ ॥ ২৩ ॥

চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া চলিল, দাসীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।১৮ পদ্মা এইরূপে বেত্রহস্ত দৌবারিকগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। বন্দিগণ অগ্রে অগ্রে চলিল। কন্যা ক্রমশঃ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১৯

নূপুর ও কিঙ্কিণী ধ্বনিতে সভায় অপূর্ব্ব জনমোহন শব্দ হইতে লাগিল। যে সকল রাজা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কুল শীল ও গুণগ্রাম২০ শ্রবণ করিতে করিতে লোলকুণ্ডলা ও মরালগমনা কন্যা করে রত্নমালা গ্রহণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব-কটাক্ষ-বিক্ষেপে দর্শন করিতে লাগিলেন।২১ চূর্ণকুন্তল দোদুল্যমান হওয়াতে তাঁহার গণ্ডস্থল অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করিল। ঈষৎ হাস্য দ্বারা বদনকমল উল্লসিত হওয়াতে দশন কান্তি শোভা পাইতে লাগিল।২২ এই কন্যারত্নের মধ্যস্থল বেদীর ন্যায় ক্ষীণ। ইনি অরুণবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। ইঁহার কণ্ঠস্বর অবিকল কোকিলের সদৃশ। এই সকল দেখিয়া

সমাগতাং তাং প্রসমীক্ষ্য ভূপাঃ
সংমোহিনীং কামবিমূঢ়চিত্তাঃ।
পেতুঃ ক্ষিতৌ বিস্মৃতবস্ত্রশস্ত্রাঃ
রথাশ্বমত্তদ্বিপবাহনান্তে ॥ ২৪ ।
তস্যাঃ স্মরক্ষোভনিরীক্ষণেন
স্ত্রিয়ো বভূবুঃ কমনীয়রূপাঃ।
বৃহন্নিতম্বস্তনভারনম্রাঃ
সুমধ্যমাস্তৎস্মৃতিজাতরূপাঃ ॥ ২৫ ॥
বিলাসহাসব্যসনাতিচিত্রাঃ
কান্তাননাঃ শোণসরোজনেত্রাঃ।
স্ত্রীরূপমাত্মানমবেক্ষ্য ভূপাঃ
তামন্বগচ্ছন্ বিশদানুবৃত্ত্যা ॥ ২৬ ॥

আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি রূপ-লাবণ্য-রূপ মূল্য দ্বারা ত্রিলোক ক্রয় করিবার অভিলাষে আসিয়াছেন।২৩

রথবাহন, অশ্ববাহন ও মত্তদ্বিপবাহন রাজগণ সেই সম্মোহিত কন্যাকে সভায় উপস্থিত দেখিয়া মদনবশবর্ত্তী হইয়া বস্ত্র ও অস্ত্র শস্ত্র বিস্ময়পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন।২৪ রাজগণ সকাম হইয়া কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে সকলেই নারী হইলেন। তাঁহাদের অন্তঃকরণে যেমন কামিনীর অবয়ব অঙ্কিত হইল, তাঁহাদেরও অবয়ব সেইরূপ কামিনীর ন্যায় হইল। তাঁহাদের মধ্যস্থল সুন্দর ও ক্ষীণ হইয়াগেল। তাঁহারা অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য প্রাপ্ত হইলেন। বিপুল নিতম্ব ও স্তনভরে তাঁহাদের শরীর ঈষৎ নম্র হইল।২৫ তাঁহারা বিলাস হাস্য ও নৃত্যগীতাদিতে, বিলক্ষণ পটু হইলেন। তাঁহাদের মুখ কামিনীর ন্যায় কমনীয় কান্তি ধারণ করিল। চক্ষু ও পদ্মের

অহং বটস্থঃ পরিধর্ষিতাত্মা
পদ্মাবিবাহোৎসবদর্শনাকুলঃ।
তস্যা বচোঽস্তর্হৃদি দুঃখিতায়াঃ
শ্রোতুং স্থিতঃ স্ত্রীত্বমিতেষু তেষু ॥ ২৭ ॥
জানীহি কল্কে! কমলাবিলাপং
শ্রুতং বিচিত্রং জগতামধীশ! ।
গতে বিবাহোৎসবমঙ্গলে সা
শিবং শরণ্যং হৃদয়ে নিধায় ॥ ২৮ ॥

তান্দৃষ্ট্বা নৃপতীন্ গজাশ্বরথিভিস্ত্যক্তান্ সখিত্বং গতান্ *
স্ত্রীভাবেন সমন্বিতাননুগতান্ পদ্মাং বিলোক্যান্তিকে।

ন্যায হইল। রাজগণ আপনাদিগকে ললনা হইতে দেখিয়া পদ্মার অনুবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার সহচরী হইলেন।২৬

আমি পদ্মার বিবাহোৎসব-দর্শনার্থ বটবৃক্ষে বসিয়াছিলাম। এই সমস্ত ব্যাপার সন্দর্শনে আমার অন্তরাত্মা সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইল। রাজগণ নারীরূপী হওয়াতে পদ্মা দুঃখিত হৃদয়ে খেদ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার জন্যই তৎপরে সে স্থানে আমি কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিলাম।২৭ কল্কে! আপনি জগতের অধীশ্বর বিষ্ণু, আপনার নিকট বলিতেছি, মাঙ্গল্য বিবাহোৎসব গত হইলে আপনার কমলা শরণ্য শিবকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া যে সকল বিচিত্র বিলাপ করিয়াছিলেন, আমি তাহা শুনিয়াছি, এক্ষণে আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুণ।২৮

পদ্মা যখন দেখিলেন যে, তাঁহার বিবাহার্থী রাজগণ স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া গজ অশ্ব ও রথিরূপ সৈন্য সামন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াতাঁহার

* গজাশ্বরথিভিস্ত্যক্ত্বা সখিত্বং গতান্ ইতি পাঠান্তরম্।

দীনা ত্যক্তবিভূষণা বিলিখতী পাদাঙ্গুলৈঃ কামিনী
ঈশং কর্ত্তুং নিজনাথমীশ্বরবচস্তথ্যং হরিং সাঽস্মরৎ ॥২৯॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে পদ্মাস্বয়ংবরে
ভূপতীনাং স্ত্রীত্বকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সখীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অনুগত ও সমীপস্থ হইয়াছেন, তখন তিনি দুঃখিত হৃদয়ে বিভূষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। পরে তিনি শিববাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত হৃদয়নাথ ঈশ্বর হরির চিন্তায় মনঃসমাধান করিলেন।২৯

কল্কিপুরাণে পদ্মার স্বয়ংবরে ভূপতিদের স্ত্রীত্বকথন
নামক পঞ্চমাধ্যায় সমাপ্ত।

---০---
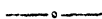
কল্কিপুরাণম্।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

ততঃ সা বিস্মিতমুখী পদ্মা নিজজনৈর্বৃতা।
হরিং পতিং চিন্তয়ন্তী প্রোবাচ বিমলাং স্থিতাম্॥ ১॥

পদ্মোবাচ।

বিমলে! কিং কৃতং ধাত্রা ললাটে লিখনং মম।
দর্শনাদপি লোকানাং পুংসাং স্ত্রীভাবকারম্॥ ২॥
মমাপি মন্দভাগ্যায়াঃ পাপিন্যাঃ শিবসেবনম্।
বিফলত্বমনুপ্রাপ্তং বীজমুপ্তং যথোষরে॥ ৩॥
হরির্লক্ষ্মীপতিঃ সর্ব্বজগতামধিপঃ প্রভুঃ।
মৎকৃতেঽপ্যভিলাষং কিং করিষ্যতি জগৎপতি॥ ৪॥
যদি শম্ভোর্বচো মিথ্যা যদি বিষ্ণুর্ন মাং স্মরেৎ।

শুক কহিল। অনন্তর পরিজনগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত পদ্মা বিস্মিতা হইয়া স্বীয় পতি হরিকে চিন্তা করিতে করিতে সমীপস্থ বিমলানাম্নী সখীকে কহিলেন।

পদ্মা কহিলেন, বিমলে! বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে এই লিখিয়াছেন যে, আমাকে দর্শন করিলেই পুরুষ স্ত্রী হইয়া যাইবে।২ আমি অতি মন্দভাগ্যা ও পাপিয়সী! মরুভূমিতে উপ্ত বীজের ন্যায় আমার শিব আরাধনা সকলি বৃথা হইল!৩ জগতের পালক জগতের অধীশ্বর প্রভু লক্ষ্মীপতি হরি কি আমাতে অভিলাষী হইবেন?৪ যদি শূলপানির

তদাহমনলে দেহং ত্যক্ষ্যামি হরিভাবিতা ॥ ৫ ॥
ক্ব চাহং মানুষী দীনা ক্বাস্তে দেবো জনার্দ্দনঃ।
নিগৃহীতা বিধাত্রাহং শিবেন পরিবঞ্চিতা ॥ ৬ ॥
বিষ্ণুনা চ পরিত্যক্তা মদন্যা কাত্র জীবতি ॥ ৭ ॥
ইতি নানা বিলাপিন্যা বচনং শোচনাশ্রয়ম্।
পদ্মায়াশ্চারুচেষ্টায়াঃ শ্রুত্বায়াতস্তবান্তিকে ॥ ৮ ॥
শুকস্য বচনং শ্রুত্বা কল্কিঃ পরমবিস্মিতঃ।
তং জগাদ পুনর্যাহি পদ্মাং বোধয়িতুং প্রিয়াম্ ॥ ৯ ॥
মৎসন্দেশহরো ভূত্বা মদ্রূপগুণকীর্ত্তনম্।
শ্রাবয়িত্বা পুনঃ কীর! সমায়াস্যসি বান্ধব! ॥ ১০ ॥
সা মে প্রিয়া পতিরহং তস্যা দৈববিনির্ম্মিতঃ।

বাক্যই মিথ্যা হয়, যদি বিষ্ণু আমাকে স্মরণ না করেন, তাঁহা হইলে আমি হরি ধ্যানপূর্ব্বক অনলে জীবন বিসর্জ্জন করিব। আমি অতিদীনা মানুষীই বা কোথায়! ও দেব জনার্দ্দনই বা কোথায়! বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ, নতুবা কিজন্য চন্দ্রশেখর আমাকে বঞ্চনা করিলেন।৬ বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি জীবন ধারণ করিতেছি। ঈদৃশ অবস্থায় আমি ভিন্ন অন্তে কখনই জীবন ধারণ করিতে পারে না।৭ আমি সুচরিতা পদ্মার এইরূপ নানাপ্রকার শোকজনক বিলাপ শ্রবণ করিয়া আপনার নিকট আসিতেছি।৮

কল্কি শুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, তুমি প্রিয়তমা পদ্মাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত পুনর্বার সেই স্থানে গমন কর।৯ কীর! তুমি আমার পরম বন্ধু, অদ্য তুমি আমার বার্ত্তা-বাহক হইয়া পদ্মার নিকট আমার রূপগুণের বিবরণ শ্রবণ করাইয়া পুনর্বার এখানে আসিবে।১০ পদ্মা আমার প্রণয়িনী ও আমি পদ্মার

মধ্যস্থেন ত্বয়া যোগমাবয়োশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥
সর্ব্বজ্ঞোঽসি বিধিজ্ঞোঽসি কালজ্ঞোঽসি কথামৃতৈঃ।
তামাশ্বাস্য মমাশ্বাসকথাস্তস্যাঃ সমাহর ॥ ১২ ॥
ইতি কল্কের্বচঃ শ্রুত্বা শুকঃ পরমহর্ষিতঃ।
প্রণম্য তং প্রীতমনাঃ প্রযযৌ সিংহলং ত্বরণ ॥ ১৩ ॥
খগঃ সমুদ্রপারেণ স্নাত্বা পীত্বামৃতং পয়ঃ।
বীজপূরফলাহারো যযৌ রাজনিবেশনম্ ॥ ১৪ ॥
তত্র কন্যাপুরং গত্বা বৃক্ষে নাগেশ্বরে বসন্।
পদ্মামালোক্য তাং প্রাহ শুকো মানুষভাষয়া ॥ ১৫ ॥
কুশলং তে বরারোহে! রূপযৌবনশালিনি!।
ত্বাং লোলনয়নাং মন্যে লক্ষ্মীরূপামিবাপরাম্ ॥ ১৬ ॥

পতি, ইহা বিধাতা স্থির করিয়াই রাখিয়াছেন। তুমি মধ্যস্থ হইয়া আমাদের পরস্পর মিলন করিয়া দিবে।১১ তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি বিধিজ্ঞ ও তুমি সময়জ্ঞ হইতেছ। অতএব তুমি বাক্যরূপ অমৃত বর্ষণ দ্বারা পদ্মাকে আশ্বাসিত করিয়া আমার নিকট তাহার আশ্বাসবাক্য লইয়া আসিবে।১২ শুক কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং প্রীত মনে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সত্বর গমনে সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।১৩

অনন্তর সেই পক্ষী সমুদ্রপারে গমনপূর্ব্বক স্নান ও অমৃতময় জল পান করিয়া বীজপূর-নামক ফল আহার করিল। পরে রাজসদনে উপস্থিত হইয়া।১৪ কন্যান্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক নাগকেশর বৃক্ষে উপবেশন করিল। সুবুদ্ধি শুক পদ্মাকে অবলোকন করিয়া মনুষ্যবাক্যে কহিল,১৫ বরারোহে! তুমি ত কুশলে আছ? আমি দেখেছি তুমি নিরূপম-রূপবতী ও পূর্ণযৌবনা। তোমার নয়নদ্বয় চঞ্চল (ও অতীব

পদ্মাননাং পদ্মগন্ধাং পদ্মনেত্রাং করাম্বুজে।
কমলং কালয়ন্তীং ত্বাং লক্ষয়ামি পরাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥
কিং ধাত্রা সর্ব্বজগতাং রূপলাবণ্যসম্পদাম্।
নির্ম্মিতাসি বরারোহে! জীবানাং মোহকারিণি! ॥১৮॥
ইতি ভাষিতমাকর্ণ্য কীরস্যামিতমদ্ভুতম *।
হসন্তী প্রাহ সা দেবী তং পদ্মা পদ্মমালিনী॥ ১৯ ॥
কস্ত্বং ? কস্মাদাগতোঽসি ? কথং মাং শুকরূপধৃক্।
দেবো বা দানবো বা ত্বম্ ? আগতোঽসি দয়াপরঃ ॥২০॥

শুক উবাচ।

সর্ব্বজ্ঞোঽহং কামগামী সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
দেবগন্ধর্ব্বভূপানাং সভাসু পরিপূজিতঃ ॥ ২১ ॥

মনোহারী।) আমার বোধ হয়, তুমি দ্বিতীয় লক্ষ্মী।১৬ তোমার মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায়, তোমার গাত্রে পদ্মের ন্যায় গন্ধ, তোমার নয়নদ্বয় পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তোমার হস্তও (রক্ত) পদ্ম সদৃশ, তোমার হস্তে পদ্ম। এই সকল লক্ষণে আমার বোধ হয়; তুমি দ্বিতীয় লক্ষ্মী।১৭ বরারোহে! তুমি সকল জীবেরই-মোহ সম্পাদন করিয়া থাক। আমার বোধ হয়, বিধাতা সমুদায় জগতের রূপলাবণ্যরাশি সংগ্রহ করিয়া তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। ১৮

পদ্ম-মালা-বিভূষিতা পদ্মা, শুকের এই অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন।১৯ তুমি কে? কোথা হইতে আগমন করিতেছ? তুমি শুক-রূপ-ধারী দেব কি দৈত্য? তুমি দয়াপর হইয়া কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ?২০

শুক কহিল। আমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ। আমি কাম-

* কীরস্যামৃতমদ্ভুতম্ ইতি বা পাঠঃ।

চরামি স্বেচ্ছয়া খে ত্বাম্ ঈক্ষণার্থমিহাগতঃ।
ত্বামহং হৃদি সংতপ্তাং ত্যক্তভোগাং মনস্বিনীম্॥ ২২॥
হাস্যালাপ-সখীসঙ্গ-দেহাভরণ-বির্জ্জিতাম্।
বিলোক্যাহং দীনচেতাঃ পৃচ্ছামি শ্রোতুমীরিতম্।
কোকিলালাপ-সন্তাপ-জনকং মধুরং মৃদু॥ ২৩॥
তব দন্তৌষ্ঠজিহ্বাগ্রলুলিতাক্ষরপঙ্ক্তয়ঃ।
যৎকর্ণকুহরে মগ্নাস্তেষাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ॥ ২৪॥
সৌকুমার্য্যং শিরীষস্য ক্ব কান্তির্বা নিশাকরে।
পীযূষং ক্ব বদন্ত্যেবানন্দং ব্রহ্মণি তে বুধাঃ *॥ ২৫॥

গামী অর্থাৎ যখন যেখানে ইচ্ছা হয়, গমন করিতে পারি। দেবসভা, গন্ধর্ব্বসভা ও রাজসভাতে আমার বিলক্ষণ সম্মান ও সমাদর।২১ আমি স্বেচ্ছানুসারে আকাশপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। অধুনা তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। তুমি প্রশস্তহৃদয়া হইয়াও এক্ষণে হৃদয়ে সাতিশয় সন্তাপযুক্তা হইয়াও ভোগসুখে বিমুখী হইয়াছ।২২ হাস্য পরিহাস, কাহারো সহিত আলাপ, সখীসঙ্গ ও দেহাভরণ, এ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছ। আমি তোমার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া দীনচেতাঃ হইয়া কোকিলকূজিত অপেক্ষাও মধুর ও মৃদু তোমার বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য (তোমার পরিতাপের কারণ) জিজ্ঞাসা করিতেছি।২৩ তোমারদন্ত ওষ্ঠ, ও জিহ্বাগ্র হইতে লুলিত অক্ষরপঙ্ক্তি, যাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার তপস্যার কথা আর কি বর্ণনা করিব।২৪ তোমার নিকট শিরীষপুষ্পের সৌকুমার্য্য ও নিশাকরের কান্তি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পণ্ডিতেরা অমৃত ও ব্রহ্মানন্দের প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাও তোমার

* ব্রহ্মণি তেঽধুনা ইতি বা পাঠঃ।

তব বাহুলতাবদ্ধা যে পাস্যন্তি সুধাননম্।
তেষাং তপোদানজপৈর্ব্র্যৈর্থৈঃ কিং জনয়িষ্যতি॥ ২৬॥
তিলকালকসংমিশ্রং লোলকুণ্ডলমণ্ডিতম্।
লোলেক্ষণোল্লসদ্বক্ত্রং পশ্যতাং ন পুনর্ভবঃ॥ ২৭॥
বৃহদ্রতসুতে। স্বাধিং বদ ভাবিনি যৎকৃতে *।
তপঃক্ষীণামিব তনুং লক্ষয়ামি রুজং বিনা।
কনকপ্রতিমা যদ্বৎ † পাংশুভির্ম্মলিনীকৃতা॥ ২৮॥

পদ্মোবাচ।

কিং রূপেণ কুলেনাপি ধনেনাভিজনেন বা।
সর্ব্বং নিষ্ফলতামেতি যস্য দেবমদক্ষিণম্॥ ২৯॥

নিকট অতি সামান্য।২৫ যে পুণ্যাত্মা তোমার বাহুলতা দ্বারা বদ্ধ হইয়া তোমার বদনামৃত পান করিবেন, তাঁহার পক্ষে (স্বর্গসাধন) তপ জপ ও দানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কিছুই প্রয়োজন নাই।২৬ যাঁহারা তোমার এই অলক-তিলক-সংমিশ্র চঞ্চল-কুণ্ডল-মণ্ডিত বিলোললোচনা-লঙ্কৃত মুখমণ্ডল দর্শন করিবেন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না।২৭ বৃহদ্রত-তনয়ে! এক্ষণে তোমার মনোদুঃখের কারণ কি? বল। ভাবিনি! অধুনা মানসিক দুঃখের জন্য তোমার এই শরীর পীড়া ব্যতিরেকেও তপঃক্ষীণার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। বিশেষত সুবর্ণপ্রতিমা পাংশু দ্বারা মলিনীকৃত হইলে যেরূপ দেখায়, তাহার ন্যায় (তোমার এই শরীরও মলিন হইয়াছে)।২৮

পদ্মা কহিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু যাহার প্রতি অনুকূল নহেন,

* বদ ভাবিনি! যৎ কৃতম্ ইতি পাঠান্তরম্।
† কনকপ্রতিমং তদ্বৎ ইত্যপরে পঠন্তি।

শৃণু কীর! মমাখ্যানং * যদি বাবিদিতং তব।
বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরে হরসেবাং করোম্যহম্॥ ৩০॥
তেন পূজাবিধানেন তুষ্টো ভূত্বা মহেশ্বরঃ।
বরং বরয় পদ্মে! ত্বমিত্যাহ প্রিয়য়া সহ॥ ৩১॥
লজ্জয়াধোমুখীমগ্রে স্থিতাং মাং বীক্ষ্য শঙ্করঃ।
প্রাহ, তে ভবিতা স্বামী হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ৩২॥
দেবো বা দানবো বান্যো গন্ধর্ব্বো বা তবেক্ষণাৎ।
কামেন মনসা নারী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩৩॥
ইতি দত্ত্বা বরং সোমঃ প্রাহ বিষ্ণ্বর্চ্চনং যথা।
তথাহং তে প্রবক্ষ্যামি সমাহিতমনাঃ শৃণু॥ ৩৪॥
এতাঃ সখ্যো নৃপাঃ পূর্ব্বমাহৃতা যে স্বয়ংবরে।

তাহার পক্ষে রূপ, কুল, ধন উচ্চবংশে উৎপত্তি প্রভৃতি সকলই নিষ্ফল।২৯ কীর! আমার বৃত্তান্ত যদি তোমার অবিদিত থাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি অপৌগণ্ড, বাল্য ও কৈশোর অবস্থায় শিবপূজা করিয়াছিলাম।৩০ মহেশ্বর সেই পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া পার্ব্বতীর সহিত আসিয়া কহিলেন, পদ্মে! তুমি বরপ্রার্থনা কর।৩১ পরে তিনি আমাকে সম্মুখবর্ত্তিনী ও লজ্জায় অধোমুখী দেখিয়া কহিলেন, প্রভু নারায়ণ হরি তোমার স্বামী হইবেন।৩২ দেব দানব গন্ধর্ব্ব বা অন্য যে কেহ সকাম হৃদয়ে তোমাকে অবলোকন করিবে, সে তৎক্ষণাৎ নারীরূপে পরিণত হইবে।৩৩ ভগবান্ মহেশ্বর, এইরূপ বর প্রদান করিয়া যেরূপ বিষ্ণুপূজার প্রকরণ বলিয়া দিয়াছেন, তাহাও তোমার নিকট বলিতেছি, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর।৩৪

---

* শৃণু কীর! মমাখ্যানম্।

পিত্রা ধর্ম্মার্থিনা দৃষ্ট্বা রম্যাং মাং যৌবনান্বিতাম্ ॥ ৩৫ ॥
স্বাগতাস্তে সুখাসীনা বিবাহকৃতনিশ্চয়াঃ।
যুবানো গুণবন্তশ্চ রূপদ্রবিণসম্মতাঃ।। ৩৬ ॥
স্বয়ংবরগতাং মাং তে বিলোক্য রুচিরপ্রভাম্।
রত্নমালাশ্রিতকরাং নিপেতুঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
তত উত্থায় সংভ্রান্তাঃ সংপ্রেক্ষ্য স্ত্রীত্বমাত্মনঃ।
স্তনভারনিতম্বেন গুরুণা পরিণামিতাঃ ॥ ৩৮ ॥
হ্রিয়া ভিয়া চ শত্রূণাং মিত্রাণামতিদুঃখদম্।
স্ত্রীভাবং মনসা ধ্যাত্বা মামেবানুগতাঃ শুক! ॥ ৩৯ ॥
পরিচর্য্যা হরেরেতাঃ সখ্যঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ।

এই যে আমার সখীদিগকে দেখিতেছ, ইঁহারা পূর্ব্বে রাজা ছিলেন। আমার পিতা আমাকে যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ ও রমণীয়াকৃতি দেখিয়া ধর্ম্মরক্ষার অভিপ্রায়ে এই সকল রাজাকে আমার স্বয়ংবরস্থলে সমবেত করিয়াছিলেন।৩৫ ইঁহারা যুবা, গুণবান্, রূপবান্ ও অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন। ইঁহারা আমার পাণি-গ্রহণ-বাসনায় সুখে আগত ও স্বয়ংবরসভায় সুখাসীন হইলে৩৬ আমি করে রত্নমালা গ্রহণপূর্ব্বক মনোহর প্রভা বিস্তার করিয়া স্বয়ংবরস্থলে উপস্থিত হইলাম। রাজ-গণ আমাকে দেখিয়াই পঞ্চশর-শরে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।৩৭ পরে তাঁহারা সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া দেখেন যে, আপনাদের শরীরে সমুদায়ই স্ত্রীচিহ্ন আবির্ভূত হইয়াছে। গুরুতর নিতম্ব ও পীন-পয়োধর-দ্বয় শোভা পাইতেছে।৩৮ শুক! অনন্তর তাঁহারা আপনাদিগের স্ত্রীভাব প্রত্যক্ষ করিয়া শত্রু বা মিত্র সকলের নিকট লজ্জা ও ভয় প্রযুক্ত (পুনর্ব্বার আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন না) পরিশেষে তাঁহারা সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে কিয়ৎকাল

ময়া সহ তপোধ্যানপূজাঃ কুর্ব্বন্তি সম্মতাঃ ॥ ৪০ ॥

তদুদিতমিতি সংনিশম্য কীরঃ
শ্রবণসুখং নিজমানসপ্রকাশম্।
সমুচিতবচনৈঃ প্রতোষ্য পদ্মাং
মুরহরযজনং পুনঃ প্রচষ্টে ॥ ৪১ ॥

ইতি কল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে শুকপদ্মা-
সংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মনে মনে চিন্তা করিয়া আমারই অনুগামী হইলেন।৩৯ ইঁহারা একণে আমার সখী হইয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বগুণে বিভূষিত ও আমার স্নেহের পাত্র। ইঁহারা আমার সহিত বিষ্ণুর পূজা, বিষ্ণুর পরিচর্য্যা, বিষ্ণুর ধ্যান ও তপস্যা করিতেছেন।৪০ শুক পদ্মার নিকট শ্রবণ-সুখ-জনক ও মনঃ-প্রীতি-কর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুচিত বচনে তাঁহার পরিতোষ সম্পাদনপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা-বিষয়ক কথার প্রস্তাব করিল।৪১

কল্কিপুরাণে অনুভাগবতে পদ্মাশুক-সংবাদ নামক
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

———০———

কল্কিপুরাণম্।

সপ্তমাধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

বিষ্ণ্বর্চ্চনং শিবেনোক্তং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং শুভে!।
ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি শিবশিষ্যাত্বমাগতা॥ ১॥
অহং ভাগ্যবশাদত্র সমাগম্য তবান্তিকম্।
শৃণোমি পরমাশ্চর্য্যং কীরাকারনিবারণম্॥ ২॥
ভগবদ্ভক্তিযোগঞ্চ জপধ্যানবিধিং মুদা।
পরমানন্দ-সন্দোহ-দান-দক্ষং শ্রুতিপ্রিয়ম্॥ ৩॥

শুক কহিল। কল্যাণিনি! তুমি ধন্যা পুণ্যবতী, কারণ তুমি মহেশ্বরের শিষ্যা হইয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার নিকট শিব-প্রোক্ত বিষ্ণু-পূজার প্রকরণ শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।১ আমি অদৃষ্টক্রমে অদ্য তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। অধুনা আমি তোমার নিকট পরম আশ্চর্য্য (বিষ্ণুপূজা-বিবরণ) শ্রবণ করিব। তাহা শুনিলে পুনর্ব্বার আর আমাকে পক্ষিদেহ ধারণ করিতে হইবে না।২ ঐ বিষ্ণু-পূজাপ্রকরণে যাহাতে ভগবানের প্রতি ভক্তি হয় ও যে রূপে বিষ্ণুর ধ্যান ও জপ করিতে হয়, তাহার বিধি আছে। এই বিষ্ণুপূজা প্রকরণ শ্রবণ-মধুর ও পরমানন্দ-সন্দোহ-দায়ক।৩

পদ্মোবাচ।

শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতম্।
যৎ শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতস্য শ্রুতস্য গদিতস্য চ ॥ ৪ ॥
সদ্যঃ পাপহরং পুংসাং গুরুগোব্রহ্মঘাতিনাম্।
সমাহিতেন মনসা শৃণু কীর! যথোদিতম্ ॥ ৫ ॥
কৃত্বা যথোক্তকর্ম্মাণি পূর্ব্বাহ্নে স্নানকৃৎ শুচিঃ।
প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ স্পৃষ্ট্বাপঃ স্বাসনে বসেৎ ॥ ৬ ॥
প্রাচীমুখঃ সংযতাত্মা সাঙ্গন্যাসং প্রকল্পয়েৎ।
ভূতশুদ্ধিং ততোঽর্ঘ্যস্য স্থাপনং বিধিবচ্চরেৎ ॥ ৭ ॥
ততঃ কেশবকৃত্যাদি-ন্যাসেন তন্ময়ো ভবেৎ।
আত্মানং তন্ময়ং ধ্যাত্বা হৃদিস্থং স্বাসনে ন্যসেৎ ॥ ৮ ॥
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ!
যথোপচারৈঃ সংপূজ্য মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৯ ॥

পদ্মা কহিলেন। শিব-কথিত বিষ্ণুপূজা-পদ্ধতি অতীব পবিত্র। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উহা শ্রবণ করিলে, অনুষ্ঠান করিলে বা কহিলে৪ মনুষ্যের গোহত্যা গুরুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাতক পর্য্যন্ত সদ্যঃ অপনীত হয়। বিহঙ্গম! শিব যে বিষ্ণুপূজা-বিবরণ বলিয়াছেন, এক্ষণে আমি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, সমাহিত হৃদয়ে শ্রবণ কর।৫

মনুষ্য প্রাতঃকালে স্নান ও নিত্য-কর্ম্ম-সমাধান-পূর্ব্বক শুচি হইয়া হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া জল-স্পর্শান্তর স্বীয় আসনে উপবেশন করিবে।৬ তদনন্তর সংযতাত্মা হইয়া পূর্ব্ব মুখে উপবেশন পূর্ব্বক অঙ্গ-ন্যাস, ভূতশুদ্ধি ও যথাবিধানে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে।৭ তৎপরে কেশবকৃত্যাদি ন্যাস দ্বারা তন্ময় হইয়া আপনাকে বিষ্ণুময় ভাবনা করিয়া হৃদিস্থিত বিষ্ণুকে মনঃকল্পিত আসনে সংস্থাপন করিবে।৮

ধ্যায়েৎ পাদাদিকেশান্তং হৃদয়াম্বুজমধ্যগম্।
প্রসন্নবদনং দেবং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্॥ ১০॥

ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা।

যোগেন সিদ্ধবিবুধৈঃ পরিভাব্যমাণং
লক্ষ্ম্যালয়ং তুলসিকাচিতভক্তভৃঙ্গম্।
প্রোত্তুঙ্গরক্তনখরাঙ্গুলিপত্রচিত্রং
গঙ্গারসং হরিপদাম্বুজমাশ্রয়েহহম্॥ ১১॥
গুম্ফন্মণিপ্রচয়ঘট্টিতরাজহংস-
সিঞ্জৎস্থনূপুরযুতং পদপদ্মবৃন্তম্।
পীতাম্বরাঞ্চলবিলোলবৎপতাকং
স্বর্ণত্রিবক্রবলয়ঞ্চ হরেঃ স্মরামি॥ ১২॥

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয় বসন, ভূষণ প্রভৃতি উপচার দ্বারা পূজা করিয়া৯ হৃৎপদ্ম-মধ্যগত প্রসন্নবদন ভক্তাভীষ্ট-ফলদায়ক সেই দেবকে পাদপদ্ম অবধি কেশ পর্য্যন্ত ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইবে।১০ (ধ্যান সমাপ্তি হইলে "ওঁ নমো নারায়ণ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত স্তুতিপাঠ করিবে।)

যোগসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা যাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি লক্ষ্মীর আশ্রয়, যাঁহার ভক্তরূপ ভৃঙ্গেরা তুলসী দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, যাঁহার সাতিশয় রক্তবর্ণ-নখযুক্ত অঙ্গুলিরূপ পত্র দ্বারা গঙ্গাজল চিত্রিত রহিয়াছে, ঈদৃশ হরিপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।১১ বিষ্ণুর যে চরণ-কমল-বৃন্ত, গুম্ফিত মণিসমূহদ্বারা ঘটিত ও রাজহংসের ন্যায় শব্দায়মান শোভন নূপুরে সুসজ্জিত রহিয়াছে, যাহা পীত বসনের চঞ্চল অঞ্চল দ্বারা প্রচলিত পতাকার ন্যায় শোভা পাইতেছে, যাহাতে সুবর্ণনির্ম্মিত ত্রিবক্র বলয় দীপ্তি বিস্তার করিতেছে, সেই চরণ-কমলবৃন্ত স্মরণ করি।১২

জঙ্ঘে সুপর্ণগলনীলমণিপ্রবন্ধে
শোভাস্পদারুণমণিদ্যুতিচঞ্চুমধ্যে।
আরক্তপাদতললম্বনশোভমানে
লোকেক্ষণোৎসবকরে চ হরে স্মরামি ॥ ১৩ ॥

তে জানুনী মখপতের্ভুজমূলসঙ্গ-
রঙ্গোৎসবাবৃততড়িদ্বসনে বিচিত্রে!
চঞ্চৎপতত্রমুখনির্গতসামগীত-
বিস্তারিতাত্মযশসী চ হরেঃ স্মরামি ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণোঃ কটিং বিধিকৃতান্তমনোজভূমিং
জীবাণ্ডকোষগণসঙ্গদুকূলমধ্যাম্।
নানাগুণপ্রকৃতিপীতবিচিত্রবস্ত্রাং
ধ্যায়েন্নিবদ্ধবসনাং খগপৃষ্ঠসংস্থাম্ ॥ ১৫ ॥

যাহা গরুড়ের গলদেশস্থ নীলকান্ত মণির সদৃশ, যাহার মধ্যস্থলে বিনতানন্দনের অরুণবর্ণ-মণি-তুল্য চঞ্চুদ্বয় শোভা বিস্তার করিতেছে, যাহার নিম্নে লম্ববান ঈষৎ রক্তবর্ণ পদতল শোভা পাইতেছে, যাহা ভক্তবৃন্দের লোচনের আনন্দদায়ক, হরির সেই জঙ্ঘাদ্বয় স্মরণ করি।১৩ উৎসবার্থ স্কন্ধদেশে অর্পিত বিদ্যুৎসদৃশ পীতবসন পতিত হওয়াতে যাহা বিচিত্রবর্ণ হইয়াছে, চঞ্চল গরুড়মুখে বিনির্গত সামগান দ্বারা যাহার মাহাত্ম্য বিস্তার হইতেছে, বিষ্ণুর সেই জানুদ্বয় স্মরণ করি।১৪ যাহা বিধাতা যম ও কন্দর্পের আধার অর্থাৎ যাহা সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, ত্রিগুণা প্রকৃতি পীত ও বিচিত্র বসনরূপে যেখানে অবস্থান করিতেছে, জীবগণের বীজের আধার-সংযুক্ত দুকূল যে স্থলে শোভা পাইতেছে, সেই খগপৃষ্ঠস্থিত বিষ্ণুর কটিদেশ চিন্তা করি।১৫

শাতোদরং ভগবতস্ত্রিবলিপ্রকাশম্
আবর্ত্তনাভিবিকসদ্বিধিজন্মপদ্মম্।
নাড়ীনদীগণরসোত্থসিতান্ত্রসিন্ধুং
ধ্যায়েহণ্ডকোষনিলয়ং তনুলোমরেখম্॥ ১৬॥
বক্ষঃ পয়োধিতনয়াকুচকুঙ্কুমেন
হারেণ কৌস্তুভমণিপ্রভয়া বিভাতম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্ম হরিচন্দনজপ্রসূন-
মালোচিতং * ভগবতঃ সুভগং স্মরামি॥ ১৭॥
বাহূ সুবেশসদনৌ বলয়াঙ্গদাদি-
শোভাস্পদৌ দুরিতদৈত্যবিনাশদক্ষৌ।
তৌ দক্ষিণৌ ভগবতশ্চ গদাসুনাভ-
তেজোজিতৌ সুললিতৌ মনসা স্মরামি॥ ১৮॥

যাহাতে ত্রিবলি শোভা পাইতেছে, যে স্থলে আবর্ত্তসদৃশ নাভিসরোবরে ব্রহ্মার জন্মস্থানরূপ পদ্ম বিকসিত হইযা রহিয়াছে, যে স্থানে নাড়ীরূপ নদীগণের রস দ্বারা অস্ত্ররূপ সিন্ধু উল্লসিত হইতেছে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, যাহাতে সূক্ষ্মরোমরাজি শোভা সম্পাদন করিতেছে, ভগবানের তাদৃশ ক্ষীণ উদর স্মরণ করি।১৬ লক্ষ্মীর কুচকুঙ্কুমদ্বারা, হার দ্বারা ও কৌস্তুভমণির প্রভা দ্বারা বিরাজমান শ্রীবৎসচিহ্নিত হরিচন্দনজাত কুসুমমালা দ্বারা বিভূষিত পরম রমণীয় ভগবানের বক্ষঃস্থল স্মরণ করি।১৭ যে বাহুদ্বয, সুবেশনিলয় ও বলয় অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারদ্বারা শোভমান; যে বাহুদ্বয়, দুর্দান্ত দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছে; যে বাহুদ্বয, গদা ও সুদর্শন চক্রের তেজোদ্বারা সকলকে অভিভব করিতেছে; ভগবানের সেই সুললিত দক্ষিণ বাহু-

* হরসংবরণ প্রসূনমালাচিতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

বামৌ ভুজৌ মুররিপোর্ধৃতপদ্মশঙ্খৌ
শ্যামৌ করীন্দ্রকরবন্মণিভূষণাঢ্যৌ।
রক্তাঙ্গুলিপ্রচয়চুম্বিতজানুমধ্যৌ
পদ্মালয়াপ্রিয়করৌ রুচিরৌ স্মরামি॥ ১৯॥
কণ্ঠং মৃণালমমলং মুখপঙ্কজস্য
লেখাত্রয়েণ বনমালিকয়া নিবীতম্।
কিংবা বিমুক্তিবসমন্ত্রকসৎফলস্য
বৃন্তং চিরং ভগবতঃ সুভগং স্মরামি॥ ২০॥
রক্তাম্বুজং দশনহাসবিকাশরম্যং
রক্তাধরৌষ্ঠবরকোমলবাক্সুধাঢ্যম্।
সন্মানসোদ্ভবচলেক্ষণপত্রচিত্রং
লোকাভিরামমমলঞ্চ হরেঃ স্মরামি॥ ২১॥
শূরাত্মজাবসথগন্ধবিদং সুনাশং
ভ্রূপল্লবং স্থিতিলয়োদয়কর্ম্মদক্ষম্।

যুগল মনোদ্বারা স্মরণ করি।১৮ মুররিপুর যে বাম ভুজদ্বয় করিকর-সদৃশ শ্যামবর্ণ ও শঙ্খ-পদ্মধারী, যাহাতে মণিভূষণ শোভা পাইতেছে, যাহার রক্তবর্ণ অঙ্গুলিসমূহ জানু স্পর্শ করিয়াছে, পদ্মালয়ার প্রিয় সেই মনোহর করযুগল স্মরণ করি।১৯ মুখপদ্মের মৃণালস্বরূপ নির্ম্মল-রেখাত্রয়যুক্ত বনমালাবিভূষিত ও মুক্তাবস্থায় অবস্থিতির মন্ত্ররূপ রমণীয় ফলের বৃন্তস্বরূপ পরম সুন্দর ভগবানের কণ্ঠ নিরন্তর ধ্যান করি।২০ রক্তপদ্মসদৃশ, রক্তাধরোষ্ঠ দ্বারা কমনীয়, হাস্য-কালে দশনবিকাশ হওয়াতে পরম সুন্দর, বচনরূপ সুধাসম্পন্ন, মনঃপ্রীতিকর, চঞ্চল-নয়ন পত্রদ্বারা চিত্রিত, লোকের মনোরঞ্জন হরির বদন-কমল স্মরণ করি।২১ যাহা হইতে যমসদনের গন্ধ ও আঘ্রাণ করিতে হয় না, যাহার সন্নিধান

কামোৎসবঞ্চ কমলাহৃদয়প্রকাশং
সংচিন্তয়ামি হরিবক্ত্র বিলাসদক্ষম্ ॥ ২২ ॥
কর্ণৌ লসন্মকরকুণ্ডলগণ্ডলোলৌ
নানাদিশাঞ্চ নভসশ্চ বিকাসগেহৌ।
লোলালকপ্রচয়চুম্বনকুঞ্চিতাগ্রৌ
লগ্নৌহরের্ম্মণিকিরীটতটে স্মরামি ॥ ২৩ ॥
ভালং বিচিত্রতিলকং প্রিয়চারুগন্ধ-
গোরোচনারচনয়া ললনাক্ষিসখ্যম্।
ব্রহ্মৈকধামমণিকান্তকিরীটযুষ্টং
ধ্যায়েন্মনোনয়নহারকমীশ্বরস্য ॥ ২৪ ॥
শ্রীবাসুদেবচিকুরং কুটিলং নিবদ্ধং
নানাসুগন্ধিকুসুমৈঃ স্বজনাদরেণ।

উত্তম নাসিকা শোভা পাইতেছে, যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, যাহা হইতে মদন-মহোৎসব প্রকাশ হইয়া থাকে, যদ্দর্শনে কমলার হৃদয় বিকসিত হয়, হরির মুখপঙ্কজে যাহা শোভমান হইতেছে, সেই ভ্রূপল্লব স্মরণ করি।২২ গণ্ডস্থলে চঞ্চল মকরাকার কুণ্ডল দ্বারা যাহা বিভূষিত রহিয়াছে, যাহা দ্বারা নানাদিক্ ও আকাশমণ্ডল প্রকাশিত হয়, যাহার অগ্রভাগ চঞ্চল অলক-সমূহ স্পর্শে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, যাহা মণিময়-কিরীট-প্রান্তে সংলগ্ন রহিয়াছে, হরির ঈদৃশ কর্ণদ্বয় স্মরণ করি।২৩ যাহা বিচিত্র তিলক দ্বারা বিভূষিত, প্রিয় ও মনোহর-গন্ধ-বিশিষ্ট-গোরোচনায় রচিত পত্রাবলি দ্বারা যাহা কামিনীর নয়ন সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে, যাহা ব্রহ্মের একমাত্র আশ্রয়, যেখানে মণিময় রমণীয় কিরীট রহিয়াছে, যাহা সকলেরই মন ও নয়ন হরণ করে,ঈশ্বর হরির তাদৃশ ললাট স্মরণ করি।২৪ স্বজনগণ কর্ত্তৃক

দীর্ঘং রমাহৃদয়গাশমনং ধুনন্তং
ধ্যায়েহম্বুবাহরুচিরং হৃদয়াব্জমধ্যে ॥ ২৫ ॥
মেঘাকারং সোমসূর্য্যপ্রকাশং
সুভ্রূন্নশং শক্রচাপৈকমানম্।
লোকাতীতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং
বিদ্যুচ্চেলঞ্চাশ্রয়েহং সুপূর্ব্বম্॥ ২৬॥
দীনং হীনং সেবয়া বেদবত্যা
পাপৈস্তাপৈঃ পূরিতং মে শরীরম্।
লোভাক্রান্তং শোকমোহাধিবিদ্ধং
কৃপাদৃষ্ট্যা পাহি মাং বাসুদেব! ॥ ২৭ ॥
যে ভক্ত্যাদ্যাং ধ্যায়মানাং মনোজ্ঞাং
ব্যক্তিং বিষ্ণোঃ ষোড়শশ্লোকপুষ্পৈঃ।

সমাদরপূর্ব্বক নানা সুগন্ধি কুসুম দ্বারা বদ্ধ, কুটিল, দীর্ঘ, লক্ষ্মীর মনোভাব-নিবারণকারী, (বায়ু দ্বারা ঈষৎ) কম্পিত, কৃষ্ণমেঘের ন্যায় রুচির, শ্রীবাসুদেবের কেশপাশ হৃৎপদ্মমধ্যে চিন্তা করি।২৫ যাঁহার শরীর মেঘের ন্যায়, যাঁহার (নয়নদ্বয়) চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়, ইন্দ্রধনুঃসদৃশ যাঁহার শোভন ভ্রূযুগল, যাঁহার নাসিকা দীর্ঘ, যাঁহার পদ্মের সদৃশ সুদীর্ঘ নয়নদ্বয়, যাঁহার (পীত) বসন বিদ্যুৎসদৃশ, ঈদৃশ অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করি।২৬ আমি অতি দীন ও বেদবিহিত-সেবাদিবিহীন। আমার শরীর পাপতাপে প্রপূরিত, লোভাক্রান্ত এবং শোক মোহ ও মানসী ব্যথা দ্বারা অভিভূত। অতএব বাসুদেব! কৃপাদৃষ্টি দ্বারা আমাকে রক্ষা কর।২৭ যে সকল ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর এই আদ্য মনোহর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া ষোড়শ-শ্লোক-রূপ পুষ্প দ্বারা স্তব করিয়া নমস্কার ও

স্তুত্বা নত্বা পূজয়িত্বা বিধিজ্ঞাঃ
শুদ্ধা মুক্তা ব্রহ্মসৌখ্যং প্রয়ান্তি ॥ ২৮ ॥
পদ্মেরিতমিদং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতম্ ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং পরম্ ॥২৯
পঠন্তি যে মহাভাগাস্তে মুচ্যন্তেঽংহসোঽখিলাৎ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং পরত্রেহ ফলপ্রদম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে হরিভক্তি-
বিবরণং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমাংশঃ ।

পূজা করিবে, সেই সকল বিধিজ্ঞ ব্যক্তিরা শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবে ।২৮

পদ্মা কর্তৃক কথিত শিবপ্রোক্ত এই (স্তব) অতিব পবিত্র ধন যশস্কর আয়ুষ্য স্বর্গফলদায়ক ও পরম স্বস্ত্যয়ন ।২৯ এই স্তব, পরলোকে ও ইহলোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ ফলপ্রদ । যে সকল মহাত্মারা এই স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহারা সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইবেন ।৩০

কল্কিপুরাণে অনুভাগবতেহরিভক্তি-বিবরণ-নামক
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

প্রথম অংশ সমাপ্ত ।

কল্কিপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইতি পদ্মাবচঃ শ্রুত্বা কীরো ধীরঃ সতাং মতঃ।
কল্কিদূতঃ সখীমধ্যে স্থিতাং পদ্মামথাব্রবীৎ॥ ১॥
বদ পদ্মে! সাঙ্গপূজাং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
যামাস্থায় বিধানেন চরামি ভুবনত্রয়ম্॥ ২॥

পদ্মোবাচ।

এবং পাদাদি কেশান্তং ধ্যাত্বা তং জগদীশ্বরম্।
পূর্ণাত্মা দেশিকো মূলং মন্ত্রং জপতি মন্ত্রবিৎ॥ ৩॥
জপাদনন্তরং দণ্ড-প্রণতিং মতিমাংশ্চরেৎ।

সূত কহিলেন। সাধুসমাদৃত বিজ্ঞ কল্কিদূত, সখীগণ সমাবৃত পদ্মার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন।১ পদ্মে! অদ্ভুতকর্ম্মা হরির পূজা—সমুদায় অঙ্গের সহিত বর্ণন কর। আমি যথাবিধানে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া ভুবনত্রয় পরিভ্রমণ করিব।২

পদ্মা কহিলেন। মন্ত্রজ্ঞ সাধক, জগদীশ্বর বিষ্ণুকে পূর্ণাত্মা জ্ঞান করিয়া এইরূপ চরণ অবধি কেশ পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে।৩ মতিমান্ ব্যক্তি জপ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

বিশ্বকৃসেনাদিকানান্তু দত্ত্বা বিষ্ণুনিবেদিতম্॥ ৪॥
ততউদ্বাস্য হৃদয়ে স্থাপয়েন্মনসা সহ।
নৃত্যন্ গায়ন্ হরের্নাম তং পশ্যন্ সর্ব্বতঃ স্থিতম্॥৫॥
ততঃ শেষং মস্তকেন কৃত্বা নৈবেদ্যভুগ্‌ভবেৎ।
ইত্যেতৎ কথিতং কীর! কমলানাথসেবনম্॥ ৬॥
সকামানাং কামপূরমকামামৃতদায়কম্।
শ্রোত্রানন্দকরং দেব-গন্ধর্ব্ব-নর-হৃৎ-প্রিয়ম্॥ ৭॥

শুক উবাচ।

সমীরিতং শ্রুতং সাধ্বি! ভগবদ্ভক্তিলক্ষণম্।
ত্বংপ্রসাদাৎ পাপিনো মে কীরস্য ভুবি মুক্তিদম্॥৮॥
কিন্তু ত্বাং কাঞ্চনময়ীং প্রতিমাং রত্নভূষিতাম্।
সজীবামিব পশ্যামি দুর্লভাং রূপিণীং শ্রিয়ম্॥ ৯॥

পরে বিশ্বকসেন প্রভৃতিকে পাদ্য অর্ঘ্য নৈবেদ্য প্রভৃতি দান করিয়া বিষ্ণুনিবেদিত বস্তু ৪ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া মনোদ্বারা সর্ব্বব্যাপী সেই বিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া মনে মনে নৃত্য গান ও হরিসঙ্কীর্ত্তিনে প্রবৃত্ত হইবে।৫ অনন্তর নির্মাল্য-শেষ মস্তকে ধারণ করিয়া নৈবেদ্য ভোজন করিবে। কীর! এই তোমার নিকট কমলাপতি পূজার বিবরণ কহিলাম।৬ এইরূপ পূজা করিলে সকাম ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হয়, কামনাবিরহিত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে। ইহা দেব গন্ধর্ব্ব মনুষ্যগণের হৃদয়ানন্দদায়ক ও সকলেরই শ্রবণসুখজনক।৭

শুক কহিল। পতিব্রতে! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবিষয়ে যাহা বলিলে তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি পাপাত্মা পক্ষী হইয়াও তোমার প্রসাদে ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিব।৮ পরন্তু আমি তোমাকে রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা সচেতনা কাঞ্চনময়ী প্রতিমা-

নান্যাং পশ্যামি সদৃশীং রূপশীলগুণৈস্তব।
নান্যো যোগ্যো গুণী ভর্ত্তা ভুবনেঽপি ন দৃশ্যতে॥ ১০॥
কিন্তু পারে সমুদ্রস্য পরমাশ্চর্য্যরূপবান্।
গুণবানীশ্বরঃ সাক্ষাৎ কশ্চিদ্দৃষ্টোঽতিমানুষঃ॥ ১১॥
নহি ধাতৃকৃতং মন্যে শরীরং সর্ব্বসৌভগম্।
যস্য শ্রীবাসুদেবস্য নান্তরং ধ্যানযোগতঃ॥ ১২॥
ত্বয়া ধ্যাতং তু যদ্রূপং বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
তৎ সাক্ষাৎকৃতমিত্যেব ন তত্র কিয়দন্তরম্॥ ১৩॥

পদ্মোবাচ।

ব্রূহি তন্মম কিং কুত্র জাতঃ কীর! পরাবরম্।
জানামি তৎকৃতং কর্ম্ম বিস্তরেণাত্র বর্ণয়॥ ১৪॥

সদৃশী দেখিতেছি। তোমার রূপ ত্রিভুবনে দুর্ল্লভ। (আমার বোধ হয় তুমি) লক্ষ্মী হইবে।৯ রূপ গুণ ও স্বভাবে তোমার সদৃশ অন্য রমণী দেখিতে পাই না এবং তোমার যোগ্য গুণবান্ স্বামীও ত্রিলোকের মধ্যে (এক ব্যক্তি ভিন্ন) অন্য কাহাকে দেখি না।১০ পরন্তু সমুদ্রপারে পরমাশ্চর্য্য-রূপ-সম্পন্ন, অলোকসাধারণ, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, কোন গুণবান্ পাত্র আমি দেখিয়াছি।১১ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শরীর বিধাতৃকৃত বলিয়া বোধ হয় না। আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, ভগবান্ বাসুদেবের সহিত তাঁহার কোন ভেদ নাই।১২ তুমি অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন বিষ্ণুর যে মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাক, আমার বোধ হয়, সেই মূর্ত্তিই সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ লক্ষিত হয় না।১৩

পদ্মা কহিলেন। কীর! কি কহিলে? পুনর্ব্বার বল, তিনি কোথায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন? যদি তুমি বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত

বৃক্ষাদাগচ্ছ পূজাং তে করোমি বিধিবোধিতম্।
বীজপুরফলাহারং কুরু সাধু পয়ঃ পিব॥ ১৫॥
তব চঞ্চুযুগং পদ্মরাগাদারুণমুজ্জ্বলম্।
রত্নসংঘট্টিতমহং করোমি মনসঃ প্রিয়ম্॥ ১৬॥
কন্ধরং সূর্য্যকান্তেন মণিনা স্বর্ণঘট্টিনা।
করোম্যাচ্ছাদনং চারু-মুক্তাভিঃ পক্ষতিং তব॥ ১৭॥
পতত্রং কুঙ্কুমেনাঙ্গং সৌরভেনাতিচিত্রিম্।
করোমি নয়নানন্দদায়কং রূপমীদৃশম্॥ ১৮॥
পুচ্ছমচ্ছমণিব্রাত ঘর্ঘরেণাতিশব্দিতম্।
পাদয়োর্নূপুরালাপ-লাপিনং ত্বাং করোম্যহম্॥ ১৯॥
তবামৃতকথাব্রাতত্যক্তাধিং সাধি মামিহ।
সখীভিঃ সংগীতাভিস্তে কিং করিষ্যামি তদ্বদ॥ ২০॥

থাক, বল, তিনি কি কি কর্ম্ম করিয়াছেন।১৪ তুমি বৃক্ষ হইতে নামিয়া আইস, আমি যথাবিধানে তোমার অতিথি সৎকার করি। এই স্থানে বীজপূর ফল আছে, ভক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ নির্ম্মল জল পান কর।১৫ পদ্মরাগ মণি হইতেও অরুণবর্ণ উজ্জ্বল তোমার চঞ্চুদ্বয় মনের মত রত্ন দিয়া বাঁধাইয়া দিব।১৬ সুবর্ণযুক্ত সূর্য্যকান্ত মণি দ্বারা তোমার গলদেশ বিভূষিত করিব। তোমার পক্ষদ্বয় মুক্তা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিব।১৭ তোমার পালক ও শরীর সুরভি কুঙ্কুম দ্বারা চিত্রিত করিয়া তোমার রূপ এরূপ করিব যে, দেখিলে সকলেরই নয়নের আনন্দ জন্মিবে।১৮ তোমার পুচ্ছে নির্ম্মল মণি (গ্রথিত করিয়া দিব, তাহাতে উড়িবার সময়) ঝর ঝর শব্দ হইবে। তোমার চরণদ্বয় এরূপ বিভূষিত করিব যে, গমনকালে নূপুরধ্বনি হইবে।১৯ তোমার বচনামৃত শ্রবণে আমার সমুদায় মনোব্যথা দূর হইয়াছে। এক্ষণে আজ্ঞা কর,

ইতি পদ্মাবচঃ শ্রুত্বা তদন্তিকমুপাগতঃ।
কীরো ধীরঃ প্রসন্নাত্মা প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ২১ ॥

কীর উবাচ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ শ্রীশো মহাকারুণিকো বভৌ।
শম্ভলে বিষ্ণুযশসো গৃহে ধর্ম্ম-রিরক্ষিষুঃ ॥ ২২ ॥
চতুর্ভির্ভ্রাতৃভির্জ্ঞাতি-গোত্রজৈঃ পরিবারিত।
কৃতোপনয়নো বেদমধীত্য রামসন্নিধৌ ॥ ২৩ ॥
ধনুর্বেদঞ্চ গান্ধর্ব্বং শিবাদশ্বমসিং শুকম্।
কবচঞ্চ বরং লব্ধা শম্ভলং পুনরাগতঃ ॥ ২৪ ॥
বিশাখযূপভূপালং প্রাপ্য শিক্ষাবিশেষতঃ।
ধর্ম্মানাখ্যায় মতিমান্ অধর্ম্মাংশ্চ নিরাকরোৎ ॥ ২৫ ॥

আমি সখীগণের সহিত প্রস্তুত আছি, তোমার কি করিতে হইবে বল।২০

শুক, পদ্মার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নহৃদয়ে ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল ২১

শুক কহিল। মহাকারুণিক শ্রীপতি, ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে ধর্ম্মস্থাপনের অভিলাষে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে (জন্ম পরিগ্রহ করিয়া) অবস্থিতি করিতেছেন।২২ তাঁহার চারি ভ্রাতা ও গোত্রজাত জ্ঞাতিগণ তাঁহার সহচর হইয়া আছেন। প্রথমত তাঁহার উপনয়ন হইলে তিনি পরশুরামের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন২৩ এবং তিনি ধনুর্বেদ ও গান্ধর্ব্ববেদ শিক্ষা করিয়া শিতিকণ্ঠের নিকট অশ্ব খড়্গ শুক কবচ এবং বর লাভ করিয়া শম্ভল গ্রামে প্রত্যাগমন করেন।২৪ পরে সেই মতিমান্ কল্কি, বিশাখযূপ নামক ভূপতিকে প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষাবিশেষ দ্বারা ধর্ম্ম প্রকাশ পূর্ব্বক অধর্ম্ম নিরাকরণ করিয়াছেন।২৫

ইতি পদ্মা তদাখ্যানং নিশম্য মুদিতাননা।
প্রস্থাপয়ামাস শুকং কল্কেরানয়নাদৃতা॥ ২৬॥
ভূষয়িত্বা স্বর্ণরত্নৈস্তমুবাচ কৃতাঞ্জলি॥ ২৭॥

পদ্মোবাচ।

নিবেদিতং তু জানাসি কিমন্যৎ কথয়াম্যহম্।
স্ত্রীভাবভয়ভীতাত্মা যদি নায়াতি স প্রভুঃ॥ ২৮॥
তথাপি মে কর্ম্মদোষাৎ প্রণতিং কথয়িষ্যসি।
শিবেন যো বরো দত্তঃ স মে শাপোঽভবৎ কিল॥ ২৯
পুং সাং মদ্দর্শনেনাপি স্ত্রীভাবং কামত শুক!।
শ্রুত্বেতি পদ্মামামন্ত্র্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ॥ ৩০॥
উড্ডীয় প্রযযৌ কীরঃ শম্ভলং কল্কিপালিতম্।
তমাগতং সমাকর্ণ্য কল্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ৩১॥

পদ্মা, শুকের নিকট এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া হৃষ্টা ও বিকসিত মুখী হইলেন। পরে কল্কিকে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে যত্নপূর্ব্ব শুককে পাঠাইলেন।২৬ তিনি সুবর্ণ ও রত্ন দ্বারা শুককে বিভূষি করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে আরম্ভ করিলেন।২৭

পদ্মা কহিলেন। আমার যাহা নিবেদন করিতে হইবে, তা তোমার অবিদিত নাই। তোমাকে আর অধিক কি বলিব, আম স্ত্রীজাতি-সুলভ ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত। প্রভু যদিও না আইসেন ২ তথাপি আমার প্রণাম জানাইয়া মদীয় কর্ম্মদোষে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বলিবে এবং জানাইবে যে, মহাদেব আমাকে যে বর দিয়াছে তাহা শাপস্বরূপ হইয়া উঠিল।২৯ যে পুরুষ আমাকে সকাম হৃদ দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-অবয়ব প্রাপ্ত হয়। শুক এই ক শুনিয়া পদ্মাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া৩০ উড্ডী হইয়া কল্কি কর্ত্তৃক পালিত শম্ভল গ্রামে গমন করিল। পরপুর

ক্রোড়ে কৃত্বা তং দদর্শ স্বর্ণরত্নবিভূষিতম্।
সানন্দং পরমানন্দদায়কং প্রাহ তং তদা॥ ৩২॥
কল্কিঃ পরমতেজস্বীতরশ্মিন্নমলং শুকম্।
পূজয়িত্বা করে স্পৃষ্ট্বা পয়ঃপানেন তর্পয়ন্॥ ৩৩॥
তন্মুখে স্বমুখং দত্ত্বা পপ্রচ্ছ বিবিধাঃ কথাঃ।
কস্মাদ্দেশাচ্চরিত্বা তং দৃষ্ট্বাপূর্ব্বং কিমাগতঃ?॥ ৩৪॥
কুত্রোষিতঃ কুতো লব্ধং মণিকাঞ্চনভূষণম্।
অহর্নিশং ত্বন্মিলনং বাঞ্ছিতং মম সর্ব্বতঃ॥ ৩৫॥
তবানালোকনেনাপি ক্ষণং মে যুগবদ্ভবেৎ॥ ৩৬॥
ইতি কল্কের্ব্বচঃ শ্রুত্বা প্রণিপত্য শুকো ভৃশম্।
কথয়ামাস পদ্মায়াঃ কথাঃ পূর্ব্বোদিতা যথা॥ ৩৭॥
সংবাদমাত্মনস্তস্যা নিজালঙ্কারধারণম্।

কল্কি, শুকের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ৩১ পরমানন্দদায়ক সেই শুককে ক্রোড়ে লইয়া দেখিলেন যে, সে স্বুবর্ণ ও রত্নে বিভুষিত হইয়াছে। তখন তিনি আনন্দপূর্ব্বক তাহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী হইলেন।৩২ পরমতেজস্বী কল্কি, নির্দ্দোষ শুককে প্রথমত ইতর অর্থাৎ বাম করে স্পর্শ করিয়া সৎকার-পূর্ব্বক জলপান দ্বারা তর্পিত করিয়া৩৩ তাহার মুখে মুখ দিয়া বিবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি অদ্য কোন্ দেশে বিচরণ করিয়া কি অপূর্ব্ব বস্তু দেখিয়া আসিলে?৩৪ তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কোথা হইতেই বা মণিকাঞ্চনরূপ ভূষণ লাভ করিয়াছ? আমি দিবারাত্রি সর্ব্বতোভাবে তোমার সহিত মিলন কামনা করি।৩৫ তোমাকে না দেখিলে এক ক্ষণও আমার পক্ষে যুগসদৃশ বোধ হয়।৩৬

শুক, কল্কির মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুন নমস্কার পূর্ব্বক,

সর্ব্বং তদ্বর্ণয়ামাস তস্যাঃ প্রণতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৮ ॥
শ্রুত্বেতি বচনং কল্কিঃ শুকেন সহিতো মুদা।
জগাম ত্বরিতোঽশ্বেন শিবদত্তেন তন্মনাঃ ॥ ৩৯ ॥
সমুদ্রপারমমলং সিংহলং জলসংকুলম্।
নানাবিমানবহুলং ভাস্বরং মণিকাঞ্চনৈঃ ॥ ৪০ ॥
প্রাসাদসদনাগ্রেষু পতাকাতোরণাকুলম্।
শ্রেণীসভাপণাট্টাল-পুরগোপুরমণ্ডিতম্ ॥ ৪১ ॥
পুরস্ত্রী-পদ্মিনী-পদ্ম-গন্ধামোদ-দ্বিরেফিণীম্।
পুরীং কারুমতীং তত্র দদর্শ পুরতঃ স্থিতাম্ ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বে পদ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কথা কহিল ৩৭ এবং পদ্মা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, পদ্মার সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছে, যেরূপে অলঙ্কার প্রদত্ত হইয়াছে, প্রণতিপূর্ব্বক তৎসমুদায়ও বর্ণনা করিল।৩৮

কল্কি এই কথা শ্রবণ করিয়া তন্মনাঃ হইয়া শুকের সহিত শিবদত্ত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে (সিংহল দ্বীপে) যাত্রা করিলেন।৩৯ এই সিংহল দ্বীপ, সমুদ্রপারে অবস্থিত, নির্মল-জলমধ্যস্থিত, অসঙ্খ্য জনগণে সমাবৃত, নানাবিধ আকাশযানযুক্ত, মণিকাঞ্চনসমূহে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।৪০ এই দ্বীপ, অট্টালিকা ও গৃহসমূহের সম্মুখে পতাকা ও তোরণ থাকাতে অতীব শোভা সম্পাদন করিতেছে। শ্রেণী অনুসারে সংস্থাপিত সভাসমূহ, আপণসমূহ, সৌধসমূহ, পুরসমূহ, গোপুরসমূহ (পুরদ্বার) এই সমুদায় দ্বারা এই নগর সুশোভিত রহিয়াছে।৪১

(কল্কি সিংহল দ্বীপে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে কারুমতী নামে পুরী সন্দর্শন করিলেন। এই পুরীতে, পুরস্ত্রীরূপ পদ্মিনীদিগের পদ্মগন্ধে

মরাল-জাল-সঞ্চাল-বিলোল-কমলান্তরাম্।
উন্মীলিতাব্জমালালিকলিতাকুলিতং সরঃ *॥ ৪৩॥
জলকুক্কুটদাত্যূহ-নাদিতং হংসসারসৈঃ।
দদর্শ স্বচ্ছপয়সাং লহরীলোলবীজিতম্॥ ৪৪॥
বনং কদম্বকুদ্দাল-শালতালাম্রকেসরৈঃ।
কপিত্থাশ্বত্থখর্জ্জূর-বীজপূরকরঞ্জকৈঃ॥ ৪৫॥
পুন্নাগপনসৈর্নাগরঙ্গৈরর্জ্জুনশিংশপৈঃ।
ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ নানাবৃক্ষৈশ্চ শোভিতম্।
বনং দদর্শ রুচিরং ফলপুষ্পদলাবৃতম্॥ ৪৬॥
দৃষ্ট্বা হৃষ্টতনুঃ শুকং সকরুণঃ কল্কি পুরান্তে বনে।

ভ্রমরগণ আমোদিত হইতেছে।৪২ এই পুরীর মধ্যে যে সমুদায় জলাশয় আছে, তাহার জল, মরালকুলের সঞ্চলন দ্বারা চঞ্চল। তিনি যে সরোবর সকল দেখিলেন, তাহা প্রফুল্ল-কমল-সমূহ-স্থিত অলিকুল দ্বারা আকুলীকৃত।৪৩ তাহার চতুর্দ্দিকে হংস, সারস, জল-কুক্কুট ও দাত্যূহসমূহ শব্দ করিতেছে। স্বচ্ছ সলিলের চঞ্চল তরঙ্গ-সঙ্গ (শীতল বায়ু দ্বারা সমীপস্থ বন) উপবীজিত হইতেছে।৪৪ ঐ সমস্ত বন, কদম্ব, কুদ্দাল, † শাল, তাল, আম্র, বকুল, কপিত্থ, অশ্বত্থ, খর্জ্জূর, বীজপূর, ‡ করঞ্জক ৪৫ পুন্নাগ, পনস, § নাগরঙ্গ, অর্জ্জুন, শিংশপ, ক্রমুক,¶ নারিকেল প্রভৃতি নানা বৃক্ষে সুশোভিত। কল্কি ফল, পুষ্প ও পত্রসমূহে বিভূষিত এই বন সন্দর্শন করিলেন।৪৬ তিনি

---

* উন্মীলিতানি মালানি কলিতাকুলিতং সরঃ ইতি বা পাঠঃ।
† কুদ্দাল অর্থাৎ আবলুষ গাছ। ‡ বীজপুর—কলম্বালেবু।
§ পনস—কাঁঠাল। ¶ ক্রমুক—ব্রহ্মদারু বা সুপারি।

প্রাহ প্রীতিকরং বচোঽত্র সরসি স্নাতব্যমিত্যাদৃতঃ।
তৎ শ্রুত্বা বিনয়ান্বিতঃ প্রভুমতং যামীতি পদ্মাশ্রমং
তৎসন্দেশমিহ প্রয়াণমধুনা গত্বা স কীরোঽবদৎ॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে
কল্কেরাগমনবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

পুরীর সমীপবর্ত্তী বনে দাঁড়াইয়া উক্ত সমুদায় দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া করুণার্দ্র-হৃদয়ে শুককে সমাদরপূর্ব্বক প্রীতিকর বাক্যে কহিলেন যে, এই স্থানে আমার স্নান করিতে হইবে। শুক প্রভুর তাদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিল, এক্ষণে আমি পদ্মার আলয়ে গমন করি। পরে শুক পদ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কল্কির কথিত বাক্য ও আগমনবার্ত্তা সমুদায় কহিল।৪৭

কল্কিপুরাণে অনুভাগবতে কল্কির আগমন-নামক
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

—o—

কল্কিপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

কল্কিঃ সরোবরাভ্যাসে জলাহরণবর্ত্মনি।
স্বচ্ছস্ফটিকসোপানে প্রবালাচিতবেদিকে ॥ ১ ॥
সরোজসৌরভব্যগ্রভ্রমবন্ধুমরনাদিতে।
কদম্বপোতপত্রালি-বারিতাদিত্যদর্শনে ॥ ২ ॥
সমুবাসাসনে চিত্রে সদশ্বেনাবতারিতঃ।
কল্কিঃ প্রস্থাপয়ামাস শুকং পদ্মাশ্রমং মুদা ॥ ৩ ॥
স নাগেশ্বরমধ্যস্থঃ শুকো গত্বা দদর্শতাম্।

সূত কহিলেন। অনন্তর কল্কি মনোহর অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া সরোবরের সমীপবর্ত্তী জলানয়ন-পথে স্বচ্ছ স্ফটিক-ময়-সোপান-যুক্ত প্রবালালঙ্কৃত বেদিকার উপর বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন, (দেখিলেন) সরসীস্থিত সরোজসমূহের সৌরভে ভ্রমরগণ গুণ গুণ শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। অনতিপ্রৌঢ় কদম্ব বৃক্ষসমূহের নবপল্লব নিকরদ্বারা সেই স্থানের আতপ নিবারিত হইতেছে। অনন্তর তিনি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে পদ্মার আলয়ে শুককে প্রেরণ করিলেন।৩

হর্ম্ম্যস্থাং বিম্বিনীপত্রশায়িনীং সখীভির্বৃতাম্। ৪ ॥
নিশ্বাসবাতভাপেন ম্লায়তীং বদনাম্বুজম্।
উৎক্ষিপন্তীং সখীদত্তকমলং চন্দনোক্ষিতম্। ৫ ॥
রেবাবারিপরিস্নাতং পরাগাস্যং * সমাগতম্।
ধৃতনীরং রসগতং নিন্দন্তীং পবনং প্রিয়ম্। ৬ ॥
শুকঃ সকরুণঃ সাধু-বচনৈস্তামতোষয়ৎ।
সা, তমেহ্যেহি, তে স্বস্তি, স্বাগতং? স্বস্তি মে শুভে!॥৭
গতে ত্বয্যতিব্যগ্রাহং শান্তিস্তেহস্তু রসায়নাৎ।
রসায়নং দুর্লভং মে, সুলভং তে শিবাশ্রমে ॥ ৮ ॥

শুক, পদ্মার আলয়ে উপস্থিত হইয়া নাগকেশর বৃক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক দেখিল, যে, পদ্মা অট্টালিকার উপর পদ্ম-পত্রের শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, সখীগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।৪ তাঁহার বদনকমল, (বিরহতাপ) সন্তপ্ত নিশ্বাসবায়ুদ্বারা ম্লান হইতেছে। তিনি সখীদত্ত চন্দনচর্চ্চিত প্রফুল্ল কমল হস্তদ্বারা সঞ্চালন করিতেছেন।৫ রেবাসলিলে সিক্ত (পদ্মপরাগযুক্ত) জলগর্ভ দক্ষিণ দিক্ হইতে সমাগত সরসবায়ু, সকলের প্রিয় হইলেও তিনি তাহার নিন্দা করিতেছেন।৬

অনন্তর শুক সকরুণ হৃদয়ে প্রিয়বাক্য দ্বারা পদ্মার পরিতোষ সম্পাদন করিল। পদ্মা কহিলেন, শুক! তোমার মঙ্গল হউক, নিকটে আইস, কুশল ত? (শুক কহিল,) শোভনে! আমার সমুদায় কুশল।৭ (পদ্মা কহিলেন শুক!) তুমি যে অবধি গমন করিয়াছ, আমি সেই অবধি সাতিশয় ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি। (শুক কহিল) এক্ষণে রসায়ন দ্বারা তোমার (সমুদায় সন্তাপ) শান্তি হউক। (পদ্মা

* পরাগাঢ্যমিতি পাঠান্তরম্।

ক্ব মে ভাগ্যবিহীনায়াঃ ? ইহৈব বরবর্ণিনি ! ।
দেবি ! তং সরসস্তীরে প্রতিষ্ঠাপ্যাগতা বয়ম্ ॥ ৯ ॥
এবমন্যোন্যসংবাদ-মুদিতাত্মমনোরথে ।
মুখং মুখেন নয়নং নয়নে সাদৃতা দদৌ ॥ ১০ ॥
বিমলা মালিনী লোলা কমলা কামকন্দলা ।
বিলাসিনী চারুমতী কুমুদেত্যষ্ট নায়িকাঃ ॥ ১১ ॥
সখ্য এতা মতাস্তাভির্জলক্রীড়ার্থমুদ্যতা ।
পদ্মা প্রাহ, সরস্তীরমায়াস্তু সা ময়া স্ত্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥
ইত্যাখ্যায়াশু শিবিকামারুহ্য পরিবারিতা ।

কহিলেন, শুক !) আমার পক্ষে রসায়ন অতীব দুর্লভ। (শুক কহিল) শিবশিষ্যে! রসায়ন তোমার দুর্লভ নহে; অতীব সুলভ ৮ (পদ্মা কহিলেন, শুক !) আমার অদৃষ্ট মন্দ, কিরূপে কোথায় আমার অভীষ্ট সুলভ হইতে পারিবে ? (শুক কহিল,) বরবর্ণিনি! এই স্থানেই তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধি হইবে। দেবি! আমি তাঁহাকে এই স্থানেই সরোবরতীরে রাখিয়া আগমন করিতেছি।৯ পদ্মা ও শুক পরস্পর এইরূপ কথোপকথন হইলে পদ্মা স্বীয় মনোরথসিদ্ধি বিষয়ে (আশা পাইয়া) আহ্লাদিতা হইলেন। পরে তিনি সমাদর পূর্ব্বক শুকমুখ আপন মুখে ও শুকনয়ন আপন নয়নে সমর্পণ করিলেন।১০ বিমলা, মালিনী, লোলা, কমলা, কামন্দলা, বিলাসিনী, চারুমতী, ও কুমুদা, এই অষ্ট নায়িকা ১১ তাঁহার প্রিয়সখী ছিল। তিনি এই অষ্ট নায়িকার সহিত জলক্রীড়া করিতে উদ্যতা হইলেন। তিনি কহিলেন, এই অষ্ট সখী আমার সহিত সরোবরতীরে আগমন কর।১২

পদ্মা এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ শিবিকাতে আরোহণ পূর্ব্বক

সখীভিশ্চারুবেশাভির্ভূত্বা স্বান্তঃপুরাদ্বহিঃ।
প্রযযৌ ত্বরিতং দ্রষ্টুং ভৈষ্মী যদুপতিং যথা॥ ১৩॥

জনাঃ পুমাংসঃ পথি যে পুরস্থাঃ
প্রদুদ্রুবুঃ স্ত্রীত্বভয়াৎ দিগন্তরম্।
শৃঙ্গাটকে বা বিপণিস্থিতা যে
নিজাঙ্গনাস্থাপিতপুণ্যকার্য্যাঃ॥ ১৪॥

নিবারিতাং তাং শিবিকাং বহন্ত্যঃ
নার্য্যোঽতিমত্তা বলবত্তরাশ্চ।
পদ্মা শুকোক্ত্যা তদুপর্য্যপস্থা
জগাম তাভিঃ পরিবারিতাভিঃ॥ ১৫॥

সরোজলং সারসহংসনাদিতং
প্রফুল্লপদ্মোদ্ভবরেণুবাসিতম্!

উজ্জ্বলবেশ সখীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃতা হইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইলেন এবং রুক্মিণী যেমন যদুপতির দর্শনার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তিনি কল্‌কিকে দেখিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিতা হইয়া গমন করিলেন।১৩ পথিমধ্যে চতুষ্পথে বা বিপণিতে যে সকল পুরবাসী পুরুষ ছিল, তাহারা স্ত্রীলোক হইবার ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। তাহাদের পত্নীরা (স্ব স্ব স্বামীকে নিরাপদে আসিতে দেখিয়া দেবপূজা প্রভৃতি) পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।১৪ পথে এইরূপে পুরুষ সম্পর্ক রহিত হইল। (যৌবন-) মত্তা ও সাতিশয় বলবতী রমণীরা শিবিকা বহন করিতে লাগিল। পদ্মা, শুকের বাক্যানুসারে সেই শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক সখীগণপরিবৃতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।১৫

অনন্তর সেই (সুধাংশুবদনা) শোভনা ললনারা সারস ও হংস-

চেরুর্বিগাহ্যাশু সুধাকরালসাঃ
কুমুদ্বতীনামুদয়ায় শোভনাঃ ॥ ১৬ ॥

তাসাং মুখামোদমদান্ধভৃঙ্গাঃ
বিহায় পদ্মানি মুখারবিন্দে।
লগ্নাঃ সুগন্ধাধিকমাকলয্য
নিবারিতাশ্চাপি ন তত্যজুস্তে ॥ ১৭ ॥

হাসোপহাসৈঃ সরসপ্রকাশৈঃ
বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ জলে বিহারৈঃ।
করগ্রহৈস্তা জলযোধনার্ত্তাঃ
চকর্ষ তাভির্বনিতাভিরুচ্চৈঃ ॥ ১৮ ॥

সা কামতপ্তা মনসা শুকোক্তিং
বিবিচ্য পদ্মা সখিভিঃ সমেতা।

সমূহের সুমধুর ধ্বনিযুক্ত, প্রফুল্লকমলসম্ভূত রেণুদ্বারা সুবাসিত, সরোবরসলিলে অবগাহন করিয়া কুমুদ্বতীকে বিকসিত করিবার অভিপ্রায়ে কুমুদবান্ধবের প্রত্যাশায় বিচরণ করিতে লাগিল। ভ্রমরগণ তাহাদের বদনকমলের সৌরভে অন্ধ হইয়া প্রফুল্ল কমল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই মুখপদ্মেই বসিতে আরম্ভ করিল। সীমন্তিনীরা পুনঃপুন তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেও তাহারা মুখপদ্মের সৌরভাতিশয় দেখিয়া পরিত্যাগ করিল না।১৭

পদ্মা, রসযুক্ত হাস্যপরিহাস দ্বারা, বাদ্য দ্বারা, নৃত্য দ্বারা, করগ্রহ দ্বারা ও অন্যান্য নানাপ্রকার জলবিহার দ্বারা জলযোধন * বিষয়ে মত্ত সখীগণের মনোহরণ করিলেন। সখীগণ কর্ত্তৃকও তাঁহার মন হৃত হইল।১৮

* জলযোধন অর্থাৎ জলে মাতা ও হাঁপাই ঝোড়া।

জলাৎ সমুত্থায় মহার্হ ভূষা
জগাম নির্দ্দিষ্টকদম্বষণ্ডম্॥ ১৯॥
সুখে শয়ানং মণিবেদিকাগতং
কল্কিং পুরস্তাদতিসূর্য্যবর্চ্চসম্।
মহামণিব্রাতবিভূষণাচিতং
শুকেন সার্দ্ধং তমুদৈক্ষতেশম্॥ ২০॥
তমালনীলং কমলাপতিং প্রভুং
পীতাম্বরং চারুসরোজলোচনম্।
আজানুবাহুং পৃথুপীনবক্ষসং
শ্রীবৎসসৎকৌস্তুভ কান্তিরাজিতম্॥ ২১॥
তদদ্ভুতং রূপমবেক্ষ্য পদ্মা
সংস্তম্ভিতা বিস্মৃতসৎক্রিয়ার্থা।

অনন্তর স্মর-সন্তপ্ত হৃদয়া পদ্মা, মনে মনে শুকবাক্য আন্দোলন পূর্ব্বক সখীগণ কর্তৃক পরিবৃতা হইয়া জল হইতে উত্থিতা হইলেন। পরে তিনি মহামূল্য ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক শুক-কথিত কদম্বতলে গমন করিলেন।১৯ তিনি শুকের সহিত কদম্বমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখবর্ত্তী মণিবেদিকাতে কল্‌কি, শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ, আদিত্যতেজকেও পরাভব করিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ, মহামণিসমূহে বিভূষিত রহিয়াছে।২০ সেই প্রভু কমলাপতি, তমাল-সদৃশ নীলবর্ণ, পীতবসন, রমণীয় পদ্ম-পলাসলোচন, অজানুলম্বিত বাহু, পৃথু ও পীন বক্ষস্থল বিশিষ্ট, শ্রীবৎস-চিহ্নে চিহ্নিত ও কৌস্তুভমণির কান্তিদ্বারা বিরাজমান। পদ্মা, এই অদ্ভুতরূপ নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিতা ও সসাধ্বসা হইয়া যথোপযুক্ত

সুপ্তং তু সংবোধয়িতুং প্রবৃত্তং
নিবারয়ামাস বিশঙ্কিতাত্মা ॥ ২২ ॥
কদাচিদেষোঽতিবলোঽতিরূপী
মদ্দর্শনাৎ স্ত্রীত্বমুপৈতি সাক্ষাৎ।
তদাত্র কিং মে ভবিতা ভবস্য
বরণে শাপপ্রতিমেন লোকে ॥ ২৩
চরাচরাত্মা জগতামধীশঃ
প্রবোধিতস্তদ্ধৃদয়ং বিবিচ্য।
দদর্শ পদ্মাং প্রিয়রূপশোভাং
যথা রমা শ্রীমধুসূদনাগ্রে ॥ ২৪ ॥
সংবীক্ষ্য মায়ামিব মোহিনীং তাং
জগাদ কামাকুলিতঃ স কল্কিঃ।
সখীভিরীশাং সমুপাগতাং তাং
কটাক্ষবিক্ষেপবিনামিতাস্যাম্ ॥ ২৫ ॥

সৎকার করিতে বিস্মৃতা হইলেন। শুক, কল্কিকে জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে পদ্মা শঙ্কাকুল হৃদয়ে তাহাকে নিষেধ করিলেন।২২ (ও কহিলেন,) এই মহাবীর কমনীয়াকৃতি পুরুষ, যদি আমাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকের অবয়ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে মহাদেবের বরে আমার কি লাভ হইল, তাঁহার বর আমার শাপস্বরূপ হইতেছে।২৩ অনন্তর চরাচর জগতের অন্তরাত্মা জগদীশ্বর কল্কি, পদ্মার আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জাগরিত হইলেন এবং দেখিলেন, মধুসূদন-মূর্ত্তির সম্মুখে যেমন লক্ষ্মী অবস্থান করেন, তাহার স্থায় পরমরূপবতী সুলোচনা পদ্মা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা আছেন।২৪ তিনি, সখীগণের সহিত সমুপস্থিতা ও কটাক্ষ-বিক্ষেপ-মাত্রে বিনম্রমুখী সাক্ষাৎ মায়ার স্থায় সম্মোহজননী

ইহৈহি সুস্বাগতমস্তু ভাগ্যাৎ
সমাগমস্তে কুশলায় মে স্যাৎ।
তবাননেন্দুঃ কিল কামপূর-
তাপাপনোদায় সুখায় কান্তে ॥ ২৬ ॥

লোলাক্ষি-লাবণ্য-রসামৃতং তে
কামাহিদষ্টস্য বিধাতুরস্য।
তনোতু শান্তিং সুকৃতেন কৃত্যা-
সুদুর্লভাং জীবনমাশ্রিতস্য ॥ ২৭ ॥

বাহূ তবৈতৌ কুরুতাং মনোজ্ঞৌ
হৃদি স্থিতং কামমুদন্তবাসম্।
চার্ব্বায়তৌ চারুনখাঙ্কুশেন
দ্বিপং যথা সাদিবিদীর্ণকুম্ভম্ ॥ ২৮ ॥

স্তনাবিমাবুত্থিতমস্তকৌ তে
কামপ্রতোদাবিব বাসসাক্তৌ।

রাজকুমারী পদ্মাকে দেখিয়া সকাম হৃদয়ে কহিলেন।২৫ কান্তে! নিকটে আইস। তোমার আগমন মঙ্গলের কারণ হউক। তোমা সহিত আমার সমাগম হইল। তোমার বদনেন্দু হইতে আমার স্মর-তাপাপনোদন ও সুখবর্দ্ধন হউক।২৬ চঞ্চলনয়নে! আমি জগতের বিধাতা হইলেও মন্মথরূপ কাল সর্প আমাকে দংশন করিয়াছে। এক্ষণে তোমার লাবণ্যরূপ অমৃত ব্যতিরেকে তাহার শান্তি হইবার উপায়ান্তর নাই। এই শান্তি বহু পুণ্যদ্বারা বা পুরুষার্থ- দ্বারাও দুর্লভ এবং ইহা আশ্রিত ব্যক্তির জীবন-স্বরূপ।২৭ যন্তা যেমন অঙ্কুশ দ্বারা মত্ত মাতঙ্গের কুম্ভ বিদীর্ণ করে, তাহার ন্যায় তোমার এই মনোহর রমণীয় ও আয়ত বাহুদ্বয়, চারুনখরূপ অঙ্কুশদ্বারা আমার হৃদয়স্থিত মদনরূপ

মমোরসা ভিন্ননিজাভিমানৌ
 সুবর্ত্তুলৌ ব্যাদিশতাং প্রিয়ং মে ॥ ২৯ ॥
কান্তস্য সোপানমিদং বলিত্রয়ং
 সূত্রেণ লোমাবলিলেখলক্ষিতম্।
বিভাজিতং বেদিবিলগ্নমধ্যমে!
 কামস্য দুর্গাশ্রয়মস্তু মে প্রিয়ম্ ॥ ৩০ ॥
রম্ভোরু! সম্ভোগসুখায় মে স্যাৎ
 নিতম্ববিম্বং পুলিনোপমং তে।
তন্বঙ্গি! তন্বংশুকসঙ্গশোভং
 প্রমত্তকামাবিমদোদ্যমগ্নম্ ॥ ৩১ ॥

মত্তমাতঙ্গকে ক্ষতবিক্ষত ও নির্বাসিত করুক।২৮ তোমার এই বসনাবৃত সুবর্ত্তুল স্তনযুগল, মদনের প্রতোদের * ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। ইহারা আমার বক্ষঃস্থল দ্বারা খর্ব্বীকৃত হইয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুক।২৯ প্রিয়তমে! তোমার মধ্যদেশ যজ্ঞবেদির মধ্যদেশের ন্যায় ক্ষীণ। সূত্রদ্বারা বিভক্ত রোমাবলী-চিহ্ন-যুক্ত এই বলিত্রয়, মদনের সোপান ও অবস্থানের দুর্গ-স্বরূপ হইতেছে। এই ক্ষণে ইহা আমার প্রীতিপ্রদ হউক।৩০ রম্ভোরু! তোমার এই নিতম্ব-বিম্ব সূক্ষ্ম-অংশুক-সংসর্গে শোভমান ও পুলিনসদৃশ। কৃশাঙ্গি! তোমার এই নিতম্ব হইতে মদনমত্ত ব্যক্তির মদন-মত্ততা-কৃত উদ্যম হ্রাস হয়। এক্ষণে ইহা আমার সম্ভোগ-সুখের কারণ হউক।৩১ আমার হৃদয়রূপ নির্ম্মল সলিলে অবস্থিত, অঙ্গুলিরূপ পত্রদ্বারা চিত্রিত, মরাল-সদৃশ-শব্দ-কারী নূপুর দ্বারা শোভিত, পরম রমণীয় ত্বদীয়পদপঙ্কজদ্বয় হইতে আমার মদন-রূপ-বিষধর-দংশন-জনিত বিষের উপশম হউক।৩২

* প্রতোদ—চাবুক।

পাদাম্বুজং তেঽঙ্গুলিপত্রচিত্রিতং
বরং মরালক্বণনূপুরাবৃতম্।
কামাহিদষ্টস্য মমাস্তু শান্তয়ে
হৃদি স্থিতং সদ্মঘনে সুশোভনে॥ ৩২॥

শ্রুত্বৈতদ্বচনামৃতং কলিকুলধ্বংসস্য কল্কেরলং
দৃষ্ট্বা সৎপুরুষত্বমস্য মুদিতা পদ্মা সখীভির্বৃতা।
কান্তং ক্লান্তমনাঃ কৃতাঞ্জলিপুটা প্রোবাচ তৎ সাদরং
ধীরং ধীরপুরস্কৃতং নিজপতিং নত্বা নমৎকন্ধরা॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে পদ্মা-কল্কি-
সাক্ষাৎ-সংবাদো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অনন্তর পদ্মা, কলি-কুল-ধ্বংসকারী কল্কির অমৃততুল্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পুরুষত্ব অক্ষত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিতা হইলেন। পরে তাঁহার মন কল্কি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে তিনি সখীগণের সহিত মস্তক অবনত করণ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরজন-সমাদৃত নিজপতি কল্কিকে সমাদর পূর্ব্বক ধীরে ধীরে কহিলেন।৩৩

কল্কিপুরাণে অনুভাগবতে দ্বিতীয়ে অংশে পদ্মা-কল্কি-সাক্ষাৎ-
সংবাদ-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

———o———

কল্কিপুরাম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সা পদ্মা তং হরিং মত্বা প্রেমগদ্গদভাষিণী।
তুষ্টাব ব্রীড়িতা দেবী করুণাবরুণালয়ম্ ॥ ১ ॥
প্রসীদ জগতাং নাথ! ধর্ম্মবর্ম্মন্! রমাপতে!।
বিদিতোঽসি বিশুদ্ধাত্মন্! বশগাং ত্রাহি মাং প্রভো ॥২॥
ধন্যাহং কৃতপুণ্যাহং তপোদানজপব্রতৈঃ।
ত্বাং প্রতোষ্য দুরারাধ্যং লব্ধং তব পদাম্বুজম্ ॥ ৩ ॥
আজ্ঞাং কুরু পদাম্ভোজং তব সংস্পৃশ্য শোভনম্।

সূত কহিলেন। অনন্তর দেবী পদ্মা, সেই করুণানিধি কল্‌কিকে বিষ্ণু বিবেচনা করিয়া লজ্জিতা ও প্রেমগদ্গদভাষিণী হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।১ রমাপতে! আপনি জগতের নাথ ও ধর্ম্মের কঞ্চুকস্বরূপ। বিশুদ্ধাত্মন্! আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি, প্রভো! এক্ষণে আমি আপনকার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।২ আমি ধন্যা ও পুণ্যবতী, আপনি দুরারাধ্য হইলেও আমি তপস্যা দান জপ ও ব্রত দ্বারা আপনাকে পরিতুষ্ট করিয়া আপনকার পাদপদ্ম লাভ করিলাম।৩ আপনি এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি আপনকার

ভবনং যামি রাজানমাখ্যাতুং স্বাগতং তব ॥ ৪ ॥
ইতি পদ্মা রূপসদ্মা গত্বা স্বপিতরং নৃপম্।
প্রোবাচাগমনং কল্কের্বিষ্ণোরংশস্য দৌত্যকৈঃ ॥ ৫ ॥
সখীমুখেন পদ্মায়াঃ পাণিগ্রহণকাম্যয়া।
হরেরাগমনং শ্রুত্বা সহর্ষোঽভূৎ বৃহদ্রথঃ ॥ ৬ ॥
পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ পাত্রৈর্মিত্রৈঃ সুমঙ্গলৈঃ।
বাদ্যতাণ্ডবগীতৈশ্চ পূজায়োজনপাণিভিঃ ॥ ৭ ॥
জগামানয়িতুং কল্কিং সার্দ্ধং নিজজনৈঃ প্রভুঃ।
মণ্ডয়িত্বা কারুমতীং পতাকাস্বর্ণতোরণৈঃ ॥ ৮ ॥
ততো জলাশয়াভ্যাসং গত্বা বিষ্ণুযশঃসুতম্।
মণিবেদিকয়াসীনং ভুবনৈকগতিং পতিম্ ॥ ৯ ॥

সুকোমল পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক রাজার নিকট আপনকার শুভাগমন-বার্ত্তা নিবেদন করি।৪ নিরুপম-রূপবতী পদ্মা, এই কথা বলিয়া পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক দূত দ্বারা বিষ্ণুর অংশ কল্কির আগমন-বৃত্তান্ত কহিলেন।৫ বৃহদ্রথ রাজা, পদ্মার সখীর নিকট যখন শুনিলেন যে, বিষ্ণু বিবাহার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা থাকিল না।৬ পরে তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণ পাত্র ও মিত্রগণের সহিত পূজার আয়োজন সমভি-ব্যাহারে লইয়া মাঙ্গলিক নৃত্য গীত ও বাদ্য (শ্রবণ ও দর্শন করিতে করিতে) ৭ কল্কিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার অনুগামী হইল। পতাকা ও সুবর্ণময় তোরণসমূহদ্বারা কারুমতী পুরী বিভূষিতা হইল।৮ অনন্তর বৃহদ্রথ রাজা, জলাশয়ের নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে, বিষ্ণু-যশার পুত্র অগতির গতি জগৎপতি বিষ্ণু, মণিবেদিকাতে সমাসীন

ঘনাঘনোপরি যথা শোভন্তে রুচিরাণ্যহো।
বিদ্যুদিন্দ্রায়ুধাদীনি তথৈব ভূষণান্যুত ॥ ১০ ॥
শরীরে পীতবাসাগ্রঘোরভাসা বিভূষিতম্
রূপলাবণ্যসদনে মদনোদ্যমনাশনে ॥ ১১ ॥
দদর্শ পুরতো রাজা রূপশীলগুণাকরম্।
সাশ্রুঃ সপুলকঃ শ্রীশং দৃষ্ট্বা সাধু তমর্চ্চয়ৎ ॥ ১২ ॥
জ্ঞানাগোচরমেতন্মে তবাগমনমীশ্বর!।
যথা মান্ধাতৃপুত্রস্য যদুনাথেন কাননে ॥ ১৩॥
ইত্যুক্ত্বা তং পূজয়িত্বা সমানীয় নিজাশ্রমে।
হর্ম্ম্যপ্রসাদসংবাধে স্থাপয়িত্বা দদৌ সুতাম্ ॥ ১৪ ॥
পদ্মাং পদ্মপলাশাক্ষীং পদ্মনেত্রায় পদ্মিনীম্।

আছেন।৯ জলবর্ষণকারী কৃষ্ণমেঘের উপর যেমন মনোহর বিদ্যুৎ ইন্দ্রায়ুধ প্রভৃতি শোভা পায়, তাহার ন্যায় (কৃষ্ণবর্ণ কল্কির অঙ্গে) বিবিধ ভূষণ সমুদায় শোভা পাইতেছে।১০ রূপলাবণ্যের আলয় মদন পরাজয়কারী তদীয় শরীর, পীতবসনের অগ্রভাগস্থিত ঘোর কান্তিদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে।১১

অনন্তর রাজা, রূপবান্ গুণসম্পন্ন সুশীল শ্রীপতি কল্কিকে সম্মুখে দেখিয়া পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া (কহিলেন) ১২ জগদীশ্বর! যদুনাথ যেমন কানন মধ্যে মান্ধাতার পুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় এখানে আপনকার আগমন আমার স্বপ্নেরও অগোচর।১৩ রাজা এই কথা বলিয়া পূজা করিয়া কল্কিকে হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ-মালায় সুশোভিত নিজ সদনে আনয়ন পূর্ব্বক সযত্নে রাখিয়া কন্যাদান করিলেন।১৪ তিনি পদ্মযোনির আদেশ অনুসারে পদ্মপলাশলোচন পদ্ম-

পদ্মজাদেশতঃ পদ্মনাভায়াদাৎ যথাক্রমম্ ॥ ১৫ ॥
কল্কির্লব্ধ্বা প্রিয়াং ভার্য্যাং সিংহলে সাধুসৎকৃতঃ।
সমুবাস বিশেষজ্ঞঃ সমীক্ষ্য দ্বীপমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥
রাজানঃ স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ পদ্মায়াঃ সখিতাং গতাঃ।
দ্রষ্টুং সমীয়ুঃ ত্বরিতাঃ কল্কিং বিষ্ণুং জগৎপতিম্ ॥১৭।
তাঃ স্ত্রিয়োঽপি তমালোক্য সংস্পৃশ্য চরণাম্বুজম্।
পুনঃ পুংস্ত্বং সমাপন্না রেবাস্নানাৎ তদাজ্ঞয়া ॥ ১৮ ॥
পদ্মাকল্কী গৌরকৃষ্ণৌ বিপরীতান্তরাবুভৌ।
বহিঃস্ফুটৌ নীলপীত-বাসোব্যাজেন পশ্যতু ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বা প্রভাবং কল্কেস্তু রাজানঃ পরমাদ্ভুতম্।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টুবুঃ শরণার্থিনঃ ॥ ২০ ॥

নাভ কল্কির নিকট, পদ্মপলাশনয়না পদ্মিনী পদ্মাকে যথানিয়মে সমর্পণ করিলেন।১৫ বিশেষজ্ঞ কল্কি, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে লাভ করিয়া সাধুগণ কর্তৃক উত্তম সৎকৃত হইয়া সিংহল দ্বীপ উত্তমস্থান দেখিয়া কিছুদিন সেই স্থলে বাস করিলেন।১৬ যে সকল রাজা নারীর অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া পদ্মার সখী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ত্বরান্বিত হইয়া জগৎপতি কল্কিকে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন।১৭ তাঁহারা কল্‌কিকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণ কমল স্পর্শ করিলেন এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে রেবানদীতে স্নান করিবামাত্র নারীভাব পরিহার পূর্ব্বক পুনর্বার পুরুষভাব প্রাপ্ত হইলেন।১৮ পদ্মা গৌরবর্ণা ও কল্‌কি কৃষ্ণবর্ণ, এ উভয়ে পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন, এই জন্যই যেন পদ্মার নীলাম্বর ও কল্‌কির পীতাম্বর-রূপ বাহ্যবর্ণ প্রকাশিত হইয়া সকলকে পরস্পর রূপের সমন্বয় দেখাইতেছে।১৯ রাজগণ কল্‌কির পরম অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া শরণাপন্ন হইয়া সাতিশয় ভক্তি-সহকারে নমস্কার করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।২০

রাজান উচুঃ।

জয় জয় নিজমায়য়া কল্পিতাশেষবিশেষকল্পনা-পরিণাম! জলাপ্লুতলোকত্রয়োপকরণমাকলয্য মনুমনিশম্য পূরিতমবিজনাবিভূ'তমহামীনশরীর! ত্বং নিজ-কৃতধর্ম্মসেতুসংরক্ষণকৃতাবতারঃ ॥ ২১ ॥

পুনরিহ দিতিজ-বল-পরিলজ্ঝিত-বাসব-সূদনাদৃত-জিত-ভুবন-পরাক্রম-হিরণ্যাক্ষ নিধন-পৃথিব্যুদ্ধরণ-সংকল্পাভিনিবেশেন ধৃত-কোলাবতারঃ পাহি নঃ ॥ ২২ ॥

পুনরিহ জলধি-মথনাদৃত-দেবদানবগণ মন্দরাচলা-নয়ন-ব্যাকুলিতানাং সাহায্যেনাদৃতচিত্তঃ পর্ব্বতোদ্ধরণামৃতপ্রাশনরচনাবতারঃ কূর্ম্মাকারঃ প্রসীদ পরেশ! ত্বং দীননৃপাণাম্ ॥ ২৩ ॥

রাজগণ কহিলেন, কল্কে! আপনার জয় হউক্। আপনি নিজ মায়াদ্বারা জগতের বিবিধ বৈচিত্র্য কল্পনা করিতেছেন এবং আপনার মায়াবলেই তাহার পরিণতি হইতেছে। আপনি ত্রিভুবনের উপকরণ সমুদায় জলপ্লাবিত হইয়াছে, দেখিয়া ও বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতে না শুনিয়া পক্ষী ও জনপ্রাণিশূন্য বিজন্ স্থানে মহামীনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিজকৃত ধর্ম্মরূপ সেতুরক্ষার নিমিত্তই আপনি ঈদৃশ মীন অবতার হন।২১ যখন দানবসেনাগণ দেবরাজকে পরাজয় করিতে লাগিল, ও ত্রিভুবনবিজয়ী পরাক্রমী হিরণ্যাক্ষ, ঐ দেবরাজকে সংহার করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার বিনাশ ও পৃথিবী-উদ্ধার-করণ-সংকল্পে আপনি মহাবরাহ অবতার হইয়াছিলেন। অধুনা আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন।২২ পূর্ব্বে যখন দেবগণ ও দানবগণ মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনার্থ মন্দরাচল স্থাপনের স্থান না পাওয়াতে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়াছিলেন, তখন আপনি তাঁহাদের সাহায্যদানে

পুনরহি ত্রিভুবনজয়িনো মহাবলপরাক্রমস্য হিরণ্য-
কশিপোরর্দ্দিতানাং দেববরাণাং ভয়ভীতানাং কল্যা-
ণায় দিতিসুতবধপ্রেপ্সুর্ব্রহ্মণো বরদানাদবধ্যস্য ন
শস্ত্রাস্ত্ররাত্রিদিবাস্বর্গমর্ত্যপাতালতলে দেবগন্ধর্ব্বকিন্নর-
নরনাগৈরিতি বিচিন্ত্য নরহরিরূপেণ নখাগ্রভিন্নোরুং
দষ্টদন্তচ্ছদং ত্যক্তাসুং কৃতবানসি॥ ২৪॥

পুনরিহ ত্রিজগজ্জয়িনো বলেঃ সত্রে শক্রানুজো
বটুবামনো দৈত্যসংমোহনায় ত্রিপদভূমিযাচ্ঞাচ্ছলেন

কৃতসঙ্কল্প হইয়া কূর্ম্মাবতার হইয়া পৃষ্ঠদ্বারা পর্ব্বত ধারণ করেন। দেবতাদিগের অমৃতপান-সম্পাদনের অভিপ্রায়েই আপনার কূর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করা হইয়াছিল। অধুনা পরমেশ্বর! আপনি এই দীন হীন রাজগণের প্রতি প্রসন্ন হউন।২৩ যখন মহাবল পরাক্রান্ত ত্রিভুবন-বিজয়ী হিরণ্যকশিপু, প্রধান প্রধান দেবগণকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল, দেবতারাও যখন ঐ দৈত্যভয়ে সাতিশয় ভীত হইলেন, তখন আপনি তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত ঐ দৈত্যরাজের বধে কৃতসঙ্কল্প হন, পরন্তু উক্ত দৈত্যরাজ ব্রহ্মার বর দ্বারা অবধ্য অর্থাৎ ব্রহ্মা তাহাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, দেবতা গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর বা নাগ, শস্ত্র দ্বারা বা অস্ত্র দ্বারা, রাত্রিতে বা দিবাতে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে বা পাতালে (তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না)। আপনি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। (দৈত্যরাজ আপনাকে দেখিয়াই ক্রোধে) দন্ত দ্বারা অধর দংশন পূর্ব্বক (বদ্ধপরি-কর হইল)। আপনি নখাগ্র দ্বারা তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া তাহাকে যমসদনের অতিথি করিলেন।২৪ পুনর্ব্বার আপনি ত্রিভুবনবিজয়ী বলি রাজার যজ্ঞে দেবরাজের অনুজ হইয়া বামনমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক

বিশ্বকায়স্তদুৎসৃষ্ট জল-সংস্পর্শ বিবৃদ্ধমনোঽভিলাষস্ত্বং ভূতলে বলের্দৌবারিকত্বমঙ্গীকৃতমুচিতং দানফলম্॥২৫॥

পুনরিহ হৈহয়াদিনৃপাণাম্ অমিতবলপরাক্রমাণাং নানামদোল্লঙ্ঘিতমর্য্যাদাবর্ত্মনাং নিধনায় ভৃগুবংশজো জামদগ্ন্যঃ পিতৃহোমধেনুহরণপ্রবৃদ্ধমন্যুবশাৎ ত্রিসপ্তকৃত্বো নিঃক্ষত্রিয়াং পৃথিবীং কৃতবানসি পরশুরামাবতারঃ॥ ২৬ ॥

পুনরিহ পুলস্ত্যবংশাবতংসস্য বিশ্রবসঃ পুত্রস্য নিশাচরস্য রাবণস্য লোকত্রয়তাপনস্য নিধনমুররীকৃত্য রবিকুলজাতদশরথাত্মজো বিশ্বামিত্রাদস্ত্রাণ্যুপলভ্যবনে

উক্ত দৈত্যরাজকে মোহিত করিবার নিমিত্ত ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। পরে উৎসর্গার্থ জল পরিত্যাগ করিবামাত্র আপনার মনোগত অভিলাষ পূর্ণ হওয়াতে আপনি বিরাট্‌মূর্ত্তি ধারণ করিয়া (এক এক পদ পরিমাণে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক গ্রহণ করিয়া দেবরাজকে প্রদান করিলেন)। পরে আপনি বলিকে পাতালতলে প্রেরণ করিয়া ত্রিলোকদানের ফলস্বরূপ আপনি তাহার দৌবারিক হইয়া থাকিলেন।২৫ পরে অতুল-বল-পরাক্রমশালী হৈহয় প্রভৃতি ভূপালগণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে তাহাদের বধের নিমিত্ত পুনর্ব্বার আপনি ভৃগুবংশাবতংস-জামদগ্ন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে আপনি এই পরশুরাম অবতারে পিতার হোমধেনু-হরণ হেতু সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন।২৬ অনন্তর পুলস্ত্যবংশাবতংস বিশ্রবা মুনির পুত্র নিশাচর রাবণের প্রতাপে লোকত্রয় তাপিত হইলে তাহার বধোদ্দেশে আপনি সূর্য্যকুল-সম্ভূত রাজা দশরথের পুত্র হইয়া

সীতাহরণবশাৎ প্রবৃদ্ধমন্যুনা অম্বুধিং বানরৈর্নিবধ্য সগণং দশকন্ধরং হতবানসি রামাবতারঃ ॥ ২৭ ॥

পুনরিহ যদুকুল-জলধিকলানিধিঃ সকলসুরগণসেবিত-পাদারবিন্দদ্বন্দ্বঃ বিবিধদানবদৈত্যদলন-লোকত্রয়দুরিত-তাপনো বসুদেবাত্মজো রামাবতারো বলভদ্রস্ত্বমসি ॥ ২৮ ॥

পুনরিহ বিকৃত-বেদধর্ম্মানুষ্ঠান-বিহিত—নানাদর্শন-সংঘৃণঃ সংসারকর্ম্মত্যাগবিধিনা ব্রহ্মাভাসবিলাসচাতুরীং প্রকৃতিবিমাননামসম্পাদয়ন্ বুদ্ধাবতারস্ত্বমসি ॥ ২৯ ॥

জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে বিশ্বামিত্রের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া যখন (পিতৃ-আজ্ঞাক্রমে) বন গমন করেন, তখন উক্ত রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিল। তাহাতে আপনি রোষ-পরবশ হইয়া বানর-সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক সাগর বন্ধন করিয়া রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া-ছিলেন।২৭ পরে পুনর্ব্বার আপনি যদুকুলরূপ সাগরের শশধরস্বরূপ বসুদেবতনয় কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ-দৈত্য-দানব-দলন দ্বারা লোকত্রয় হইতে দুষ্কৃত দূর করিয়াছিলেন। তাহাতে সমুদায় দেবগণ সেই কৃষ্ণ অবতারের পদারবিন্দ সেবা করিতে লাগিলেন! সেই সময় আপনি বলরামরূপেও অবতীর্ণ হন।২৮ পুনর্ব্বার আপনিই বিধাতৃবিহিত বৈদিক-ধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থাৎ যাগাদি-করণে নানাপ্রকার ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বারা মিথ্যা মায়াপ্রপঞ্চ পরিহার করিবার উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধ অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অবমাননা করেন নাই।২৯

বৌদ্ধেরা প্রাকৃতিক প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত আর কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না, সুতরাং শব্দ প্রমাণ অর্থাৎ আপ্তোপদেশ-রূপ বেদাদি তাহাদের মাননীয় নহে।২৯

অধুনা কলিকুলনাশাবতারো বৌদ্ধপাষণ্ডম্লেচ্ছাদী-নাঞ্চ বেদধর্ম্মসেতুপরিপালনায় কৃতাবতারঃ কল্কিরূপে-ণাস্মান্ স্ত্রীত্বনিরয়াদুদ্ধৃতবানসি তবানুকম্পাং কিমিহ কথয়ামঃ ॥ ৩০ ॥

ক তে ব্রহ্মাদীনামবিদিতবিলাসাবতরণং
ক নঃ কামা বামাকুলিতমৃগতৃষ্ণার্ত্তমনসাম্ ।
সুদুষ্প্রাপ্যং যুষ্মচ্চরণ জলজালোকনমিদং
কৃপাপারাবারঃ প্রমুদিতদৃশাশ্বাসয় নিজান্ ॥৩১॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে
নৃপাণাং স্তবো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এক্ষণে আপনি কলিকুল-ধ্বংসের নিমিত্ত এবং বৌদ্ধ পাষণ্ড ম্লেচ্ছ প্রভৃতির শাসনের নিমিত্ত কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বৈদিক-ধর্ম্মরূপ সেতু রক্ষা করিতেছেন। অদ্য আপনি আমাদিগকে স্ত্রীত্বরূপ নরক হইতে উদ্ধার করিলেন, অতএব আমরা আপনকার অনুগ্রহের কথা কি বলিব।৩০ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও যাঁহার লীলা অবগত হইতে সমর্থ নহেন; তাদৃশ আপনার অবতারের বিষয় কোথায়? এবং যাহারা কামিনীদর্শনে মদনশরে জর্জ্জরিত হয ও যাহাদের মন মৃগতৃষ্ণায় প্রপীড়িত, তাদৃশ (নরাধম) আমরাই বা কোথায়? আমাদের পক্ষে আপনকার চরণকমল-দর্শন অতীব দুর্লভ। আপনি কৃপাসিন্ধু। আমরা আপনকার অনুগত। আপনি প্রীত নয়নে আমাদিগকে সমাশ্বাসিত করুন। ৩১

কল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যকথনে দ্বিতীয় অংশে
রাজগণের স্তবনামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

ল্কিপুরাম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

র্থাধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা নৃপাণাং ভক্তানাং বচনাং পুরুষোত্তমঃ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রবিটশূদ্র-বর্ণানাং ধর্ম্মমাহ যৎ ॥ ১ ॥
প্রবৃত্তানাং নিবৃত্তানাং কর্ম্ম যৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
সর্ব্বং সংশ্রাবয়ামাস বেদানামনুশাসনম্ ॥ ২ ॥
ইতি কল্কের্বচঃ শ্রুত্বা রাজানো বিষদাশয়াঃ।
প্রণিপত্য পুনঃ প্রাহুঃ পূর্ব্বাস্তু গতিমাত্মনঃ ॥ ৩ ॥
স্ত্রীত্বং বাপ্যথবা পুংস্ত্বং কস্য বা কেন বা কৃতম্।
জরা-যৌবন-বাল্যাদি সুখদুঃখাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন। পুরুষোত্তম কল্কি, ভক্ত ভূপতিগণের বাক্য শ্রব
করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম কহিলেন
সংসারাসক্ত ও বীতরাগ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বেদবিহিত যে যে ক
কথিত আছে, তৎসমুদায়ও তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন।২ রাজগ
কল্কির নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পবিত্রহৃদয় হইলেন, পরে তাঁহা
কল্কিকে পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া আপনাদের অতীত অবস্থা বিষয়ে প্র
করিলেন (ও কহিলেন)৩ কাহা হইতে কি কারণে মনুষ্যগণ স্ত্রী পুরু

কস্মাৎ কুতো বা কস্মিন্ বা কিমেতদিতি বা বিভো!।
অনির্ণীতান্যবিদিতান্যপি কর্ম্মাণি বর্ণয় ॥ ৫ ॥
(তদা তদাকর্ণ্য কল্কিরনন্তং মুনিমস্মরৎ।)
সোঽপ্যনন্তো মুনিবরস্তীর্থপাদো বৃহদ্ব্রতঃ ॥ ৬ ॥
কল্কের্দর্শনতো মুক্তিমাকলয্যাগতস্ত্বরন্।
সমাগত্য পুনঃ প্রাহ কিং করিষ্যামি কুত্র বা।
যাস্যামীতি বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ প্রাহ হসন্ মুনিম্ ॥ ৭ ॥
কৃতং দৃষ্টং ত্বয়া সর্ব্বং জ্ঞাতং যাহ্যনিবর্ত্তকম্।
অদৃষ্টমকৃতঞ্চেতি শ্রুত্বা হৃষ্টমনা মুনিঃ ॥ ৮ ॥
গমনায়োদ্যতং তং তু দৃষ্ট্বা নৃপগণাস্ততঃ।

ভেদে বিভিন্ন হয়? বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এবং সুখ দুঃখ প্রভৃতিঃ কি কারণে কোথা হইতে হয়? ইহার কারণ কি? আপনি বলুন এবং অন্যান্য যে যে বিষয় আমরা অপরিজ্ঞাত আছি, তাহাও আপনি বর্ণন করুন।৫

(কল্‌কি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনন্ত নামক মুনিকে স্মরণ করিলেন।) দীর্ঘকালব্যাপি তীর্থবাসী ব্রতধারী-মুনিবর অনন্তও স্মৃত হইবামাত্রও কল্‌কির দর্শনে মুক্তি হইবে, বিবেচনা করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, কারণ তাঁহারও মুক্তি লাভ করিবার উপায়ান্তর ছিল না। তিনি কল্‌কির নিকট সমাগত হইয়া কহিলেন, আমাকে কি করিতে হইবে? কোথাই বা যাইতে হইবে? আজ্ঞা করুন, কল্‌কি, সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা তুমি সমুদায়ই দেখিয়াছ ও সমুদায়ই জ্ঞাত আছ। অদৃষ্ট কেহই খণ্ডন করিতে পারে না, কর্ম্ম না করিয়াও কেহ তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। মহর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন৮ পরে তিনি

কল্কিং কমলপত্রাক্ষং প্রোচুর্বিস্মিতচেতসঃ ॥ ৯ ॥

রাজান উচুঃ।

কিমনেন নাপি কথিতং ত্বয়া বা কিমুতান্বিত।
সর্ব্বং তৎ শ্রোতুমিচ্ছামঃ কথোপকথনং দ্বয়োঃ ॥ ১০ ॥
নৃপাণাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা তানাহ মধুসূদনঃ।
পৃচ্ছতামুং মুনিং শান্তং কথোপকথনাদৃতাঃ ॥ ১১ ॥
ইতি কল্কের্বচো ভূয়ঃ শ্রুত্বা তে নৃপসত্তমাঃ।
অনন্তমাহুঃ প্রণতাঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষবঃ ॥ ১২ ॥

রাজান উচুঃ।

মুনে! কিমত্র কথনং কল্কিনা ধর্ম্মবর্ম্মণা।
দুর্বোধঃ কেন বা জাতস্তত্ত্বং বর্ণয় নঃ প্রভো! ॥ ১৩ ॥

গমন করিতে উদ্যত হইলে রাজগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিতচিত্ত হইয়া পদ্মপলাশলোচন কল্কি কহিলেন।৯

রাজগণ কহিলেন, এই মহর্ষি কি বলিলেন? আপনিই বা তাহার কি উত্তর দিলেন? আপনাদের পরস্পর কোন্ বিষয়ের কথোপকথন হইল? তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।১০ মধুসূদন কল্কি, রাজগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমাদের যে বিষয়ে কথোপকথন হইল, তাহা যদি জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই প্রশান্তহৃদয় মুনিকে জিজ্ঞাসা কর।১১ রাজগণ কল্কির এই বাক্য শুনিয়া প্রশ্নের মর্ম্ম জানিবার অভিপ্রায়ে অনন্তকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।১২

রাজগণ কহিলেন, মহর্ষে! ধর্ম্মের কঞ্চুক স্বরূপ কল্কির সহিত আপনকার যে কথোপকথন হইল, তাহা অতীব দুর্বোধ, তাহার কারণ কি? আপনি আমাদের নিকট তাহার গূঢ় বৃত্তান্ত বর্ণন করুন।১৩

মুনিরুবাচ।

পুরিকায়াং পুরি পুরা পিতা মে বেদপারগঃ।
বিক্রমো নাম ধর্ম্মজ্ঞঃ খ্যাতঃ পরহিতে রতঃ॥ ১৪॥
সোমা মম বিভো! মাতা পতিধর্ম্মপরায়ণা।
তয়োর্ব্বয়ঃপরিণতৌ কালে ষণ্ডাকৃতিস্ত্বহম্॥ ১৫॥
সংজাতঃ শোকদঃ পিত্রোর্লোকানাং নিন্দিতাকৃতিঃ।
মামালোক্য পিতা ক্লীবং দুঃখশোকভয়াকুলঃ॥ ১৬॥
ত্যক্ত্বা গৃহং শিববনং গত্বা তুষ্টাব শঙ্করম্।
সংপূজ্যেশং বিধানেন ধূপদীপানুলেপনৈঃ॥ ১৭॥

বিক্রম উবাচ।

শিবং শান্তং সর্ব্বলোকৈকনাথং
ভূতাবাসং বাসুকীকণ্ঠভূষম্।

মুনি কহিলেন, পূর্ব্বকালে পুরিকা নাম্নী পুরীতে বেদ বেদাঙ্গপারগ পরম ধর্ম্মজ্ঞ পরহিতৈষী কোন মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহার নাম বিক্রম। তিনিই আমার পিতা।১৪ আমার মাতার নাম সোমা। তিনি পতিধর্ম্ম-পরায়ণা ছিলেন। আমার পিতামাতার বয়ঃপরিণতি হইলে আমার জন্ম হইল, কিন্তু আমি ক্লীব হইলাম।১৫ তাহাতে পিতামাতার শোক ও দুঃখের পরিসীমা থাকিল না। আমার আকৃতি দেখিয়া সকলেই নিন্দা করিতে লাগিল। আমার পিতা আমাকে ষণ্ডাকৃতি ক্লীব দেখিয়া দুঃখ শোক ও ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া১৬ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিববনে গমন করিয়া ধূপ দীপ ও চন্দনাদি দ্বারা যথাবিধানে শঙ্করের পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।১৭

বিক্রম কহিলেন, যিনি সর্ব্বলোকের অদ্বিতীয় নাথ, যিনি মঙ্গলদায়ক,

জটাজূটাবদ্ধগঙ্গাতরঙ্গং
বন্দে সান্দ্রানন্দসন্দোহদক্ষম্ ॥ ১৮ ॥
ইত্যাদি বহুভিঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতঃ স শিবদঃ শিবঃ।
বৃষারূঢ়ঃ প্রসন্নাত্মা পিতরং প্রাহ মে বৃণু॥ ১৯ ॥
বিক্রমো মে পিতা প্রাহ মৎপুংস্ত্বং তাপতাপিতঃ।
হসন্ শিবো দদৌ পুংস্ত্বং পার্ব্বত্যা প্রতিমোদিতঃ॥২০॥
মম পুংস্ত্বং বরং লব্ধ্বা পিতায়াতঃ পুনর্গৃহম্।
পুরুষং মাং সমালোক্য সহর্ষঃ প্রিয়য়া সহ॥ ২১ ॥
ততঃ প্রবয়সৌ তৌ তু পিতরৌ দ্বাদশাব্দকে।
বিবাহং মে কারয়িত্বা বন্ধুভির্ম্মুদমাপতুঃ॥ ২২ ॥
যজ্ঞরাতসুতাং পত্নীং মানিনীং রূপশালিনীম্।

যিনি সমুদায় প্রাণীর আশ্রয়, বাসুকি যাঁহার কণ্ঠভূষণ স্বরূপ, যাঁহার জটাজূটে গঙ্গাতরঙ্গ বদ্ধ রহিয়াছে, সান্দ্রানন্দ-সন্দোহ-দায়ক সেই শঙ্করকে নমস্কার করি।১৮ মঙ্গলদায়ক মহাদেব, এইরূপ বহুবিধ স্তোত্রে পরিতুষ্ট হইলেন এবং তিনি বৃষারূঢ় হইয়া প্রসন্ন মুখে আমার পিতাকে কহিলেন, বর প্রার্থনা কর।১৯ আমার পিতা বিক্রম কহিলেন, আমার পুত্র ক্লীব হওয়াতে আমি সাতিশয় সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়াছি। মহাদেব হাস্য করিয়া আমাকে পুরুষ হইবার বর দিলেন। পার্ব্বতীও তৎকালে সে বিষয়ে অনুমোদন করিলেন।২০ অনন্তর আমার পিতা আমার পুরুষত্ব রূপ বর লাভ করিয়া পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন আমাকে পুরুষাকৃতি দেখিয়া আমার পিতা মাতা উভয়েরই আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিল না।২১

অনন্তর আমার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা আমার বিবাহ দিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত পরম আহ্লাদিত হইলেন।২২

প্রাপ্যাহং পরিতুষ্টাত্মা গৃহস্থঃ স্ত্রীবশোঽভবম্ ॥ ২৩ ॥
ততঃ কতিপয়ে কালে পিতরৌ মে মৃতৌ নৃপাঃ ।
পারলৌকিককার্য্যাণি সুহৃদ্ভির্ব্রাহ্মণৈর্বৃতঃ ॥ ২৪ ॥
তয়োঃ কৃত্বা বিধানেন ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ বহূন্ ।
পিত্রোর্বিয়োগতপ্তোঽহং বিষ্ণুসেবাপরোঽভবম্ ॥ ২৫ ॥
তুষ্টো হরির্মে ভগবান্ জপপূজাদিকর্ম্মভিঃ ।
স্বপ্নে মামাহ মায়েয়ং স্নেহমোহবিনির্ম্মিতা ॥ ২৬ ॥
অয়ং পিতেয়ং মাতেতি মমতাকুলচেতসাম্ ।
শোকদুঃখভয়োদ্বেগজরামৃত্যুবিধায়িকা ॥ ২৭ ॥
শ্রুত্বেতি বচনং বিষ্ণোঃ প্রতিবাদার্থমুদ্যতম্ ।

আমি, মানিনী রূপযৌবনসম্পন্না যজ্ঞরাত-তনয়াকে পত্নী রূপে লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হৃদয়ে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ আমি স্ত্রীর বশতাপন্ন হইয়া উঠিলাম।২৩ অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে আমার পিতামাতা পরলোক গমন করিলেন। আমি সুহৃদ্গণ ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের পারলৌকিক কার্য্য সমাধান করিলাম।২৪ অনন্তর আমি পিতামাতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলাম। পরে পিতৃমাতৃবিয়োগে সন্তপ্তহৃদয় হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলাম।২৫ ভগবান্ হরি আমার জপ পূজা প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা পরিতুষ্ট হইলেন এবং তিনি স্বপ্নে আমার নিকট কহিলেন, এই সংসারে স্নেহ মমতা প্রভৃতি সমুদায় আমারই মায়া,২৬ ইনি আমার পিতা ইনি আমার মাতা, এই রূপ মমতায় যাহাদের মন আকুলিত হয়, তাহারাই আমার মায়াতে শোক দুঃখ ভয় উদ্বেগ জরা মৃত্যু প্রভৃতির ক্লেশ অনুভব করে।২৭ আমি বিষ্ণুর এই বাক্য শুনিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইবামাত্র

মামালোক্যান্তর্হিতঃ স বিনিদ্রোঽহংততোঽভবম্ ॥২৮॥
সবিস্ময়ঃ সভার্য্যোঽহম্ ত্যক্ত্বা তাং পুরিকাং পুরীম্।
পুরুষোত্তমাখ্যং শ্রীবিষ্ণোরালয়ঞ্চাগমং নৃপাঃ! ॥ ২৯ ॥
তত্রৈব দক্ষিণে পার্শ্বে নির্ম্মায়াশ্রমমুত্তমম্।
সভার্য্যঃ সানুগামাত্যঃ করোমি হরিসেবনম্॥ ৩০ ॥
মায়াসংদর্শনাকাঙ্ক্ষা হরিসদ্মনি সংস্থিতঃ।
গয়ান্ নৃত্যন্ জপন্ নাম চিন্তয়ন্ শমনাপহম্॥ ৩১ ॥
এবং বৃত্তে দ্বাদশাব্দে দ্বাদশ্যাং পারণাদিনে।
স্নাতুকামঃ সমুদ্রেঽহং বন্ধুভিঃ সহিতো গতঃ॥ ৩২ ॥
তত্র মগ্নং জলনিধৌ লহরীলোলসংকুলে।
সমুত্থাতুমশক্তং মাং প্রতুদন্তি জলেচরাঃ॥ ৩৩ ॥
নিমজ্জনোন্মজ্জনেন ব্যাকুলীকৃতচেতসম্।

তিনি অন্তর্হিত হইলেন, আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল।২৮ অনন্তর আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুরিকা পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত বিষ্ণুর আলয় পুরুষোত্তম নামক স্থানে আগমন করিলাম।২৯ আমি সেই পুরুষোত্তমের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তম আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ভার্য্যার সহিত ও অনুচরবর্গের সহিত হরি সেবা করিতে লাগিলাম।৩০ আমি সেই বিষ্ণুর আবাসে অবস্থিতি পূর্ব্বক তাঁহার মায়া সন্দর্শনার্থী হইয়া নৃত্য গান ও জপ দ্বারা শমনভয় নাশক হরিকে চিন্তা করিতে লাগিলাম।৩১ এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। এক সময় দ্বাদশীর পারণা দিবসে আমি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া স্নান করিবার অভিলাষে সাগর কূলে গমন করিলাম।৩২ অনন্তর আমি সমুদ্রে যেমন নিমগ্ন হইয়াছি অমনি ভীষন তরঙ্গমালা দ্বারা আকুলীকৃত হওয়াতে আর উত্থিত হইতে সমর্থ হইলাম না। মৎস্য প্রভৃতি জলচর জন্তুগণ আমাকে ঠোক্রাইতে

জলহিল্লোলমিলনদলিতাঙ্গমচেতনম্ ॥ ৩৪ ॥
জলধেদক্ষিণে কূলে পতিতং পবনোরতম্ ।
মাং তত্র পতিতং দৃষ্ট্বা বৃদ্ধশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৫ ॥
সন্ধ্যামুপাস্য সঘৃণঃ স্বপুরং মাং সমানয়ৎ ।
স বৃদ্ধশর্ম্মা ধর্ম্মাত্মা পুত্রদারধনান্বিতঃ ।
কৃত্বারুগ্নস্তু মাং তত্র পুত্রবৎ পর্য্যপালয়ৎ ॥ ৩৬ ॥
অহন্তু তত্র দীনাত্মা দিগ্দেশাভিজ্ঞ এব ন ।
দম্পতী তৌ স্বপিতরৌ মত্বা তত্রাবসং নৃপাঃ ! ॥ ৩৭ ॥
স মাং বিজ্ঞায় বহুধা বেদধর্ম্মেম্বনুষ্ঠিতম্ ।
প্রদদৌ স্বাং দুহিতরং বিবাহে বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩৮ ॥

লাগিল।৩৩ আমি একবার ডুবিয়া যাই, একবার ভাসিয়া উঠি। এই রূপে আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইল। আমি জলহিল্লোলে অচেতন হইয়া পড়িলাম। আমার সমুদায় অঙ্গ অবশ হইল। (আমি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলাম)৩৪ অনন্তর আমি বায়ুবেগে চালিত হইয়া সমুদ্রের দক্ষিণ কূলে নীত হইলাম। আমি সেই থানে পড়িয়া আছি, এমন সময় বৃদ্ধশর্ম্মা নামে এক জন ব্রাহ্মণ আমাকে তদবস্থ দেখিয়া ৩৫ সকরুণ হৃদয়ে সন্ধ্যা উপাসনানন্তর আমাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। ধর্ম্মাত্মা ও স্ত্রীপুত্র-ধনান্বিত বৃদ্ধশর্ম্মা আমাকে নীরোগ করিয়া পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন।৩৬ রাজগণ! আমি সেই স্থানে দিক্ দেশ কিছুই জানিতে পারিলাম না, সুতরাং সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে সেই ব্রাহ্মণদম্পতিকেই পিতামাতা বিবেচনা করিয়া সেই থানেই বাস করিতে লাগিলাম।৩৭ সেই ব্রাহ্মণ, নানা প্রকারে আমাকে দেখিলেন যে, আমি বেদবিহিত ধর্ম্মে দীক্ষিত। তখন তিনি বিনয়ান্বিত হইয়া তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিলেন।৩৮

লব্ধা চামীকরাকারাং রূপশীলগুণান্বিতাম্।
নাম্না চারুমতীং তত্র মানিনীং বিস্মিতোঽভবম্॥ ৩৯॥
তয়াহং পরিতুষ্টাত্মা নানাভোগসুখান্বিতঃ।
জনয়িত্বা পঞ্চ পুত্রান্ সংমদেনাবৃতোঽভবম্॥ ৪০॥
জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব কমলো বিমলস্তথা।
বুধ ইত্যাদয়ঃ পঞ্চ বিদিতাস্তনয়া মম॥ ৪১॥
স্বজনৈর্বন্ধুভিঃ পুত্রৈর্ধনৈর্নানাবিধৈরহম্।
বিদিতঃ পূজিতো লোকে দেবৈরিন্দ্রো যথা দিবি॥ ৪২॥
বুধস্য জ্যেষ্ঠপুত্রস্য বিবাহার্থং সমুদ্যতম্।
দৃষ্ট্বা দ্বিজবরস্তুষ্টো ধর্ম্মসারো নিজাং সুতাম্॥ ৪৩॥
দিৎসুঃ কর্ম্মাণি বেদজ্ঞশ্চকারাভ্যুদয়ান্যপি।

এই ব্রাহ্মণ-কন্যার নাম চারুমতী। ইহাঁর বর্ণ তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ। ইনি রূপ, গুণ ও শীলতা কিছুতেই ন্যূন নহেন। আমি এই সম্মান-যোগ্যা পত্নী লাভ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম।৩৯ এই চারুমতী আমাকে সর্ব্বদা পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। আমি সেই স্থানে বিবিধ সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলাম। কালক্রমে আমার পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইল। আমি নিরন্তর আনন্দ সাগরেই মগ্ন থাকিলাম।৪০ আমার পঞ্চ পুত্রের নাম—জয়, বিজয়, কমল, বিমল, ও বুধ।৪১ আমার পুত্র, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব অনেক হওয়াতে এবং আমি নানাপ্রকার ধনের অধীশ্বর হওয়াতে, যেমন দেবরাজ দেবলোকে দেবগণের পূজ্য হন, তাহার ন্যায় আমি সকলের পূজ্য ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইলাম।৪২ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বুধ। আমি বুধের বিবাহ দিতে উদ্যত হইলাম। ধর্ম্মসার নামে কোন ব্রাহ্মণ আমাকে পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যত দেখিয়া পরিতুষ্ট-হৃদয়ে স্বীয় কন্যা ৪৩ দান

বাদ্যৈর্গীতৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ স্ত্রীস্তবৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥
অহঞ্চ পুত্রাভ্যুদয়ে পিতৃদেবর্ষিতর্পণম্।
কর্ত্তুং সমুদ্রবেলায়াং প্রবিষ্টঃ পরমাদরাৎ ॥ ৪৫ ॥
বেলালোলায়িতনুর্জ্জলাদুত্থায় সত্বরঃ।
তীরে সখীন্ স্নানসন্ধ্যা পরান্ বীক্ষ্যাহমুন্মনাঃ ॥ ৪৬ ॥
সদ্যঃ সমভবঃ ভূপাঃ! দ্বাদশ্যাং পারণাদৃতান্।
পুরুষোত্তমসংবাসান্ বিষ্ণুসেবা র্থমুদ্যতান ॥ ৪৭ ॥
তেঽপি মামগ্রতঃ কৃত্বা তদ্রূপবয়সাং বিধিম্।
বিস্ময়াবিষ্টমনসং দৃষ্ট্বা মামব্রুবন্ জনাঃ ॥ ৪৮ ॥

করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি কন্যার বিবাহার্থ বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা আভ্যুদয়িক কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। বিবধ স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত কামিনীগণ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। সুমধুর বাদ্যধ্বনি দ্বারা [সকলের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল।] ৪৪

আমিও পুত্রের অভ্যুদয়ার্থ পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে পরম-যত্নপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে সমুপস্থিত হইলাম।৪৫ [অনন্তর সমুদ্রজলে তর্পণ ও স্নান সমাধা করিয়া] ত্বরান্বিত জল হইতে উত্থানপূর্ব্বক তীরাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তীরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, [পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র-স্থিত] আমার পূর্ব্ব-বন্ধুগণ স্নান ও সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছেন। আমি এতৎ দর্শনে যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইলাম।৪৬ ভূপালগণ! পুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুর সেবা ও দ্বাদশীর পারণের আয়োজন করিতেছেন, দেখিয়া তৎক্ষণাৎ [আমার মনে যে কিরূপ বিস্ময় ও উদ্বেগের আবির্ভাব হইল, বলিতে পারি না।]৪৭ পূর্ব্বে [দ্বাদশীর পারণদিনে স্নানের সময়] আমার যাদৃশ রূপ ও যাদৃশ বয়ঃক্রম ছিল, তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। পুরুষোত্তমবাসী লোকেরা সম্মুখে আমাকে তাদৃশ বিস্ময়াবিষ্ট

অনন্ত! বিষ্ণুভক্তোঽসি জলে কিং দৃষ্টবানিহ।
স্থলে বা ব্যগ্রমনসং লক্ষয়ামঃ কথং তব।। ৪৯ ।।
পারণং কুরু তদ্ ব্রূহি ত্যক্ত্বা বিস্ময়মাত্মনঃ।
তানব্রুবমহং, নৈব কিঞ্চিৎ দৃষ্টং শ্রুতং জনাঃ! ।। ৫০ ।।
কামাত্মা তৎ কৃপণধীর্মায়াসন্দর্শনাদৃতঃ।
তয়া হরের্মায়য়াহং মূঢ়ো ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।। ৫১ ।।
ন শর্ম্ম বেদ্মি কুত্রাপি স্নেহমোহবশং গতঃ।
আত্মনো বিস্মৃতিরিয়ং কো বেদ বিদিতাং তু তাম্ ।।৫২।।
ইতি ভার্য্যাধনাগার-পুত্রোদ্বাহানুরক্তধীঃ।
অনন্তোঽহং দীনমনা ন জানে স্বাপসম্মিতম্ ।। ৫৩ ।।

[ও ব্যাকুলিত] দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ৪৮ অনন্ত! কিজন্য তোমাকে ব্যাকুল দেখিতেছি? তুমি পরম বৈষ্ণব। তুমি জলে বা স্থলে কি কিছু দেখিয়াছ? ৪৯ যদি দেখিয়া থাক, বল। বিস্ময় পরিত্যাগ করিয়া পারণা কর। আমি তাহাদিগকে কহিলাম, জনগণ! আমি কিছু দেখি নাই, শ্রবণও করি নাই। ৫০ পরন্তু আমি সাতিশয় কামমোহিত ও আমার অন্তঃকরণ অতীব দুর্ব্বল। আমি ভগবানের মায়া সন্দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলাম। [আমি যার পর নাই মূর্খ।] আমি এক্ষণে সেই হরির মায়াদ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। আমার ইন্দ্রিয়গণ ব্যাকুলিত হইতেছে। ৫১ আমি স্নেহ ও মোহের ঈদৃশ বশবর্ত্তী হইয়াছি যে, কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। ফলতঃ আমি যে কতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যে হরির মায়াজালে পতিত হইয়াছি, তাহা কেহই অনুভব করিতে পারিল না। ৫২

এইরূপে স্ত্রীপত্র, ধনাগার ও পুত্রের বিবাহাদি বিষয়ে আমার মন সাতিশয় অনুরক্ত ও ধাবমান হওয়াতে আমি যার পর নাই বিষণ্ণ ও

মাং বীক্ষ্য মানিনী ভার্য্যা বিবশং মূঢ়বৎ স্থিতম্।
ক্রন্দন্তী কিমহোঽকস্মাৎ আলপন্তী মমান্তিকে ॥ ৫৪ ॥
ইহ তাং বীক্ষ্য তাং স্তত্র স্মৃত্বা কাতরমানসম্।
হংসোঽপ্যেকো বোধয়িতুম্ আগতো মাং সদুক্তিভিঃ ॥৫৫
ধীরো বিদিতসর্ব্বার্থঃ পূর্ণঃ পরমধর্ম্মবিৎ ॥ ৫৬ ॥
সূর্য্যাকারং সত্ত্বসারং প্রশান্তং দান্তং শুদ্ধং লোকশোকক্ষয়িষ্ণুম্।
মমাগ্রে তং পূজয়িত্বা মদঙ্গাঃ পপ্রচ্ছুস্তে মৎশুভধ্যানকামাঃ ॥৫৭

ইতি শ্রীকল্‌কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে
অনন্ত-মায়াদর্শনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

দুঃখিত হইতে লাগিলাম। আমি অনন্ত কি আর কেহ, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। (পুরুষোত্তমের ঘটনা সমুদায়) আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। ৫৩ ইত্যবসরে অভিমানবতী মদীয় ভার্য্যা আমাকে বিবশ ও মূঢ়ের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া, হায়! অকস্মাৎ কি হইল! বলিয়া রোদন করিতে করিতে আমার সমীপে উপস্থিতা হইলেন। ৫৪ আমি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পূর্ব্বস্ত্রীকে দেখিয়া আমার সেই সকল স্ত্রী-পুত্র ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি স্মরণপূর্ব্বক যার পর নাই কাতর ও দুঃখিত হইতে লাগিলাম। ইত্যবসরে একজন পরমহংস সদুক্তি দ্বারা আমাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। ৫৫ এই পরম-হংস ধীর, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণ ও পরম ধার্ম্মিক। ৫৬ ইনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, সত্ত্বগুণাবলম্বী, শান্ত, বিশুদ্ধ ও সকলের শোক দুঃখের উপশমকারী। আমার আত্মীয়গণ, আমার সম্মুখবর্ত্তী সেই পরম-হংসের পূজা করিয়া কি রূপে আমার কুশল হয়, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ৫৭

কল্‌কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যকথনে দ্বিতীয় অংশে
অনন্ত-মায়া দর্শন-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

উপবিষ্টে তদা হংসে ভিক্ষাং কৃত্বা যথোচিতাম্।
ততঃ প্রাহুরনন্তস্য শরীরারোগ্যকাম্যয়া ॥ ১ ॥
হংসস্তেষাং মতং জ্ঞাত্বা প্রাহ মাং পুরতঃ স্থিতম্।
তব চারুমতী ভার্য্যা পুত্রাঃ পঞ্চ বুধাদয়ঃ ॥ ২ ॥
ধনরত্নান্বিতং সদ্ম সম্বাধং সৌধসংকুলম্।
ত্যক্ত্বা কদাগতোঽসীহ পুত্রোদ্বাহদিনেন তু ॥ ৩ ॥
সমুদ্রতীরসঞ্চারঃ পুরাৎ ধর্ম্মজনাদৃতঃ।
নিমন্ত্র্য মামিহায়াতঃ শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন। পরমহংস যথোপযুক্ত ভিক্ষা করিয়া উপবিষ্ট হইলে (পুরুষোত্তমস্থ ব্রাহ্মণেরা) কি উপায়ে আমার আরোগ্য হয়, জিজ্ঞাসা করিলেন।১ পরমহংস তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমাকে সম্মুখে দেখিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, অনন্ত! চারুমতী নামে তোমার ভার্য্যা, বুধপ্রভৃতি পঞ্চ পুত্র,২ সৌধমালা-বিরাজিত নানাপ্রকার-ধন-রত্ন-যুক্ত পরস্পর সংশ্লিষ্ট অপূর্ব্ব গৃহ, এ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া এখানে কবে আগমন করিয়াছ? অদ্য না তোমার পুত্রের বিবাহের দিন?৩ (তুমি সমুদ্রের দক্ষিণ কূলে বাস করিয়া থাক) অদ্যাও তোমাকে সমুদ্র-তীরে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। সেখানকার সমুদায় ধার্ম্মিক লোকেই তোমার সমাদর করিয়া থাকেন। (তুমি পুত্রের বিবাহ

ত্বঞ্চ সপ্ততিবর্ষীয়স্তত্র দৃষ্টো ময়া প্রভো!।
ত্রিংশদ্বর্ষীয়বৎ কস্মাৎ ইতি মে সংভ্রমো মহান্ ॥ ৫ ॥
ইয়ং ভার্য্যা সহায়া তে ন তত্রালোকিতা ক্বচিৎ।
অহং বা ক্ব কুতস্তস্মাৎ কথং বা কেন কাশিতঃ ॥ ৬ ॥
স এব বা ন বাপি ত্বং নাহং বা ভিক্ষুরেব সঃ।
আবয়োরিহ সংযোগশ্চেন্দ্রজাল ইবাভবৎ ॥ ৭ ॥
তং গৃহস্থঃ স্বধর্ম্মজ্ঞো ভিক্ষুকোঽহং পরাত্মকঃ।
আবয়োরিহ সংবাদো বালকোন্মত্তয়োরিব ॥ ৮ ॥
তস্মাদীশস্য মায়েয়ং ত্রিজগন্মোহকারিণী!

উপলক্ষে) আমাকেও অদ্য নিমন্ত্রণ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি স্বীয় পুরী হইতে এখানে আসিয়াছ। দেখিতেছি, তোমার অন্তঃকরণ সাতিশয় শোকে সন্তপ্ত হইয়াছে।৪ জ্ঞানিন্! আমি সেখানে দেখিয়াছি, তুমি সপ্ততিবর্ষবয়স্ক ও বৃদ্ধ, এখন তোমাকে এখানে দেখিতেছি, তুমি ত্রিংশৎবর্ষীয় যুবা ইহারই বা কারণ কি? এ বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় হইয়াছে।৫ আমি দেখিতেছি, এই নারী তোমার ভার্য্যা ও সহায়া। ইহাকেত আমি সেখানে কথন দেখি নাই, (ইনিই বা কোথা হইতে আসিলেন,) আমিও কোথা হইতে কি রূপে কোথায় আসিলাম, কেই বা আমাকে এখানে আনিল?৬ তুমি কি সেই অনন্ত, না আর কেহ হইবে? আমিও কি সেই ভিক্ষুক না আর কেহ হইব? তোমার ও আমার এই দুই জনের এ স্থলে মিলন ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইতেছে।৭ তুমি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ আমি পরমার্থ-চিন্তা-তৎপর ভিক্ষু ব্রাহ্মণ, এ স্থলে আমাদের উভয়ের কথোপকথন, বালক ও উন্মত্তের কথোপকথনের ন্যায়, অসংবদ্ধ প্রতীয়মান হইতেছে।৮ ব্রহ্মণ! আমার বোধ

জ্ঞানাপ্রাপ্যাদ্বৈতলভ্যা মন্যেহহমিতি ভো দ্বিজ ! ॥ ৯ ॥
ইতি ভিক্ষুঃ সমাশ্রাব্য যদন্যৎ প্রাহ বিস্মিতঃ।
মার্কণ্ডেয় ! মহাভাগ ! ভবিষ্যং কথয়ামি তে ॥১০॥
প্রলয়ে যা ত্বয়া দৃষ্টা পুরুষস্যোদরান্তসি।
সা মায়া মোহজনিকা পন্থানং গণিকা যথা ॥ ১১ ॥
তমো হ্যনন্তসন্তাপা নোদনোদ্যতমস্করী।
যয়েদমখিলং লোকমাবৃত্যাবস্থয়া স্থিতমং ॥ ১২ ॥
লয়ে লীনে ত্রিজগতি ব্রহ্ম তন্মাত্রতাং গতঃ।
নিরুপাধৌ নিরালোকে সিসৃক্ষুরভবৎ পরঃ ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মণ্যপি দ্বিধাভূতে পুরুষপ্রকৃতী স্বয়া।

হইতেছে; ইহা জগদীশ্বর বিষ্ণুরই মায়া, ইহাতেই ত্রিলোকীস্থ লোক মুগ্ধ হইয়া আছে। সামান্য জ্ঞান দ্বারা ইহা জ্ঞাত হইতে পারা যায় না, অদ্বৈতজ্ঞান হইলে এই মায়া সমুদায় বুঝিতে পারা যায়। ৯ ভিক্ষু পরমহংস আমাকে এই কথা বলিয়া বিস্মিত অন্তঃকরণে মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, মহাভাগ মার্কণ্ডেয় ! তোমার নিকট ভবিষ্যকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০

শুনিয়া থাকিবে, প্রলয়কালে পরম পুরুষের উদরস্থ-সলিলমধ্যে মায়া অবস্থান করিত, সেই মায়াই সকলকে মুগ্ধ করে। বারবিলাসিনী যেমন রাজপথে অবস্থান করে, তাহার ন্যায় ১১ এই মায়া ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই মায়াই তমোগুণ-স্বরূপ হইয়া সকলকে মিথ্যা সংসারে পরিচালিত করে। এই মায়াই অশেষ সন্তাপের কারণ, কিছুতেই ইহার ধ্বংস হয় না।১২ প্রলয়কালে যখন ত্রিলোক লয় প্রাপ্ত হয়, যখন আলোক না থাকাতে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় হয়, যখন দিগ্দেশকাল প্রভৃতির কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না, তখন পরমব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে অভি-

ভাসা সংজনয়ামাস মহান্তং কালযোগতঃ ॥ ১৪ ॥
কালস্বভাবকর্ম্মাত্মা সোঽহঙ্কারস্ততোঽভবৎ।
ত্রিবৃৎ বিষ্ণু-শিব-ব্রহ্ম-ময়ঃ সংসারকারণম্ ॥ ১৫ ॥
তন্মাত্রাণি ততঃ পঞ্চ যজ্জিরে গুণবন্তি চ।
মহাভূতান্যপি ততঃ প্রকৃতৌ ব্রহ্মসংশ্রয়াৎ ॥ ১৬ ॥

লাষী হইয়া তন্মাত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ১৩ প্রথমতঃ ব্রহ্ম, স্বীয় মাহাত্ম্য দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুই অংশে বিভক্ত হন। অনন্তর কালের সাহায্যে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলে মহত্তত্ত্ব উপৎন্ন হয় ১৪ কাল ও অদৃষ্ট সহকৃত প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া থাকে। অহঙ্কারতত্ত্ব গুণ-ত্রয়-ভেদে বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে উৎপাদন করে। পরে এই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সমুদয় জগৎ সৃজন করিয়া থাকেন। ১৫ প্রথমতঃ ঐ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে গুণত্রয়যুক্ত পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। পঞ্চতন্মাত্র

প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য। প্রলয়কালে ইহারা নিরুপাধি ব্রহ্মে অভিন্ন রূপে অবস্থিতি করে। পুরুষ চেতনস্বরূপ, প্রকৃতি জড়স্বরূপ। প্রকৃতি স্বয়ং কোন পদার্থ উৎপাদন করিতে পারে না, পুরুষ সংযোগেই মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতির উৎপাদক হয়। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়। সাংখ্যেরা ইহাকেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্, এই পাঁচটি জ্ঞানের দ্বার বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ, এই পাঁচটী কার্য্যের সাধন বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় শব্দে কথিত হয়। মন উভয়াত্মক ইন্দ্রিয়। সমুদায়ে এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। এই পাঁচটীকে পঞ্চতন্মাত্র বলা যায়। এই সকল সৃষ্টি বিষয়ে কাল সহকারী অর্থাৎ সৃষ্টিকাল উপস্থিত না হইলে কখনই কোন পদার্থ সৃষ্ট হয় না। ১৪

সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ, প্রকৃতিতে সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করে। ব্রহ্মা রজোগুণময় হওয়াতে সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু সত্ত্বগুণময় হওয়াতে রক্ষাকর্ত্তা এবং মহেশ্বর তমোগুণময় হওয়াতে সংহার কর্ত্তা হইয়াছেন। ১৫

জাতা দেবাসুরনরা যে চান্যে জীবজাতয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডসংভার-জন্মনাশক্রিয়াত্মিকাঃ ॥ ১৭

মায়য়া মায়য়া জীব-পুরুষঃ পরমাত্মনঃ।
সংসারশরণব্যগ্রো ন বেদাত্মগতিং ক্বচিৎ ॥ ১৮ ॥

অহো বলবতী মায়া ব্রহ্মাদ্যা যদ্বশে স্থিতাঃ।
গাবো যথা নসি প্রোতা গুণবদ্ধাঃ খগা ইব ॥ ১৯ ॥

হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরুষ, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হওয়াতেই ঈদৃশ সৃষ্টি হইতেছে। ১৬

অনন্তর দেব অসুর মনুষ্য এবং এই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে সমুৎপন্ন ও বিনশ্বর অন্যান্য যে সকল জীব জন্তু বা পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহারা সকলে উৎপন্ন হয়।১৭ এই সকল জীব পরমাত্মার মায়াদ্বারা সর্ব্বতোভাবে সমাচ্ছাদিত থাকাতে সংসারেই লিপ্ত ও সাংসারিক কার্য্যেই ব্যগ্র হইয়া থাকে, আপনার উদ্ধারের উপায় কিছুমাত্র চিন্তা করে না।১৮ কি আশ্চর্য্য! মায়া কি বলবতী! মায়ার কি অদ্ভুত ক্ষমতা! ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও এই মায়ার বশবর্ত্তী থাকিয়া নাসিকায় বিদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায়, রজ্জুবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় (সংসারচক্রে)

শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে তেজঃ রসতন্মাত্র হইতে সলিল, এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই মহাভূত উৎপত্তি সময়েও প্রথমতঃ পরমাণু, পরে দ্ব্যণুক ইত্যাদি ক্রম আছে।

সাংখ্যকারিকায় কথিত আছে যে, "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত" ইত্যাদি। মূলপ্রকৃতিকে কেবল প্রকৃতি বলাযায়, উহাকাহারো বিকৃতি নহে। মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতির বিকৃতি ও অহঙ্কারের প্রকৃতি। অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের বিকৃতি। পঞ্চতন্মাত্র, ভৌতিক পরমাণু পঞ্চকের প্রকৃতি ও অহঙ্কারের বিকৃতি। এতদনুসারে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র, ইহারা প্রকৃতিশব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে, সুতরাং এখানে প্রকৃতিশব্দের অর্থ কেবল মূলপ্রকৃতি নহে। উহা দ্বারা অষ্টতত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে। ১৬

তাং মায়াং গুণময্যাং যে তিতীর্ষন্তি মুনীশ্বরাঃ।
স্রবন্তীং বাসনানক্রাং ত এবার্থবিদো ভুবি ॥ ২০ ॥

শৌনক উবাচ।

মার্কণ্ডেয়ো বসিষ্ঠশ্চ বামদেবাদয়োঽপরে।
শ্রুত্বা গুরুবচো ভূয়ঃ কিমাহুঃ শ্রবণাদৃতাঃ ॥ ২১ ॥
রাজানোঽনন্তবচনম্ ইতি শ্রুত্বা সুধোপমম্।
কিংবা প্রাহুরহো সূত! ভবিষ্যমিহ বর্ণয় ॥ ২২ ॥
ইতি তদ্বচ আশ্রুত্য সূত সৎকৃত্য তং পুনঃ।
কথয়ামাস কার্ৎস্ন্যেন শোকমোহবিঘাতকম্ ॥ ২৩ ॥

সূত উবাচ।

তত্রানন্তো ভূপগণৈঃ পৃষ্টঃ প্রাহ কৃতাদরঃ।
তপসা মোহনিধনং ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহম্ ॥ ২৪ ॥

নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। ১৯ যে সকল মহর্ষিগণ ঈদৃশ বাসনা রূপ নক্র-চক্র-প্রসবিনী মহাপ্রবাহবতী গুণময়ী মায়া-(রূপ মহানদী) পার হইতে অভিলাষ করেন, পৃথিবীমধ্যে তাঁহারই সার্থক-জন্মা ও তাঁহারাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ। ২০

শৌনক কহিলেন। মার্কণ্ডেয় বশিষ্ঠ বামদেব ও অন্যান্য ঋষিরা, এই আশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? অনন্তোপাখ্যান-শুশ্রূষু২১ রাজগণ, অনন্তমুখে সুধাসদৃশ এই বাক্য শুনিয়াই বা কি বলিলেন? সূত! এই সকল ভবিষ্য কথা বর্ণন কর। ২২ সূত এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক শৌনককে প্রশংসা করিয়া শোক-মোহ-নাশক সেই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের কথা পুনর্ব্বার বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৩

সূত কহিলেন। অনন্তর রাজগণ সমাদরপূর্ব্বক অনন্তকে জিজ্ঞাসা

অনন্ত উবাচ।

অতোঽহং বনমাসাদ্য তপঃ কৃত্বা বিধানতঃ।
নেন্দ্রিয়াণাং ন মনসো নিগ্রহোঽভূৎ কদাচন ॥ ২৫ ॥
বনে ব্রহ্ম ধ্যায়তো মে ভার্য্যাপুত্রধনাদিকম্।
বিষয়ঞ্চান্তরা শশ্বতৎ সং স্মারয়তি মে মনঃ ॥ ২৬ ॥
তেষাং স্মরণমাত্রেণ দুঃখশোকভয়াদয়ঃ।
প্রতুদন্তি মম প্রাণান্ ধারণা ধ্যাননাশকাঃ ॥ ২৭ ॥
ততোঽহং নিশ্চিতমতিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঘাতনে।
মনসো নিগ্রহস্তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥
অতো মামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহব্যগ্রচেতসম্।
তদধিষ্ঠাতৃদেবাশ্চ দৃষ্ট্বা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ২৯ ॥

করিলে অনন্ত, তপস্যাদ্বারা মায়াপরিহার ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বৃত্তান্ত কহিলেন। ২৪

অনন্ত কহিলেন। পরে আমি দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলাম, কোন ক্রমেই ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিতে পারিলাম না।২৫ আমি অরণ্যে বসিয়া যখন পরম ব্রহ্মের ধ্যান করি সেই সময় নিরন্তর স্ত্রীপুত্র ধন ও অন্যান্য সমুদায় বিষয় আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে।২৬ আমার অন্তঃকরণে স্ত্রীপুত্র ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি উদিত হইবামাত্র দুঃখ শোক ভয় প্রভৃতির আবির্ভাব হয় এবং তাহাতে আমার অন্তরাত্মা সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেথাকে, সুতরাং ধ্যান ধারণায় ব্যাঘাত হয়।২৭ অনন্তর আমি ইন্দ্রিয় নষ্ট করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম, ভাবিলাম, ইন্দ্রিয় নষ্ট করিলেই মনকে বশীভূত করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। ২৮ আমি এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া যখন ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী

রূপিণো মামথোচুস্তে ভোঽনন্ত! ইতি তে দশ।
দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ॥ ৩০॥
ইন্দ্রিয়াণাং বয়ং দেবাস্তব দেহে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নখাগ্রে কাণ্ডসংভিন্নান্ নাস্মান্ কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ৩১॥
ন শ্রেয়ো হি তবানন্ত! মনোনিগ্রহ কর্ম্মণি।
ছেদনে ভেদনেঽস্মাকং ভিন্নমর্ম্মা মরিষ্যসি॥ ৩২॥
অন্ধানাং বধিরানাঞ্চ বিকলেন্দ্রিয়জীবিনাম।
বনেঽপি বিষয়ব্যগ্রং মানসং লক্ষয়ামহে॥ ৩৩॥
জীবস্যাপি গৃহস্থস্য দেহো গেহং মনোঽনুগঃ।
বুদ্ধির্ভার্য্যা তদনুগা বয়মিত্যবধারয়॥ ৩৪॥

দেবতারা সহসা উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ২৯ সেই দশ ইন্দ্রিয়ের দশ জন অধিষ্ঠাতা স্ব স্ব রূপ ধারণপূর্ব্বক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে কহিলেন, ওহে অনন্ত! আমরা দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র। ৩০ আমরা দশ জন দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমরা তোমার শরীরে প্রতিষ্ঠিত আছি। আমাদিগকে নখাগ্রদ্বারা ছিন্ন ও নষ্ট করা তোমার উচিত হইতেছে না। ৩১ বিশেষতঃ তদ্দ্বারা যে তোমার কোন শ্রেয় হইবে ও তাহাতে যে তুমি মন বশীভূত করিতে পারিবে, এরূপ নহে; অধিকন্তু ইন্দ্রিয় সকল ছিন্ন ভিন্ন করিলে তুমিই মর্ম্মে ব্যথা পাইয়া মরিয়া যাইবে। ৩২ আমরা দেখিতেছি, অন্ধ বধির ও বিকলেন্দ্রিয় জীবগণ যখন বিজন অরণ্যে বাস করে, তখনও তাহাদের মন বিষয়ভোগলালসায় লোলুপ হইয়া থাকে। ৩৩ এই শরীর গৃহস্বরূপ, আত্মা গৃহস্থস্বরূপ, বুদ্ধি গৃহিণীস্বরূপ, ও মন পরিচারকস্বরূপ। আমরাও বুদ্ধিরূপ ভার্য্যার অনুগত

কর্ম্মায়ত্তস্য জীবস্য মনো বন্ধবিমুক্তিকৃৎ।
সংসারয়তি লুব্ধস্য ব্রহ্মণো যস্য মায়য়া ॥ ৩৫ ॥
তস্মান্মনোনিগ্রহার্থং বিষ্ণুভক্তিং সমাচর।
সুখমোক্ষপ্রদা নিত্যং দাহিকা সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৬ ॥
দ্বৈতাদ্বৈতপ্রদানন্দ-সন্দোহা হরিভক্তিকা।
হরিভক্ত্যা জীবকোষ-বিনাশান্তে মহামতে! ॥ ৩৭ ॥

পরিচারক, জানিবে।৩৪ জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন অর্থাৎ যিনি যাদৃশ কর্ম্ম করেন, তিনি তদনুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকেন। মনই মুক্তি ও সংসার-বন্ধনের কারণ। জগদীশ্বরের মায়া অনুসারে মনই লুব্ধ ব্যক্তিকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়।৩৫ অতএব তুমি মনকে বশীভূত করিবার জন্য বিষ্ণুতে ভক্তি স্থাপন কর। বিষ্ণু-ভক্তিই নিরন্তর সমুদায় কর্ম্ম ধ্বংস করে এবং বিষ্ণুভক্তি হইতেই সুখ বা মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়।৩৬ হরিভক্তি হইতে দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান হয়, সুতরাং হরিভক্তিই আনন্দসন্দোহ-দায়িনী হইতেছে। মহামতে! হরিভক্তি দ্বারা জীবকোষ অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ধ্বংস হইবে।৩৭

পাপ পুণ্য রূপ কর্ম্মবশতঃ তদীয় ফলভোগের জন্য সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। ঐ পাপ পুণ্যের ধ্বংস না হইলে মোক্ষ হয় না। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।" অর্জ্জুন! জ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কর্ম্মই ভস্মসাৎ করে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইল পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ পুণ্য ধ্বংস হয় এবং পরেও কোন কার্য্যে জ্ঞানীর পাপ বা পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে না; সুতরাং সংসারবন্ধনের মূল পাপ পুণ্য না থাকিলে জন্মও হয় না। ৩৬

"পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্ ॥" লিঙ্গশরীরে প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান, এই পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী আছে। স্থূল শরীরের মধ্যে এই অমিশ্রভূত নির্ম্মিত সূক্ষ্ম শরীর অবস্থিতি করে। এই সূক্ষ্ম শরীর পুরুষ শব্দে অভিহিত হইয়াথাকে। মৃত্যুকালে স্থূল শরীর ধ্বংশ হইলে সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হয় না,

পরং প্রাপ্স্যসি নির্ব্বাণং কল্কেরালোকনাৎ স্বয়া।
ইত্যহং বোধিতস্তেন ভক্ত্যা সংপূজ্য কেশবম্ ॥ ৩৮ ॥
কল্কিং দিদৃক্ষুরায়াতঃ কৃষ্ণং কলিকুলান্তকম্ ॥ ৩৯ ॥
দৃষ্টং রূপমরূপস্য স্পৃষ্টস্তৎপদপল্লবঃ।
অপদস্য, শ্রুতং বাক্যম্ অবাচস্য পরাত্মনঃ ॥ ৪০ ॥
ইত্যনন্তঃ প্রমুদিতঃ পদ্মানাথং নিজেশ্বরম্।
কল্কিং কমলপত্রাক্ষং নমস্কৃত্য যযৌ মুনিঃ ॥ ৪১ ॥
রাজানো মুনিবাক্যেন নির্ব্বাণ-পদবীং গতাঃ
কল্কিমভ্যর্চ্চ্য পদ্মাঞ্চ নমস্কৃত্য মুনিব্রতাঃ ॥ ৪২ ॥

এক্ষণে তুমি কল্কিকে দর্শন কর, তদ্দ্বারা পরম নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবে।

পরমহংস আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে আমি ভক্তি-পূর্ব্বক কেশবের পূজা করিয়া ৩৮ কলি-কুল-নাশক কল্কির সন্দর্শনার্থ এই স্থানে আগমন করিয়াছি। ৩৯ এক্ষণে রূপহীন ঈশ্বরের রূপ সন্দর্শন করিলাম। পদহীন ব্রহ্মের পাদ-পল্লব স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। যিনি বাক্যহীন, সেই জগৎপতির বাক্য শুনিলাম। ৪০ অনন্ত মুনি এই কথা বলিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে স্বীয় ঈশ্বর পদ্মপলাশলোচন পদ্মানাথ কল্কিকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। ৪১ রাজগণ এইরূপ মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণের ন্যায় ব্রত-নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা কল্কি ও পদ্মার পূজা করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হইলেন। ৪২

এই সূক্ষ্ম শরীরই লোকান্তরে বা দেহান্তরে গমন করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। মুক্তির সময় এই সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হয় সুতরাং জন্মপরিগ্রহের আর সম্ভাবনা থাকে না। ৩৭

শুক উবাচ।

অনন্তস্য কথামেতামজ্ঞানধ্বান্তনাশিনীম্‌।
মায়ানিয়ন্ত্রীং প্রপঠন্‌ শৃন্বন্‌ বন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥ ৪৩ ॥
সংসারাব্ধি-বিলাসলালসমতিঃ শ্রীবিষ্ণুসেবাদরো
ভক্ত্যাখ্যানমিদং স্বভেদ-রহিতাং নির্ম্মায় ধর্ম্মাতনা।
জ্ঞানোল্লাস-নিশাত-খড়্গমুদিতঃ সদ্ভক্তি-দুর্গাশ্রয়ঃ
ষড়বর্গং জয়তাদশেষজ্জগতামাত্মস্থিতং বৈষ্ণবঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীকল্‌কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে
অনন্ত-মায়া-নিরসনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শুক কহিলেন। এই অনন্ত কথা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সংসারের মায়া নিয়মিত হয়, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর হইয়া যায় ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়।৪৩ যে ধর্ম্মাত্মা বৈষ্ণব, বিষ্ণুসেবা. পরায়ণ হইয়াও সংসার-সাগরে বিলাস করিতে সালস থাকেন. তিনি এই আখ্যান দ্বারা জগতের অভেদ-জ্ঞান-রূপ উল্লসিত নিশাত খড়্গ ধারণ করিয়া উত্থানপূর্ব্বক ভক্তিরূপ দুর্গের আশ্রিত হইয়া শরীরস্থিত কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই ছয় রিপুকে পরাজয় করুণ। ৪৪

কলকিপুরাণে অনুভাগবতে দ্বিতীয় অংশে অনন্ত-মায়া-নিরসন-
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

গতে নৃপগণে কল্কিঃ পদ্ময়া সহ সিংহলাৎ।
শম্ভল গ্রাম-গমনে মতিং চক্রে স্বসেনয়া ॥ ১ ॥
ততঃ কল্কেরভিপ্রায়ং বিদিত্বা বাসবস্তুরন্।
বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

বিশ্বকর্ম্মন্! শম্ভলে ত্বং গৃহোদ্যানাট্ট-ঘট্টিতম্।
প্রাসাদহর্ম্ম্য-সংবাধং রচয় স্বর্ণসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৩ ॥
রত্নস্ফটিক-বৈদুর্য্য-নানামণি-বিনির্ম্মিতৈঃ।
তত্রৈব শিল্পনৈপুণ্যং তব যচ্চাস্তি তৎ কুরু ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন। অনন্তর ভূপালগণ গমন করিলে কল্কি পদ্মার সহিত ও সেনাগণের সহিত সিংহল দ্বীপ হইতে শম্ভলগ্রামে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।১ তখন দেবরাজ ইন্দ্র কল্কির অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন।২

ইন্দ্র বলিলেন। বিশ্বকর্ম্মন্! তুমি শম্ভল-গ্রামে গমন করিয়া সুবর্ণসমূহ দ্বারা প্রাসাদ হর্ম্ম্য অট্টালিকা গৃহ উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ কর।৩ রত্ন স্ফটিক বৈদূর্য্য প্রভৃতি নানা মণি দ্বারা (নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য করিবে, এমন কি,) শিল্পবিদ্যাতে তোমার যতদূর নৈপুণ্য

শ্রুত্বা হরের্বচো বিশ্বকর্ম্মা শর্ম্ম নিজং স্মরন্।
শম্ভলে কমলেশস্য স্বস্ত্যাদি-প্রমুখান্ গৃহান্ ॥ ৫ ॥
হংস-সিংহ-সুপর্ণাদি-মুখাংশ্চক্রে স বিশ্বকৃৎ।
উপর্য্যুপরি তাপঘ্ন-বাতায়ন-মনোহরান্ ॥ ৬ ॥
নানাবন-লতোদ্যান-সরোবাপী-সুশোভিতঃ।
শম্ভলশ্চাভবৎ কল্কের্যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥ ৭ ॥
কল্কিস্তু সিংহলাদ্ দ্বীপাৎ বহিঃ সেনাগণৈর্বৃতঃ।
ত্যক্ত্বা কারুমতীং কূলে পাথোধেরকরোৎ স্থিতিম্ ॥৮॥
বৃহদ্রতস্তু কৌমুদ্যা সহিতঃ স্নেহকাতরঃ।
পদ্ময়া সহিতায়াস্মৈ পদ্মানাথায় বিষ্ণবে ॥ ৯ ॥

তাহে তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিও না।৪ তখন বিশ্বকর্ম্মা দেবরাজের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক আপনার মঙ্গল হইবে বিবেচনা করিয়া শম্ভল গ্রামে কমলা-পতির নিমিত্ত স্বস্তিপ্রভৃতি নানাপ্রকার গৃহ (প্রস্তুত করিলেন।)৫ কোন গৃহ হংসমুখ, কোনগৃহ সিংহমুখ, কোন গৃহ গরুড়মুখ, ইত্যাদি নানা গৃহ নানাপ্রকার হইল। গৃহ সকল দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতি উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত হইতে লাগিল এবং গ্রীষ্মনিবারণের জন্য বহুসংখ্য বাতায়ন শোভা সম্পাদন করিল।৬ নানা প্রকার বন লতা, উদ্যান, সরোবর, দীর্ঘিকা প্রভৃতি দ্বারা কল্কির শম্ভল-গ্রাম ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ৭

এদিকে সিংহল-দ্বীপে কল্কি, সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া কারুমতী নগরী হইতে বহির্গত হইলেন। পরে তিনি সমুদ্রের কূলে (সেনা-সন্নিবেশ করিয়া সেই দিন) অবস্থিতি করিলেন।৮ রাজা বৃহদ্রত, কন্যাস্নেহে কাতর হইয়া কৌমুদী নাম্নী মহিষীর সহিত (সেই সমুদ্র-কূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন।) তিনি সন্তুষ্ট হৃদয়ে পদ্মাকে ও পদ্মনাথ

দদৌ গজানাময়ুতং লক্ষং মুখ্যঞ্চ বাজিনাম্।
রথানাঞ্চ দ্বিসাহস্রং দাসীনাং দ্বে শতে মুদা॥ ১০॥
দত্ত্বা বাসাংসি রত্নানি ভক্তি-স্নেহাশ্রু-লোচনঃ।
তয়োর্মুখালোকনেন নাশকৎ কিয়দীরিতুম্॥ ১১॥
মহাবিষ্ণুদম্পতী তৌ প্রস্থাপ্য পুনরাগতৌ।
পূজিতৌ কল্কিপদ্মাভ্যাং নিজকারুমতীং পুরীম্॥১২॥
কল্কিস্তু জলধেরম্ভো বিগাহ্য পৃতনাগণৈঃ।
পারং জিগমিষুং দৃষ্ট্বা জম্বুকং স্তম্ভিতোঽভবৎ॥ ১৩॥
জলস্তম্ভমথালোক্য কল্কিঃ সবলবাহনঃ।
প্রযযৌ পয়সাং রাশেরুপরি শ্রীনিকেতনঃ॥ ১৪॥
গত্বা পারং শুকং প্রাহ যাহি মে শম্ভলালয়ম্॥১৫।
বিশ্বকর্ম্মকৃতং যত্র দেবরাজাজ্ঞয়া বহু।

বিষ্ণুকেও দশসহস্র গজ, লক্ষ উত্তম অশ্ব, দুই সহস্র রথ ও দুই শত দাসী দান করিলেন।১০ তিনি বিবিধ বস্ত্র ও বিবিধ রত্ন দান করিয়া ভক্তি ও স্নেহপূর্ণ লোচনে জামাতা ও কন্যার বদনকমলে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।১১ তিনি কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিয়া তাঁহাদের কর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে (শম্ভল গ্রামে) প্রেরণ পূর্ব্বক কারুমতী-নাম্নী স্বীয় নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।১২ অনন্তর কল্কি, সৈন্য সমূহের সহিত সাগর জলে অবগাহন করিয়া দেখিলেন যে, একটী শৃগাল জলের উপর দিয়া পারে যাইতেছে। তখন তিনি দণ্ডায়মান হইলেন।১৩ পরে সেই লক্ষ্মীপতি কল্কি, জলস্তম্ভ হইয়াছে, নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্য ও বাহনগণের সহিত সাগরের উপর দিয়া চলিলেন।১৪ তিনি সমুদ্র পার হইয়া শুককে কহিলেন; শুক! তুমি শম্ভল গ্রামে আমার আলয়ে গমন কর।১৫ সেখানে বিশ্বকর্ম্মা দেবরাজের আজ্ঞানুসারে আমার

সদ্ম সংবাধমমলং মৎপ্রিয়ার্থং সুশোভনম্ ॥ ১৬ ॥
তত্রাপি পিত্রোর্জ্ঞাতীনাং স্বস্তি ক্রুয়া যথোচিতম্ ।
যদত্রাঙ্গ ! বিবাহাদি সর্ব্বং বক্তুং ত্বমর্হসি ॥ ১৭ ॥
পশ্চাদ্‌যামি বৃতস্তৈস্তৈস্ত্বমাদৌ যাহি শম্ভলম্ ॥ ১৮ ॥
কল্‌কের্বচনমাকর্ণ্য কীরো ধীরস্ততো যযৌ ।
আকাশগামী সর্ব্বজ্ঞঃ শম্ভলং সুরপূজিতম্ ॥ ১৯ ॥
সপ্ত-যোজন-বিস্তীর্ণং চাতুর্ব্বর্ণ্যজনাকুলম্ ।
সূর্য্য-রশ্মি-প্রতীকাশং প্রাসাদ-শত-শোভিতম্ ॥ ২০ ॥
সর্ব্বর্ত্তুসুখদং রম্যং শম্ভলং বিক্ষ্যলোহবিশৎ ॥ ২১ ॥

প্রিয়-কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বহুসংখ্য সুশোভন নির্ম্মল গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন।১৬ তুমি সেখানে গিয়া আমার পিতা মাতার নিকট ও জ্ঞাতিগণের নিকট যথারীতি আমার কুশল-সংবাদ দিবে। পরে আমার বিবাহ প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্তও কহিবে।১৭ আমি সেনা-সমূহে পরিবৃত হইয়া পশ্চাৎ যাইতেছি, শম্ভলগ্রামে তুমি অগ্রে গমন কর। ১৮

পরমধীর সর্ব্বজ্ঞ কীর, কল্‌কির বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক আকাশ-পথে উড্‌ডীন হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই দেবগণের আদরণীয় শম্ভল-গ্রামে উপস্থিত হইল।১৯ এই শম্ভল-গ্রাম সপ্তযোজন বিস্তীর্ণ। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণ বাস করিতেছে। সূর্য্যরশ্মিসদৃশ ধবল ও তেজঃসম্পন্ন শত শত সৌধসমূহ, চতুর্দ্দিকে শোভা বিস্তার করিতেছে।২০ এই নগর এরূপ ভাবে নির্ম্মিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, কোন ঋতুতেই কষ্ট হয় না। শুক এই নগরের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া প্রবেশ

গৃহাৎ গৃহান্তরং দৃষ্ট্বা প্রাসাদাদপি চাম্বরম্।
বনাদ্বনান্তরং তত্র বৃক্ষাদ্বৃক্ষান্তরং ব্রজন্॥ ২২॥
শুকঃ স বিষ্ণুযশসঃ সদনং মুদিতোঽব্রজৎ।
তং গত্বা রুচিরালাপৈঃ কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথাঃ॥ ২৩॥
কল্কেরাগমনং প্রাহ সিংহলাৎ পদ্মরা সহ॥ ২৪॥
ততস্ত্বরন্ বিষ্ণুযশাঃ সমানার্য্যপ্রজাজনান্।
বিশাখযূপ-ভূপালং কথয়ামাস হর্ষিতঃ॥ ২৫॥
স রাজা কারয়ামাস পূর-গ্রামাদি মণ্ডিতম্।
স্বর্ণকুম্ভৈঃ সদম্ভোভিঃ পূরিতৈশ্চন্দনোক্ষিতৈঃ॥ ২৬॥
কালাগুরু সুগন্ধাঢ্যৈর্দীপলাজাঙ্কুরাক্ষতৈঃ।
কুসুমৈঃ সুকুমারৈশ্চ রম্ভা-পূগফলান্বিতৈঃ।

করিতে লাগিল। ২১ শুক, এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে (এক প্রাসাদ হইতে অন্য প্রাসাদে) কখন বা প্রাসাদের অগ্রভাগ হইতে আকাশে, কখন বা আকাশ হইতে উদ্যানে, উদ্যান হইতে অন্য উদ্যানে, বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে গমন করিতে লাগিল।২২ শুক এই রূপে প্রমুদিতচিত্তে বিষ্ণুযশার গৃহে উপস্থিত হইল। পরে বিষ্ণুযশার সমীপে গমন করিয়া মিষ্ট আলাপ করণপূর্ব্বক নানাবিধ প্রিয়কথা কহিয়া২৩ সিংহল দ্বীপ হইতে পদ্মার সহিত কল্কির আগমনবৃত্তান্ত বর্ণন করিল।২৪ অনন্তর বিষ্ণুযশা ত্বরান্বিত হইয়া প্রহৃষ্টহৃদয়ে বিশাখযূপনামক ভূপতির নিকট এবং মান্য ও প্রধান প্রধান প্রজাগণের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ২৫

রাজা বিশাখযূপ (সস্ত্রীক কল্কির আগমন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া) চন্দন-চর্চ্চিত সলিল-পূর্ণ সুবর্ণকুম্ভদ্বারা গ্রাম ও নগর বিভূষিত করিলেন।২৬ দেবতাদিগের ও মনোহরণকরী শস্তলগ্রাম, অগুরু

শুশুভে শম্ভলগ্রামো বিবুধানাং মনোহরঃ ॥ ২৭ ॥
তং কল্কিঃ প্রাবিশদ্ভীম-সেনাগণ বিলক্ষণঃ।
কামিনী-নয়নানন্দমন্দিরাঙ্গঃ কৃপানিধিঃ ॥ ২৮ ॥
পদ্ময়া সহিতঃ পিত্রোঃ পদয়োঃ প্রণতোঽপতৎ।
সুমতির্মুদিতা পুত্রং স্নুষাং শক্রং শচীমিব।
দদৃশে ত্বমরাবত্যাং পূর্ণকামা দিতিঃ সতী ॥ ২৯ ॥
শম্ভল-গ্রাম-নগরী পতকা-ধ্বজ-শালিনী।
অবরোধসুজঘনা প্রাসাদবিপুলস্তনী।
ময়ূর- চূচকা হংস-সংঘ-হার-মনোহরা ॥ ৩০ ॥
পটবাসোদ্যোতধূম-বসনা- কোকিলস্বনা।

প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা, আলোকমালা দ্বারা, সুগন্ধ সুদৃশ্য কুসুম-মালা দ্বারা, রম্ভা পুগ প্রভৃতি ফল দ্বারা, লাজ অক্ষত নবপল্লব প্রভৃতি দ্বারা (অদৃষ্টপূর্ব্ব) শোভা ধারণ করিল।২৭ কামিনীগণের নয়নের আনন্দমন্দির-স্বরূপ পরম সুন্দর কৃপানিধি কল্কি, ভয়জনক সেনাগণে পরিবৃত হইয়া সেই নগরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ২৮ তিনি পদ্মার সহিত একত্র হইয়া মাতাপিতার চরণে প্রণাম করিলেন। দেবলোকে দিতি যেমন ইন্দ্র ও শচীকে দেখিয়া পূর্ণকামা ও আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় সতী সুমতি, পুত্র কল্কিকে এবং পুত্রবধূ পদ্মাকে দেখিয়া আনন্দিতা ও পূর্ণমনোরথা হইলেন।২৯ পতাকা-ধ্বজশালিনী শম্ভল নগরী রূপ রমণী ও, ঈশ্বর কল্কিকে পতিস্বরূপ পাইয়া শোভা ধারণ করিল। অন্তঃপুর তাহার জঘন স্বরূপ, প্রাসাদ তাহার পীনস্তন স্বরূপ, ময়ূর তাহার চুচক স্বরূপ, হংসমালা তাহার মনোহর মুক্তাহার স্বরূপ, বিবিধ গন্ধ দ্রব্যের ধূমপটল তাহার বসন

পুগ—সুপারি। লাজ—খৈ। অক্ষত—আতপ তণ্ডুল। মাঙ্গলিক কার্য্যে এই সমুদায় দ্র ্য দ্বারা গৃহ সুসজ্জিত করা আর্য্য দিগের প্রাচীন রীতি॥ ২৭ চূচক—কুচাগ্রভাগ॥ ৩০

সহাসগোপুরমুখী বামনেত্রা যথাঙ্গনা।
কল্কিং পতিং গুণবতী প্রাপ্য রেজে তমীশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥
সরেমে পদ্ময়া তত্র বর্ষপূগানজাশ্রয়ঃ।
শম্ভলে বিহ্বলাকারঃ কল্কিঃ কল্কবিনাশনঃ ॥ ৩২ ॥
কবেঃ পত্নী কামকলা সুষুবে পরমেষ্ঠিনৌ।
বৃহৎকীর্ত্তিবৃহদ্বাহু মহাবলপরাক্রমৌ ॥ ৩৩ ॥
প্রাজ্ঞস্য সন্নতির্ভার্য্যা তস্যাং পুত্রৌ বভূবতুঃ।
যজ্ঞবিজ্ঞৌ সর্ব্বলোক-পূজিতৌ বিজিতেন্দ্রিয়ৌ ॥ ৩৪ ॥
সুমন্ত্রকস্তু মালিন্যাং জনয়ামাস শাসনম্।
বেগবন্তঞ্চ সাধূনাং দ্বাবেতাবুপকারকৌ ॥ ৩৫ ॥
ততঃ কল্কিশ্চ পদ্মায়াং জয়ো বিজয় এব চ।

স্বরূপ, কোকিলস্বর তাহার বাক্য স্বরূপ, গোপুর তাহার সহাস্য বদন স্বরূপ, সুতরাং সেই শম্ভল নগরী বামনয়না গুণবতী অঙ্গনা স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল।৩১ অজ, সর্ব্বাশ্রয়, পাপবিনাশন কল্কি, আত্ম কার্য্য বিস্মৃত হইয়া সেই সম্ভল নগরে পদ্মার সহিত আমোদ প্রমোদেই বহু বর্ষ অতিবাহন করিলেন। ৩২

কিছু কাল পরে কবির কামকলা-নাম্নী পত্নীতে বৃহৎকীর্ত্তি ও বৃহদ্বাহু নামে মহাবল পরাক্রান্ত পরম ধার্ম্মিক দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। ৩৩ প্রাজ্ঞের পত্নী সন্নতিও দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। এই দুই পুত্রের নাম, যজ্ঞ ও বিজ্ঞ। ইহারা জিতেন্দ্রিয় ও সকল লোকের পূজিত।৩৪ সুমন্ত্রকের পত্নী মালিনীর গর্ভে, শাসন ও বেগবান্ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। এই দুই পুত্র সাধুদিগের উপকারী।৩৫ কল্কি হইতে পদ্মার গর্ভে জয় ও বিজয় নামক দুই

গোপুর—পুরদ্বার ৩১

দ্বৌপুত্রৌ জনয়ামাস লোকখ্যাতৌ মহাবলৌ ॥ ৩৬ ॥
এতৈঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈঃ সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতৌ।
বাজিমেধবিধানার্থম্ উদ্যতং পিতরং প্রভুঃ ॥ ৩৭ ॥
সমীক্ষ্য কল্কিঃ প্রোবাচ পিতামহমিবেশ্বরঃ।
দিশাং পালান্ বিজিত্যাহং ধনান্যাহৃত্যইত্যুত ॥ ৩৮ ॥
কারয়িষ্যাম্যশ্বমেধং যামি দিগ্বিজয়ায় ভোঃ। ॥ ৩৯ ॥
ইতি প্রণম্য তং প্রীত্যা কল্কিঃ পর পুরঞ্জয়ঃ!
সেনাগণৈঃ পরিবৃতঃ প্রযযৌ কীকটং পুরম্ ॥ ৪০ ॥
বুদ্ধালয়ং সুবিপুলং বেদধর্ম্মবহিষ্কৃতম্।
পিতৃদেবার্চ্চনাহীনং পরলোকবিলোপকম্ ॥ ৪১ ॥

পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিল। এই দুই পুত্র লোকবিখ্যাত ও মহাবল পরাক্রান্ত। ৩৬

প্রভু কল্‌কি এই সমস্ত পরিবারে পরিবৃত ও সর্ব্ব-সম্পৎ-সমন্বিত হইলেন। তিনি পিতামহ সদৃশ পিতাকে অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানে উদ্যত ৩৭ দেখিয়া কহিলেন, আমি দিক্‌পালগণকে পরাজয় করিয়া ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক৩৮ আপনাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইব, এক্ষণে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করি৩৯ পরপুরঞ্জয় কল্‌কি, এই কথা বলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক পিতাকে নমস্কার করিলেন। পরে তিনি সেনাসমূহে পরিবৃত হইয়া প্রথমত কীকটপুর (জয় করিবার নিমিত্ত) বহির্গত হইলেন।৪০ এই কীকটপুর, অতীব বিস্তীর্ণ নগর। ইহা বৌদ্ধদিগের প্রধান আলয়। এই দেশে বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই। এখানকার লোকেরা পিতৃ অর্চ্চনা বা দেব অর্চ্চনা করেনা, এবং পরলোকের ভয়ও রাখে না।৪১ এই দেশের অনেকেই শরীরে

পরপুরঞ্জয়—যিনি শত্রুপুরী জয় করেন। ৪০

দেহাত্মবাদবহুলং কুলজাতিবিবর্জ্জিতম্।
ধনৈঃ স্ত্রীভির্ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ স্বপরাভেদদর্শিনম্॥ ৪২॥
নানাজনৈঃ পরিবৃতং পানভোজনতৎপরৈঃ॥ ৪৩॥
শ্রুত্বা জিনো নিজগণৈঃ কল্কেরাগমনং ক্রুধা।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সহিতঃ সংবভুব পুরাদ্বহিঃ॥ ৪৪॥
গজরথতুরগৈঃ সমাচিতা ভূঃ
কনকবিভূষণ-ভূষিতৈর্বরাঙ্গৈঃ।
শতশতরথিভির্ধৃতাস্ত্রশস্ত্রৈঃ
ধ্বজপটরাজি-নিবারিতাতপৈর্বভৌ সা॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে বুদ্ধনিগ্রহে
কাকটপুরগমনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

আত্মাভিমান করে। তাহারা দৃশ্যমান শরীর ভিন্ন অন্য আত্মা স্বীকার করে না। তাহাদের কুলাভিমান বা জাত্যভিমান কিছুমাত্র নাই। তাহারা ধনবিষয়ে স্ত্রীপরিগ্রহবিষয়ে বা ভোজনবিষয়ে সকলকেই সমান জ্ঞান করে, কাহাকেও উচ্চ বা নীচ বোধ করে না। ৪২ এই দেশে নানাপ্রকার মনুষ্য আছে। তাহারা সকলেই পান-ভোজনাদি-রূপ (ঐহিক-সুখ-সাধনেই কালাতিপাত করে।) ৪৩

অনন্তর জিন যখন শ্রবণ করিলেন যে, কল্কি অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া (যুদ্ধার্থ) আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি দুই অক্ষৌহিণী সেনার সহিত (সংগ্রাম করিবার জন্য) নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ৪৪ শত শত তুরগ দ্বারা শত শত রথদ্বারা শত শত

হস্তিদ্বারা সুবর্ণ-বিভূষণ-বিভূষিত শত শত সুবর্ণ রথিদ্বারা অস্ত্র শস্ত্রধারী (পদাতিসমূহ) দ্বারা ভূতল সমাচ্ছাদিত হইল। সেনাগণের পতাকাসমূহে আতপ নিবারিত হইতে লাগিল। তৎকালে যুদ্ধার্থীরা অভূতপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ৪৫

	রথ	হস্তী	অশ্ব	পদাতি	সমষ্টি
পত্তি	১	১	৩	৫	১০
সেনামুখ	৩	৩	৯	১৫	৩০
গুল্ম	৯	৯	২৭	৪৫	৯০
গণ	২৭	২৭	৮১	১৩৫	২৭০
বাহিনী	৮১	৮১	২৪৩	৪০৫	৮১০
পৃতনা	২৪৩	২৪৩	৭২৯	১২১৫	২৪৩০
চমূ	৭২৯	৭২৯	২১৮৭	৩৬৪৫	৭২৯০
অনীকিনী	২১৮৭	২১৮৭	৬৫৬১	১০৯৩৫	২১৮৭০
অক্ষৌহিণী	২১৮৭০	২১৮৭০	৬৫৬১০	১০৯৩৫০	২১৮৭০০

কল্কিপুরাণে অনুভাগবতে দ্বিতীয় অংশে বুদ্ধনিগ্রহে কীকটপুর-গমন-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততো বিষ্ণুঃ সর্ব্বজিষ্ণুঃ কল্কিঃ কল্কবিনাসনঃ।
কালয়ামাস তাং সেনাং করিণীমিব কেশরী॥ ১॥

সেনাঙ্গনাং তাং রতিসঙ্গরক্ষতীং
রক্তাক্তবস্ত্রাং বিবৃতোরুমধ্যাম্।
পলায়তীং চারুবিকীর্ণকেশাং
বিকূজতীং প্রাহ স কল্কিনায়কঃ॥ ২॥

রে বৌদ্ধাঃ! মা পলায়ধ্বং নিবর্ত্তধ্বং রণাঙ্গণে।
যুধ্যধ্বং পৌরষং সাধু দর্শয়ধ্বং পুনর্ম্মম॥ ৩॥
জীনো হীনবলঃ কোপাৎ কল্কেরাকর্ণ্য তদ্বচঃ।
প্রতিযোদ্ধুং বৃষারূঢ়ঃ খড়্গচর্ম্মধরো যযৌ॥ ৪॥

সূত কহিলেন। অনন্তর সিংহ যেমন করিণীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায়, পাপাপহারী সর্ব্ববিজয়ী বিষ্ণু কল্কি, সেই বৌদ্ধসেনাকে আক্রমণ করিলেন।১ নায়করূপ সেনানায়ক কল্‌কি, রতিযুদ্ধসদৃশ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষতা রক্তাক্তবসনা অগুপ্তমধ্যদেশা পলায়মানা বিকীর্ণকেশা চীৎকারকারিণী সেনারূপা অঙ্গনাকে কহিলেন ২ রে বৌদ্ধগণ! তোমরা রণাঙ্গণ হইতে পলায়ন করিও না, নিবৃত্ত হও, যুদ্ধ কর, তোমাদের যতদূর ক্ষমতা আছে, তাহা দেখাইতে ত্রুটি করিও না ৩ জিন প্রথমত হীন হইয়াছিলেন, তিনি কল্‌কির এই বাক্য শ্রবণ

নানাপ্রহরণোপেতো নানায়ুধবিশারদঃ।
কল্কিনা যুযুধে ধীরো দেবানাং বিস্ময়াবহঃ ॥ ৫ ॥
শূলেন তুরগং বিদ্ধা কল্কিং বাণেন মোহয়ন্।
ক্রোড়ীকৃত্য দ্রুতং ভূমের্নাশকৎ তোলনাদৃতঃ ॥ ৬ ॥
জিনো বিশ্বম্ভরং জ্ঞাত্বা ক্রোধাকুলিতলোচনঃ।
চিচ্ছেদাস্য তনুত্রাণং কল্কেঃ শস্ত্রঞ্চ দাসবৎ ॥ ৭ ॥
বিশাখযূপোঽপি তথা নিহত্য গদয়া জিনম্।
মূর্চ্ছিতং কল্কিমাদায় লীলয়া রথমারুহৎ ॥ ৮ ॥
লব্ধসংজ্ঞস্তথা কল্কিঃ সেবকোৎসাহদায়কঃ।

করিয়া ক্রোধভরে খড়্গচর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বৃষারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য কল্কির প্রতি ধাবমান হইলেন।৪ তিনি বিবিধ অস্ত্র দ্বারা সংগ্রাম করিতে পটু ছিলেন, সুতরাং বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সংগ্রামনিপুন জিন, এরূপ যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তদ্দর্শনে দেবগণেরও বিস্ময় জন্মিল।৫ তিনি শূল দ্বারা অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া শিলীমুখ দ্বারা কল্কিকে মোহিত ও অচেতন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহাকে (হরণ করিয়া লইয়া যাইবার মানসে) ক্রোড়ে করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতেই তুলিতে পারিলেন না।৬ তখন জিন, কল্কিকে বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি জানিতে পারিয়া ক্রোদ্ধে আকুলীকৃত-লোচন হইলেন। পরে তিনি কল্কিকে বন্দীর ন্যায় বিবেচনা করিয়া তাঁহার তনুত্রাণ ও অস্ত্র শস্ত্র ছেদন করিয়া দিলেন।৭

রাজা বিশাখযূপ, এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া জিনকে গদাঘাতে আহত করিলেন এবং অবলীলাক্রমে মূর্চ্ছিত কলকিকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় রথে আরূঢ় হইলেন।৮ কল্কিও সজ্ঞা লাভ করিয়া অনু

সমুৎপত্য রথাৎ তস্য নৃপস্য জিনমাযযৌ ॥ ৯ ॥
শূলব্যথাং বিহায়াজৌ মহাসত্ত্বস্তুরঙ্গমঃ।
রিঙ্গণৈর্ভ্রমণৈঃ পাদবিক্ষেপহননৈর্মুহুঃ ॥ ১০
দন্তাঘাতৈঃ সটাক্ষেপৈর্বৌদ্ধসেনাগণান্তরে।
নিজঘান রিপূন্ কোপাৎ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১১ ॥
নিশ্বাসবাতৈরুড্ডীয় কেচিদ্দ্বীপান্তরেঽপতৎ।
হস্ত্যশ্বরথসংবাধাঃ পতিতা রণমূর্দ্ধনি ॥ ১২ ॥
গর্গ্যো জঘ্নুঃ ষষ্টিশতং ভর্গ্যঃ কোটিশতাযুতম্।
বিশালাস্তু সহস্রাণাং পঞ্চাবিংশং রণে স্মরন্ ॥ ১৩ ॥
অযুতে দ্বে জঘানাজৌ পুত্রাভ্যাং সহিতঃ কবিঃ।

চরবর্গকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি রাজা বিশাখযূপের রথ হইতে লম্ফ-প্রদান করিয়া জিনের প্রতি ধাববান হইলেন। ৯ মহাসত্ত্ব কল্কি তুরঙ্গমও শূলব্যথা পরিহারপূর্ব্বক সংগ্রাম-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া লম্ফপ্রদান দ্বারা ভ্রমণদ্বারা পদাঘাতদ্বারা ১০ দন্তাঘাতদ্বারা কেশর-বিক্ষেপ-দ্বারা বৌদ্ধসেনাগণের মধ্যস্থিত শত শত সহস্র সহস্র বিপক্ষকে ক্রোধভরে বিনাশ করিল। ১১ কোন কোন যোদ্ধা, (উক্ত ভীষণ তুরগের) নিশ্বাসবায়ুদ্বারা উড্ডীয়ন হইয়া দ্বীপান্তরে পতিত হইল, কেহ বা ঐ নিশ্বাসবাতে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র হস্তী অশ্ব ও রথাদিতে প্রতিহত হইয়া রণভূমিতেই পতিত হইতে লাগিল। ১২ গর্গ্য ও তদীয় অনুচরবর্গ, অল্প সময়ের মধ্যে ছয় সহস্র বৌদ্ধসেনা বিনাশ করিলেন। সসৈন্য ভর্গ্যও এক কোটি এক নিযুত সৈন্য সংহার করেন। বিশাল ও তদীয় সেনারা, পঞ্চবিংশতি সহস্র বৌদ্ধ-সেনা পরাভব করিলেন। ১৩ কবি, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পুত্রদ্বয়ের

দশলক্ষং তথা প্রাজ্ঞঃ পঞ্চলক্ষং সুমন্ত্রকঃ ॥ ১৪ ॥
জিনং প্রাহ হসন্ কল্কিস্তিষ্ঠাগ্রে মম দুর্মতে !।
দৈবং মাং বিদ্ধি সর্ব্বত্র শুভাশুভফলপ্রদম্ ॥ ১৫ ॥
মদ্বাণজালভিন্নাঙ্গো নিঃষঙ্গো যাস্যসি ক্ষয়ম্।
ন যাবৎ পশ্য তাবৎ ত্বং বন্ধূনাং ললিতং মুখম্ ॥ ১৬ ॥
কল্কেরিতীরিতং শ্রুত্বা জিনঃ প্রাহ হসন্ বলী।
দৈবং ত্বদৃশ্যং শাস্ত্রে তে বধোঽয়মুররীকৃতঃ।
প্রত্যক্ষবাদিনো বৌদ্ধা বয়ং যূয়ং বৃথাশ্রমাঃ ॥ ১৭ ॥
যদি বা দৈবরূপস্ত্বং তথাপ্যগ্রে স্থিতা বয়ম্।

সাহায্যে দুই অযুত বিপক্ষসেনা সংহার করেন। এইরূপ প্রাজ্ঞ দশ লক্ষ ও সুমন্ত্রক পঞ্চ লক্ষ সৈন্যকে পরাভব করিয়া রণশায়ী করিলেন। ১৪

অনন্তর কল্কি, হাস্য করিয়া জিনকে কহিলেন, রে দুর্মতে! পলায়ন করিও না, সম্মুখে আইস। সর্ব্বত্র শুভাশুভ ফলদাতা অদৃষ্টস্বরূপ আমাকে বিবেচনা করিবে। ১৫ তুমি এখনই মদীয় শরনিকরদ্বারা বিদীর্ণদেহ হইয়া পরলোকে গমন করিবে, তৎকালে কেহই তোমার সহগামী হইবে না। অতএব ইতিমধ্যে তুমি বন্ধু বান্ধবদিগের ললিত মুখ দেখিয়া লও। ১৫

বলবান্ জিন, কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, অদৃষ্ট কখনই প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ। আমরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করি না। শাস্ত্রে কথিত আছে, অদৃষ্ট (ও অপ্রত্যক্ষ বিষয় মাত্রেই) আমাদের হইতে হত হইবে। ১৭ অতএব তোমরা বৃথা পরিশ্রম করিতেছ। যদিও তুমি

অর্থাৎ তুমি যেমন পাপাচারণ করিয়া আসিতেছ, আমি তদুপযুক্ত ফল প্রদান করিব ॥ ১৫ ॥

যদি ভেত্তাসি বাণৌঘৈস্তদা বৌদ্ধৈঃ কিমত্র তে ॥ ১৮ ॥
সোপালম্ভং ত্বয়া খ্যাতং ত্বযোবাস্তু স্থিরো ভব।
ইতি ক্রোধাদ্ বাণজালৈঃ কল্‌কিং ঘোরৈঃ সমাবৃণোৎ॥১৯
স তু বাণময়ং বর্ষং ক্ষয়ং নিন্যেঽর্কবহ্নিমম্ ॥ ২০ ॥
ব্রাহ্ম্যং বায়ব্যমাগ্নেয়ং পার্জন্যং চান্যদায়ুধম্।
কল্‌কের্দর্শনমাত্রেণ নিষ্ফলান্যভবন্ ক্ষণাৎ ॥ ২১ ॥
যথোষরে জীবমুপ্তং দানমশ্রোত্রিয়ে যথা।
যথা বিষ্ণৌ সতাং দ্বেষাৎ ভক্তির্যেন কৃতাপ্যহো ॥ ২২ ॥
কল্‌কিস্তু তং বৃষারূঢ়মবপ্লুত্য কচেঽগ্রহীৎ।
ততস্তৌ পেততুর্ভূমৌ তাম্রচূড়াবিব ক্রুধা ॥ ২৩ ॥

দৈবস্বরূপ হও; তথাপি আমরা এই সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। যদি তুমি আমাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা কি তোমাকে (ক্ষমা করিবে?) ১৮ তুমি যে আমার প্রতি তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা তোমার প্রতিই সংক্রান্ত হউক, স্থির হও। জিন, এই কথা বলিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা কল্‌কিকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। ১৯ সূর্য্য-দর্শনে যেমন হিমবর্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায়, কল্‌কি হইতে সেই বাণবর্ষণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ২০ ব্রহ্মাস্ত্র বায়ব্যাস্ত্র আগ্নেয়াস্ত্র পার্জ্জন্য অস্ত্র ও অন্যান্য সমুদায় অস্ত্র, কলকির দর্শনমাত্রেই ক্ষণকালমধ্যে নিস্ফল হইল। ২১ মরুভূমিতে উপ্ত বীজের ন্যায়, অপাত্রে দত্ত বস্তুর ন্যায়, সাধু লোকের দ্বেষ পূর্ব্বক বিষ্ণুতে অর্পিত ভক্তির ন্যায়, (জিনের সমুদায় অস্ত্র বিফল হইতে লাগিল।) ২২

অনন্তর কল্‌কি, লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বৃষারূঢ় জিনের কেশ গ্রহণ

পতিত্বা স কল্কিবচং জগ্রাহ তৎকরং করে ॥ ২৪ ॥
ততঃ সমুত্থিতৌ ব্যগ্রৌ যথা চানূরকেশবৌ।
ধৃতহস্তৌ ধৃতকচৌ ঋক্ষাবিব মহাবলৌ।
যুযুধাতে মহাবীরৌ জিনকল্কী নিরায়ুধৌ ॥ ২৫ ॥
ততঃ কল্কী মহাযোধী পদাঘাতেন তৎকটিম্।
বিভজ্য পাতয়ামাস তালং মত্তগজো যথা ॥ ২৬ ॥
জিনং নিপতিতং দৃষ্ট্বা বৌদ্ধা হাহেতি চুক্রুশুঃ।
কল্কেঃ সেনাগণা বিপ্রা জহৃষুর্নিহতারয়ঃ ॥ ২৭ ॥
জিনে নিপতিতে ভ্রাতা তস্য শুদ্ধোদনো বলী।

করিলেন। তখন তাম্রচূড় পক্ষীর ন্যায় উভয়েই ভূমিতে পতিত হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক (পাছড়া পাছড়ি ও ঝটাপটি করিতে লাগিলেন।) ২৩ জিন, ভূমিতে পতিত হইয়া এক হস্তে কল্কির কেশ ও এক হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। ২৪ পরে চানুর-নামক দৈত্য ও কেশবের ন্যায় উভয়ে তৎক্ষণাৎ ভূমি হইতে উত্থিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের কেশ ও হস্ত ধারণ করিলেন। এই দুই মহাবীর নিরায়ুধ হইয়া মহাবল ভল্লুক দ্বয়ের ন্যায় মল্ল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৫ অনন্তর মত্ত মাতঙ্গ যেমন তালবৃক্ষ ভঙ্গ করে, তাহার ন্যায়, মহাযোদ্ধা কল্কি, পদাঘাত দ্বারা জিনের কটিদেশ ভঙ্গ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ২৬ বৌদ্ধ-সেনারা জিনকে (রণভূমিতে) পতিত দেখিয়া হা হা শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ! শত্রু নিপাত হওয়াতে কল্কি-সেনাদিগের আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকিল না। ২৭

এই রূপে জিন রণশায়ী হইলে তাঁহার ভ্রাতা মহাবল শুদ্ধোদন,

তাম্রচূড়—কুক্কুট। ২৩।

পাদচারী গদাপাণিঃ কল্‌কিং হন্তুং দ্রুতং যযৌ ॥ ২৮ ॥
কবিস্তু তং বাণবর্ষৈঃ পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
জগর্জ্জ পরবীরঘ্নো গজমাবৃত্য সিংহবৎ ॥ ২৯ ॥
গদাহস্তং তমালোক্য পত্তিং স ধর্ম্মবিৎ কবিঃ।
পদাতিগো গদাপাণিস্তস্থৌ শুদ্ধোদনাগ্রতঃ ॥ ৩০ ॥
স তু শুদ্ধোদনস্তেন যুযুধে ভীমবিক্রমঃ।
গজঃ প্রতিগজেনেব দন্তাভ্যাং সগদাবুভৌ ॥ ৩১ ॥
যুযুধাতে মহাবীরৌ গদাযুদ্ধবিশারদৌ।
কৃতপ্রতিকৃতৌ মত্তৌ নদন্তৌ ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৩২ ॥
কবিস্তু গদয়া গুর্ব্ব্যা শুদ্ধোদনগদাং নদন্।
করাদপাস্যাশু তয়া স্বয়া বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥ ৩৩ ॥

গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারী হইয়া কল্‌কিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ ধাবমান হইল। ২৮ অনন্তর গজপৃষ্ঠে সমারূঢ় বিপক্ষ-বীর-সংহারক কবি, বাণবর্ষণ-দ্বারা শুদ্ধোদনকে সমাচ্ছাদিত করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ২৯ ধর্ম্মজ্ঞ কবি, শুদ্ধোদনকে গদাপাণি ও পাদচারী অবলোকন করিয়া (আপনিও হস্তী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক) পাদচারী হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধোদনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ৩০ ভীমবিক্রম শুদ্ধোদন ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গ যেমন বিপক্ষ মাতঙ্গের সহিত দন্তদ্বারা যুদ্ধ করে, তাহার ন্যায়, গদাযুদ্ধ-বিশারদ মহাবীর কবি ও শুদ্ধোদন, উভয়ে গদাদ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ে রণমত্ততা-প্রযুক্ত ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গদাদ্বারা গদাঘাত নিবারণ করিতে লাগিলেন। ৩২ অনন্তর কবি সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গুরুতর গদাঘাতে শুদ্ধোদনের হস্ত হইতে গদা অপনয়ন

গদাঘাতেন নির্হতো বীরঃ শুদ্ধোদনো ভুবি।
পতিত্বা সহসোত্থায় তং জঘ্নে গদয়া পুনঃ॥ ৩৪॥
সংতাড়িতেন তেনাপি শিরসা স্তম্ভিতঃ কবিঃ।
ন পপাত স্থিতস্তত্র স্থাণুবদ্বিহ্বলেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩৫॥
শুদ্ধোদনস্তমালোক্য মহাসারং রথাযুতৈঃ।
প্রাবৃতং তরসা মায়া-দেবীমানেতুমাযযৌ॥ ৩৬॥
যস্যা দর্শনমাত্রেণ দেবাসুরনরাদয়ঃ।
নিঃসারাঃ প্রতিকামাকারা ভবন্তি ভুবনাশ্রয়াঃ॥ ৩৭॥
বৌদ্ধাঃ শৌদ্ধোদনাদ্যগ্রে কৃত্বা তামগ্রত পুনঃ।
যোদ্ধুং সমাগতা ম্লেচ্ছ-কোটিলক্ষশতৈর্বৃতাঃ॥ ৩৮॥

করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় গদা দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।৩৩ বীর শুদ্ধোদন, গদাঘাতে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। পরে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া স্বীয় গদা গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা কল্কির মস্তকে প্রহার করিলেন।৩৪ কবি সেই গদাদ্বারা তাড়িত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন না বটে, কিন্তু বিকলেন্দ্রিয় ও অচৈতন্য প্রায় হইয়া স্থাণুর ন্যায় স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন।৩৫ পরে শুদ্ধোদন তাঁহাকে মহাবল পরাক্রান্ত ও সহস্র সহস্র রথিকর্ত্তৃক পরিবৃত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মায়াদেবীকে আনয়ন করিবার জন্য গমন করিলেন।৩৬ এই মায়াদেবীকে দর্শন করিবামাত্র দেব অসুর মনুষ্য প্রভৃতি ত্রিলোকস্থ সমুদায় প্রাণীই নিস্তেজ ও প্রতিমার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে।৩৭

অনন্তর শৌদ্ধোদন প্রভৃতি বৌদ্ধগণ, সেই মায়াদেবীকে সম্মু

স্থাণু—শাখাপ্রশাখাশূন্য বৃক্ষ॥ ৩৫॥ স্তব্ধ—নিশ্চেষ্ট॥ ৩৫॥

সিংহধ্বজোত্থিতরথাম্ ফেরু-কাক-গণাবৃতাম্।
সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রজননীং ষড়্‌বর্গপরিসেবিতাম্॥ ৩৯॥
নানারূপাং বলবতীং ত্রিগুণব্যক্তিলক্ষিতাম্।
মায়াং নিরীক্ষ্য পুরতঃ কল্কিসেনা সমাপতৎ॥ ৪০॥
নিঃসারাঃ প্রতিমাকারাঃ সমস্তাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৪১॥
কল্কিস্তানালোক্য নিজান্ ভ্রাতৃজ্ঞাতিসুহৃজ্জনান্।
মায়য়া জায়য়া জীর্ণান্ বিভুরাসীৎ তদগ্রতঃ॥ ৪২॥
তামালোক্য বরারোহাং শ্রীরূপাং হরিরীশ্বরঃ।
সা প্রিয়েব তমালোক্য প্রবিষ্টা তস্য বিগ্রহে॥ ৪৩॥
তামনালোক্য তে বৌদ্ধা মাতরং কথিধা বরাঃ।

রাখিয়া লক্ষ লক্ষ ম্লেচ্ছ সেনাগণে পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইল। ৩৮ মায়াদেবী. সিংহধ্বজ সুশোভিত রথে আরূঢ় হইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রসব করিতে লাগিলেন। কাকগণ ও শৃগালগণ তাঁহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া (ঘোরতর শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।) কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য, এই ষড়্‌বর্গ তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। ৩৯ কল্‌কি-সেনাগণ, নানারূপ-ধারিণী বলবতী ত্রিগুণস্বরূপা মায়াদেবীকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া একে একে প্রায় সকলেই পতিত হইল। ৪০ শস্ত্রপাণি যোদ্ধারা. নিস্তেজ ও প্রতিমাসদৃশ স্তব্ধ হইয়া থাকিল। ৪১

অনন্তর বিভু কল্‌কি, স্বীয় ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্বর্গকে মায়ারূপ স্বীয় ভার্য্যা কর্ত্তৃক অভিভূত ও জর্জ্জরিত হইতে দেখিয়া তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ৪২ ঈশ্বর হরি, শ্রীরূপা বরারোহা মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সেই মায়াও প্রিয়তমা ভার্য্যার ন্যায় তাহার শরীরে প্রবিষ্টা ও লীনা হইল। ৪৩ প্রধান প্রধান বৌদ্ধগণ, তাহাদের জননী সেই মায়াদেবীকে দেখিতে না পাইয়া বল ও পৌরুষহীন

রুরুদুঃ সংঘশো দীনাঃ হীনস্ববলপৌরুষাঃ ॥ ৪৪ ॥
বিস্ময়াবিষ্টমনসঃ ক্ব গতেয়মথাব্রুবন্ ।
কল্কিঃ সমালোকনেন সমুত্থাপ্য নিজান্ জনান্ ॥ ৪৫ ॥
নিশাতমসিমাদায় ম্লেচ্ছান্ হন্তুং মনো দধে।
স্বন্নদ্ধং তুরগারূঢ়ং দৃঢ়হস্তধৃতচ্ছরুম্ ॥ ৪৬ ॥
ধনুর্নিষঙ্গমনিশং বাণজালপ্রকাশিতম্ ।
ধৃতহস্ততনুত্রাণগোধাঙ্গুলিবিরাজিতম্ ॥ ৪৭ ॥
মেঘোপর্য্যুপ্ততারাভং দংশনস্বর্ণবিন্দুকম্ ।
কিরীটকোটিবিন্যস্ত-মণিরাজিবিরাজিতম্ ॥ ৪৮ ॥
কামিনীনয়নানন্দসন্দোহরসমন্দিরম্ ।
বিপক্ষপক্ষবিক্ষেপক্ষিপ্তরুক্ষকটাক্ষকম্ ॥ ৪৯ ॥

হওয়াতে শত শত ব্যক্তি একত্র হইয়া পুনঃপুন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।৪৪ তাহারা বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহিতে লাগিল, (আমাদের মাতা মায়াদেবী) কোথায় গমন করিলেন?

এ দিকে কল্কিও দৃষ্টিপাত দ্বারা নিজ সেনাগণকে উত্থাপিত করিয়া ৪৫ সুতীক্ষ্ণ অসি গ্রহণপূর্ব্বক ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি অশ্বারূঢ় ও সন্নদ্ধ হইয়া দৃঢ় হস্তে খড়্গমুষ্টি ধারণ করিলেন।৪৬ শরসমূহ-সুশোভিত তূণীর ও শরাসন শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহার শরীরে তনুত্রাণ ও অঙ্গুলিত্রাণ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল।৪৭ তনুত্রাণের উপরিভাগে সুবর্ণ-বিন্দু থাকাতে মেঘোপরি বিন্যস্ত তারার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কিরীটের অগ্রভাগে বিন্যস্ত নানাপ্রকার মণি শোভা পাইতে লাগিল।৪৮ তিনি বিপক্ষ-পক্ষকে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য তাহাদের প্রতি রুক্ষ

সন্নদ্ধ—যিনি যুদ্ধসজ্জা করিয়াছেন ॥ ৪৬॥

নিজভক্তজনোল্লাস-সংবাসচরণাম্বুজম্।
নিরীক্ষ্য কল্কিং তে বৌদ্ধাস্তত্রসুর্ধর্ম্মনিন্দকাঃ ॥ ৫০ ॥
জহৃষুঃ সুরসংঘাঃ খে যাগাহুতিহুতাশনাঃ ॥ ৫১ ॥
স্ববলমিলনহর্ষঃ শক্রনাশৈকতর্ষঃ
সমরবরবিলাসঃ সাধুসৎকারকাশঃ।
স্বজনদুরিতহর্ত্তা জীবজাতস্য ভর্ত্তা
রচয়তু কুশলং বঃ কামপূরাবতারঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে
বৌদ্ধযুদ্ধো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তোঽয়ং দ্বিতীয়াংশঃ।

কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাদপদ্ম-সন্দর্শনে ভক্তজনের মন উল্লাসিত হইল। ধর্ম্মনিন্দক বৌদ্ধেরা কামিনীগণের নয়নানন্দ-ধারার রস-মন্দির-স্বরূপ সেই কল্কিকে অবলোকন করিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। ৫০

(ধর্ম্মনিন্দকগণ পরাস্ত হওয়াতে) পুনর্বার যজ্ঞস্থলে হুতাশনে আহুতি প্রদত্ত হইবে বলিয়া দেবগণ পরম প্রীত হইলেন। ৫১ যিনি সুসজ্জিত-সৈন্যসমূহ-সমাগমে প্রহৃষ্ট হইয়া সমস্ত-শত্রু-সংহারে অভিলাষী হইয়াছিলেন, যিনি মহাসংগ্রামে অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করেন, যিনি সাধুবৃন্দের সৎকারাভিলাষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি আত্মীয়বর্গের দুরিত দূর করেন, যিনি সমুদায় জীবের ভর্ত্তা, যিনি সাধুগণের কামনা-পূরণের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ, সেই কল্কি তোমাদের মঙ্গল করুন। ৫২

কল্কিপুরাণে অনুভাগবতে দ্বিতীয় অংশে বৌদ্ধযুদ্ধ-নামক
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততঃ কল্কির্ম্লেচ্ছগণান্ করবালেন কালিতান্।
বাণৈঃ সংতাড়িতানন্যান্ অনয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ১ ॥
বিশাখযূপোঽপি তথা কবিপ্রাজ্ঞসুমন্ত্রকাঃ।
গার্গ্যভর্গ্যবিশালাদ্যা ম্লেচ্ছান্ নিন্যুর্যমক্ষয়ম্ ॥ ২ ॥
কপোতরোমা কাকাক্ষঃ কাককৃষ্ণাদয়োঽপরে।
বৌদ্ধাঃ শৌদ্ধোদনা যাতা যুযুধুঃ কল্কিসৈনিকৈঃ ॥ ৩ ॥
তেষাং যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং ভয়দং সর্ব্বদেহিনাম্।
ভূতেশানন্দজননকং রুধিরারুণকর্দ্দমম্ ॥ ৪ ॥

উগ্রশ্রবা কহিলেন। অনন্তর কল্‌কি, ম্লেচ্ছগণের মধ্যে কতকগুলিকে শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কতকগুলিকে করবালদ্বারা ছেদন করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১ এইরূপ বিশাখযূপ কবি প্রাজ্ঞ সুমন্ত্রক গার্গ্য ভর্গ্য বিশাল প্রভৃতি (বীরগণও) ঐ ম্লেচ্ছদিগকে যমালয়ে পাঠাইলেন। ২ কপোতরোমা কাকাক্ষ কাককৃষ্ণ প্রভৃতি বৌদ্ধ ও শৌদ্ধোদনগণ আসিয়া কল্‌কিসেনার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ৩ এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইল যে, সর্ব্ব প্রাণীর ভয় জন্মিল। (এতদ্দর্শনে সর্ব্বসংহারক তমোময়) ভূতনাথ আনন্দিত হইলেন। শোণিতদ্বারা রক্তবর্ণ কর্দ্দমে (সংগ্রামভূমি আচ্ছন্ন হইল।) ৪

গজাশ্বরথসংঘানাং পততাং রুধিরস্রবৈঃ।
স্রবন্তী কেশশৈবালা বাজিগ্রাহা স্বগাহিকা ॥ ৫ ॥
ধনুস্তরঙ্গা দুষ্পারা গজরোধঃপ্রবাহিণী।
শিরঃকূর্ম্মা রথতরিঃ পাণিমীনাস্বগাপগা ॥ ৬ ॥
প্রবৃত্তা তত্র বহুধা হর্ষয়ন্তী মনস্বিনাম্‌।
দুন্দুভেয়রবা ফেরুশকুনানন্দদায়িনী ॥ ৭ ॥
গজৈর্গজা নরৈরশ্বাঃ খরৈরুষ্ট্রা রথৈ রথাঃ।
নিপেতুর্বাণভিন্নাঙ্গাঃ ছিন্নবাহ্বঙ্ঘ্রিকন্ধরাঃ ॥ ৮ ॥
ভস্মনা গুণ্ঠিতমুখা রক্তবস্ত্রা নিবারিতাঃ।
বিকীর্ণকেশাঃ পরিতো যান্তি সন্ন্যাসিনো যথা ॥ ৯ ॥

যে সকল গজ অশ্ব ও রথী পতিত হইতে লাগিল, তাহাদের শোণিত-প্রবাহে একটী নদী প্রবাহিত হইল। ঐ নদীতে কেশরাশি, শৈবালের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। অশ্বরূপ গ্রাহগণ স্রোতের মধ্যে মগ্ন হইল। ৫ শরাসনসকল, তরঙ্গের ন্যায়, লক্ষিত হইতে লাগিল। হস্তিসকল এই দুষ্পার নদীর পুলিনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এই শোণিত-নদীতে ছিন্ন মস্তক কূর্ম্মের ন্যায়, রথ নৌকার ন্যায়, ছিন্ন বাহু মীনের ন্যায়, ৬ দুন্দুভিধ্বনি (জলকল্লোল) শব্দের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। এই শোণিত-নদী-তীরে শৃগাল ও শকুনের আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে সাধুগণ প্রীত হইলেন। ৭ গজারূঢ় যোদ্ধা গজারূঢ় যোদ্ধার সহিত, অশ্বারূঢ় যোদ্ধা অশ্বারূঢ় যোদ্ধার সহিত, উষ্ট্রারূঢ় যোদ্ধা উষ্ট্রারূঢ় যোদ্ধার সহিত, রথী রথীর সহিত, সংগ্রাম করিয়া শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ ও ছিন্নবাহু ছিন্নপদ ও ছিন্নমস্তক হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন। ৮ কতকগুলি যোদ্ধা (শরাস্ত ও ভীত হওয়াতে) রক্তবস্ত্র, ভস্মাচ্ছাদিতবদন ও আলুলায়িত-কেশ হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় নিবারিত হইলেও দেশান্তরে গমন করিল। ৯

ব্যগ্রাঃ কেঽপি পলায়ন্তে যাচন্ত্যন্যে জলং পুনঃ।
কল্কিসেনাশুগক্ষুণ্ণা ম্লেচ্ছা নো শর্ম্ম লেভিরে ॥ ১০ ॥
তেষাং স্ত্রিয়ো রথারূঢ়া গজারূঢ়া বিহঙ্গমৈঃ।
সমারূঢ়া হয়ারূঢ়াঃ খরোষ্ট্রবৃষবাহনাঃ ॥ ১১ ॥
যোদ্ধুং সমাযযুস্ত্যক্ত্বা পত্যাপত্যসুখাশ্রয়ান্।
রূপবত্যো যুবত্যোঽতিবলবত্যঃ পতিব্রতাঃ ॥ ১২ ॥
নানাভরণভূষাঢ্যাঃ সন্নদ্ধাঃ বিশদপ্রভাঃ।
খড়্গশক্তিধনুর্ব্বাণবলয়াক্তকরাম্বুজাঃ ॥ ১৩ ॥
স্বৈরিণ্যোঽপ্যতিকামিন্যো পুংশ্চল্যশ্চ পতিব্রতাঃ।
যযুর্যোদ্ধুং কল্কিসৈন্যৈঃ পতীনাং বিধনাতুরাঃ ॥ ১৪ ॥

কেহ কেহ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ বা পুনঃপুন জল প্রার্থনা করিতে লাগিল। এইরূপে কল্কি-সেনাগণের বাণদ্বারা বিদ্ধ ম্লেচ্ছসেনারা কেহ কুশলে থাকিল না।১০

(ম্লেচ্ছসেনারা পরাস্ত হইলে) তাহাদের ভার্য্যারা কেহ রথারূঢ় হইয়া কেহ গজারূঢ় হইয়া কেহ বিহঙ্গমারূঢ় হইয়া কেহ অশ্বারূঢ় হইয়া কেহ গর্দ্দভারূঢ় হইয়া কেহ উষ্ট্রারূঢ় হইয়া কেহ বৃষারূঢ় হইয়া ১১ পতির সহিত যুদ্ধার্থ সমাগত হইল। এই সকল রূপবতী বলবতী পতিব্রতা যুবতী রমণীরা সন্তানসুখ বা সন্তানের আশ্রয় কামনা করিল না।১২ এই সকল উজ্জ্বলকান্তি কামিনীরা নানাভরণে ভূষিত যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া খড়্গ, শক্তি শরাসন ও বাণ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। ইহাদের করকমলে অপূর্ব্ব বলয় শোভা পাইতে লাগিল।১৩ এই সকল রমণীয়াকৃতি রমণীগণের মধ্যে কেহ বা স্বৈরিণী, কেহ বা পতিব্রতা, কেহ বা বারবিলাসিনী ছিল। ইহারা (পিতা বা) পতির নিধনে কাতর হইয়া কল্কিসেনার

মৃদ্ভস্মকাষ্ঠচিত্রাণাং প্রভুতাম্নায়শাসনাৎ।
সাক্ষাৎ পতীনাং নিধনং কিং যুবত্যোঽপি সেহিরে ॥১৫॥
তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বপতীন্ বাণভিন্নান্ ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ান্।
কৃত্বা পশ্চাদ্‌যুযুধিরে কল্কিসৈন্যৈর্ধৃতায়ুধাঃ ॥ ১৬ ॥
তাঃ স্ত্রীরুদ্বীক্ষ্য তে সর্ব্বে বিস্ময়স্মিতমানসাঃ।
কল্কিমাগত্য তে যোধাঃ কথয়ামাসুরাদরাৎ ॥ ১৭ ॥
স্ত্রীণামেব যুযুৎসূনাং কথাঃ শ্রুত্বা মহামতিঃ।
কল্কিঃ সমুদিতঃ প্রায়াৎ স্বসৈন্যৈঃ সানুগো রথৈঃ ॥১৮॥
তাঃ সমালোক্য পদ্মেশঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রধারিণী।
নানা-বাহন-সংরূঢ়াঃ কৃতব্যূহা উবাচ সঃ ॥ ১৯ ॥

সহিত সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইল।১৪ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, লোকে মৃত্তিকা ভস্ম কাষ্ঠ প্রভৃতি বস্তুর প্রভুতা (রক্ষার জন্যও প্রাণপণ করে) যুবতীরা সমক্ষে প্রাণসম পতির মৃত্যু যে সহ্য করিবে, ইহা অসম্ভব।১৫

অনন্তর ম্লেচ্ছকামিনীরা স্ব স্ব ভর্ত্তাদিগকে বাণদ্বারা বিদ্ধ ও বিহ্বল দেখিয়া তাহাদিগকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কল্কিসেনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।১৬ কল্কিসেনাগণ, সেই সকল অবলাকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কল্কির নিকট উপস্থিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।১৭ মহামতি কল্কি, যুদ্ধার্থিনী রমণীদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে রথারূঢ় সেনাগণের সহিত ও অনুচরবর্গের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।১৮ সেই পদ্মাপতি কল্কি, নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র-ধারিণী নানা বাহনে সমারূঢ়া ব্যূহরচনাপূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধা হইয়া অবস্থিতা সেই সকল ম্লেচ্ছকামিনীকে অবলোকন করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।১৯

কল্কিরুবাচ।

রে স্ত্রিয়ঃ! শৃণুতাস্মাকং বচনং পথ্যমুত্তমম্।
স্ত্রিয়া যুদ্ধেন কিং পুংসাং ব্যবহারোঽত্র বিদ্যতে॥২০॥
মুখেষু চন্দ্রবিম্বেষু রাজিতালকপংক্তিষু।
প্রহরিষ্যন্তি কে তত্র নয়নানন্দদায়িষু॥ ২১ ॥
বিভ্রান্ততারভ্রমরং নবকোকনদপ্রভম্।
দীর্ঘাপাঙ্গেক্ষণং যত্র তত্র কঃ প্রহরিষ্যতি ॥ ২২ ॥
বক্ষোজশম্ভূ সত্তার হারব্যালবিভূষিতৌ।
কন্দর্পদর্পদলনৌ তত্র কঃ প্রহরিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
লোললীলালকব্রাত-চকোরাক্রান্তচন্দ্রিকম্।
মুখচন্দ্রং চিহ্নহীনং কস্তং হন্তুমিহার্হতি ॥ ২৪ ॥
স্তনভার-ভরাক্রান্ত-নিতান্ত-ক্ষীণ-মধ্যমম্।

কল্কি বলিলেন। অবলাগণ! আমি তোমাদিগকে হিত ও উত্তম বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের যুদ্ধ করা ব্যবহার নাই।২০ তোমাদের এই চন্দ্র-সদৃশ বদনে অলক-রাজি শোভা বিস্তার করিতেছে। ইহা দর্শনে সকলেরই মনে আনন্দ হয়। এক্ষণে কোন্ পুরুষ এই মুখে প্রহার করিবে?২১ এই মুখচন্দ্রে দীর্ঘাপাঙ্গ বিশিষ্ট প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ নয়নে তারারূপ ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে। কোন্ পুরুষ ঈদৃশ মুখে প্রহার করিবে?২২ তোমাদের এই কুচদ্বয়-রূপ শম্ভু, তার-হাররূপ সর্পে বিভূষিত রহিয়াছে। এতদ্দর্শনে কন্দর্পেরও দর্প চূর্ণ হয়, অতএব কোন্ পুরুষ ঈদৃশ স্থানে প্রহার করিতে পারিবে?২৩ চঞ্চল-অলক-রূপ চকোর দ্বারা যাহার চন্দ্রিকা আক্রান্ত হইয়াছে, ঈদৃশ কলঙ্ক-হীন মুখচন্দ্রে কোন্ পুরুষ প্রহার করিতে সমর্থ হইবে?২৪ তোমাদের এই স্তনভারাক্রান্ত

তনুলোমলতাবন্ধং কঃ পুমান্ প্রহরিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
নেত্রানন্দেন নেত্রেণ সমাবৃতমনিন্দিতম্।
জঘনং সুঘনং রম্যং বাণৈঃ কঃ প্রহরিষ্যতি ॥ ২৬ ॥
ইতি কল্কের্বচঃ শ্রুত্বা প্রাহস্য প্রাহুরাদৃতাঃ।
অস্মাকং ত্বং পতীন্ হংসি তেন নষ্টা বয়ং বিভো!।
হস্তং গতানামস্ত্রাণি করাণ্যেবাগতান্যত ॥ ২৭ ॥
খড়্গ-শক্তি-ধনুর্ব্বাণ-শূল-তোমর-যষ্টয়ঃ।
তাঃ প্রাহুঃ পুরতো মূর্ত্তাঃ কার্ত্তস্বরবিভূষণাঃ ॥ ২৮ ॥

শস্ত্রাণ্যূচুঃ।

যমাসাদ্য বয়ং নার্য্যো হিংসয়ামঃ স্বতেজসা।

নিতান্ত ক্ষীণ সূক্ষ্ম-লোম-রাজি-বিরাজিত এই মধ্য-দেশে কোন্ পুরুষ প্রহার করিতে পারিবে?২৫ তোমাদের এই নয়নানন্দ-দায়ক অংশুক-সমাচ্ছাদিত দোষ-স্পর্শ-পরিশূন্য পরম রমণীয় সুঘন জঘনে কোন্ পুরুষ বাণাঘাত করিতে সমর্থ হইবে?২৬

ম্লেচ্ছকামিনীগণ কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিল, মহাত্মন্! আপনি যখন আমাদের পতিকে বিনাশ করিয়াছেন, আমরা তখনই বিনষ্ট হইয়াছি। স্ত্রীগণ এই কথা বলিয়া কল্কিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। তাহারা যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তাহা তাহাদের হস্তেই থাকিল, (কোন ক্রমেই তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল না।)২৭ অনন্তর খড়্গ, শক্তি, ধনু, বাণ, শূল, তোমর, যষ্টি প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া সম্মুখে অবস্থান-পূর্ব্বক সুবর্ণ বিভূষিত সেই সকল ম্লেচ্ছকামিনীকে কহিল।২৮

অস্ত্রসকল কহিল, নারীগণ! আমরা যাঁহা হইতে তেজঃ প্রাপ্ত

তমাত্মানং সর্ব্বময়ং জানীত কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৯ ॥
তমীশমাত্মনা নার্য্যঃ! চরামো যদনুজ্ঞয়া।
যৎকৃতা নামরূপাদিভেদেন বিদিতা বয়ম্ ॥ ৩০ ॥
রূপ-গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দাদ্যা ভূতপঞ্চকাঃ।
চরন্তি যদধিষ্ঠানাৎ সোঽয়ং কল্কিঃ পরাত্মকঃ ॥ ৩১ ॥
কালস্বভাবসংস্কার-নামাদ্যা প্রকৃতি পরা।
যস্যেক্ষয়া সৃজত্যণ্ডং মহাঽহঙ্কারকাদিকান্ ॥ ৩২ ॥
যন্মায়য়া জগদযাত্রা সর্গস্থিত্যন্তসঙ্গিতা।
য এবাদ্যঃ স এবান্তে তস্যায়ং সোঽয়মীশ্বরঃ ॥ ৩৩ ॥
অসৌ পতির্মে ভার্য্যাহমস্য পুত্রাপ্তবান্ধবাঃ।

হইয়া প্রাণিহিংসা করিয়া থাকে, ইঁহাকে সেই পরমাত্মা সর্ব্বময় ঈশ্বর বলিয়া জানিবে ও দৃঢ় বিশ্বাস করিবে।২৯ নারীগণ! আমরা এই ঈশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহা হইতেই আমরা নাম-রূপ প্রাপ্ত ও বিখ্যাত হইয়াছি।৩০ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ গুণের আধার পঞ্চভূত, ইঁহাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, এই কল্কি সেই পরমাত্মা।৩১ তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই কাল, স্বভাব, সংস্কার, নাম প্রভৃতির আদিভূত পরম প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছে।৩২ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ জগৎপ্রপঞ্চ, তাঁহার মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি সকলের আদি, তিনিই সকলের অন্ত। তাঁহা হইতে জগতের সমুদায় শুভ ঘটনা হইতেছে। সেই ঈশ্বরই ইনি।৩৩

ইনি আমার পতি, আমি ইহাঁর ভার্য্যা, ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার আত্মীয়, ইনি আমার বন্ধু; এই সমুদায় স্বপ্ন সদৃশ

স্বপ্নোপমাস্তু তন্নিষ্ঠা বিবিধাশ্চেন্দ্রজালবৎ ॥ ৩৪ ॥
স্নেহমোহনিবদ্ধানাং যাতায়াতদৃশাং মতম্।
ন কল্কিসেবিনাং রাগদ্বেষবিদ্বেষকারিণাম্ ॥ ৩৫ ॥
কুতঃ কালঃ, কুতো মৃত্যুঃ, ক্ব যমঃ ক্বাস্তি দেবতা।
স এব কল্কির্ভগবান্ মায়য়া বহুলীকৃতঃ ॥ ৩৬ ॥
ন শস্ত্রাণি বয়ং নার্য্যঃ সংপ্রহার্য্যা ন চ ক্বচিৎ।
শস্ত্রপ্রহর্ত্তৃভেদোঽয়মবিবেকঃ পরাত্মনঃ ॥ ৩৭ ॥
কল্কিদাসস্যাপি বয়ং হন্তুং নার্হাঃ কথোদ্ভূতম্।
হনিষ্যামো দৈত্যপতেঃ প্রহ্লাদস্য যথা হরিম্ ॥ ৩৮ ॥
ইত্যস্ত্রাণাং বচঃ শ্রুত্বা স্ত্রিয়ো বিস্মিতমানসাঃ।

ইন্দ্রজাল-সদৃশ বিবিধ ব্যবহার ইহাঁ হইতেই প্রকাশিত হইতেছে।৩৪ যাঁহারা স্নেহ ও মোহের অধীন হইয়া (জন্মমৃত্যুকে কেবল) যাতায়াত মনে করেন, যাঁহারা রাগ-দ্বেষ হিংসা প্রভৃতির উচ্ছেদ করিয়াছেন, যাঁহারা কল্কির সেবক, তাঁহারা (উক্ত সমুদায় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সত্য বলিয়া) বোধ করেন না।৩৫ কাল কোথা হইতে হইল? মৃত্যু কোথা হইতে আসিতেছে? যম কে? দেবতারাই বা কে? একমাত্র ভগবান্ কল্কিই মায়াদ্বারা বহুলী-কৃত হইয়াছেন।৩৬

নারীগণ! আমরা শস্ত্র নহি, এবং কোন ব্যক্তি আমাদের কর্ত্তৃক প্রহৃত হইতে পারে না। ইনি শস্ত্র, ইনি প্রহর্ত্তা, এই যে ভেদ ইহা কেবল পরমাত্মার মায়া মাত্র।৩৭ দৈত্যপতি প্রহ্লাদের কথা-নুসারে, হরি যখন নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে যেমন আমরা আঘাত করিতে পারি নাই, সেইরূপ কল্কির সেবক-গণকেও আঘাত করিতে সমর্থ নহি।৩৮

স্ত্রীগণ, অস্ত্র সমুদায়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াক্রান্ত

স্নেহমোহ-বিনির্মুক্তাস্তং কল্কিং শরণং যযুঃ ॥ ৩৯ ॥
তাঃ সমালোক্য পদ্মেশঃ প্রণতা জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
প্রোবাচ প্রহসন্ ভক্তিযোগং কল্মষনাশনম্ ॥ ৪০ ॥
কর্ম্মযোগঞ্চাত্মনিষ্ঠং জ্ঞানযোগং ভিদাশ্রয়ম্।
নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণং তাসাং কথয়ামাস মাধবঃ ॥ ৪১ ॥
তাঃ স্ত্রিয়ঃ কল্কিগদিত-জ্ঞানেন বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
ভক্ত্যা পরমবাপুস্তং যোগিনাং দুর্লভং পদম্ ॥ ৪২ ॥

দত্ত্বা মোক্ষং ম্লেচ্ছবৌদ্ধ-স্ত্রিয়াণাং
কৃত্বা যুদ্ধং ভৈরবং ভীমকর্ম্মা।
হত্বা বৌদ্ধান্ ম্লেচ্ছসঙ্ঘাংশ্চ কল্কি-
স্তেষাং জ্যোতিঃস্থানমপূর্য্য রেজে ॥ ৪৩ ॥

হৃদয় হইল। তখন তাহারা স্নেহ ও মোহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই কল্কির শরণাগত হইতে লাগিল।৩৯ পদ্মাপতি কল্কি, সেই সমুদায় ম্লেচ্ছকামিনীকে জ্ঞান ও নিষ্ঠা দ্বারা প্রণত হইতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পাপপুঞ্জ-বিনাশক ভক্তিযোগ বলিতে আরম্ভ করিলেন।৪০ পরে তিনি আত্মনিষ্ঠ-জ্ঞানযোগ, ও ভেদজ্ঞানের কারণ কর্ম্মযোগ এবং কিসে অদৃষ্টাধীন হইতে না হয়, তাহা সেই সমুদায় স্ত্রীগণের নিকট কহিলেন।৪১ পরে স্ত্রীগণ কল্কির বাক্যে জ্ঞান লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয়া হইয়া ভক্তি দ্বারা যোগীদিগের দুর্লভ পরমপদ মোক্ষ প্রাপ্ত হইল।৪২

এই রূপে ভীমকর্ম্মা কল্কি, ভীষণ যুদ্ধ করিয়া বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিলেন। পরে তিনি তাহাদের স্ত্রীগণকে মুক্তিপদ প্রদান করিয়া মৃত ঐ ম্লেচ্ছ ও বৌদ্ধদিগকে জ্যোতির্ম্ময় স্থানে প্রেরণ করিয়া

যে শৃণ্বন্তি বদন্তি বৌদ্ধনিধনং ম্লেচ্ছক্ষয়ং সাদরাৎ
লোকাঃ শোকহরং সদা শুভকরং ভক্তিপ্রদং মাধবে।
তেষামেব পুনর্ন জন্মমরণং সর্ব্বার্থসম্পৎকরং
মায়ামোহবিনাশনং প্রতিদিনং সংসারতাপচ্ছিদম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
ম্লেচ্ছবিনাশ নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শোভা পাইতে লাগিলেন।৪৩ যাহারা এই ম্লেচ্ছক্ষয় ও বৌদ্ধ-বিনাশের বিষয় আদরপূর্ব্বক কীর্ত্তন বা শ্রবন করিবেন, তাঁহাদের সমুদায় শোক দূর হইবে।| তাঁহারা সর্ব্বদা কল্যাণভাজন হইবেন। মাধবের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি জন্মিবে; সুতরাং তাঁহাদের পুনর্ব্বার জন্ম বা মৃত্যু হইবে না। এই বিষয় শ্রবণ দ্বারা সমুদায় সম্পত্তি লাভ হয়, মায়ামোহ নিরাকৃত হইয়া যায়, সংসারের তাপ আর সহ্য করিতে হয় না।৪৪

কল্কিপুরাণে অনুভাগবত ভবিষে তৃতীয় অংশে ম্লেচ্ছবিনাশ নামক প্রথম অধ্যায়।

সমাপ্তঃ।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততো বৌদ্ধান্ ম্লেচ্ছগণান্ বিজিত্য সহ সৈনিকৈঃ।
ধনান্যাদায় রত্নানি কীকটাৎ পুনরাব্রজৎ ॥ ১ ॥
কল্কিঃ পরমতেজস্বী ধর্ম্মাণং পরিরক্ষকঃ।
চক্রতীর্থং যমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ ॥ ২ ॥
ভ্রাতৃভির্লোকপালাভৈর্ব্বহুভিঃ স্বজনৈর্বৃতঃ।
সমায়াতান্ মুনীং স্তত্র দদৃশে দীনমানসান্ ॥ ৩ ॥
সমুদ্বিগ্নাগতাংস্তত্র পরিপাহি জগৎপতে !।
ইত্যুক্তবন্তো বহুধা যে তানাহ হরিঃ পরঃ ॥ ৪ ॥

উগ্রশ্রবা কহিলেন। অনন্তর কল্কি, বৌদ্ধগণকে ও ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া ধনরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের সহিত কীকট নগর হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।১ পরে ধর্ম্মপরিরক্ষক সেই পরম-তেজস্বী চক্রতীর্থে সমাগত হইয়া, যথাবিধানে স্নান করিলেন।২ তিনি লোকপাল সদৃশ ভ্রাতৃগণে এবং বহুসংখ্য আত্মীয় গণে পরিবৃত আছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি মহর্ষি দুঃখিত-হৃদয় হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।৩ ইহঁরা ভয়হেতু কল্কির নিকট গমন করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, জগৎপতে রক্ষা কর ! পরে হরি, তাঁহাদিগকে

বালিখিল্যাদিকানল্পকায়ান্ চীরজটাধরান্।
বিনয়াবনতঃ কল্কিস্তানাহ কৃপণান্ ভয়াৎ ॥ ৫ ॥
তস্মাদ্ যূয়ং সমায়াতাঃ কেন বা ভীষিতা বত।
তমহং নিহনিষ্যামি যদি বা স্যাৎ পুরন্দরঃ ॥ ৬ ॥
ইত্যাশ্রুত্য কল্কিবাক্যং তেনোল্লাসিতমানসাঃ।
জগদুঃপুণ্ডরীকাক্ষং নিকুম্ভদুহিতুঃ কথাঃ ॥ ৭ ॥

মুনয় ঊচুঃ।

শৃণু বিষ্ণুযশঃ-পুত্র! কুম্ভকর্ণাত্মজাত্মজা।
কুথোদরীতি বিখ্যাতা গগনার্দ্ধ-সমুত্থিতা ॥ ৮ ॥
কালকঞ্জস্য মহিষী বিকঞ্জজননী চ সা।
হিমালয়ে শিরঃ কৃত্বা পাদৌ চ নিষধাচলে।
শেতে স্তনং পায়য়ন্তী বিকঞ্জপ্রশ্বিতস্তনী ॥ ৯ ॥

কহিলেন।৪ এবং বালখিল্য প্রভৃতি ক্ষুদ্রশরীরবিশিষ্ট জটাধারী, ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত যে সকল মহর্ষি, কাতর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটও তিনি বিনয়াবনত হইয়া কহিতে লাগিলেন।৫ আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনারা কাহা হইতে ভীত হইয়াছেন বলুন? তিনি যদি দেবরাজ ইন্দ্রও হন, তথাপি আমি তাঁহাকে বিনাশ করিব।৬ তাঁহারা পুণ্ডরীকাক্ষ কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন, এবং রাক্ষসী নিকুম্ভদুহিতার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।৭

মুনিগণ কহিলেন। বিষ্ণুযশস্তনয়! বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভের একটী কন্যা আছে। সে আকাশমণ্ডলের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত উচ্চ। তাহার নাম কুথোদরী।৮ এই রাক্ষসী, কালকঞ্জ নামক রাক্ষসের মহিষী। ইহার পুত্রের নাম বিকঞ্জ। এই রাক্ষসী, হিমালয়ে মস্তক ও নিষধাচলে চরণ স্থাপন পূর্ব্বক বিকঞ্জের

তস্যা নিশ্বাসবাতেন বিবশা বয়মাগতাঃ।
দৈবেনৈব সমানীতাঃ সংপ্রাপ্তাস্ত্বৎ পদাম্পদম্!
মুনয়ো রক্ষণীয়াস্তে রক্ষঃসু চ বিপৎসু চ॥ ১০॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
সেনাগণৈঃ পরিবৃতো জগাম হিমবদ্গিরিম্॥ ১১॥
উপত্যকাং সমাসাদ্য নিশামেকাং নিনায় সঃ।
প্রাতর্জিগমিষুঃ সৈন্যৈর্দ্দদৃশে ক্ষীরনিম্নগাম্॥১২॥
শঙ্খেন্দুধবলাকারাং ফেনিলাং বৃহতীং দ্রুতম্।
চলন্তীং বীক্ষ্য তে সর্ব্বে স্তম্ভিতা বিস্ময়ান্বিতাঃ॥ ১৩॥
সেনাগণ গজাশ্বাদিরথযোধৈঃ সমাবৃতঃ।

নিকটে স্তন রাখিয়া শয়ন পূর্ব্বক তাহাকে স্তন পান করাইতেছে।৯ আমরা তাহার নিশ্বাসবায়ুদ্বারাবিবশ হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি। দৈবই আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। তাহাহাতেই আমরা আপনকার চরণ প্রাপ্ত হইলাম। আপনকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে, বিপৎকালে রাক্ষস হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন।১০

পরপুরঞ্জয় কল্কি, মুনিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাগণে পরিবৃত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন।১১ তিনি হিমালয়ের উপত্যকাতে উপস্থিত হইয়া এক রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। পরে যখন প্রাতঃকালে সৈন্যগণের সহিত যাত্রা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, ঈদৃশ সময়ে একটী দুগ্ধের নদী দেখিতে পাইলেন।১২

এই নদী শঙ্খের ন্যায় ও চন্দ্রের ন্যায় ধবল্ বর্ণ ও বৃহৎ। ইহার চতুর্দ্দিকে ফেনপুঞ্জ উত্থিত হইতেছে। এই নদীর দুগ্ধ দ্রুততর বেগে গমন করিতেছে। কল্কির অনুচরগণ সকলেই ঈদৃশ দুগ্ধনদী দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও স্তম্ভিত-প্রায় হইল।১৩ অনন্তর ভগবান্ কল্কি যদিও

কল্‌কিস্তু ভগবাং স্তত্র জ্ঞাতার্থোঽপি মুনীশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥
পপ্রচ্ছ কানদী চেয়ং কথং দুগ্ধবহাভবৎ।
তে কল্‌কেস্তু বচঃ শ্রুত্বা মুনয়ঃ প্রাহুরাদরাৎ ॥ ১৫ ॥
শৃণু কল্‌কি পয়স্বত্যাঃ প্রভাবং হিমবদ্গিরৌ।
সময়েতাঃ কুথোদর্য্যাঃ স্তনপ্রস্রবণাদহ। ॥ ১৬ ॥
ঘটিকাসপ্তকৈশ্চান্যা পয়ো যাস্যতি বেগিতম্।
হীনসারা তটাকারা ভবিষ্যতি মহামতে ॥ ১৭ ॥
ইতি শ্রুত্বা মুনীনান্তু বচনং সৈনিকৈঃ সহ।
অহো কিমস্যা রাক্ষস্যাঃ স্তনাদেকা ত্বিয়ং নদী ॥ ১৮ ॥
একং স্তনং পায়য়তি বিকঞ্জং পুত্রমাদরাৎ।
ন জানেঽস্যাঃ শরীরস্য প্রমাণং কতি বা ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

তাহার কারণ জ্ঞাত ছিলেন তথাপি তিনি গজ, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি সমুদায় যোদ্ধৃগণে পরিবৃত হইয়া মহর্ষিগণকে ১৪ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই নদীর নাম কি? কিজন্যই বা ইহা দুগ্ধবহা হইয়াছে। মুনিগণ কল্‌কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আদর পূর্ব্বক কহিলেন।১৫ কল্‌কি! এই দুগ্ধবতী নদীর উৎপত্তি বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ করুণ। কুথোদরী নাম্নী রাক্ষসীর একটী স্তনের দুগ্ধ এই হিমালয়ে পতিত হওয়াতে তাহা নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে।১৬ অনন্তর সাত ঘটিকা পরে আর একটী দুগ্ধনদী প্রবাহিত হইবে। (রাক্ষসীর দ্বিতীয় স্তনের দুগ্ধে সেই নদীর উৎপত্তি) মহামতে! অনন্তর এই নদী জলহীন ও তটসদৃশ হইবে।১৭

কল্‌কি ও সেনাগনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই রাক্ষসীর স্তন্যদুগ্ধে এই বিস্তীর্ণ নদী জন্মিয়াছে।১৮ এক স্তন বিকঞ্জকে আদর পূর্ব্বক পান করায় (তাহাতে এই নদী

বলং বাস্যা নিশাচর্য্যা ইত্যূচুর্বিস্ময়ান্বিতাঃ।
কল্‌কিঃ পরাত্মা সন্নহ্য সেনাভিঃ সহসা যযৌ ॥ ২০ ॥
মুনিদর্শিতমার্গেণ যত্রাস্তে সা নিশাচরী।
পুত্রং স্তনং পায়য়ন্তী গিরিমূর্দ্ধ্নি ঘনোপমা ॥ ২১ ॥
শ্বাসবাতাতিবাতেন দূরক্ষিপ্তবনদ্বিপাঃ।
যস্যাঃ কর্ণবিলাবাসং প্রসুপ্তাঃ সিংহসংকুলাঃ ॥ ২২ ॥
পুত্রপৌত্রপরিবৃতা গিরিগহ্বরবিভ্রমাঃ।
কেশমূলমুপালম্ব্য হরিণাঃ শেরতে চিরম্ ॥ ২৩ ॥
যূকা ইব ন চ ব্যগ্রা লুব্ধজাতঙ্কয়া ভৃশম্।
তামালোক্য গিরিমূর্দ্ধি গিরিবৎ পরমাদ্ভুতাম্ ॥ ২৪ ॥
কল্‌কিঃ কমলপত্রাক্ষঃ সর্ব্বাংস্তানাহ সৈনিকান্।
ভয়োদ্বিগ্নান্ বুদ্ধিহীনান্ ত্যক্তোদ্যমপরিচ্ছদান ॥ ২৫ ॥

হইয়াছে) ইহার শরীরের পরিমাণ কত তাহা বুদ্ধির অগম্য।১৯ এই রাক্ষসীর বলই বা কত? সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া এইরূপ কহিলে, পরমাত্মা কল্‌কি সহসা সুসজ্জ হইয়া ও সেনা লইয়া নিশাচরীর নিকট চলিলেন।২০ যে স্থানে নিশাচরী বাস করিছে, মুনিগণ তাহার পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গমন করিয়া দেখিলেন, মেঘ-তুল্যা রাক্ষসী গিরিশিখরে বসিয়া পুত্রকে স্তন্য পান করাইতেছে।২১ বন্য হস্তিগণ তাহার নিশ্বাস বায়ুদ্বারা আহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কর্ণকুহরে সিংহগণ নিদ্রা যাইতেছে।২২ হরিণগণ গিরিগহ্বর ভ্রমে পুত্রপৌত্রের সহিত তাহার লোমকূপে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।২৩ তাহারা ব্যাধ হইতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বরং যূকের (উকুন) ন্যায় লগ্ন হইয়া আছে। পদ্মনেত্র কল্‌কি গিরিশিখরে দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় সেই রাক্ষসীকে দেখিয়া ভয়কাতর হতবুদ্ধি এবং

কল্কিরুবাচ।

গিরিদুর্গে বহ্নিদুর্গং কৃত্বা তিষ্ঠন্তু মামকাঃ।
গজাশ্বরথযোধা যে সমায়ান্তু ময়া সহ ॥ ২৬ ॥
অহং স্বল্পেন সৈন্যেন যাম্যস্যাঃ সংমুখং শনৈঃ।
প্রহর্তুং বাণসন্দোহৈঃ খড়্গশক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্ত্বাস্থাপ্য পশ্চাত্তান্ বাণৈস্তামহনদ্ বলী।
সা ক্রুধোত্থায় সহসা ননর্দ্দ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৮ ॥
তেন নাদেন মহতা বিত্রস্তাশ্চাভবন্ জনাঃ।
নিপেতুঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে মূর্চ্ছিতা ধরণীতলে ॥ ২৯ ॥
সা রথাংশ্চ গজাংশ্চাপি বিবৃতাস্যা ভয়ানকা।
জঘাস প্রশ্বাসবাতৈঃ সমানীয় কুথোদরী ॥ ৩০ ॥
সেনাগণাস্তদুদরং প্রবিষ্টাঃ কল্কিনা সহ।

অস্ত্রাদি ত্যাগ করিতে উদ্যত সৈনিকগণকে বলিতে লাগিলেন।২৪-২৫

কল্কি কহিলেন, এই গিরিদুর্গে তোমরা অগ্নিদ্বারা দুর্গ রচনা করিয়া বাস কর। গজারোহী, অশ্বারোহী, এবং রথারোহী যে সকল যোদ্ধা তাঁহারা আমার সহিত আসুন।২৬

আমি অল্পসংখ্য সৈন্য লইয়া বাণসমূহ, খড়্গ, শক্তি ও পরশু-দ্বারা প্রহার করিবার নিমিত্ত ইহার সম্মুখ ভাগে ক্রমে গমন করি-তেছি।২৭ কল্কি এই কথা কহিয়া এবং তাহাদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া বাণদ্বারা রাক্ষসীকে আঘাত করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীও ক্রোধে উঠিয়া সহসা অতি অদ্ভুত ধ্বনি করিল।২৮ সেই মহৎ শব্দে সকলেই ভীত হইয়া উঠিল। সেনাপতিগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল।২৯ তখন সেই ভয়ানক কুথোদরী মুখ ব্যাদান করিয়া প্রশ্বাস (অর্থাৎ আকৃষ্ট বায়ু) দ্বারা রথ, হস্তী ও অশ্ব

যথর্ক্ষমুখবাতেন প্রবিশন্তি পিপীলিকাঃ ॥ ৩১ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা দেবগন্ধর্ব্বা হাহাকারং প্রচক্রিরে।
তত্রস্থা মুনয়ঃ শেপুর্জেপুশ্চান্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ৩২ ॥
নিপেতুরন্যে দুঃখার্ত্তা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
রুরুদুঃ শিষ্টযোধা যে জহৃষুস্তন্নিশাচরাঃ ॥ ৩৩ ॥
জগতাং কদনং দৃষ্ট্বা সস্মারাত্মানমাত্মনা।
কল্‌কিঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুরারাতিনিসূদনঃ ॥ ৩৪ ॥
বাণাগ্নিং চেলচর্ম্মাভ্যাং কর্ম্মনৈর্যাণদারুভিঃ।
প্রজ্বাল্যোদরমধ্যেন করবালং সমাদদে ॥ ৩৫ ॥
তেন খড়্গেন মহতা দাক্ষ্যং নির্ভিদ্য বন্ধুভিঃ।

প্রভৃতি আকর্ষণ করিয়া ভোজন করিতে লাগিল। ৩০ যেরূপ ভল্লুক মুখবায়ু দ্বারা আকর্ষণ করিলে সমস্ত পিপীলিকা তাহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেনাগণ কল্‌কির সহিত এইরূপ রাক্ষসীর উদরে প্রবেশ করিল। ৩১ তাহা দেখিয়া দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। মুনিগণ শাপ প্রদান করিলেন এবং কোন কোন মহর্ষি কল্‌কির কুশল কামনায় মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩২ অন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা দুঃখিত হইয়া সেই স্থানে পতিত হইলেন, প্রভুভক্ত যোদ্ধারা রোদন করিতে লাগিল। নিশাচরেরা হর্ষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। ৩৩ দেববৈরিনির্ঘাতক কল্‌কি এইরূপ জগতের দুঃখ দর্শন করিয়া আপনি আপনাকে স্মরণ করিলেন। ৩৪ তখন সেই অন্ধকারময় উদর মধ্যে বাণ দ্বারা অগ্নি প্রস্তুত করিলেন এবং বস্ত্র, চর্ম্ম ও রথকাষ্ঠাদি দ্বারা ঐ অগ্নিকে প্রজ্জলিত করিয়া খড়্গ উত্তোলন করিলেন। ৩৫ যেরূপ ইন্দ্র বজ্রদ্বারা কক্ষদেশ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া ছিলেন, সর্ব্বেশ্বর পাপহন্তা কল্‌কি, সেইরূপ সেই বৃহৎ খড়্গ দ্বারা রাক্ষসীর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বলবান্ অস্ত্রশস্ত্রধারী বন্ধুগণ

বলিভির্ভ্রাতৃভির্বাহৈর্বৃতঃ শস্ত্রাস্ত্রপাণিভিঃ ॥ ৩৬ ॥
বহির্বভূব সর্ব্বেশঃ কল্কিঃ কল্কবিনাশনঃ।
সহস্রাক্ষো যথা বৃত্রকুক্ষিং দম্ভোলি-নেমিনা ॥ ৩৭ ॥
যোনিরন্ধ্রাদ্গজরথাস্তুরগাশ্চাভবন্ বহিঃ।
নাসিকাকর্ণবিবরাৎ কেঽপি তস্যাঃ বিনির্গতাঃ ॥ ৩৮ ॥
তে দুর্গতাস্ততস্তস্যাঃ সৈনিকা রুধিরোক্ষিতাঃ।
তাং বিব্যধুর্নিক্ষিপন্তীং তরসা চরণৌ করৌ ॥ ৩৯ ॥
মমার সা ভিন্নদেহা ভিন্নকুক্ষিশিরোধরা।
নাদয়ন্তী দিশো দ্যোঃ খং চূর্ণয়ন্তী চ পর্ব্বতান্ ॥ ৪০ ॥
বিকঞ্জোঽপি তথা বীক্ষ্য মাতরং কাতরোঽভবৎ।
স বিকঞ্জঃ ক্রুধা ধাবন্ সেনামধ্যে [illegible] ॥ ৪১ ॥
গজমালাকুলো বক্ষোবাজি[illegible]।
মহাসর্পকৃতোষ্ণীষঃ কেশরিম[illegible]

ও ভ্রাতৃগণের সহিত নিঃসৃত হই[illegible] নিম্ন
দ্বার দিয়াও কতকগুলি হস্তী, ঘোট[illegible] ল।৩৮
তখন শোণিতাক্ত কলেবর সৈনিকগ[illegible] রাক্ষসী
হস্ত ও পাদ বিক্ষেপ করিতেছে, [illegible] দ্বারা
তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।৩৯ [illegible] প্রভৃতি
সকল শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইলে শব্দদ্বারা দশ[illegible] নিত ও আস্ফালন দ্বারা পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া রাক্ষসী প্রাণত্যাগ করিল।৪০ বিকঞ্জ, মাতার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া কাতর হইল এবং ক্রোধভরে অস্ত্র ব্যতিরেকেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বক্ষে হস্তীসমূহের মালা, সর্ব্বাঙ্গে ঘোটকশ্রেণীর আভরণ, মস্তকে কতকগুলি বৃহৎ অজাগরের উষ্ণীষ, এবং করাঙ্গুলিতে সিংহসমূহ অঙ্গুরীয়রূপে রহিয়াছে।৪২

মমর্দ্দ কল্কিসেনাং তাং মাতুর্ব্যসনকর্ষিতঃ।
স কল্কিস্তং ব্রাহ্মমস্ত্রং রামদত্তং জিঘাংসয়া ॥ ৪৩ ॥
ধনুষা পঞ্চবর্ষীয়ং রাক্ষসং শস্ত্রমাদদে।
তেনাস্ত্রেণ শিরস্তস্য ছিত্ত্বা ভুমাবপাতয়ৎ ॥ ৪৪ ॥
রুধিরাক্তং ধাতুচিত্রং গিরিশৃঙ্গমিবাদ্ভুতম্।
সপুত্রাং রাক্ষসীং হত্বা মুনীনাং বচনাদ্বিভুঃ ॥ ৪৫ ॥
গঙ্গাতীরে হরিদ্বারে নিবাসং সমকল্পয়ৎ।
দেবানাং কুসুমাসারৈর্মুনিস্তোত্রৈঃ সুপূজিতঃ ॥ ৪৬ ॥
নিনায় তাং নিশাং তত্র কল্কিঃ পরিজনাবৃতঃ।
প্রাতর্দদর্শ গঙ্গায়াস্তীরে মুনিগণান্ বহূন্।
তস্যাঃ স্নানব্যাজবিষ্ণোরাত্মনো দর্শনাকুলান্ ॥ ৪৭ ॥

সে মাতৃশোকে কাতর হইয়া কল্কির সেনাগণকে পীড়া দিতে লাগিল। কল্কিও সেই পঞ্চবর্ষীয় নিশাচরকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত পরশুরামদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করিলেন এবং সেই অস্ত্রদ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপাতিত করিলেন। ৪৩-৪৪ মুনিগণের বাক্যে কল্কি গৈরিকাদি-চিত্রিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অতি অদ্ভুত, রুধিরলিপ্ত সপুত্র রাক্ষসীকে বিনাশ করিলেন। ৪৫ দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর কল্কি তথা হইতে গমন পূর্ব্বক হরিদ্বারস্থ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া সেনাসংস্থাপন করিলেন। ৪৬ বিষ্ণুর অবতার কল্কি, পরিজনের সহিত সেই রাত্রি সেইস্থানে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে দেখিলেন, মুনিগণ গঙ্গাস্নানচ্ছলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন। ৪৭

হরিদ্বারে গঙ্গাতটনিকটপিণ্ডারকবনে
বসন্তং শ্রীমন্তং নিজগণবৃতং তং মুনিগণাঃ।
স্তবৈঃ স্তুত্বা স্তুত্বা বিধিবদুদিতৈর্জহ্নুতনয়াং
প্রপশ্যন্তং কল্‌কিং মুনিজনগণা দ্রষ্টুমগমন্‌॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীকল্‌কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কুথোদরী-
বধানন্তরং মুনিদর্শনং নাম দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

হরিদ্বারে গঙ্গাতীরের অদূরে নিজগণের সহিত কল্‌কি বাস করিতেছেন এবং জহ্নুকন্যাকে দর্শন করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে মুনিগণ আসিয়া দর্শন পূর্ব্বক বিধিবোধিত স্তুতিবাক্য দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।৪৮

কল্‌কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কুথোদরীবধানন্তর
মুনিদর্শন নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সুখাগতান্ মুনীন্ দৃষ্ট্বা কল্কিঃ পরমধর্ম্মবিৎ।
পূজয়িত্বা চ বিধিবৎ সুখাসীনানুবাচ তান॥ ১॥

কল্কিরুবাচ।

কে যূয়ং সূর্য্যসঙ্কাশা মম ভাগ্যাদুপস্থিতাঃ।
তীর্থাটনোৎসুকা লোকত্রয়াণামুপকারকাঃ॥ ২॥
বয়ং লোকে পুণ্যবন্তো ভাগ্যবন্তো যশস্বিনঃ।
যতঃ কৃপাকটাক্ষেণ যুষ্মাভিরবলোকিতাঃ॥ ৩॥
ততস্তে বামদেবোঽত্রির্বশিষ্ঠো গালবো ভৃগুঃ।

সূত কহিলেন, পরমধার্ম্মিক কল্কি মুনিগণকে সুখাগত সুখাসীন দেখিয়া যথাবিধানে অর্চ্চনা পূর্ব্বক কহিলেন।১

কল্কি কহিলেন সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তীর্থভ্রম[ণে] উৎসুক, ত্রিলোকের হিতসাধনে রত আপনারা কে? অদ্য আমা[র] ভাগ্যবশতঃ আপনারা এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।২ আ[জ] আমরা লোকমধ্যে পুণ্যবান্ ভাগ্যবান্ এবং যশস্বী হইলাম, যে[হে]তু আপনারা অদ্য আমাদিগকে কৃপা কটাক্ষ দ্বারা অবলোকন ক[রি]লেন।৩

অনন্তর বামদেব অত্রি বশিষ্ঠ গালব ভৃগু পরাশর না[রদ] অশ্বত্থামা পরশুরাম কৃপাচার্য্য ত্রিত ও দুর্ব্বাসা দেবল কণ্ব বে[দপ্রমিতি]

পরাশরো নারদোশ্বত্থামা রামঃ কৃপস্ত্রিতঃ॥ ৪ ॥
দুর্ব্বাসা দেবলঃ কণ্বো বেদপ্রমিতিরঙ্গিরাঃ।
এতে চান্যেচ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৫ ॥
কৃত্বাগ্রে মরুদেবাপী চন্দ্রসূর্য্যকুলোদ্ভবৌ।
রাজানৌ তৌ মহাবীর্য্যৌ তপস্যাভিরতৌ চিরম্॥ ৬ ॥
ঊচুঃ প্রহৃষ্টমনসঃ কল্কিং কল্কবিনাশনং।
মহোদধেস্তীরগতংবিষ্ণুং সুরগণা যথা॥ ৭ ॥

মুনয় ঊচুঃ।

জয়াশেষ জগন্নাথ বিদিতাখিলমানস।
সৃষ্টিস্থিতিলয়াধ্যক্ষ! পরমাত্মন্! প্রসীদ নঃ॥ ৮ ॥

প্রমিতি ও অঙ্গিরা এই সকল মুনিগণ এবং অন্যান্য বহু বহু মহাব্রত ঋষিবর্গ ৫ চন্দ্রসূর্য্যকুলোৎপন্ন মহাবীর্য্যশালী তপস্যানিরত মহারাজ মরু ও দেবাপিকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া। ৬ পাপ-বিনাশন কল্‌কিকে বলিতে লাগিলেন। যেমন প্রহৃষ্টান্তঃকরণ দেবগণ মহাসাগরের তীরবর্ত্তী বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন, সেইরূপ উক্ত ঋষিগণ কল্‌কির নিকট (আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন)৭ মুনিগণ কহিতে লাগিলেন, হে জগন্নাথ! তুমি সকলকে জয় করিয়াছ, তুমি ত্রিজগতের অন্তঃকরণবৃত্তি অবগত আছ, হে পরমাত্মন্! তুমি অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাক, এইক্ষণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।৮

কালকর্ম্মগুণাবাস প্রসারিত নিজক্রিয়।
ব্রহ্মাদিনুতপাদাব্জ পদ্মানাথ প্রসীদ নঃ ॥ ৯ ॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ প্রাহ জগৎপতিঃ।
কাবেতৌ ভবতামগ্রে মহাসত্ত্বৌ তপস্বিনৌ ॥ ১০ ॥
কথমাত্রোগতৌ স্তুত্বা গঙ্গাং মুদিতমানসৌ।
কা বা স্তুতিস্তু জাহ্নব্যা যুবয়োর্নামনী চ কে ॥ ১১ ॥
তয়োর্ম্মরুঃ প্রমুদিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ কৃতী।
আদাবুবাচ বিনয়ী নিজবংশানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১২ ॥

হে পদ্মানাথ! তুমি কালস্বরূপ, জগতের গুন কর্ম্ম তোমাতেই বিদ্যমান আছে, ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার পাদপদ্মের স্তব করিয়া থাকেন, তুমি এইক্ষণ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।৯

জগৎপতি কল্কি এইরূপ মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, মুনিগণ! তোমাদিগের সম্মুখে যে এই মহাবল পরাক্রান্ত ও তপস্যানিরত দুই ব্যক্তিকে দেখিতেছি, ইহারা কে?।১০ ইহারা কি নিমিত্ত গঙ্গার স্তব করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে এস্থলে আসিয়াছে? (কল্কি সেই আগন্তুক দ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন) তোমরা কিনিমিত্ত জাহ্নবীর স্তব করিতেছ, তোমরা কে এবং তোমাদের নাম কি? (এই সমুদায় আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল) ১১।

অনন্তর উহাদিগের দুই ব্যক্তির মধ্যে কার্য্যকুশল মরু সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয় বচনে আপন বংশানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।১২

মরুরুবাচ।

সর্ব্বং বেৎসি পরাত্মাপি অন্তর্যামিন্ হৃদি স্থিতঃ।
তবাজ্ঞয়া সর্ব্বমেতৎ কথয়ামি শৃণু প্রভো॥ ১৩॥
তব নাভেরভূদ্‌ব্রহ্মা মরীচিস্তৎসুতোঽভবৎ।
ততো মনুস্তৎসুতোঽভূদিক্ষ্বাকুঃ সত্যবিক্রমঃ॥ ১৪॥
যুবনাশ্ব ইতি খ্যাতো মান্ধাতা তৎসুতোঽভবৎ।
পূরুকুৎসস্তৎসুতোঽভূদনরণ্যো মহামতিঃ॥ ১৫॥
ত্রসদস্যুঃ পিতা তস্মাৎ হর্য্যশ্বস্ত্র্যরুণস্ততঃ।
ত্রিশঙ্কুস্তৎসুতো ধীমান্ হরিশ্চন্দ্রঃ প্রতাপবান্॥ ১৬॥
হরিতস্তৎসুতস্তস্মাদ্ ভরুকস্তৎসুতো বৃকঃ।
তৎসুতঃ সগরস্তস্মাদসমঞ্জাস্ততোঽংশুমান্॥ ১৭॥
ততো দিলীপস্তৎপুত্রো ভগীরথ ইতি স্মৃতঃ।

মরু কহিলেন, আপনি হৃদয়স্থ পরমাত্মা, অন্তর্যামী। প্রভো! আপনি সকলই জানেন। আপনার আজ্ঞায় সমস্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন।১৩ আপনার নাভি হইতে ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচি হইতে মনু, মনু হইতে সত্যবিক্রম ইক্ষ্বাকু জন্মিয়াছিলেন।১৪ ইক্ষ্বাকুর পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস, পুরুকুৎস হইতে মহামতি অনরণ্য উৎপন্ন হন।১৫ অনরণ্যের পুত্র ত্রসদস্যু, তাঁহা হইতে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র ত্র্যরুণ। ত্র্যরুণের পুত্র ধীসম্পন্ন ত্রিশঙ্কু, ত্রিশঙ্কু হইতে প্রতাপান্বিত হরিশ্চন্দ্র জন্মিয়াছেন।১৬ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র ভরুক, ভরুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র অসমঞ্জা, অসমঞ্জা হইতে অংশুমান্ উৎপন্ন হন।১৭ অংশুমানের পুত্র দিলীপ, তাঁহার পুত্র ভগীরথ বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। তাঁহার আনীত বলিয়া এই গঙ্গা

যেনানীতা জাহ্নবীয়ং খ্যাতা ভাগীরথী ভুবি।
স্তুতা নুতা পূজিতেয়ং তব পাদসমুদ্ভবা ॥ ১৮ ॥
ভগীরথাৎ সুতস্তস্মান্নাভস্তস্মাদভূদ্ বলী।
সিন্ধুদ্বীপ সুতস্তস্মাৎ অযুতায়ুস্ততোঽভবৎ ॥ ১৯ ॥
ঋতুপর্ণস্তৎসুতোঽভূৎ সুদাসস্তৎসুতোঽভবৎ।
সৌদাসস্তৎসুতো ধীমানশ্মকস্তৎসুতো মতঃ ॥ ২০ ॥
মূলকাৎ স দশরথস্তস্মাদেড়বিড়স্ততঃ।
রাজা বিশ্বসহস্তস্মাৎ খট্টাঙ্গো দীর্ঘবাহুকঃ ॥ ২১ ॥
ততো রঘুরজস্তস্মাৎ সুতো দশরথঃ কৃতী।
তস্মাদ্রামো হরিঃ সাক্ষাদাবির্ভূতো জগৎপতিঃ ॥ ২২ ॥
রামাবতারমাকর্ণ্য কল্কিঃ পরমহর্ষিতঃ।
মরুৎ প্রাহ বিস্তরেণ শ্রীরামচরিতং বদ ॥ ২৩ ॥

ভাগীরথী নামে বিখ্যাত আছেন। আপনার চরণ সম্ভূত বলিয়া লোকে ইহাঁর স্তব, প্রণাম ও পূজা করিয়া থাকে।১৮ ভগীরথের পুত্র নাভ, নাভের পুত্র বলবান্ সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপ হইতে অযুতায়ু জন্ম গ্রহণ করেন।১৯ অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস, সৌদাসের পুত্র বুদ্ধিসম্পন্ন অশ্মক,।২০ অশ্মকের পুত্র মূলক, মূলকের পুত্র দশরথ, দশরথ হইতে এড়বিড় জন্ম গ্রহণ করেন। এড়বিড়ের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় খট্টাঙ্গ, খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু ছিলেন।২১ দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু, রঘু হইতে অজ, অজের পুত্র দশরথ, দশরথ হইতে সাক্ষাৎ জগৎপতি হরি রামরূপে আবির্ভূত হন।২২

কল্কি রামাবতারের কথা শুনিয়া সম্যক্ হর্ষলাভ করিলেন এবং মরুকে রামচরিত বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিতে কহিলেন।২৩

মরুরুবাচ।

সীতাপতেঃ কর্ম্ম বক্তুং কঃ সমর্থোঽস্তি ভূতলে।
শেষঃ সহস্রবদনৈরপি লালায়িতো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
তথাপি সেমুষী মেঽস্তি বর্ণয়ামি তবাজ্ঞয়া।
রামস্য চরিতং পুণ্যং পাপতাপপ্রমোচনম্ ॥ ২৪ ॥
অজাদিবিবুধার্থিতোঽজনি চতুর্ভিরংশৈঃ কুলে
রবেরগস্তুতাদজো জগতি যাতুধানক্ষয়ঃ।
শিশুঃ কুশিকজাধ্বরক্ষয়করক্ষয়ো যো বলাদ্-
বলী ললিতকন্ধরো জয়তি জানকীবল্লভঃ ॥ ২৫ ॥
মুনেরনু সহানুজো নিখিলশস্ত্রবিদ্যাতিগো
যযাবতিবলপ্রভো জনকরাজরাজৎসভাম্।
বিধায় জনমোহনদ্যুতিমতীব কামদ্রুহঃ
প্রচণ্ডকরচণ্ডিমা ভবনভঞ্জনে জন্মনঃ ॥ ২৬ ॥

মরু কহিলেন এই ভূতলে সীতাপতির কর্ম্ম সকল বলিতে কেহই সমর্থ হন না. এমন কি সহস্রবদন অনন্তদেবও এ বিষয়ে কুণ্ঠিত হন।২৪ তথাপি আপনার অনুমতিতে স্বীয় বুদ্ধ্যনুসারে পবিত্র, এবং পাপতাপমোচক শ্রীরামের চরিত্র বর্ণন করিতেছি।২৪ পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবতার প্রার্থনায় সূর্য্যবংশে চতুরংশে দশরথ হইতে রাক্ষসান্তক জানকীপতি রাম অবতীর্ণ হন, যিনি শিশুকালে কৌশিকযজ্ঞে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসীদিগকে বলদ্বারা নষ্ট করিয়া উৎকর্ষ প্রকাশ করিলেন।২৫ যাঁহার মহিমায় কামনাপূর্ণ জগতে পুনর্জ্জন্ম না হয়, যিনি সাতিশয় বলশালী ও প্রভাসম্পন্ন, তাদৃশ নিখিল শস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী রাম জনমোহন রূপ ধারণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত মুনির সমভিব্যাহারে জনক রাজার সভায় গমন করিলেন।২৬

তমপ্রতিমতেজসং দশরথাত্মজং সানুজং
মুনেরনু যথাবিধেঃ শশিবদাদিদেবং পরম্।
নিরীক্ষ্য জনকো মুদা ক্ষিতিসুতাপতিং সংমতং
নিজোচিতপণক্ষমং মনসি ভর্ৎসয়ন্নাযযৌ ॥ ২৭ ॥
স ভূপপরিপূজিতো জনকজেক্ষিতৈরর্চ্চিতঃ
করালকঠিনং ধনুঃ করসরোরুহে সংহিতম্।
বিভজ্য বলবদ্দৃঢ়ং জয় রঘূদ্বহেত্যুচ্চকৈ-
র্ধ্বনিং ত্রিজগতীগতং পরিবিধায় রামো বভৌ ॥ ২৮ ॥
ততো জনকভূপতির্দশথাত্মজেভ্যো দদৌ
চতস্র উষতীর্মুদা বরচতুর্ভ্য উদ্বাহনে।
স্বলংকৃতনিজাত্মজাঃ পথি ততো বলং ভার্গব-
শ্চকার উররী নিজং রঘুপতৌ মহোগ্রং ত্যজন্ ॥ ২৯ ॥

বিধাতার পশ্চাৎ যেমন চন্দ্র উপবিষ্ট হন তাহার ন্যায় সেই অপ্রমিততেজা সলক্ষ্মণ দাশরথি বিশ্বামিত্র মুনির পশ্চাৎ যথাবিধানে উপবিষ্ট হইলেন, আদিদেব পরম বস্তু সাক্ষাৎ তাঁহাকে দেখিয়া জনক জানকীর যোগ্যবর বিবেচনা করিলেন এবং আত্মকৃতপণকে অনুচিত জ্ঞান করিয়া আপনাকে মনে মনে ভর্ৎসনা করতঃ রামের নিকট গমন করিলেন।২৭ পরে রাম জনকের সমাদরে ও জানকীর কটাক্ষে সৎকৃত হইয়া সেই অত্যন্ত কঠিন ধনু করে গ্রহণ পূর্ব্বক দুই খণ্ড করিলেন. তখন "রামের জয়" এই উচ্চধ্বনি ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিল। তাহাতে রাম অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন।২৮ অনন্তর জনক রাজা রাম প্রভৃতি চারি ভ্রাতাকে উদ্বাহ বিধানে বরণ করিয়া অলঙ্কৃত ও রমণীয় কন্যা চতুষ্টয় দান করিলেন, পরে পথিমধ্যে পরশুরাম রঘুপতির প্রতি আপনার উগ্র পরাক্রম প্রকাশ করিলেন।২৯

ততঃ স্বপুরমাগতো দশরথস্তু সীতাপতিং
নৃপং সচিবসংযুতো নিজবিচিত্রসিংহাসনে
বিধাতুমমলপ্রভং পরিজনৈঃ ক্রিয়াকারিভিঃ
সমুদ্যতমতিং তদা দ্রুতমবারয়ৎ কেকয়ী ॥ ৩০ ॥
ততো গুরুনিদেশতো জনকরাজকন্যাযুতঃ
প্রয়াণমকরোৎ সুধীর্যদনুগঃ সুমিত্রাসুতঃ।
বনং নিজগণং ত্যজন্ গুহগৃহে বসন্নাদরাৎ
বিসৃজ্য নৃপলাঞ্ছনং রঘুপতির্জটাচীরধৃক্ ॥ ৩১ ॥
প্রিয়ানুজযুতস্ততো মুনিমতো বনে পূজিতঃ
স পঞ্চবটিকাশ্রমে ভরতমাতুরং সঙ্গতম্।
নিবার্য্য মরণং পিতুঃ সমবধার্য্য দুঃখাতুর-
স্তপোবনগতোঽবসদ্রঘুপতিস্ততস্তাঃ সমাঃ ॥ ৩২ ॥
দশাননসহোদরাং বিষমবাণবেধাতুরাং

অনন্তর দশরথ স্বীয় পুরীতে আগমন পূর্ব্বক মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া বিমলপ্রভ সীতাপতিকে সিংহাসনে অভিষেক করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে কৈকেয়ী শীঘ্র আসিয়া পরিজনবেষ্টিত উদ্যোগশালী দশরথকে বারণ করিল।৩০ পরে পিতৃনিদেশ বশতঃ সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত রাম বনে গমন করিলেন। পরে অনুগামী পুরবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গুহকের গৃহে গমন করতঃ রাজ-চিহ্ন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া জটা বল্কল ধারণ করিলেন।৩১ অনন্তর বনে জায়া এবং অনুজের সহিত মুনিদিগের ন্যায় আচার করিয়া পূজিত হইযাছিলেন, এবং পঞ্চবটীর আশ্রমে আগত দুঃখিত ভরতকে নিবারণ করিয়া ও পিতার মরণ অবধারণ করিয়া শেষ বৎসরগুলি তপোবনে অতিবাহিত করিলেন।৩২ পরে কামবাণ-

সমীক্ষ্য বররূপিণীং প্রহসতীং সতীং সুন্দরীম্।
নিজাশ্রয়মভীপ্সতীং জনকজাপতির্লক্ষ্মণাৎ
করালকরবালতঃ সমকরোদ্বিরূপাং ততঃ ॥ ৩৩ ॥
সমাপ্য পথি দানবং খরশরৈঃ শনৈর্নাশয়ন্
চতুর্দ্দশসহস্রকং সমহনৎ খরং সানুগম্।
দশাননবশানুগং কনকচারু-চঞ্চন্মৃগং
প্রিয়াপ্রিয়করো বনে সমবধীদ্‌বলাদ্রাক্ষসম্ ॥ ৩৪ ॥
ততো দশমুখস্ত্বরংস্তমভিবীক্ষ্য রামং রুষা
ব্রজন্তমনুলক্ষ্মণং জনকজাং জহারাশ্রমে।
ততো রঘুতিঃ প্রিয়াং দলকুটীরসংস্থাপিতাং
ন বীক্ষ্য তু বিমূর্চ্ছিতো বহু বিলপ্য সীতেতি তাম্ ॥৩৫॥
বনে নিজগণাশ্রমে নগতলে জলে পল্বলে
বিচিত্য পতিতং খগং পথি দদর্শ সৌমিত্রিণা।

পীড়িত সুবেশা সুন্দরী হাস্যযুক্তা এবং আপনার প্রতি সাভিলাষা রাবণভগিনী সূর্পণখাকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মণকে ইঙ্গিত করিলেন, লক্ষ্মণও শাণিত করবাল দ্বারা রাক্ষসীকে বিরূপা করিয়াছিলেন।৩৩ পথিমধ্যে দানবকে নষ্ট করিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্যের অধিপতি রাবণের বশীভূত খরদূষণকে অনুচরের সহিত সংহার করিলেন, পরে সীতার প্রিয় কামনায় চঞ্চল স্বর্ণময় মৃগরূপী রাক্ষসকে বধ করিলেন।৩৪ অনন্তর পথে রাম লক্ষ্মণ গমন করিতেছেন দেখিয়া দশানন শীঘ্র আশ্রম হইতে সীতাকে হরণ করিল। রাম পূর্ণকুটীরে সীতাকে না দেখিয়া হা সীতা! বলিয়া বহু বিলাপ করতঃ মূর্চ্ছিত হইলেন।৩৫ পরে ঋষিদিগের আশ্রমে পর্ব্বতগুহাতে জলে এবং গর্ত্তে সর্ব্বত্র সীতাকে অন্বেষণ করিয়া পথিমধ্যে মৃতপ্রায় পতিত জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন

জটায়ুবচনাৎ ততো দশমুখাহৃতাং জানকীং
বিবিচ্য কৃতবান্ মৃতে পিতরি বহ্নিকৃত্যং প্রভুঃ ॥ ৩৬॥
প্রিয়াবিরহকাতরোঽনুজপুরঃসরো রাঘবো
ধনুর্ধরধুরন্ধরো হরিবলং নবালাপিনম্।
দদর্শ ঋষভাচলাদ্রবিজবালিরাজানুজ-
প্রিয়ং পবননন্দনং পরিণতং ততঃ প্রেষিতম্ ॥ ৩৭ ॥
ততস্তদুদিতং মতং পবনপুত্রসুগ্রীবয়ো-
স্তৃণাধিপতিভেদনং নিজনৃপাসনস্থাপিতম্।
বিবিচ্য ব্যবসায়কৈর্নিজসখাপ্রিয়ং বালিনং
নিহত্য হরিভূপতিং নিজসখং স রামোঽকরোৎ ॥৩৮॥
অথোত্তরমিমং হরির্জনকজাং সমন্বেষয়ন্
জটায়ুবিহগোদিতৈর্জলনিধিং তরন্ বায়ুজঃ।

এবং তাঁহার নিকটে রাবণকর্ত্তৃক সীতা হৃত হইয়াছেন এই কথা শুনিয়া পিতৃতুল্য সেই জটায়ুর মৃত্যু হইলে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।৩৬ সীতাবিয়োগে কাতর ধনুর্দ্ধরধুরন্ধর সলক্ষ্মণ রাঘব নবপরিচিত বানর সৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সূর্য্যপুত্র বালির কনিষ্ঠ সুগ্রীবের অমাত্য হনূমান্‌কে দেখিতে পাইলেন।৩৭

অনন্তর সুগ্রীব এবং পবননন্দনের প্রার্থনাদ্বারা সপ্ততাল ভেদ করিলেন এবং বাণ দ্বারা বালিকে বধ করিয়া ও সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা করিয়া তাঁহাকে বানররাজ্যে সংস্থাপন করিলেন।৩৮

অনন্তর পবনতনয় হনূমান্ জানকীর অন্বেষণ করতঃ জটায়ুর বাক্যানুসারে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন, এবং লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক

দশাননপুরং বিশন্ জনকজাং সমানন্দয়ন্
অশোকবনিকাশ্রমে রঘুপতিং পুনঃ প্রাযযৌ॥ ৩৯॥
ততো হনুমতা বলাদমিতরক্ষসাং নাশনং
জ্বলজ্জ্বলনসংকুলজ্বলিতদগ্ধলঙ্কারপুরম্।
বিবিচ্য রঘুনায়কো জলনিধিং রুষা শোষয়ন্
ববন্ধ হরিয়ূথপৈঃ পরিবৃতো নগেরীশ্বরঃ॥
বভঞ্জ পুরপত্তনং বিবিধসর্গদুর্গক্ষমং
নিশাচরপতেঃ ক্রুধা রঘুপতিঃ কৃতী সদ্গতিঃ॥ ৪০॥
ততোঽনুজযুতো যুধি প্রবলচণ্ডকোদণ্ডভৃৎ
শরৈঃ খরতরৈঃ ক্রুধা গজরথাশ্বহংসাকুলে।
করালকরবালতঃ প্রবলকালজিহ্বাগ্রতো
নিহত্যবররাক্ষসান্ নরপতির্বভৌ সানুগঃ॥ ৪১॥
ততোঽতিবলবানরৈর্গিরিমহীরুহোদ্যৎকরৈঃ

অশোকবনে সীতাকে সম্ভাষণ দ্বারা আনন্দিত করিয়া পুনরায় রঘুপতির নিকট আগমন করিলেন।৩৯ পরে রাম হনূমান কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক রাক্ষস বিনাশ এবং লঙ্কা দাহন অবগত হইয়া ক্রোধে পর্ব্বতদ্বারা সমুদ্র বন্ধন পূর্ব্বক বানরযূথের সহিত লঙ্কায় গমন করিলেন এবং রাক্ষস পতির পুর প্রাচীর দুর্গ প্রভৃতি সমস্ত ভগ্ন করিলেন।৪০

অনন্তর সলক্ষ্মণ নরপতি রাম যুদ্ধে প্রবল অত্যুগ্র শরাসন ধারণ করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, পরিবৃত তীক্ষ্ণ বাণ এবং করালকরবাল দ্বারা প্রবল রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া করাল কালের রসনাগ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৪১

অনন্তর নল অঙ্গদ বানররাজ সুগ্রীব পবননন্দন হনূমান্

করালতরতাড়নৈর্জনকজারুষা নাশিতান্।
নিজঘ্নুরমরার্দ্দিনানতিবলান্ দশাস্যানুগান্
নলাঙ্গদহরীশ্বরাশুগসুতর্ক্ষরাজাদয়ঃ ॥ ৪২ ॥
ততোঽতিবললক্ষ্মণস্ত্রিদশনাথশত্রুং রণে
জঘান ঘনঘোষণাসুগগণৈরসৃক্প্রাশনৈঃ।
প্রহস্ত-বিকটাদিকানপি নিশাচরান্ সঙ্গতান্
নিকুম্ভ-মকরাক্ষকান্ নিশিতখড়্গপাতৈঃ ক্রুধা ॥ ৪৩ ॥
ততো দশমুখো রণে গজরথাশ্বপত্তীশ্বরৈ-
রলঙ্ঘ্যগণকোটিভিঃ পরিবৃতো যুযোধায়ুধৈঃ।
কপীশ্বরচমূপতেঃ পতিমনন্তদিব্যায়ুধং
রঘূদ্বহমনিন্দিতং সপদি সঙ্গতো দুর্জয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
দশাননমরিং ততো বিধিবরস্ময়াবর্দ্ধিতঃ

জাম্ববান্ ও অন্যান্য মহাবল বানরগণ, বৃক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা পর্ব্বত নিক্ষেপ দ্বারা ও ভীষণ প্রহার দ্বারা, জনকনন্দিনীর ক্রোধভরে পূর্ব্বেই নষ্টপ্রায় মহাবল পরাক্রান্ত দেবতাবৈরী রাবণানুচর রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন।৪২ পরে মহাবল লক্ষ্মণ মহাঘোরশব্দকারী শোণিত-পায়ী অনুচরবর্গে পরিবৃত ইন্দ্রজিতকে বিনাশ করিলেন। পরে তিনি ক্রোধপূর্ব্বক প্রহস্ত নিকুম্ভ মকরাক্ষ বিকট প্রভৃতি উপস্থিত নিশাচর-গণকেও নিশিত খড়্গ দ্বারা সংহার করিলেন।৪৩

অনন্তর দুর্জ্জয় দশানন অলঙ্ঘনীয় কোটি কোটি গজারূঢ় রথারূঢ় অশ্বারূঢ় ও পদাতি সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া সংগ্রাম স্থলে বানরসেনার অধিপতি সুগ্রীবের প্রভু অসীম দিব্যাস্ত্রধারী যশস্বী রঘুপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া অস্ত্রসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।৪৪ তখন রঘুবীর রাম, ব্রহ্মার নিকট বরলাভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

মহাবলপরাক্রমং গিরিমিবাচলং সংযুগে।
জঘান রঘুনায়কো নিশিতশায়কৈরুদ্ধতং
নিশাচরচমূপতিং প্রবলকুম্ভকর্ণং ততঃ ॥ ৪৫ ॥
তয়োঃ খরতরৈঃ শরৈর্গগনমচ্ছমাচ্ছাদিতং
বভৌ ঘনঘটাসমং মুখরমত্তড়িদ্বহ্নিভিঃ।
ধনুর্গুণমহাশনিধ্বনিভিরাবৃতং ভূতলং
ভয়ঙ্করনিরন্তরং রঘুপতেশ্চ রক্ষঃপতেঃ ॥ ৪৬ ॥
ততো ধরণিজারুষা বিবিধরামবাণৌজসা
পপাত ভুবি রাবণস্ত্রিদশনাথবিদ্রাবণঃ।
ততোঽতিকুতুকী হরির্জ্জ্বলনরক্ষিতাং জানকীং
সমর্প্য রঘুপুঙ্গবে নিজপুরীং যযৌ হর্ষিতঃ ॥ ৪৭ ॥

মহাবল পরাক্রম সংগ্রাম ভূমিতে অচলের ন্যায় অচল উদ্ধত শত্রু রাক্ষসসেনার অধীশ্বর দশানন ও মহাবল কুম্ভকর্ণকে নিশিত শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।৪৫

অনন্তর রাম ও দশানন পরস্পরের খরতর শরনিকর দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। বোধ হইতে লাগিল, যেন ঘন ঘনঘটায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। বাণসমূহের পরস্পর আঘাতে সশব্দ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া তাহাতে শব্দায়মান বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ জ্যাঘোষ দ্বারা মহীতল আবৃত হইল। সে সময় সংগ্রাম স্থল অতীব ভীষণ আকার ধারণ করিল।৪৬ অনন্তর ত্রিদশনাথেরও ভয়জনক রাবণ, সীতার কোপ দ্বারা ও রামচন্দ্রের অস্ত্রতেজো দ্বারা আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন হনুমান্ অতীব আনন্দিত হইয়া অগ্নিতে বিশুদ্ধা জানকীকে রামের নিকট সমর্পণ পূর্ব্বক নিজপুরীতে প্রতিগমন করিল।৪৭

পুরন্দরকথাদরঃ সপদি তত্র রক্ষঃপতিং
বিভীষণমভীষণং সমকরোত্ততো রাঘবঃ ॥ ৪৮ ॥
হরীশ্বরগণাবৃতোঽবনিসুতাযুতঃ সানুজো
রথে শিবসখেরিতে সুবিমলে লসৎপুষ্পকে।
মুনীশ্বরগণার্চ্চিতো রঘুপতিস্ত্বযোধ্যাং যযৌ
বিবিচ্য মুনিলাঞ্ছনং গুহগৃহেঽতিসখ্যং স্মরন্ ॥ ৪৯ ॥
ততো নিজগণাবৃতো ভরতমাতুরং সান্ত্বয়ন্
স্বমাতৃগণবাক্যতঃ পিতৃনিজাসনে ভূপতিঃ।
বশিষ্ঠমুনিপুঙ্গবৈঃ কৃতনিজাভিষেকো বিভুঃ
সমস্তজনপালকঃ সুরপতির্যথা সংবভৌ ॥ ৫০ ॥
নরা বহুধনাকরা দ্বিজবরাস্তপস্তৎপরাঃ

অনন্তর রাম, দেবরাজের কথানুসারে অভীষণ বিভীষণকে তৎক্ষণাৎ রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।৪৮

অনন্তর শ্রীরাম, বানররাজগণে পরিবৃত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পবন পরিচালিত সুবিমল শোভমান পুষ্পক রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অযোধ্যায় গমন করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে বনপ্রবেশ কালীন নিজ মুনিবেশ এবং গুহ চণ্ডালের সহিত সখ্যভাব স্মরণ করিতে লাগিলেন। পরে মুনিগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।৪৯

পরে তিনি অনুজীবিবর্গে পরিবৃত হইয়া মনোদুঃখে কাতর ভরতকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি মাতৃগণের আজ্ঞানু-সারে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহার অভিষেক করিলেন। তিনি দেবরাজের ন্যায় সমস্ত লোকের অধীশ্বর হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।৫০

এইরূপ অতিবল পরাক্রম রঘুবীর রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ

স্বধর্ম্মকৃতনিশ্চয়াঃ স্বজনসঙ্গতা নির্ভয়াঃ।
ঘনাঃ সুবহুবর্ষিণো বসুমতী সদা হর্ষিতা
ভবত্যতিবলে নৃপে রঘুপতাবভূৎ সজ্জগৎ॥ ৫১॥
গতাযুতসমাঃ প্রিয়ৈর্নিজগুণৈঃ প্রজা রঞ্জয়ন্
নিজাং রঘুপতিঃ প্রিয়াং নিজমনোভবৈর্মোহয়ন্।
মুনীন্দ্রগণসংস্তুতোহপ্যযজদাদিদেবান্মখৈ-
র্ধনৈর্ব্বিপুলদক্ষিণৈরতুলবাজিমেধৈস্ত্রিভিঃ॥ ৫২॥
ততঃ কিমপি কারণং মনসি ভাবয়ন্ ভূপতি-
র্জহৌ জনকজাং বনে রঘুবরস্তদা নির্ঘৃণঃ।
ততো নিজমতং স্মরন্ সমনয়ৎ প্রচেতঃসুতো
নিজাশ্রমমুদারধী-রঘুপতেঃ প্রিয়াং দুঃখিতাম্॥ ৫৩॥

করিলে, সমুদায় প্রজা ঐশ্বর্য্যশালী হইল। ব্রাহ্মণগণ তপস্যাতে নিরত নিযুক্ত হইলেন। সকলেই স্বজনবর্গে মিলিত হইয়া নির্ভয়-চিত্তে স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। মেঘগণ নিয়মিত সময়ে সুবৃষ্টি করাতে বসুমতী হর্ষযুক্তা হইলেন। সমুদায় জগৎ সৎপথে দণ্ডায়মান হইল।৫১

এইরূপে রঘুপতি দশ সহস্র বৎসর অভিরাম নিজ গুণগ্রাম দ্বারা প্রজারঞ্জন করিলেন। তিনি মনোরথ পূরণ দ্বারা নিজপ্রিয়া জানকীর মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি মহর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া বিপুল ধন দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বহু যজ্ঞ দ্বারা এবং তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সন্তর্পিত করিলেন।৫২

অনন্তর রঘুপতি নির্দ্দয় হইয়া অন্তঃকরণে কোন একটী কারণ চিন্তা করিয়া জানকীকে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। পরে উদারচেতাঃ বাল্মীকি, নিজকৃত রামায়ণ স্মরণ করিয়া দুঃখিতা রাম-প্রিয়া জানকীকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন।৫৩

ততঃ কুশলবৌ সুতৌ প্রসুষুবে ধরিত্রীসুতা
মহাবলপরাক্রমৌ রঘুপতের্যশোগায়নৌ।
স তামপি সুতান্বিতাং মুনিবরস্তু রামান্তিকে
সমর্পয়দনিন্দিতাং সুরবরৈঃ সদা বন্দিতাম্‌॥ ৫৪ ॥
ততো রঘুপতিস্তু তাং সুতযুতাং রুদন্তীং পুরো
জগাদ দহনে পুনঃ প্রবিশ শোধনায়াত্মনঃ।
ইতীরিতমবেক্ষ্য সা রঘুপতেঃ পদাব্জে নতা।
বিবেশ জননীযুতা মণিগণোজ্জ্বলং ভূতলম্‌॥ ৫৫ ॥
নিরীক্ষ্য রঘুনায়কো জনকজাপ্রয়াণং স্মরন্‌
বশিষ্ঠগুরুযোগতোঽনুজযুতোঽগমৎ স্বং পদম্‌।
পুরঃস্থিতজনৈঃ স্বকৈঃ পশুভিরীশ্বরঃ সংস্পৃশন্‌
মুদা সরযুজীবনং রথবরৈঃ পরীতো বিভুঃ॥ ৫৬ ॥

পরে ধরিত্রীনন্দিনী সীতা, কুশ ও লব নামে দুইটী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলেন। ইহারা রঘুবীরের নিকট তদীয় যশোগান করেন। মুনিবর বাল্মীকি, ঐ দুইটী পুত্রের সহিত অনিন্দিতা সুরবন্দিতা সীতাকে শ্রীরামের নিকট সমর্পণ করিলেন।৫৪

অনন্তর রঘুপতি, সম্মুখে রোদন পরায়ণা সুতসহিতা জানকীকে কহিলেন, তুমি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত (সকলের সম্মুখে) পুনর্ব্বার অগ্নিতে প্রবেশ কর। সীতা রঘুপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক উপস্থিত জননী ধরণীর সহিত মণিগণদ্বারা সমুজ্জ্বল রসাতলে প্রবেশ করিলেন।৫৫

রঘুপতি এইরূপে জনকনন্দিনীর তিরোধান অবলোকন করিয়া এই ব্যাপার স্মরণ করিতে করিতে গুরুবশিষ্ঠের সহিত অনুজবর্গের সহিত পুরবাসী জনগণের সহিত পশু বর্গের সহিত প্রীতচিত্তে সরযূ

যে শৃণ্বন্তি রঘূদ্বহস্য চরিতং কর্ণামৃতং সাদরাৎ
সংসারার্ণবশোষণঞ্চ পঠতামামোদদং মোক্ষদম্।
রোগাণামিহ শান্তয়ে ধনজনস্বর্গাদিসম্পত্তয়ে
বংশানামপি বৃদ্ধয়ে প্রভবতি শ্রীশঃ পরেশঃ প্রভুঃ ॥৫৭॥

ইতি কল্কিপুরাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয় অংশে
সূর্য্যবংশানুবর্ণনে শ্রীরামচন্দ্রচরিতং নাম
তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

নদীর জল স্পর্শ করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিলেন।৫৬

যাঁহারা এই কর্ণামৃত শ্রীরামচরিত সমাদর পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, শ্রীশ পরমেশ প্রভু রামের কৃপায় তাঁহাদের অবাধে রোগ শান্তি হইবে, বংশ বৃদ্ধি হইবে, এবং ধনসম্পত্তি, জনসম্পত্তি ও স্বর্গাদি সম্পত্তি হইবে। ইহা পাঠ করিলে অন্তঃকরণে আনন্দ হইবে, সংসারসাগর শুষ্ক হইবে এবং পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদ লাভ হইতে পারিবে।৫৭

কল্কিপুরাণে তৃতীয়াংশে শ্রীরামচরিত নামক তৃতীয় অধ্যায়
সমাপ্তঃ।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

চতুর্থাধ্যায়ঃ।

রামাৎ কুশোঽভূদতিথি-স্ততোঽভূন্নিষধান্নভঃ।
তস্মাদভুৎ পুণ্ডরীকঃ ক্ষেমধন্বাঽভবৎ ততঃ॥ ১॥
দেবানীকস্ততো হীনঃ পারিপাত্রোঽথ হীনতঃ।
বলাহকস্ততোঽর্কশ্চ রজনাভস্ততোঽভবৎ॥ ২॥
খগণাদ্বিধৃতস্তস্মাদ্ধিরণ্যনাভসংজ্ঞিতঃ।
ততঃ পুষ্পো ধ্রুবস্তস্মাৎ স্যন্দনোঽথাগ্নিবর্ণকঃ॥ ৩॥
তস্মাৎ শীঘ্রোঽভবৎ পুত্রঃ পিতা মেঽতুলবিক্রমঃ।
তস্মান্মরুৎ মাং কেঽপীহ বুধঞ্চাপি সুমিত্রকম্॥ ৪॥

রামের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নভ. নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা, ১ ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র হীন, হীনের পুত্র পারিপাত্র, পারিপাত্রের পুত্র বলাহক, বলাহকের পুত্র অর্ক, অর্কের পুত্র রজনাভ. ২ রজনাভের পুত্র খগণ, খগণের পুত্র বিধৃত, বিধৃতের পুত্র হিরণ্যনাভ, হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের পুত্র ধ্রুব, ধ্রুবের পুত্র স্যন্দন, স্যন্দনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, ৩ অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র। এই অতুল বিক্রম শীঘ্র আমার পিতা। আমি শীঘ্রের পুত্র। আমার নাম মরু। কেহ কেহ আমাকে বুধ, কেহ কেহ আমাকে সুমিত্র বলিয়া থাকে।৪

কলাপগ্রামমাসাদ্য বিদ্ধি সত্তপসি স্থিতম্।
তবাবতারং বিজ্ঞায় ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ॥ ৫॥
প্রতীক্ষ্য কালং লক্ষাব্দং কলেঃ প্রাপ্তস্তবান্তিকম্।
জন্মকোট্যংহসাং রাশের্নাশনং ধর্ম্মশাসনম্।
যশঃকীর্ত্তিকরং সর্ব্ব-কামপূরং পরাত্মনঃ॥ ৬॥

কল্কিরুবাচ।

জ্ঞাতস্তবান্বয়ং ত্বাঞ্চ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবম্।
দ্বিতীয়ঃ কোঽপরঃ শ্রীমান্ মহাপুরুষলক্ষণঃ॥ ৭॥
ইতি কল্কিবচঃ শ্রুত্বা দেবাপির্ম্মধুরাক্ষরাম্।
বাণীং বিনয়সম্পন্নঃ প্রবক্তুমুপচক্রমে॥ ৮॥

দেবাপিরুবাচ।

প্রলয়ান্তে নাভিপদ্মাৎ তবাভূচ্চতুরাননঃ।

এতদিন আমি কলাপ গ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিতে ছিলাম। আমি সত্যবতীনন্দন ব্যাসের প্রমুখাৎ আপনকার অবতারের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ৫ কলির লক্ষ বৎসর সময় প্রতীক্ষা করিয়া আপনকার নিকট উপস্থিত হইতেছি। আপনি পরমাত্মা, আপনকার সমীপে আগমন করিলে কোটি জন্মের পাপপুঞ্জ ক্ষয় হয়, ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, যশ ও কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয় এবং সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়।৬

কল্কি কহিলেন। এক্ষণে আমি তোমার বংশাবলী অবগত হইলাম; বুঝিলাম, তুমি সূর্য্যবংশ-সমুৎপন্ন ভূপতি। পরন্তু তোমার সহিত এই যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতেছি, ইনি শ্রীমান্ ও মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত। ইনি কে?৭ দেবাপি কল্কির ঈদৃশ মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয় সম্পন্ন বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন।৮

দেবাপি কহিলেন। প্রলয়াবসানে আপনার নাভিকমল হইতে

তদীয়তনয়াদত্রেশ্চন্দ্রস্তস্মাত্ততো বুধঃ ॥ ৯ ॥
তস্মাৎ পুরূরবা যজ্ঞে যযাতির্নহুষস্ততঃ।
দেবযান্যাং যযাতিস্তু যদুং তুর্ব্বসুমেব চ ॥ ১০ ॥
শর্ম্মিষ্ঠায়াং তথা দ্রুহ্যুঞ্চানুং পূরুঞ্চ সৎপতে।
জনয়ামাস ভূতাদির্ভূতানীব সিসৃক্ষয়া ॥ ১১ ॥
পূরোর্জ্জন্মেজয়স্তস্মাৎ প্রচিন্বানভবৎ ততঃ।
প্রবীরস্তন্মনস্যুর্ব্বৈ তস্মাচ্চাভয়দোঽভবৎ ॥ ১২ ॥
উরুক্ষয়াচ্চ ত্র্যারুণিস্ততোঽভূৎ পুষ্করারুণিঃ।
বৃহৎক্ষেত্রাদভূদ্ধস্তী যন্নাম্না হস্তিনাপুরম্ ॥ ১৩ ॥
অজমীঢোঽহিমীঢশ্চ পুরমীঢস্তু তৎসুতাঃ।
অজমীঢাদভূদৃক্ষস্তস্মাৎ সংবরণাৎ কুরুঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, ৯ বুধের পুত্র পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতি দেবযানিতে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন।১০ সাধুপালক! ঐ যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাতে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু, এই তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সৃষ্টির সময় ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কার যেমন পঞ্চভূত উৎপাদন করে, তাহার ন্যায় যযাতি উক্ত পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করেন।১১ পুরুর পুত্র জন্মেজয় জন্মেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্, প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনস্যু, মনস্যুর পুত্র অভয়দ, ১২ অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্র্যারুণি, ত্র্যারুণির পুত্র পুষ্করারুণি, পুষ্করারুণির পুত্র বৃহৎক্ষেত্র, বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তী। এই হস্তী রাজার নামেই হস্তিনাপুর নগর স্থাপিত হইয়া ছিল।১৩

হস্তীর তিন পুত্র, অজমীঢ়, অহিমীঢ় ও পুরমীঢ়। অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় সংবরণ, সংবরণের তনয় কুরু, ১৪

কুরোঃ পরিক্ষিৎ সুধনুর্জ্জহ্নু র্নিষধ এব চ।
সুহোত্রোঽভূৎ সুধনুষশ্চ্যবনাচ্চ ততঃ কৃতী॥ ১৫॥
ততো বৃহদ্রথস্তস্মাৎ কুশাগ্রাদৃষভোঽভবৎ।
ততঃ সত্যজিতঃ পুত্রঃ পুষ্পবান্নহুষস্ততঃ॥ ১৬॥
বৃহদ্রথান্যভার্য্যায়াং জরাসন্ধঃ পরন্তপঃ।
সহদেবস্ততস্তস্মাৎ সোমাপির্যৎ শ্রুতশ্রবাঃ॥ ১৭॥
সুরথাদ্বিদূরথস্তস্মাৎ সার্ব্বভৌমোঽভবৎ ততঃ।
জয়সেনাদ্রথানীকোঽভূদ্যুতায়ুশ্চ কোপনঃ॥ ১৮॥
তস্মাদ্দেবাতিথিস্তস্মাদৃক্ষস্তস্মাদ্দিলীপকঃ।
তস্মাৎ প্রতীপকস্তস্য দেবাপিরহমীশ্বর॥ ১৯॥
রাজ্যং শান্তনবে দত্ত্বা তপস্যেকধিয়া চিরম্।

কুরুর তনয় পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিতের তনয় সুধনু, জহ্নু ও নিষধ। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র চ্যবন, ১৫ চ্যবনের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের তনয় ঋষভ, ঋষভের তনয় সত্যজিৎ সত্যজিতের তনয় পুষ্পবান্, পুষ্পবানের তনয় নহুষ।১৬

বৃহদ্রথের অন্য পত্নীতে শত্রুসন্তাপকারী জরাসন্ধের উৎপত্তি হয়। জরাসন্ধের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় সোমাপি, সোমাপির তনয় শ্রুতশ্রবাঃ।১৭ শ্রুতশ্রবার তনয় সুরথ, সুরথের তনয় বিদূরথ, বিদূরথের তনয় সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমের তনয় জয়সেন, জয়সেনের তনয় রথানীক। রথানীক হইতে কোপনস্বভাব যুতায়ুর জন্ম হয়।১৮

যুতায়ুর তনয় দেবাতিথি, দেবাতিথির তনয় ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় দিলীপ, দিলীপের তনয় প্রতীপক। হে ঈশ্বর! আমি প্রতীপকের তনয় দেবাপি।১৯ আমি শান্তনুকে নিজরাজ্য প্রদান করিয়া কলাপ

কলাপগ্রামমাসাদ্য ত্বাং দিদৃক্ষুরিহাগতঃ ॥ ২০ ॥
মরুণানেন মুনিভিরেভিঃ প্রাপ্য পদাম্বুজম্‌।
তব কালকরালাস্যাদ্‌যাস্যাম্যাত্মবতাং পদম্‌ ॥২১॥
তয়োরেবং বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ কমললোচনঃ।
প্রহস্য মরুদেবাপী সমাশ্বাস্য সমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥

কল্কিরুবাচ।

যুবাং পরমধর্ম্মজ্ঞৌ রাজানৌ বিদিতাবুভৌ।
মদাদেশকরৌ ভূত্বা নিজরাজ্যং ভবিষ্যথঃ ॥ ২৩ ॥
মরো ত্বামভিষেক্ষ্যামি নিজাযোধ্যাপুরেঽধুনা।
হত্বা ম্লেচ্ছানধর্ম্মিষ্ঠান্‌ প্রজাভূতবিহিংসকান্‌ ॥ ২৪ ॥
দেবাপে তব রাজ্যে ত্বাং হস্তিনাপুরপত্তনে।

গ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক একমনে বহুকাল তপস্যা করিতে ছিলাম। এক্ষণে আপনকার দর্শনের নিমিত্ত এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।২০ আমি এই মরুর সহিত এবং এই সমস্ত মুনিগণের সহিত আপনকার চরণসরোজ লাভ করিলাম, সুতরাং আমাদিগকে আর কালের করাল কবলে পতিত হইতে হইবে না। আমরা আত্মতত্ত্বজ্ঞদিগের পদ প্রাপ্ত হইব।২১

কমললোচন কল্‌কি, মরু ও দেবাপির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন।২২

কল্কি কহিলেন। আমি জ্ঞাত আছি, তোমরা উভয়ে পরম ধর্ম্মজ্ঞ রাজা। এক্ষণে তোমরা আমার আদেশানুসারে রাজা হইয়া নিজ নিজ রাজ্য পালন কর।২৩ মরো! আমি এক্ষণে প্রজাপীড়ক প্রাণিহিংসক অধার্ম্মিক ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে তোমার নিজরাজধানী অযোধ্যাপুরীতে অভিষিক্ত করিব।২৪ রাজর্ষি দেবাপে!

অভিষেক্ষ্যামি রাজর্ষে হত্বা পুক্কসকান্ রণে ॥ ২৫ ॥
মথুরায়ামহং স্থিত্বা হরিষ্যামি তু বো ভয়ম্।
শয্যাকর্ণানুষ্ট্রমুখান্ একজঙ্ঘান্ বিনোদরান্ ॥ ২৬ ॥
হত্বা কৃতং যুগং কৃত্বা পালয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ।
তপোবেশং ব্রতং ত্যক্ত্বা সমারুহ্য রথোত্তমম্ ॥ ২৭ ॥
যুবাং শস্ত্রাস্ত্রকুশলৌ সেনাগণপরিচ্ছদৌ।
ভূত্বা মহারথৌ লোকে ময়া সহ চরিষ্যথঃ ॥ ২৮ ॥
বিশাখযূপভূপালস্তনয়াং বিনয়াম্বিতাম্।
বিবাহে রুচিরাপাঙ্গীং সুন্দরীং ত্বাং প্রদাস্যতি ॥ ২৯ ॥
মরো ভূপাল লোকানাং স্বস্তয়ে কুরু মে বচঃ।
রুচিরাশ্বসুতাং শান্তাং দেবাপে ত্বং সমুদ্বহ ॥ ৩০ ॥
ইত্যাশ্বাসকথাঃ কল্কেঃ শ্রুত্বা তৌ মুনিভিঃ সহ।

আমি সংগ্রাম ভূমিতে পুক্কসগণকে সংহার করিয়া তোমাকে তোমার নিজরাজধানী হস্তিনাপুরে রাজ্যাভিষিক্ত করিব।২৫ আমিও মথুরা-নগরীতে অবস্থান পূর্ব্বক তোমাদের ভয় দূর করিব। আমি শয্যা-কর্ণদিগকে উষ্ট্রমুখদিগকে একজঙ্ঘদিগকে ২৬ সংহার পূর্ব্বক সত্য যুগ স্থাপন করিয়া প্রজাগণকে পালন করিব। তোমরাও তপস্বিবেশ ও ব্রত পরিত্যাগ করিয়া মহারথে আরোহণ কর।২৭ কারণ তোমরা শস্ত্র ও অস্ত্র প্রয়োগে কুশল ও মহারথ। তোমরা আমার সহিত (ম্লেচ্ছ প্রভৃতি ধর্ম্মবিদ্বেষী পামরদিগের উন্মূলনার্থ) বিচরণ করিবে।২৮ মরো! বিশাখযূপ নামক ভূপতি, বিনয়সম্পন্না রুচিরাপাঙ্গী পরম-সুন্দরী স্বীয় তনয়ার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন।২৯ মরো! তুমি ভূপতি হইয়া জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত আমার বাক্য প্রতিপালন কর। দেবাপে! তুমিও শান্তা নাম্নী রুচিরাশ্ব তনয়াকে বিবাহ কর।৩০

মরু দেবাপি ও মুনিগণ, কল্কির এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণ

বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ৌ মেনাতে হরিমীশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥
ইতি ব্রুবত্যভয়দে আকাশাৎ সূর্য্যসন্নিভৌ।
রথৌ নানামণিব্রাত-ঘটিতৌ কামগৌ পুরঃ।
সমায়াতৌ জ্বলদ্দিব্য-শস্ত্রাস্ত্রৈঃ পরিবারিতৌ ॥ ৩২ ॥
দদৃশুস্তে সদোমধ্যে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতৌ।
ভূপা মুনিগণাঃ সভ্যাঃ সহর্ষাঃ কিমিতীরিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

কল্কিরুবাচ।

যুবামাদিত্যসোমেন্দ্র-যমবৈশ্রবণাঙ্গজৌ।
রাজানৌ লোকরক্ষার্থমাবির্ভূতৌ বিদন্ত্যমী ॥ ৩৪ ॥
কালেনাচ্ছাদিতাকারৌ মম সঙ্গাদিহোদিতৌ।

করিয়া বিস্ময়াবিষ্টহৃদয় হইয়া নিঃসংশয় রূপে স্থির করিলেন যে, তিনিই হরি ও ঈশ্বর।৩১

কল্কি এইরূপ অভয়বাক্য বলিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে আকাশ পথ হইতে দুইখানি কামগামী রথ সম্মুখে অবতীর্ণ হইল। এই রথদ্বয় সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন নানাবিধ মণিসমূহ দ্বারা নির্ম্মিত ও সমুজ্জ্বল দিব্য অস্ত্র শস্ত্র সমূহে পরিবারিত।৩২ মুনিগণ ভূপালগণ ও সভাস্থিত সকলেই, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত রথ, সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং ইহা কি? এইরূপ বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।৩৩

কল্কি কহিলেন। সকলেই অবগত আছ যে, তোমরা উভয়ে রাজা এবং লোকরক্ষার নিমিত্ত ভূমণ্ডল পালনের নিমিত্ত সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্র যম ও কুবেরের অংশে আবির্ভূত হইয়াছ।৩৪ এতকাল তোমরা নিজ নিজ আকার গোপন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলে। এক্ষণে (আমার আবির্ভাবে) আমার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত এখানে আগমন

যুবাং রথাবারুহতাং শক্রদত্তং মমাজ্ঞয়া ॥ ৩৫ ॥
এবং বদতি বিশ্বেশে পদ্মনাথে সনাতনে।
দেবা ববর্ষুঃ কুসুমৈস্তুষ্টুবুর্ম্মুনয়োঽগ্রতঃ ॥ ৩৬ ॥
গঙ্গাবারিপরিক্লিন্ন-শিরোভূতিপরাগবান্।
শনৈঃ পর্ব্বতজাসঙ্গশিববৎ পবনো ববৌ ॥ ৩৭ ॥
তত্রায়াতঃ প্রমুদিততনুস্তপ্তচামীকরাভো
ধর্ম্মাবাসঃ সুরুচিরজটাচীরভৃদ্দণ্ডহস্তঃ।
লোকাতীতো নিজতনুমরুন্নাশিতাধর্ম্মসংঘ-
স্তেজোরাশিঃ সনকসদৃশো মস্করী পুষ্করাক্ষঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে চন্দ্র-
সূর্য্যবংশানুকীর্ত্তনং নাম চতুর্থাধ্যায়ঃ।

করিয়াছ। অধুনা তোমরা আমার আদেশানুসারে ইন্দ্রদত্ত এই রথে অরোহণ কর।৩৫ পদ্মাপতি বিশ্বপতি সনাতন কল্কি এইবাক্য বলিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।৩৬ জাহ্নবীসলিল সঙ্গ দ্বারা পরিক্লিন্ন মহেশ্বর শিরঃস্থিত বিভূতির পরাগ বিশিষ্ট ও পার্ব্বতীর অঙ্গস্পর্শে মঙ্গলময় মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল।৩৭

অনন্তর সেই স্থানে এক ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার শরীরে আহ্লাদের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। ইঁহার কান্তি তপ্তকাঞ্চন সদৃশ উজ্জ্বল। ইনি ধর্ম্মের একমাত্র আধার। ইনি অতি মনোহর চীবর ধারণ করিয়াছেন। ইহার হস্তে দণ্ড রহিয়াছে। ইনি লোকাতীত। ইঁহার শরীরের বায়ুদ্বারা পাপপুঞ্জ তিরোহিত হয়। ইনি সনকসদৃশ তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন। ইহাঁর লোচনদ্বয় সরোজ-সদৃশ।৩৮

কল্কিপুরাণে তৃতীয়াংশে চন্দ্রসূর্য্যবংশানুকীর্ত্তননামক চতুর্থাধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

অথ কল্কিঃ সমালোক্য সদসাম্পতিভিঃ সহ।
সমুত্থায় ববন্দে তং পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ ॥ ১ ॥
বৃদ্ধং সংবেশ্য তং ভিক্ষুং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্।
পপ্রচ্ছ কো ভবানত্র মম ভাগ্যাদিহাগতঃ ॥ ২ ॥
প্রায়শো মানবা লোকে লোকানাং পারণেচ্ছয়া।
চরন্তি সর্ব্বসুহৃদঃ পূর্ণা বিগতকল্মষাঃ ॥ ৩ ॥

মস্কর্য্যুবাচ।

অহং কৃতযুগং শ্রীশ তবাদেশকরং পরম্।

শুক কহিলেন। অনন্তর কল্কি ভিক্ষুককে দেখিবামাত্র সভ্যগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন।১ পরে তিনি সমুদায় আশ্রমের পূজ্য ভিক্ষুককে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমার সৌভাগ্যক্রমে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি কে?২ যে সকল মনুষ্য নিষ্পাপ এবং যাঁহারা পূর্ণ ও সকলের সুহৃৎ তাঁহারা প্রায়ই লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত পৃথিবীতে পর্য্যটন করেন।৩

মস্করী কহিলেন, শ্রীনাথ! আমি একান্ত আপনকারি বশম্বদ

তবাবির্ভাববিভবপ্রেক্ষণার্থমিহাগতম্ ॥ ৪ ॥
নিরুপাধির্ভবান্ কালঃ সোপাধিত্বমুপাগতঃ।
ক্ষণদণ্ডলবাদ্যঙ্গৈর্ম্মায়য়া রচিতং ত্বয়া ॥ ৫ ॥
পক্ষাহোরাত্রমাসর্ত্তু-সংবৎসরযুগাদয়ঃ।
তবেক্ষয়া চরন্ত্যেতে মনবশ্চ চতুর্দ্দশ ॥ ৬ ॥
স্বায়ম্ভুবস্তু প্রথমস্ততঃ স্বারোচিষো মনুঃ।
তৃতীয় উত্তমস্তস্মাচ্চতুর্থস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥
পঞ্চমো রৈবতঃ ষষ্ঠশ্চাক্ষুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বৈবস্বতঃ সপ্তমো বৈ ততঃ সাবর্ণিরষ্টমঃ ॥ ৮ ॥
নবমো দক্ষসাবর্ণির্ব্রহ্মসাবর্ণিকস্ততঃ।
দশমো ধর্ম্মসাবর্ণিরেকাদশঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥
রুদ্রসাবর্ণিকস্তত্র মনুর্ব্বৈ দ্বাদশঃ স্মৃতঃ।

সত্যযুগ। আমি আপনকার আবির্ভাব ও বিভব দর্শনের নিমিত্ত এস্থলে আগমন করিয়াছি।৪ আপনি নিরুপাধি কালস্বরূপ। আপনি ক্ষণ দণ্ড লব প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা এক্ষণে সোপাধি হইয়াছেন। আপনকার মায়া দ্বারা সমুদায় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।৫ আপনকার। সান্নিধ্যবশতঃ পক্ষ দিবা রাত্রি মাস ঋতু সংবৎসর যুগ প্রভৃতি এবং চতুর্দ্দশ মনু সকলেই নিয়মিতরূপে বিচরণ করিতেছে।৬

প্রথমত স্বায়ম্ভুব নামক মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ নামক মনু, তৃতীয় উত্তম নামক মনু, চতুর্থ তামস নামক মনু ৭ পঞ্চম রৈবত নামক মনু, ষষ্ঠ চাক্ষুষ নামক মনু, সপ্তম বৈবস্বত নামক মনু, অষ্টম সাবর্ণি নামক মনু, ৮ নবম দক্ষসাবর্ণি নামক মনু, দশম ব্রহ্মসাবর্ণি নামক মনু, একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণি নামক মনু, ৯ দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণি

ত্রয়োদশমনুর্ব্বেদসাবর্ণির্লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১০ ॥
চতুর্দ্দশেন্দ্রসাবর্ণিরেতে তব বিভূতয়ঃ।
যান্ত্যয়ান্তি প্রকাশন্তে নামরূপাদিভেদতঃ ॥ ১১ ॥
দ্বাদশাব্দসহস্রেণ দেবানাঞ্চ চতুর্যুগম্।
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং সহস্রগণিতং মতম্ ॥ ১২ ॥
তাবৎ শতানি চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকমেব হি।
সন্ধ্যাক্রমেণ তেষান্তু সন্ধ্যাংশোঽপি তথাবিধঃ ॥ ১৩ ॥
একসপ্ততিকং তত্র যুগং ভুঙ্‌ক্তে মনুর্ভুবি।
মনূনামপি সর্ব্বেষামেবং পরিণতির্ভবেৎ।
দিবা প্রজাপতেস্তত্তু নিশা সা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৪ ॥

নামক মনু, ত্রয়োদশ সর্ব্বত্র বিখ্যাত বেদসাবর্ণি নামক মনু, ১০ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণি নামক মনু। ইঁহারা সকলেই আপনকার বিভূতি স্বরূপ। ইঁহারা সকলে নামরূপাদি ভেদে গমন করিতেছেন, প্রকাশিত হইতেছেন।১১

দেবতাদিগের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ হইয়া থাকে। ঐরূপ চারি সহস্র বৎসরে, তিন সহস্র বৎসরে, দুই সহস্র বৎসরে এবং এক সহস্র বৎসরে (ক্রমশঃ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগ হয়) ১২ এই যুগচতুষ্টয়ের পূর্ব্ব সন্ধ্যা ক্রমশঃ চারিশত তিনশত দুইশত ও একশত বৎসর। এই চারিযুগের শেষ সন্ধ্যার পরিমাণও এইরূপ।১৩ প্রত্যেক মনু, এক সপ্ততি যুগ পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন, সমুদায় মনুরই এইরূপ পরিণতি হইয়া থাকে। যতকাল চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার থাকে, তাহা ব্রহ্মার এক দিবস। এই কালের সদৃশ সময় ব্রহ্মার

অহোরাত্রঞ্চ পক্ষস্তে মাসসংবৎসরর্ত্তবঃ।
সত্নুপাধিকৃতঃ কালো ব্রহ্মণো জন্মমৃত্যুকৃৎ॥ ১৫॥
শতসংবৎসরে ব্রহ্মা লয়ং প্রাপ্নোতি হি ত্বয়ি।
লয়াস্তে ত্বন্নাভিমধ্যাদুত্থিতঃ সৃজতি প্রভুঃ॥ ১৬॥
তত্র কৃতযুগং তেঽহং কালং সদ্ধর্ম্মপালকম্।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা যত্র তন্নাম্না মাং কৃতং বিদুঃ॥ ১৭॥
ইতি তদ্বচ আশ্রুত্য কল্কির্নিজজনাবৃতঃ।
প্রহর্ষমতুলং লব্ধ্বা শ্রুত্বা তদ্বচনামৃতম্॥ ১৮॥
অবহিত্থামুপালক্ষ্য যুগস্যাহ জনান্ হিতান্।
যোদ্ধুকামঃ কলেঃ পূর্য্যাং হৃষ্টো বিশসনে প্রভুঃ॥১৯॥

এক রাত্রি।১৪ এইরূপে কাল, দিবা রাত্রি পক্ষ মাস বৎসর ঋতু প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নিষ্পাদন করিয়া থাকেন।১৫ ব্রহ্মার শত বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তিনি আপনাতে লয়-প্রাপ্ত হন। অনন্তর প্রলয় কালের অবসান হইলে প্রভু ব্রহ্মা আপনকার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হন।১৬ ইহার মধ্যে আমি কালের অংশ কৃতযুগ। আমার অধিকারে উত্তম ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়। আমা হইতে প্রজাগণ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কৃতকৃত্য হয়, বলিয়া আমি কৃতযুগ নামে বিখ্যাত হইয়াছি।১৭ কল্কি, অনুচরবর্গের সহিত সত্যযুগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।১৮ কলি সংহারে সমর্থ কল্কি, সত্যযুগের আগমন দেখিয়া কলির অধিকারে বিশসন নামক পুরীতে সংগ্রাম করিতে অভিলাষী হইয়া অনুগত জনগণকে কহিলেন।১৯ যে সকল বীর

গজরথতুরগান্নরাংশ্চ যোধান্
কনকবিচিত্রবিভূষণাচিতাঙ্গান্।
ধৃতবিবিধবরাস্ত্রশস্ত্রপূগান্
যুধি নিপুণান্ গণয়ধ্বমানয়ধ্বম্॥ ২০॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
কৃতযুগাগমনং নাম পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

গজে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করে, যাহারা রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ, যাহারা পদাতি সৈন্য, যাহাদিগের শরীর সুবর্ণময় বিবিধ বিচিত্র বিভূষণে বিভূষিত, যাহারা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ, যাহারা সংগ্রামে নিপুণ, তাদৃশ সৈন্যসমূহ আনয়ন কর ও গণনা কর।২০

কল্কিপুরাণ তৃতীয় অংশ পঞ্চম অধ্যায়
সমাপ্ত

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইতি তৌ মরুদেবাপী শ্রুত্বা কল্কের্বচঃ পুরঃ
কৃতোদ্বাহৌ রথারূঢ়ৌ সমায়াতৌ মহাভুজৌ॥ ১॥
নানায়ুধধরৈঃ সৈন্যৈরাবৃতৌ শূরমানিনৌ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলি ত্রাণৌ দংশিতৌ বদ্ধহস্তকৌ॥ ২॥
কাষ্ণ´ায়সশিরস্ত্রাণৌ ধনুর্দ্ধরধুরন্ধরৌ।
অক্ষৌহিণীভিঃ ষড়্ভিস্তু কম্পয়ন্তৌ ভুবং ভরৈঃ॥ ৩॥
বিশাখযূপ ভূপস্তু গজলক্ষৈঃ সমাবৃতঃ।
অশ্বৈঃ সহস্রনিযুতৈ রথৈঃ সপ্তসহস্রকৈঃ॥ ৪॥

সূত কহিলেন। অনন্তর কৃতবিবাহ মহাবাহু মরু ও দেবাপি, কল্‌কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।১ তাঁহারা উভয়ে অসংখ্য সৈন্য সমূহে পরিবৃত ও নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রধারী। তাঁহারা স্বয়ং মহাবীর বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হস্ত ও সমুদায় শরীর বর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। তাঁহাদের অঙ্গুলি সমুহে অঙ্গুলিত্রাণ রহিয়াছে।২ তাঁহাদের মস্তক কৃষ্ণবর্ণ শিরস্ত্রাণে সুশোভিত রহিয়াছে। তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধনুর্দ্ধারী। তাঁহারা ছয় অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা ভুমণ্ডল পরিকম্পিত করিতেছেন।৩ বিশাখযূপ নামক ভূপতি এক লক্ষ হস্তি দ্বারা, শত লক্ষ অশ্ব দ্বারা, সপ্ত সহস্র রথদ্বারা পরিবৃত ছিলেন।৪

পদাতিভির্দ্বিলক্ষৈশ্চ সন্নদ্ধৈধৃতকার্ম্মুকৈঃ।
বাতোদ্ধতোত্তরোষ্ণীষৈঃ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ॥৫॥
রুধিরাশ্বসহস্রাণাং পঞ্চাশদ্ভির্ম্মহারথৈঃ।
গজৈর্দ্দশশতৈর্ম্মত্তৈর্নবলক্ষৈর্বৃতো বভৌ ॥ ৬ ॥
অক্ষৌহিণীভির্দ্দশভিঃ কল্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
সমাবৃতস্তথা দেবৈরেবমিন্দ্রো দিবি স্বরাট্ ॥ ৭ ॥
ভ্রাতৃপুত্ত্রসুহৃদ্ভিশ্চ মুদিতঃ সৈনিকৈর্বৃতঃ।
যযৌ দিগ্বিজয়াকাঙ্ক্ষী জগতামীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
কালে তস্মিন্ দ্বিজো ভূত্বা ধর্ম্মঃ পরিজনৈঃ সহ।
সমাজগাম কলিনা বলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥ ৯ ॥
ঋতং প্রসাদমভয়ং সুখং মুদমথ স্বয়ম্।
যোগমর্থং ততোঽদর্পং স্মৃতিং ক্ষেমং প্রতিশ্রয়ম্ ॥ ১০॥

তাঁহর সহিত দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিল। বায়ু দ্বারা তাহাদের উষ্ণীষ ও উত্তরীয় বস্ত্র কম্পমান হইতেছিল।৫ এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহিত পঞ্চাশৎ সহস্র রক্তবর্ণ অশ্ব এবং দশ সহস্র মত্ত হস্তী বহুসংখ্য মহারথ এবং নয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল।৬ পরপুরঞ্জয় কল্‌কি, এইরূপে দেবলোকস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় দশ অক্ষৌহিণী সেনাগণে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।৭ জগতের ঈশ্বর প্রভু কল্‌কি এইরূপে ভ্রাতৃ-পুত্ত্রগণে সুহৃদ্গণে ও সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয় করিবার অভিলাষে যাত্রা করিলেন।৮

এই সময় বলবান্ কলি কর্ত্তৃক নিরাকৃত ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন।৯ তাঁহার অনু-

নরনারায়ণৌ চোভৌ হরেরংশৌ তপোব্রতৌ।
ধর্ম্মস্ত্বেতান্ সমাদায় পুত্রান্ স্ত্রীশ্চাগতস্ত্বরন্॥ ১১॥
শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তি স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতিঃ।
বুদ্ধির্ম্মেধা তিতিক্ষা চ হ্রীর্মূর্ত্তির্ধর্ম্মপালকাঃ॥ ১২॥
এতাস্তেন সহায়াতা নিজবন্ধুগণৈঃ সহ।
কল্কিমালোকিতুং তত্র নিজকার্য্যং নিবেদিতুম্॥১৩॥
কল্কির্দ্বিজং সমাসাদ্য পূজয়িত্বা যথাবিধি।
প্রোবাচ বিনয়াপন্নঃ কস্ত্বং কস্মাদিহাগতঃ॥ ১৪॥
স্ত্রীভিঃ পুত্রৈশ্চ সহিতঃ ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ।
কস্য বা বিষয়াদ্রাজ্ঞস্তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ॥ ১৫॥
পুত্রাঃ স্ত্রিয়শ্চ তে দীনাঃ হীনস্ববলপৌরুষাঃ।
বৈষ্ণবাঃ সাধবো যদ্বৎ পাষণ্ডৈশ্চ তিরস্কৃতাঃ॥ ১৬॥

চরবর্গের মধ্যে ঋত প্রসাদ অভয় সুখ প্রীতি যোগ অর্থ অনহঙ্কার স্মৃতি ক্ষেম প্রতিশ্রয়।১০ এবং হরির অংশ তপোনিষ্ঠ নরনারায়ণ ছিলেন। এই সমুদায়কে গ্রহণ করিয়া এবং স্ত্রী পুত্র লইয়া ধর্ম্ম সেই স্থানে ত্বরাপূর্ব্বক আগমন করেন।১১ শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তি তুষ্টি পুষ্টি ক্রিয়া উন্নতি বুদ্ধি মেধা তিতিক্ষা হ্রী, ধর্ম্মপালক এই অষ্টমূর্ত্তি।১২ নিজ বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া কল্‌কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এবং নিজ কার্য্য নিবেদন করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের সহিত সেই স্থলে আগমন করিলেন।১৩ কল্‌কি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া বিনয়পূর্ব্বক যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন এবং কহিলেন, আপনি কে? কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন?১৪ আপনি ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রী ও পুত্রগণের সহিত কোন্ রাজার অধিকার হইতে আগমন করিলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকে বলুন।১৫ পাষণ্ড কর্ত্তৃক পরাভূত

কল্কে রিতি বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মঃ শর্ম্ম নিজং স্মরন্।
প্রোবাচ কমলানাথম্ অনাথস্তুতিকাতরঃ॥ ১৭॥
পুত্রৈঃ স্ত্রীভির্নিজজনৈঃ কৃতাঞ্জলিপুটৈর্হরিম্।
স্তুত্বা নত্বা পূজয়িত্বা মুদিতং তং দয়াপরম্॥ ১৮॥

ধর্ম্ম উবাচ।

শৃণু কল্কে মমাখ্যানং ধর্ম্মোঽহং ব্রহ্মরূপিণঃ।
তব বক্ষঃস্থলাজ্জাতঃ কামদঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১৯॥
দেবানামগ্রণীর্হব্যকব্যানাং কামধুগ্‌বিভুঃ।
তবাজ্ঞয়া চরাম্যেব সাধুকীর্ত্তিকৃদন্বহম্॥ ২০॥
সোঽহং কালেন বলিনা কলিনাপি নিরাকৃতঃ।

বিষ্ণুপরায়ণ সাধুগণের ন্যায় আপনকার পুত্রগণ ও স্ত্রীগণ বলহীন পৌরুষহীন ও একান্ত কাতর হইয়াছেন।১৬ অনাথ ও অতি কাতর ধর্ম্ম, কমলানাথ কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত উত্তর করিলেন।১৭ প্রথমত তিনি, পুত্রগণ স্ত্রীগণ ও অনুচববর্গের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে আনন্দময় দয়াময় হরির পূজা পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।১৮

অনন্তর ধর্ম্ম কহিলেন। কল্কে! আমার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি পিতামহরূপী আপনকার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমাব নাম ধর্ম্ম। আমি সকল প্রাণীর অভিপ্রেত সিদ্ধ করিয়া থাকি।১৯ আমি দেবগণের অগ্রগণ্য। আমি যজ্ঞে হব্যকব্যের অংশভাগী। আমি যজ্ঞের ফল প্রদান করিয়া সাধুদিগের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি। আমি আপনকার আজ্ঞানুসারে নিয়ত সাধুদিগের কার্য্য করিয়া বিচরণ করি।২০ এক্ষণে শক কাম্বোজ শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতিগণ কলির অধিকারে বাস করিতেছে।

শককাম্বোজশবরৈঃ সর্ব্বৈরাবাসবাসিনা ॥ ২১ ॥
অধুনা তেঽখিলাধার ! পাদমূলমুপাগতঃ।
যথা সংসারকালাগ্নিসংতপ্তাঃ সাধবোঽর্দ্দিতাঃ ॥ ২২ ॥
ইতি বাগ্‌ভিরপূর্ব্বাভির্ধর্ম্মেণ পরিতোষিতঃ।
কল্কিঃ কল্কহরঃ শ্রীমানাহ সংহর্ষয়ন্ শনৈঃ ॥ ২৩ ॥
ধর্ম্ম ! কৃতযুগং পশ্য মরুং চণ্ডাংশুবংশজম্।
মাং জানাসি যথা জাতং ধাতৃপ্রার্থিতবিগ্রহম্ ॥ ২৪ ॥
কীটকে বৌদ্ধদলনমিতি মত্বা সুখী ভব।
অবৈষ্ণবানামন্যেষাং তবোপদ্রবকারিণাম্।
জিঘাংসুর্যামি সেনাভিশ্চর গাং ত্বং বিনির্ভয়ঃ ॥ ২৫ ॥
কা ভীতিস্তে ক্ক মোহোঽস্তি যজ্ঞদানতপোব্রতৈঃ।

সেই বলবান্ কলি কর্ত্তৃক আমি কালক্রমে পরাভূত হইয়াছি।২১ হে জগদাধার ! এক্ষণে সাধুগণ সংসাররূপ কালাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া প্রপীড়িত হইয়াছেন। এই জন্য আমি আপনকার চরণোপান্তে উপস্থিত হইলাম।২২

পাপনাশক শ্রীমান্ কল্‌কি, ধর্ম্মের এই অপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া সকলের হর্ষোৎপাদনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে কহিলেন।২৩ ধর্ম্ম ! এই দেখ সত্যযুগ উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা। ইঁহার নাম মরু। আমি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে যেরূপে শরীর ধারণ করিয়াছি, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ।২৪ কীটক দেশে বৌদ্ধগণের দমন করিয়াছি, তুমি ইহা জ্ঞাত হইলে সুখী হইবে। যাহারা বৈষ্ণব নহে যাহারা তোমার প্রতি উপদ্রব করিয়া থাকে, আমি তাহাদের সংহারের নিমিত্ত সেনাগণের সহিত যাত্রা করিতেছি। এক্ষণে তুমি নির্ভয় চিত্তে ভূতলে বিচরণ কর।২৫ যখন আমি উপ-

সহিতঃ সংচর বিভো ! ময়ি সত্যে ব্যুপস্থিতে ॥ ২৬ ॥
অহং যামি ত্বয়াগচ্ছ স্বপুত্রৈর্ব্বান্ধবৈঃ সহ।
দিশাং জয়ার্থং ত্বং শত্রুনিগ্রহার্থং জগৎপ্রিয় ॥ ২৭ ॥
ইতি কল্কের্ব্বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মঃ পরমহর্ষিতঃ।
গন্তুং কৃতমতিস্তেন আধিপত্যমমুং স্মরন্ ॥ ২৮॥
সিদ্ধাশ্রমে নিজজনানবস্থাপ্য স্ত্রিয়শ্চ তাঃ ॥ ২৯ ॥
সন্নদ্ধঃ সাধুসৎকারৈর্ব্বেদব্রহ্মমহারথঃ।
নানাশাস্ত্রান্বেষণেষু সংকল্পবরকার্ম্মুকঃ ॥ ৩০ ॥
সপ্তস্বরাশ্বো ভূদেবসারথির্ব্বহ্নিরাশ্রয়ঃ।
ক্রিয়াভেদবলোপেতঃ প্রয়যৌ ধর্ম্মনায়কঃ ॥ ৩১ ॥

স্থিত হইয়াছি, যখন সত্যযুগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তোমার ভয় কি। তুমি কি জন্য মোহাভিভূত হইতেছ। এক্ষণে তুমি যজ্ঞ দান তপস্যা ও ব্রতের সহিত বিচরণ কর।২৬ ধর্ম্ম ! তুমি জগতের প্রিয়। তুমি পুত্রগণের সহিত ও বন্ধুগণের সহিত দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত এবং শত্রু দমনের নিমিত্ত যাত্রা কর, আমি তোমার সহিত গমন করিতেছি।২৭

ধর্ম্ম, কল্কির এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক যারপর নাই আনন্দিত হইয়া নিজ আধিপত্য স্মরণপূর্ব্বক কল্কির সহিত গমন করিতে অভি-লাষী হইলেন।২৮ ধর্ম্ম যাত্রাকালে স্ত্রীগণকে ও অনুচরগণকে সিদ্ধাশ্রমে রাখিয়া গেলেন।২৯ ধর্ম্ম যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন সাধুদিগের সৎকার তাঁহার সংগ্রামবেশ হইল। বেদ এবং ব্রহ্ম মহারথস্বরূপ উপস্থিত হইল। নানাবিধ শাস্ত্রান্বেষণ বিষয়ে যে কঙ্কল্প, তাহা তাঁহার শরাসন স্বরূপ হইল।৩০ বেদের সপ্তস্বর তাঁহার রথের সপ্ত অশ্ব হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহার সারথি হইলেন। বহ্নি তাঁহার আশ্রয়

যজ্ঞদানতপঃপাত্রৈর্যমৈশ্চ নিয়মৈর্বৃতঃ।
খশকাম্বোজকান্ সর্ব্বান্ শরবান্ বর্ব্বরানপি ॥ ৩২ ॥
জেতুং কল্কির্যযৌ যত্র কলেরাবাসমীপ্সিতম্।
ভূতবাসবলোপেতং সারমেয়বরাকুলম্ ॥ ৩৩॥
গোমাংসপূতিগন্ধাঢ্যং কাকোলূকশিবাবৃতম্।
স্ত্রীণাং দুর্দ্দ্যূতকলহবিবাদব্যসনাশ্রয়ম্ ॥ ৩৪ ॥
ঘোরং জগদ্ভয়করং কামিনীস্বামিনং গৃহম্।
কলিঃ শ্রুত্বোদ্যমং কল্কেঃ পুত্রপৌত্রবৃতঃ ক্রুধা ॥ ৩৫ ॥
পুরাদ্বিশসনাৎ প্রায়াৎ পেচকাক্ষরথোপরি।
ধর্ম্মঃ কলিং সমালোক্য ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্থাৎ তাঁহার বসিবার আসন হইলেন। এইরূপে ধর্ম্মরূপ সেনানী বিবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ ভূরিবলে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন।৩১

এইরূপে কল্কি যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যম, নিয়ম প্রভৃতি পাত্রগণে পরিবৃত হইয়া খশ কাম্বোজ শবর বর্ব্বর প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণকে ৩২ পরাজয় করিবার নিমিত্ত, কলির অভীষ্ট আবাসে গমন করিলেন। কলির আবাস ভূতের আবাসস্বরূপ হওয়াতে দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিক কুক্কুরসমূহে সমাকুল।৩৩ এই স্থানে গোমাংসের দুর্গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে। এই স্থান, কাকগণ ও উলূকগণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহা নারীদিগের কলহ বিবাদ নানাবিধ ব্যসন ও দ্যূত-ক্রীড়ার আশ্রয়।৩৪ এই পুরী ঘোররূপ ও জগতের ভয়জনক। এই পুরীতে সকলেই নারীগণের আজ্ঞাবহ। কলি কল্কির যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে পুত্র পৌত্রগণে পরিবৃত হইয়া ৩৫ পেচকধ্বজ রথে আরোহণপূর্ব্বক বিশসন নামক নগর হইতে বহির্গত হইল। ধর্ম্ম কলিকে অবলোকন করিয়া ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ৩৬

যুযুধে তেন সহনা কল্‌কিবাক্যপ্রচোদিতঃ।
ঋতেন দম্ভঃ সংগ্রামে প্রসাদো লোভমাহ্বয়ৎ ॥ ৩৭ ॥
সময়াদভয়ং ক্রোধো ভয়ং সুখমুপাযযৌ।
নিরয়ো মুদমাসাদ্য যুযুধে বিবিধায়ুধৈঃ ॥ ৩৮ ॥
আধির্যোগেন চ ব্যাধিঃ ক্ষেমেণ চ বলীয়সা।
প্রশ্রয়েণ তথা গ্লানির্জরা স্মৃতিমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
এবং বৃত্তো মহাঘোরো যুদ্ধঃ পরমদারুণঃ।
তং দ্রষ্টুমাগতা দেবা ব্রহ্মাদ্যাঃ খে বিভূতিভিঃ ॥৪০॥
মরুঃ খশৈশ্চ কাম্বোজৈর্যুযুধে ভীমবিক্রমৈঃ।
দেবাপিঃ সমরে চৈনৈর্ব্বর্ব্বরৈস্তদ্‌গণৈরপি ॥ ৪১ ॥
বিশাখযূপভূপালঃ পুলিন্দৈঃ শ্বপচৈঃ সহ।

কল্‌কির আজ্ঞানুসারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঋতের সহিত দম্ভের যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রসাদ লোভকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন।৩৭ অভয়ের সহিত ক্রোধের এবং সুখের সহিত ভয়ের সংগ্রাম হইতে লাগিল। নিরয় প্রীতির নিকট উপস্থিত হইয়া বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩৮ আধি যোগের সহিত এবং ব্যাধি বলবান্ ক্ষেমের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল গ্লানি প্রশ্রয়ের সহিত জরা স্মৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩৯ এই রূপে পরম দারুণ মহাঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব বিভূতি সহিত আকাশপথে আগমন করিলেন।৪০

মরু, ভীম পরাক্রম খশ ও কাম্বোজদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দেবাপি, চীন (চোল) বর্ব্বর ও তাহাদের অনুচরবর্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।৪১ বিশাখযূপনামক ভূপতি, পুলিন্দ ও শ্বপচগণের সহিত মহাপ্রভাশালী বিবিধ দিব্য অস্ত্রশস্ত্রসমূহ দ্বারা

যুযুধে বিবিধৈঃ শস্ত্রৈরস্ত্রৈর্দিব্যৈর্মহাপ্রভৈঃ ॥ ৪২ ॥
কল্কিঃ কোকবিকোকাভ্যাং বাহিনীভির্বরায়ুধৈঃ।
তৌতু কোকবিকোকৌ চ ব্রহ্মণো বরদর্পিতৌ ॥ ৪৩ ॥
ভ্রাতরৌ দানবশ্রেষ্ঠৌ মত্তৌ যুদ্ধবিশারদৌ।
একরূপৌ মহাসত্ত্বৌ দেবানাং ভয়বর্দ্ধনৌ ॥ ৪৪ ॥
পদাতিকৌ গদাহস্তৌ বজ্রাঙ্গৌ জয়িনৌ দিশাম্।
শূরৈঃ পরিবৃতৌ মৃত্যুজিতাবেকত্র যোধনাৎ ॥ ৪৫ ॥
তাভ্যাং স যুযুধে কল্কিঃ সেনাগণসমন্বিতঃ।
শুভানাং কল্কিসৈন্যানাং সমরস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ৪৬ ॥
হ্রেষিতৈর্বৃংহিতৈর্দন্তশব্দৈষ্টংকারনাদিতৈঃ।

সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।৪২ কল্কি, সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া বিবিধ উত্তম অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কোক ও বিকোকের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কোক ও বিকোক ব্রহ্মার বরে অতিশয় দর্পান্বিত হইয়াছিল।৪৩ এই দুই ভ্রাতা দানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিশয় উন্মত্ত এবং সংগ্রাম বিষয়ে উত্তম নিপুণ। এই দুই ভ্রাতা পরস্পর একাত্ম-স্বরূপ মহাবলশালী এবং দেবতাদিগের ভয়জনক।৪৪ ইহাদের শরীর বজ্রের ন্যায় কঠিন। ইহারা দিগ্বিজয়ী। ইহারা দুই ভ্রাতা একত্র হইয়া সংগ্রাম করিলে মৃত্যুকেও জয় করিতে পারে। ইহারা উভয়ে মহাবীর সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া গদা হস্তে করিয়া পাদচারে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।৪৫ কল্কি সেনাগণে পরিবৃত হইয়া এই কোক ও বিকোকের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কল্কির সৈন্যসমূহ মধ্যে প্রধান প্রধান যোধগণ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল।৪৬

অশ্বগণের হ্রেষারব দ্বারা, করিগণের বৃংহিত দ্বারা, দন্ত শব্দ দ্বারা, শরাসনের টঙ্কার দ্বারা, শূরগণের বাহুবেগ দ্বারা, মুষ্ট্যাঘাত ও

শূরোৎক্রুষ্টৈর্ব্বাহুবেগৈঃ সংশব্দস্তলতাড়নৈঃ ॥ ৪৭ ॥
সংপূরিতা দিশঃ সর্ব্বা লোকা নো শর্ম্ম লেভিরে।
দেবাশ্চ ভয়সংত্রস্তা দিবি ব্যস্তপথা যযুঃ ॥ ৪৮ ॥
পাশৈর্দণ্ডৈঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিশূলৈ-
 র্গদাঘাতৈর্ব্বাণপাতৈশ্চ ঘোরৈঃ।
যুদ্ধে শূরাশ্ছিন্নবাহ্বঙ্ঘ্রিমধ্যাঃ
পেতুঃ সংখ্যে শতশঃ কোটিশশ্চ ॥ ৪৯ ॥

ইতি কল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
কল্কিসেনাসংগ্রামো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

চপটাঘাত দ্বারা, মহাশব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল।৪৭ এই শব্দে দশদিক্ পূরিত হইল। তখন কোন মনুষ্যই নির্বৃতি লাভ করিতে পারিল না। দেবগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া আকাশে বিপর্য্যস্ত পথে গমন করিতে লাগিলেন।৪৮

এই সংগ্রামে পাশাস্ত্র দ্বারা, দণ্ড দ্বারা, খড়্গ দ্বারা, শক্তি দ্বারা, ঋষ্টি দ্বারা, শূল দ্বারা, গদা দ্বারা, ঘোর শরনিকর দ্বারা, কোটি কোটি বীরগণের বাহু চরণ ও মধ্যদেশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণভূমি ব্যাপ্ত হইতে লাগিল।৪৯

কল্কি পুরাণ, তৃতীয় অংশে, সংগ্রাম নামক ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাপ্তঃ।

কল্কিপুরাণম্

তৃতীয়াংশঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে ধর্ম্মঃ পরমকোপনঃ।
কৃতেন সহিতো ঘোরং যুযুধে কলিনা সহ ॥১॥
কলির্দ্ধর্ম্মমিত্রবাণৌঘৈর্ধর্ম্মস্যাপি কৃতস্য চ।
পরাভূতঃ পুরীং প্রায়াৎ ত্যক্ত্বা গর্দ্দভবাহনম্ ॥২॥
বিচ্ছিন্নপেচকরথঃ স্রবদ্রক্তাঙ্গসঞ্চয়ঃ।
ছুছুগন্ধঃ করালাস্যঃ স্ত্রীস্বামিকমগাদ্ গৃহম্ ॥৩॥
দম্ভঃ সম্ভোগরহিতোদ্ধৃতবাণগণাহতঃ।

উগ্রশ্রবা কহিলেন। এইরূপ মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইলে ধর্ম্ম যারপর নাই ক্রোধপূর্ব্বক সত্যযুগের সমভিব্যাহারে একত্র হইয়া কলির সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।১ পরে ধর্ম্ম ও সত্যযুগের ভীষণ বাণসমূহ দ্বারা কলি, পরাভূত হইয়া গর্দ্দভবাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজপুরীতে প্রবেশ করিল।২ তাহার পেচকাঙ্ক রথ ছিন্নভিন্ন হইল, সমুদায় শরীরে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। তাহার গাত্রে ছুঁচার গন্ধ বহিতে লাগিল। তাহার মুখ অতীব ভীষণ আকার ধারণ করিল। কলি এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া স্ত্রীস্বামিক গৃহে প্রবিষ্ট হইল।৩।

নিজ কুলের অঙ্গারস্বরূপ নিঃসার দম্ভঃ সম্ভোগরহিত কর্ত্তৃক

ব্যাকুলঃ স্বকুলাঙ্গারো নিঃসারঃ প্রাবিশদ্‌গৃহম্ ॥৪॥
লোভঃ প্রসাদাভিহতো গদয়া ভিন্নমস্তকঃ।
সারমেয়রথং ছিন্নং ত্যক্ত্বাগাদ্রুধিরং বমন্ ॥৫॥
অভয়েন জিতঃ ক্রোধঃ কষায়ীকৃতলোচনঃ।
গন্ধাখুবাহং বিচ্ছিন্নং ত্যক্ত্বা বিশসনং গতঃ ॥৬॥
ভয়ং সুখতলাঘাতাদ্‌গতাসুর্ন্যপতদ্‌ভুবি।
নিরয়ো মুদমুষ্টিভ্যাং পীড়িতো যমমাযযৌ ॥৭॥
আধিব্যাধ্যাদয়ঃ সর্ব্বে ত্যক্ত্বা বাহমুপাদ্রুবন্!
নানাদেশান্ ভয়োদ্বিগ্নাঃ কৃতবাণপ্রপীড়িতাঃ ॥৮॥
ধর্ম্মঃ কৃতেন সহিতো গত্বা বিশসনং কলেঃ।

নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আহত হইয়া ব্যাকুলিত হৃদয়ে নিজগৃহে প্রবেশ করিল।৪ লোভপ্রসাদ কর্ত্তৃক অভিহত হইল। গদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। তাহার সারমেয় যুক্ত রথ চূর্ণ হওয়াতে সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া রুধির বমন করিতে ২ পলায়ন করিল।৫ অভয়ের সহিত সংগ্রামে ক্রোধ পরাজিত হইল। তাহার নয়নদ্বয় কলুষিত হইয়া উঠিল। তাহার দুর্গন্ধ মূষিকযুক্ত রথ ছিন্নভিন্ন হওয়াতে সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিশসন নগরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল।৬ ভয়, সুখের করতলাঘাতে গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। নিরয়, প্রীতির মুষ্ট্যাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া যমসদনে গমন করিল।৭ আধিব্যাধি প্রভৃতি সকলেই সত্যযুগের শরনিকর দ্বারা নিপীড়িত হইয়া নিজনিজ বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়াকুলিত চিত্তে নানা দেশে পলায়ন করিল।৮

অনন্তর ধর্ম্ম, কৃতযুগের সহিত মিলিত হইয়া কলির প্রধান রাজ-

নগরং বাণদহনৈর্দ্দদাহ কলিনা সহ ॥৯॥
কবির্বিপ্লুষ্টনর্ব্বাঙ্গো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ।
জগামৈকো রুদন্ দীনো বর্ষান্তরমলক্ষিতঃ ॥১০॥
মরুস্তু শককাম্বোজান্ জঘ্নে দিব্যাস্ত্রতেজসা।
দেবাপিঃ শবরাংশ্চোলান্ বর্ব্বরাং স্তদ্‌গণানপি ॥ ১১ ॥
দিব্যাস্ত্রশস্ত্রসম্পাতৈরর্দ্দয়ামাস বীর্য্যবান্।
বিশাখযূপভূপালঃ পুলিন্দান্ পুক্কসানপি ॥ ১২ ॥
জঘান বিমল প্রজ্ঞঃ খড়্গপাতেন ভূরিণা।
নানাস্ত্রশস্ত্রবর্ষৈস্তে যোধা নেশুরনেকধা ॥ ১৩ ॥
কল্কিঃ কোকবিকোকাভ্যাং গদাপাণির্যুধাং পতিঃ।
যুযুধে বিন্যাসবিজ্ঞো লোকানাং জনয়ন্ ভয়ং ॥ ১৪ ॥

ধানী বিশসন নামক নগরে প্রবেশ করিলেন এবং শরাগ্নি দ্বারা কলির সহিত ঐ নগর দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।৯ কলির সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া গেল। তাহার স্ত্রী পুত্র সমুদায়ই যমসদনের অতিথি হইল। সে একাকী দীন অন্তঃকরণে রোদন করিতে করিতে অলক্ষিতরূপে অন্যবর্ষে পলায়ন করিল।১০

এদিকে মরু দিব্যাস্ত্রসমূহের তেজোদ্বারা শক ও কাম্বোজ দিগকে নিপাতিত করিলেন। দেবাপিও শবর চোল ও বর্ব্বরদিগকে ঐরূপ উন্মূলিত করিলেন।১১ পরম তেজস্বী বিশাখযূপ ভূপতি, দিব্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা পুলিন্দ ও পুক্কসদিগকে পরাজয় করিলেন।১২ নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন বিশাখযূপ, নিরন্তর খড়্গপ্রহার দ্বারা এবং বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ দ্বারা বিপক্ষগণকে সংহার করিতে লাগিলেন; এইরূপ বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণের মধ্যে অনেকেই নিহত হইল।১৩

গদাপ্রয়োগকুশল মহাযোদ্ধা কল্কি, গদা হস্তে লইয়া সমুদয়

বৃকাসুরস্য পুত্রৌ তৌ নপ্তারৌ শকুনের্হরিঃ।
তয়োঃ কল্‌কিঃ স যুযুধে মধুকৈটভয়োর্যথা॥ ১৫॥
তয়োর্গদাপ্রহারেণ চূর্ণিতাঙ্গস্য তৎপতেঃ।
করাৎ চ্যুতাপতদ্ভূমৌ দৃষ্ট্বাচূরিত্যহো জনাঃ॥ ১৬॥
ততঃ পুনঃ ক্রুধা বিষ্ণুর্জগজ্জিষ্ণুর্মহাভুজঃ।
ভল্লকেন শিরস্তস্য বিকোকস্যাচ্ছিনৎ প্রভুঃ॥ ১৭॥
মৃতো বিকোকঃ কোকস্য দর্শনাদুত্থিতো বলী।
তদ্দৃষ্ট্বা বিস্মিতা দেবাঃ কল্‌কিশ্চ পরবীরহা॥ ১৮।
প্রতিকর্ত্তুর্গদাপাণেঃ কোকস্যাপ্যচ্ছিনচ্ছিরঃ।
মৃতঃ কোকো বিকোকস্য দৃষ্টিপাতাৎ সমুত্থিতঃ॥ ১৯।

লোকের ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক কোক ও বিকোকের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।১৪ এই ইন্দ্রভ্রাতা বৃকাসুরেরপুত্র এবং শকুনির পৌত্র। হরি, পূর্ব্বে যেমন মধু ও কৈটভের সহিত সংগ্রাম করিয়া ছিলেন, সেই রূপ এই দুই মহাবীরের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।১৫ পরে এই উভয়েব গদা প্রহার দ্বারা কল্‌কির অঙ্গ চূর্ণিত হইল। তাঁহার হস্ত হইতে গদা প্রচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলেই তাহাদেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।১৬

অনন্তর ত্রিলোকবিজয়ী মহাভুজ জগৎপতি বিষ্ণু, পুনর্ব্বার ক্রোধান্বিত হইয়া ভল্লনামক অস্ত্র দ্বারা বিকোকের মস্তক ছেদন করিলেন।১৭ মহাবল বিকোকের মৃত্যু হইল বটে. কিন্তু সে ভ্রাতার দর্শন মাত্রে মৃত্যু শয্যা হইতে উত্থিত হইল। এতদ্দর্শনে দেবগণ এবং বিপক্ষবীরসংহারক কল্‌কি যারপর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।১৮ গদাপাণি কোক, বিকোকের পুনরুজ্জীবনের কারণ হওয়াতে কল্‌কি কোকেরও মস্তক ছেদন করিলেন। কোক মৃত হইল বটে কিন্তু বিকোকের দৃষ্টিপাতে তৎক্ষণাৎ জীবনপ্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হইল।১৯

পুনস্তৌ মিলিতৌ তেন যুযুধাতে মহাবলৌ।
কামরূপধরৌ বীরৌ কালমৃত্যু ইবাপরৌ ॥ ২০ ॥
খড়্গচর্ম্মধরৌ কল্কিং প্রহরন্তৌ পুনঃপুনঃ।
কল্কিঃ ক্রুধা তয়োস্তদ্বদ্‌বাণেন শিরসী হতে ॥ ২১ ।
পুনর্লগ্নে সমালোক্য হরিশ্চিন্তাপরোঽভবৎ।
বিশসন্তাবথালোক্য তুরগস্তাবতাড়য়ৎ ॥ ২২ ॥
কালকল্পৌ দুরাধর্ষৌ তুরগেণার্দ্দিতৌ ভৃশম্।
কল্কেস্তং জঘ্নতুর্ব্বাণৈরমর্ষাতাম্রলোচনৌ ॥ ২৩ ॥
তয়োর্ভুজান্তরং সোঽশ্বঃ ক্রুধা সমদশদ্ ভৃশম্।
তৌ তু প্রভিন্নাস্থিভুজৌ বিশস্তাঙ্গদকার্ম্মুকৌ।
পুচ্ছং জগৃহতুঃ সপ্তের্গোপুচ্ছং বালকাবিব ॥ ২৪ ॥

অনন্তর অভিলাষানুরূপ রূপধারী মহাবল কোক ও বিকোক, উভয়ে পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া অপর কাল ও মৃত্যুর ন্যায় কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।২০ তাহারা খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক কল্কির প্রতি পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কল্কি ক্রোধপূর্ব্বক বাণ দ্বারা তাহাদের উভয়েরই মস্তক চ্ছেদন করিলেন।২১ উভয়ের মস্তক পুনর্ব্বার সংলগ্ন হইল, দেখিয়া হরি, যারপর নাই চিন্তান্বিত হইলেন। পরে কল্কির অশ্ব, কোক ও বিকোককে প্রহার করিতে দেখিয়া কঠিন আঘাত করিল।২২

অন্তক সদৃশ দুর্দ্ধর্ষ কোক ও বিকোক, কল্কির অশ্ব কর্ত্তৃক অত্যন্ত প্রহৃত হওয়াতে অমর্ষভরে আরক্তনয়ন হইয়া তাহাকে শর-নিকর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল।২৩ তৎকালে অশ্বও ক্রোধ পূর্ব্বক কোক ও বিকোকের বাহুমূল দংশন করিল। তহাদের বাহুর অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল। অঙ্গদ ও কার্ম্মুক ভগ্ন হইল। পরে বালক পরে বালক যেমন গোপুচ্ছ ধারণ করে, তাহায় ন্যায় তাহারা সেই

ধৃতপুচ্ছৌ তু তৌ জ্ঞাত্বা সপ্তিঃ পরম কোপনঃ
পশ্চাৎ পদ্ভ্যাং দৃঢ়ং জঘ্নে তয়োর্ব্বক্ষসি বজ্রবৎ ॥ ২৫ ॥
ত্যক্তপুচ্ছৌ মূর্চ্ছিতৌ তৌ তৎক্ষণাৎ পুনরুত্থিতৌ।
পুরতঃ কল্কিমালোক্য ববাষাতে স্ফুটাক্ষরৌ ॥ ২৬ ॥
ততো ব্রহ্মা তমভ্যেত্য কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ।
প্রোবাচ কল্কিং নৈবামূ শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বধমর্হতঃ ॥ ২৭ ॥
করাঘাতাদেককালে উভয়োর্নির্ম্মিতো বধঃ।
উভয়োর্দ্দর্শনাদেব নোভয়োর্ম্মরণং ক্বচিৎ।
বিদিত্বেতি কুরুষ্বাত্মন্ যুগপচ্চানয়োর্ব্বধম্ ॥ ২৮ ॥
ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা ত্যক্তশস্ত্রাস্ত্রবাহনঃ।
তয়োঃ প্রহরতোঃ স্বৈরং কল্কির্দ্দানবয়োঃ ক্রুধা।

অশ্বের পুচ্ছদেশ ধারণ করিল। ২৪ অশ্ব তাহাদিগকে পুচ্ছধারণ করিতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইল এবং পশ্চাৎ পদদ্বয় দ্বারা দৃঢ়রূপে বজ্রের ন্যায় তাহাদের বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিল। ২৫ কোক ও বিকোক, মূর্চ্ছিত হইয়া পুচ্ছ পরিত্যাগ পূর্ব্বক (ভূমিতে পতিত হইয়া) তৎক্ষণাৎ পুনরুত্থিত হইল। পরে তাহারা সম্মুখে কল্কিকে দেখিয়া স্ফুটাক্ষরে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। ২৬

এই সময় ব্রহ্মা কল্কির নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরে ধীরে কহিলেন, এই কোক ও বিকোক অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে না। ২৭ পরমাত্মন্! এককালে করাঘাত দ্বারা উভয়ের বধ সাধন হইতে পারে। এই উভয়ের মধ্যে একজনের দৃষ্টিপাতে অন্য এক জনের মৃত্যু হইবে না আপনি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া যুগপৎ উভয়ের বিনাশ করুন। ২৮

কল্কি, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ

মুষ্টিভ্যাং বজ্রকল্পাভ্যাং বভঞ্জ শিরসী তয়োঃ ॥ ২৯ ॥
তৌ তত্র ভগ্নমস্তিষ্কৌ ভগ্নশৃঙ্গাবগাবিব।
পেততুর্দ্দিবি দেবানাং ভয়দৌ ভুবি বাধকৌ ॥ ৩০ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ।
ননৃতুর্জ্জগুস্তুষ্টুবুশ্চ মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
দেবাশ্চ কুসুমাসারৈর্ব্ববর্ষুর্হর্ষমানসাঃ ॥ ৩১ ॥
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ প্রসন্নাশ্চাভবন্ দিশঃ।
তয়োর্ব্বধপ্রমুদিতঃ কবির্দ্দশসহস্রকান্।
সাশ্বান্ মহারথান্ সাক্ষাদহনদ্ দিব্যশায়কৈঃ ॥ ৩২ ॥
প্রাজ্ঞঃ শতসহস্রাণাং যোধানাং রণমূর্দ্ধনি।
ক্ষয়ং নিন্যে সুমন্ত্রস্তু রথিনাং পঞ্চবিংশতি ॥ ৩৩ ॥

করিলেন। পরে তিনি অল্পে অল্পে প্রহারকারী দানবদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক এককালে বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বয় প্রহার দ্বারা তাহাদের উভয়েরই মস্তকচূর্ণ করিলেন।২৯ দেবলোকস্থিত দেবগণেরও ভয়জনক সকলের অনিষ্টকারী এই দানবদ্বয়, ভগ্নমস্তক হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ পর্ব্বতযুগলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।৩০

ঈদৃশ মহৎ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, অপ্সরগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন, দেবগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ প্রহৃষ্টহৃদয় হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।৩১

অনন্তর কবি, কোক ও বিকোকের বধদর্শনে আনন্দিত ও প্রোৎসাহিত হইয়া দিব্য অস্ত্রসমূহ দ্বারা অশ্ব ও রথের সহিত দশ সহস্র মহারথ বীরকে স্বয়ং বিনাশ করিলেন।৩২ সেই রণভূমিতে প্রাজ্ঞ এক লক্ষ যোদ্ধাকে নিপাতিত করিলেন। সুমন্ত্রের হস্তেও পঞ্চবিংশতি

এবমন্যে গার্গভর্গ্য- বিশালাদ্যা মহারথান্।
নিজঘ্নুঃ সমরে ক্রুদ্ধা নিষাদান্ ম্লেচ্ছবর্ব্বরান্ ॥৩৪॥
এবং বিজিত্য তান্ সর্ব্বান্ কল্কির্ভূপগণৈঃ সহ।
শয্যাকর্ণৈশ্চ ভল্লাটনগরং জেতুমাযযৌ ॥৩৫॥
নানাবাদ্যৈর্লোকসংঘৈর্ব্বরাস্ত্রৈঃ
নানাবস্ত্রৈর্ভূষণৈর্ভূষিতাঙ্গৈঃ।
নানাবাহৈশ্চামরৈর্বীজ্যমানৈঃ
যাতো যোদ্ধুং কল্কিরত্যুগ্রসেনঃ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
কোকবিকোকাদীনাং বধো নাম সপ্তমাধ্যায়ঃ।

রথী নিহত হইল।৩৩ এইরূপ গর্গ্য ভর্গ্য বিশাল প্রভৃতি বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সময়ে ম্লেচ্ছ বর্ব্বর ও নিষাদগণকে বিনাশ করিলেন।৩৪

এইরূপে কল্কি, রাজগণের সহিত একত্র হইয়া উক্ত সমুদায় বিপক্ষগণকে পরাজয় পূর্ব্বক শয্যাকর্ণদিগের অধিকৃত ভল্লাট নগর জয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।৩৫

অনন্তর কল্কি, মহতী সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তৎকালে নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। নানাপ্রকার উত্তম উত্তম অস্ত্রসমূহ, নানাপ্রকার লোকসমূহ, তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। তাঁহার সহিত নানাপ্রকার বাহন নীত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে চামরব্যজন হইতে আরম্ভ হইল।৩৬

কল্কি পুরাণ তৃতীয় অংশ কোক বিকোক বধ নামক
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সেনাগণৈঃ পরিবৃতঃ কল্কির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ভল্লাটনগরং প্রায়াৎ খড়্গধৃক্ সপ্তিবাহনঃ॥ ১॥
স ভল্লাটেশ্বরো যোগী জ্ঞাত্বা বিষ্ণুং জগৎপতিম্।
নিজসেনাগণৈঃ পূর্ণো যোদ্ধুকামো হরিং যযৌ॥ ২॥
স হর্ষোৎপুলকঃ শ্রীমান্ দীর্ঘাঙ্গঃ কৃষ্ণভাবনঃ।
শশিধ্বজো মহাতেজা গজাযুতবলঃ সুধীঃ॥ ৩॥
তস্য পত্নী মহাদেবী বিষ্ণুব্রতপরায়ণা।

উগ্রশ্রবা কহিলেন। প্রভু নারায়ণ কল্কি, অশ্বারোহণ পূর্ব্বক খড়্গ ধারণ করিয়া বহুসংখ্য সেনাগণের সহিত ভল্লাট নগরে গমন করিলেন।১ পরমযোগী ভল্লাটের অধিপতি, কল্কিকে জগৎপতি হরি ও বিষ্ণুর পূর্ণাবতার অবগত হইয়া সংগ্রাম করিবার মানসে নিজ সেনাগণের সহিত নির্গত হইলেন।২ হর্ষভরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। এই রাজা কৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ ছিলেন। তিনি সুবুদ্ধি শ্রীমান্ দীর্ঘাঙ্গ ও মহাতেজঃসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার নাম শশিধ্বজ।৩

এই শশিধ্বজ ভূপতির পত্নীর নাম সুশান্তা। ইনি মহাদেবী ও বিষ্ণুব্রতপরায়ণা ছিলেন। সুশান্তা ভর্ত্তাকে কল্কির সহিত যুদ্ধ

সুশান্তা স্বামিনং প্রাহ কল্কিনা যোদ্ধুমুদ্যতম্ ॥ ৪ ॥
নাথ কান্তং জগন্নাথং সর্ব্বান্তর্যামিনং প্রভুম্।
কল্কিং নারায়ণং সাক্ষাৎ কথং ত্বং প্রহরিষ্যসি ॥ ৫ ॥

শশিধ্বজ উবাচ।

সুশান্তে পরমো ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ।
যুদ্ধে প্রহারঃ সর্ব্বত্র গুরৌ শিষ্যে হরেরিব ॥ ৬ ॥
জীবতো রাজভোগঃ স্যাৎ মৃতঃ স্বর্গে প্রমোদতে।
যুদ্ধে জয়ো বা মৃত্যুর্ব্বা ক্ষত্রিয়াণাং সুখাবহঃ ॥ ৭ ॥

সুশান্তোবাচ।

দেব ত্বং ভূপতিত্বং বা বিষয়াবিষ্টকামিনাম্।
উন্মদানাং ভবেদেব ন হরেঃ পাদসেবিনাম্ ॥ ৮ ॥

করিতে উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, ৪ নাথ! যিনি জগতের নাথ, জগতের প্রার্থনীয় সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু সাক্ষাৎ নারায়ণ, সেই কল্কিকে আপনি কিরূপে প্রহার করিবেন?৫

শশিধ্বজ কহিলেন, সুশান্তে! পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ পরম ধর্ম্ম স্থির করিয়াছেন যে, সংগ্রামস্থলে হরির ন্যায় গুরুর শরীরে বা শিষ্যের শরীরে সর্ব্বত্র প্রহার করা যাইতে পারে।৬ যদি জীবিত থাকিয়া সংগ্রাম ভূমি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে, তাহা হইলে অখণ্ড রাজ্যভোগ হয়, যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্বর্গে আনন্দ-সন্দোহ সম্ভোগ করিতে পারে, অতএব ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুই হউক্ বা জয়ই হউক্ উভয়ই পরম সুখের কারণ।৭

সুশান্তা কহিলেন। যাহারা কামী, যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ে আসক্ত রহিয়াছে, যাহারা বিষয়মদে উন্মত্ত, তাহাদের পক্ষেই যুদ্ধে জয় হইলে অখণ্ড রাজ্য, ও পরাজয় হইলে দেবত্বলাভ, পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণনীয়, পরন্তু যাঁহারা হরির পদসেবা করেন, তাঁহা-

ত্বং সেবকঃ স চাপীশস্ত্বং নিষ্কামঃ স চাপ্রদঃ।
যুবয়োর্যুদ্ধমিলনং কথং মোহাদ্ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

শশিধ্বজ উবাচ।

দ্বন্দ্বাতীতে যদি দ্বন্দ্বমীশ্বরে সেবকে তথা।
দেহাবেশাল্লীলয়ৈব সা সেবা স্যাত্তথা মম ॥ ১০ ॥
দেহাবেশাদীশ্বরস্য কামাদ্যা দৈহিকা গুণাঃ।
মায়াঙ্গা যদি জায়ন্তে বিষয়াশ্চ ন কিং তথা ॥ ১১ ॥
ব্রহ্মতো ব্রহ্মতেশস্য শরীরিত্বে শরীরিতা।
সেবকস্যাভেদদৃশস্ত্বেবং জন্মলয়োদয়াঃ ॥ ১২ ॥
সেব্যসেবকতা বিষ্ণোর্ম্মায়া সেবেতি কীর্ত্তিতা।

দের পক্ষে উহা অকিঞ্চৎকর।৮ আপনি সেবক, তিনি ঈশ্বর। আপনি নিষ্কাম, তিনি ফলপ্রদানকর্ত্তা নহেন। ঈদৃশ অবস্থায় যাহা মোহের কার্য্য, তাদৃশ উভয়ের যুদ্ধ সঙ্ঘটন কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে।৯

শশিধ্বজ কহিলেন। সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্বাতীত ঈশ্বর ও সেবক, উভয়ে দেহধারণ নিবন্ধন মায়া হেতু যদি উক্ত দ্বন্দ্বের আরোপ হয়, তাহা হইলে তাদৃশ সংগ্রামাদি আমার পক্ষে লীলাহেতু সেবার মধ্যেই গণনীয় হইতেছে।১০ ঈশ্বরের দেহাধ্যাস হে, মায়াঙ্গ কাম ক্রোধ প্রভৃতি দৈহিক গুণ সমুদায় যদি তাঁহাতে আরোপিত হয়, তাহা হইলে বিষয় সমুদায় আরোপিত না হইবে।১১ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে যখন ব্রহ্মতা থাকে, তখন তিনি ব্রহ্ম, যখন শরীরিত্ব থাকে, তখন তিনি শরীরী। যে সেবকের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার জন্ম লয় এবং বৃদ্ধিও এইরূপ অর্থাৎ উপাধিভেদে সেবকের নামভেদ মাত্র হইয়া থাকে।১২ সেব্য সেবকভাব ও সেবা, ইহা কেবল বৈষ্ণবী মায়া-

দৈতাদ্বৈতস্য চেষ্টৈষা ত্রিবর্গজনিকা সতাম্ ॥ ১৩ ॥
অতোঽহং কল্‌কিনা যোদ্ধুং যামি কান্তে স্বসেনয়া।
ত্বং তং পূজয় কান্তেঽদ্য কমলাপতিমীশ্বরম্ ॥ ১৪ ॥

সুশান্তোবাচ।

কৃতার্থোঽহং ত্বয়া বিষ্ণুসেবাসংমিলিতাত্মনা।
স্বামিন্নিহ পরত্রাপি বৈষ্ণবী প্রথিতা গতিঃ ॥ ১৫ ॥
ইতি তস্যা বল্গুবাগ্‌ভিঃ প্রণতায়াঃ শশিধ্বজঃ।
আত্মানং বৈষ্ণবং মেনে সাশ্রুনেত্রো হরিং স্মরন্ ॥ ১৬ ॥
তামালিঙ্গ্য প্রমুদিতঃ শূরৈর্ব্বহুভিরাবৃতঃ।
বদন্নাম স্মরন্ রূপং বৈষ্ণবৈর্যোদ্ধুমাযযৌ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রের কার্য্য। এই দ্বৈতাদ্বৈত চেষ্টা সাধুদিগের পক্ষে ধর্ম্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গের উৎপাদিকা।১৩

কান্তে! এই কারণে আমি কল্‌কির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য সেনাগণে পরিবৃত হইয়া গমন করিতেছি। প্রিয়ে! তুমি অদ্য সেই প্রভু কমলাপতির পূজা কর।১৪

সুশান্তা কহিলেন। স্বামিন্! আপনি বিষ্ণুসেবা দ্বারা বিষ্ণুতেই মিলিত হওয়াতে আমি কৃতার্থ হইলাম। ইহলোকে ও পরলোকে একমাত্র বিষ্ণুভিন্ন গত্যন্তর নাই।১৫ সুশান্তা প্রণতিপূর্ব্বক এইরূপ মনোহর বাক্য বলিলে মহারাজ শশিধ্বজ অশ্রুপূর্ণলোচনে বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে পরম বৈষ্ণব মনে করিলেন।১৬ পরে রাজা শশিধ্বজ প্রমুদিত হৃদয়ে প্রিয়তমা সুশান্তাকে আলিঙ্গন করিয়া বহুসংখ্য বীরগণে পরিবৃত হইয়া হরিনাম উচ্চারণ ওহরিরূপ স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বৈষ্ণবগণেরসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।১৭

গত্বা তু কল্‌কিসেনায়াং বিদ্রাব্য মহতীং চমূম্।
শয্যাকর্ণগণৈর্বীরৈঃ সন্নদ্ধৈরুদ্যতায়ুধৈঃ ॥ ১৮ ॥
শশিধ্বজসুতঃ শ্রীমান্ সূর্য্যকেতুর্ম্মহাবলঃ।
মরুভূপেন যুযুধে বৈষ্ণবো ধন্বিনাং বরঃ ॥ ১৯ ॥
তস্যানুজো বৃহৎকেতুঃ কান্তঃ কোকিলনিস্বনঃ।
দেবাপিনা স যুযুধে গদাযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ২০ ॥
বিশাখযূপভূপস্তু শশিধ্বজনৃপেণ চ।
যুযুধে বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ করিভিঃ পরিবারিতঃ ॥২১॥
রুধিরাশ্বো ধনুর্ধারী লঘুহস্তঃ প্রতাপবান্।
রজস্যনেন যুযুধে গর্গ্যঃ শান্তেন ধন্বিনা ॥২২॥
শূলৈঃ প্রাসৈর্গদাঘাতৈর্ব্বাণশক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ।

শশিধ্বজ, কল্‌কি সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কল্‌কির মহতী সেনাকে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া দিলেন। মহাবীর সন্নদ্ধ শয্যাকর্ণগণ, অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল।১৮

মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল পরমবৈষ্ণব শশিধ্বজতনয় শ্রীমান্ সূর্য্যকেতু, সূর্য্যবংশীয় ভূপাল মরুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।১৯ সূর্য্যকেতুর কনিষ্ঠভ্রাতা বৃহৎকেতু, অতীব কমনীয়মূর্ত্তি কোকিলসদৃশ মধুরধ্বনিকারী ও গদাযুদ্ধবিশারদ ছিলেন। ইনি দেবাপির সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।২০ বিশাখযূপ ভূপতি, করিসমূহে পরিবৃত হইয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা শশিধ্বজ নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।২১ লোহিতবর্ণ অশ্বে সমারূঢ় লঘুহস্ত ধনুর্দ্ধারী প্রতাপবান্ গর্গ্য, ধূলিপটলের মধ্যে ধনুর্দ্ধারী শান্তের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।২২ এইরূপে শূল দ্বারা প্রাস দ্বারা গদা দ্বারা বাণ দ্বারা শক্তি

ভল্লৈঃ খড়্গৈর্ভুশুণ্ডীভিঃ কুন্তৈঃ সমভবদ্রণঃ ॥২৩॥
পতাকাভির্ধ্বজৈশ্চিহ্নৈস্তোমরৈশ্ছত্রচামরৈঃ।
প্রোদ্ধূতধূলিপটলৈরন্ধকারো মহানভূৎ ॥২৪॥
গগনেঽনুষনা দেবাঃ কে বা বাসং ন চক্রিরে।
গন্ধর্ব্বৈঃ সাধুসন্দর্ভৈর্গায়নৈরমৃতায়নৈঃ ॥২৫॥
দ্রষ্টুং সমাগতাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সমরমদ্ভুতম্।
শঙ্খদুন্দুভিসন্নাদৈরাস্ফোটৈর্বৃংহিতৈরপি ॥২৬॥
হ্রেষিতৈর্যোধনোৎক্রুষ্টৈর্লোকা মূকা ইবাভবন্।
রথিনো রথিভিঃ শাকং পাদাতাশ্চ পদাতিভিঃ ॥২৭॥
হয়া হয়ৈরিভাশ্চেভৈঃ সমরোঽমরদানবৈঃ।

দ্বারা ঋষ্টি দ্বারা তোমর দ্বারা ভল্ল দ্বারা খড়্গ দ্বারা মহাসংগ্রাম হইতে লাগিল।২৩ পতাকা দ্বারা ধ্বজসমূহ দ্বারা রাজগণের স্ব স্ব চিহ্ন বিশেষ দ্বারা তোমর দ্বারা ছত্র দ্বারা চামর দ্বারা এবং সমুত্থিত ধূলিপটল দ্বারা সংগ্রাম ভূমিতে নিবিড় অন্ধকার হইয়া উঠিল।২৪ দেবগণ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ সাধুসন্দর্ভ দ্বারা মধুর গান করিতে২ (যুদ্ধ দর্শনার্থ উপস্থিত হইলেন)।২৫ সমুদায় লোকই সেই অদ্ভুত সমর দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিলেন। সংগ্রাম-ভূমিতে শঙ্খ দুন্দুভি নিস্বন দ্বারা বীরগণের অস্ফোট দ্বারা করিগণের বৃংহিত দ্বারা ২৬ অশ্বগণের হ্রেষারব দ্বারা যুদ্ধাস্ত্রের পরস্পর অভিঘাত দ্বারা লোক সকলকে মূকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, অর্থাৎ কেহ কাহারো কথা শুনিতে পাইল না। রথিগণ রথিগণের সহিত, পদাতি-গণ পদাতিগণের সহিত ২৭ অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত, দ্বিপগণ দ্বিপগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যেরূপ দেবা-সুরের সংগ্রাম হইয়াছিল, এই যুদ্ধ সেইরূপ যমরাজের প্রজাসঙ্খ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।২৮ শশিধ্বজের সেনাপতিগণ, কল্কির সেনা-

যথাভবৎ স তুঘনো যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ ॥২৮॥
শশিধ্বজচমূনাথৈঃ কল্কিসেনাধিপৈঃ সহ।
নিপেতুঃ সৈনিকা ভূমৌ ছিন্নবাহ্বঙ্ঘ্রিকন্ধরাঃ ॥২৯॥
ধাবন্তোঽতিক্রুবন্তশ্চ বিকুর্বন্তোঽসৃগুক্ষিতাঃ।
উপর্য্যুপরি সঞ্ছন্না গজাশ্বরথমর্দ্দিতাঃ ॥৩০॥
নিপেতুঃ প্রধনে বীরাঃ কোটিকোটি সহস্রশঃ।
ভূতে সানন্দসন্দোহাঃ স্রবন্তো রুধিরোদকম্ ॥৩১॥
উষ্ণীষহংসাঃ সংছিন্নগজরোধোরথপ্লবাঃ।
করোরুমীনাভরণা অসিকাঞ্চনবালুকাঃ ॥৩২॥

পতিগণ এবং অন্যান্য সৈনিক পুরুষগণ ছিন্নবাহু ছিন্নপদ ও ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।২৯ কেহ কেহ আহত হইয়া ধাবমান হইতেছে, কেহ কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ কেহ বিকৃত-স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে, কোন কোন ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ শোণিতধারায় প্লাবিত হইয়াছে, কেহ কেহ উপর্য্যুপরি পতিত হইয়া ভূতল আচ্ছন্ন করিয়াছে, কেহ কেহ হস্তিপদে, অশ্বপদে ও রথচক্রে মর্দ্দিত হইতেছে।৩০ এইরূপে সেই সংগ্রামে সহস্র সহস্র কোটি কোটি বীরপুরুষ নিপাতিত হইল। সংগ্রামভূমিতে শোণিতের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই শোণিতনদীপ্রবাহ, পিশাচ রাক্ষস শৃগাল গৃধ্র প্রভৃতি ভূতবর্গের আনন্দদায়ক হইল।৩১ এই শোণিতপ্রবাহে উষ্ণীষসমূহ নিপতিত হওয়াতে হংসের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিপতিত গজগণ পুলিনের ন্যায় বোধ হইল। রথসমূহ নৌকাসমূহের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ছিন্ন বাহু ও ছিন্ন পদ সকল মৎস্য সমূহের ন্যায় শোভিত হইল। অসিসমূহ কাঞ্চনবালুকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে

এবং প্রবৃত্তাঃ সংগ্রামে নদ্যঃ সদ্যোঽতিদারুণাঃ।
সূর্য্যকেতুস্তু মরুণা সহিতো যুযুধে বলী ॥৩৩॥
কালকল্পো দুরাধর্ষো মরুং বাণৈরতাড়য়ৎ।
মরুস্তু তত্র দশভির্ম্মার্গণৈরদরদ্‌ভৃশম্ ॥৩৪॥
মরুবাণাহতো বীরঃ সূর্য্যকেতুরমর্ষিতঃ।
জঘান ভুরগান্ কোপাৎ পদোদ্ঘাতেন তদ্রথম্ ॥৩৫॥
চূর্ণয়িত্বাঽথ তেনাপি তস্য বক্ষস্যতাড়য়ৎ।
গদাঘাতেন তেনাপি মরুর্মূর্চ্ছামবাপ হ ॥৩৬॥
সারথিস্তমপোবাহ রথেনান্যেন ধর্ম্মবিৎ।
বৃহৎকেতুশ্চ দেবাপিং বাণৈঃ প্রাচ্ছাদয়দ্‌বলী ॥৩৭॥
ধনুর্বিকৃষ্য তরসা নীহারেণ যথা রবিম্।

লাগিল।৩২ এইরূপে তৎক্ষণাৎ সংগ্রামস্থলে অতিদারুণ নদী উৎপন্ন হইল।

বলবান্ সূর্য্যকেতু, মরুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।৩৩ অন্তকসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ সূর্য্যকেতু, শরনিকর দ্বারা মরুকে আহত করিলেন। মরুও দশটী বাণ দ্বারা সূর্য্যকেতুকে সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন।৩৪ বীর সূর্য্যকেতু, মরুর বাণসমূহে আহত হওয়াতে অমর্ষান্বিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অশ্বসকল বিনাশ করিলেন এবং পদাঘাত দ্বারা তদীয় রথ।৩৫ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে গদাঘাত দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে দারুণ আঘাত করিলেন। তাহাতে মরু মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হইলেন।৩৬ ধর্ম্মজ্ঞ সারথি, নিজ প্রভু মরুকে অন্য এক খানি রথে উঠাইয়া লইয়া গেল। বলবান্ বৃহৎকেতু, শরসমূহ দ্বারা দেবাপিকে আচ্ছাদিত করিলেন।৩৭ নীহার দ্বারা যেমন সূর্য্য আচ্ছন্ন হয়, তাহার ন্যায় শরাচ্ছন্ন দেবাপি, তৎক্ষণাৎ শরাসন

স তু বাণময়ং বর্ষং পরিবার্য্য নিজায়ুধৈঃ ॥৩৮॥
বৃহৎকেতুং দৃঢ়ং জঘ্নে কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ভিন্নং শূলমথালোক্য ধনুর্গৃহ্য পতত্রিভিঃ ॥৩৯॥
শিতধারৈঃ স্বর্ণপুঙ্খৈর্গার্দ্ধপত্রৈরয়োমুখৈঃ।
দেবাপিমাশুগৈর্জ্জঘ্নে বৃহৎকেতুঃ সসৈনিকম্ ॥৪০॥
দেবাপিস্তদ্ধনুর্দ্দিব্যং চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ছিন্নধন্বা বৃহৎকেতুঃ খড়গপাণির্জ্জিঘাংসয়া ॥৪১॥
দেবাপেঃ সারথিং সাশ্বং জঘ্নে শূরো মহামৃধে।
স দেবাপির্ধনুস্ত্যক্ত্বা তলেনাহত্য তং রিপুম্ ॥৪২॥
ভুজয়োরন্তরানীয় নিষ্পিপেষ স নির্দ্দয়ঃ।
তং দৃষ্টবর্ষং নিষ্ক্রান্তং মূর্চ্ছিতং শক্রণার্দ্দিতম্ ॥৪৩॥

গ্রহণপূর্ব্বক নিজ শরনিকর দ্বারা বাণবর্ষণ নিবারিত করিলেন।৩৮ পরে তিনি শিলাযোগে শাণিত ও তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা বৃহৎকেতু যখন দেখিলেন যে, তাঁহার শূলাস্ত্র পর্য্যন্ত ভগ্ন হইয়া গেল, তখন তিনি পুনর্ব্বার শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে শরনিকর (যোজনা করিলেন)।৩৯ পরে ঐ স্বর্ণপুঙ্খ-সুশোভিত গৃধ্রপক্ষ সমলঙ্কৃত লৌহমুখ নিশিত বাণসমূহ দ্বারা দেবাপিকে আঘাত করিলেন।৪০ দেবাপিও তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা বৃহৎকেতুর সেই দিব্য শরাসন ছেদন করিলেন। বৃহৎকেতুর শরাসন ছিন্ন হওয়াতে তিনি দেবাপিকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে খড়গ গ্রহণ করিলেন।৪১ পরে সেই বীর সেই মহাসংগ্রামে দেবাপির অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিলেন। তখন দেবাপি শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই শত্রুর প্রতি এক চপেটাঘাত করিয়া।৪২ তাহাকে ভুজদ্বয়ের মধ্যে আনিয়া নির্দ্দয়রূপে নিষ্পেষিত করিলেন।

অনুজং বীক্ষ্য দেবাপিং মূর্দ্ধি সূর্য্যধ্বজোঽবধীৎ।
মুষ্টিনা বজ্রপাতেন সোঽপতন্মূর্চ্ছিতো ভুবি।
মূর্চ্ছিতস্য রিপুঃ ক্রোধাৎ সেনাগণমতাড়য়ৎ ॥৪৪॥
শশিধ্বজঃ সর্ব্বজগন্নিবাসং
কল্কিং পুরস্তাদভিসূর্য্যবর্চ্চসম্।
শ্যামং পিশঙ্গাম্বরমম্বুজেক্ষণং
বৃহদ্ভুজং চারুকিরীটভূষণম্ ॥৪৬॥
নানামণিব্রাতচিতাঙ্গশোভয়া
নিরস্তলোকেক্ষণহৃত্তমোময়ম্।

অষ্টাবিংশতি বর্ষীয় বৃহৎকেতু, শত্রুকর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া তৎকালে মূর্চ্ছিত ও মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন।৪৩

রাজা সূর্য্যকেতু, অনুজকে তাদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া বজ্রপাত সদৃশ মুষ্টি প্রহার দ্বারা দেবাপির মস্তকে প্রহার করিলেন। দেবাপিও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। দেবাপির শত্রু সূর্য্যকেতু, দেবাপিকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সেনাগণের প্রতি নির্দ্দয় আঘাত করিতে লাগিলেন।৪৪

এদিকে রাজা শশিধ্বজ, সংগ্রামভূমিতে সম্মুখে কল্কিকে ... শন করিলেন। এই কল্কি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ও শ্যামবর্ণ। ইনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার। ইঁহার নয়নযুগল কমল-সদৃশ। ইনি পিঙ্গলবর্ণ বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহার বাহুযুগল বৃহৎ। ইঁহার মস্তক মনোহর কিরীট দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। ৪৬ ইনি বহুবিধ মণি সমূহে বিভূষিত অঙ্গের শোভা দ্বারা

বিশাখ যূপাদিভিরাবৃতং প্রভুং
দদর্শ ধর্ম্মেণ কৃতেন পূজিতম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে শশিধ্বজ
কল্‌কিসেনয়োর্যুদ্ধং নাম অষ্টমাধ্যায়ঃ।

সমুদায় লোকের নয়ন ও হৃদয়ের অন্ধকার নিরাস করিতেছেন। বিশাখযূপ প্রভৃতি ভূপতিগণ ইঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছেন। ধর্ম্ম ও সত্যযুগ ইঁহার পূজার ব্যাপৃত আছেন।

কল্‌কি পুরাণ তৃতীয় অংশ, শশিধ্বজের সহিত কল্‌কির
সংগ্রাম নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

—:০:—

কল্কিপুরাণম্

তৃতীয়াংশঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

হৃদি ধ্যানাস্পদং রূপং কল্কের্দৃষ্ট্বা শশিধ্বজঃ।
পূর্ণং খড়্গধরং চারু তুরগারূঢ়মব্রবীৎ ॥ ১ ॥
ধনুর্ব্বাণধরং চারু-বিভূষণবরাঙ্গকম্।
পাপতাপবিনাশার্থমুদ্যতং জগতাং পরম্ ॥ ২ ॥
প্রাহ তং পরমাত্মানং হৃষ্টরোমা শশিধ্বজঃ।
এহ্যেহি পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রহারং কুরু মে হৃদি ॥ ৩ ॥
অথবাত্মন্ ! বাণভিয়া তমোঽন্ধে হৃদি মে বিশ।
নির্গুণস্য গুণজ্ঞত্বমদ্বৈতস্যাস্ত্রতাড়নম্ ॥ ৪ ॥

উগ্রশ্রবা কহিলেন। রাজা শশিধ্বজ, হৃদয়ে ধ্যানের যোগ্য মনোহর তুরগারূঢ় খড়্গধারী পূর্ণাবতার কল্কির রূপ অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ১ কারণ এই জগৎপতি কল্কি, ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক মনোহর বিভূষণে বিভূষিত-শরীর হইয়া পাপতাপ বিনাশে উদ্যত হইয়াছেন।২ শশিধ্বজ লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া সেই পরমাত্মাকে কহিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ ! আগমন কর। আমার হৃদয়ে প্রহার কর।৩ অথবা পরমাত্মন্। আমার বাণপাত ভয়ে তমস্তোম দ্বারা অন্ধীকৃত মদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া লুক্কায়িত হও। যিনি নির্গুণ হইয়াও গুণজ্ঞ, যিনি অদ্বয় হইয়াও অস্ত্রপ্রহারে উদ্যত হইয়াছেন, ৪

নিষ্কামস্য জয়োদ্‌যোগসহায়ং যস্য সৈনিকম্‌।
লোকাঃ পশ্যন্তু যুদ্ধে মে দ্বৈরথে পরমাত্মনঃ ॥ ৫ ॥
পরবুদ্ধির্যদি দৃঢ়ং প্রহর্ত্তা বিভবে ত্বয়ি।
শিববিষ্ণোর্ভেদকৃতে লোকং যাস্যামি সংযুগে ॥ ৬ ॥
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা অক্রোধঃ ক্রুদ্ধবদ্বিভুঃ।
বাণৈরতাড়য়ৎ সংখ্যে ধৃতায়ুধমরিন্দমম্‌ ॥ ৭ ॥
শশিধ্বজস্তৎপ্রহারমগণয্য বরায়ুধৈঃ।
তং জঘ্নে বাণবর্ষেণ ধারাভিরিব পর্ব্বতম্‌ ॥ ৮ ॥
তদ্‌বাণবর্ষভিন্নাঙ্গঃ কল্‌কিঃ পরমকোপনঃ।
দিব্যৈঃ শস্ত্রাস্ত্রসংঘাতৈস্তয়োর্যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৯ ॥

যিনি নিষ্কাম হইয়াও জয়োদ্যোগের নিমিত্ত সৈন্যসহায় করিয়াছেন, সেই পরমাত্মার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে দর্শনকরুক।৫ তুমি বিভু, আমি তোমাতে দৃঢ় প্রহার করিব। পরন্তু প্রহারকরিলে,যদি আমার পর জ্ঞান হয়, তাহা হইলে যাহারা শিব ও বিষ্ণুর ভেদ জ্ঞান করে, তাহারা যে লোকে গমন করিয়া থাকে, এই যুদ্ধে আমিও সেই লোকে গমন করিব।৬

অস্ত্রধারী শত্রুসন্তাপকারী রাজা শশিধ্বজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভু কল্‌কি, অক্রোধন হইয়াও ক্রুদ্ধের ন্যায় আকার প্রদর্শন করিলেন এবং সেই সংগ্রামস্থলে শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।৭ রাজা শশিধ্বজ সেই প্রহার প্রহার বলিয়াই গণনা করিলেন না, প্রত্যুত মেঘ যেমন পর্ব্বতের উপর জলবর্ষণ করে, তাহার ন্যায় তিনি বহুবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন।৮ সেই বাণ-বর্ষণ দ্বারা শরীর ছিন্নভিন্ন হওয়াতে কল্‌কি, যারপর নাই কুপিত হইলেন। পরে দিব্য অস্ত্রশস্ত্রসমূহ দ্বারা তাঁহাদের উভয়ের মহাযুদ্ধ

ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মাস্ত্রৈ-র্বায়ব্যস্য চ পর্ব্বতৈঃ।
আগ্নেয়স্য চ পার্জ্জন্যৈঃ পন্নগস্য চ গারুড়ৈঃ॥ ১০॥
এবং নানাবিধৈরস্ত্রৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
লোকাঃ সপালাঃ সংত্রস্তা যুগান্তমিব মেনিরে॥ ১১॥
দেবা বাণাগ্নিসংত্রস্তা অগমন্ খগমাঃ কিল।
ততোঽতিবিতথোদ্যোগৌ বাসুদেবশশিধ্বজৌ॥ ১২॥
নিরস্ত্রৌ বাহুযুদ্ধেন যুযুধাতে পরস্পরম্।
পদাঘাতৈস্তলাঘাতৈর্মুষ্টিপ্রহরণৈস্তথা॥ ১৩॥
নিযুদ্ধকুশলৌ বীরৌ মুমুদাতে পরস্পরম্।
বরাহোদ্ধৃতশব্দেন তং তলেনাহনদ্ধরিঃ॥ ১৪॥

হইতে লাগিল।৯ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র, পার্ব্বতাস্ত্র দ্বারা বায়ব্য অস্ত্র, পার্জ্জন্য অস্ত্র দ্বারা আগ্নেয় অস্ত্র, গারুড়াস্ত্র দ্বারা পন্নগাস্ত্র (খণ্ডিত হইতে লাগিল)।১০ কল্কি ও শশিধ্বজ পরস্পর এইরূপে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। লোকগণ ও লোকপালগণ সকলেই যারপর নাই ভীত হইলেন তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে, অদ্য প্রলয়কাল উপস্থিত হইল।১১ যে সকল দেবগণ যুদ্ধ সন্দর্শনার্থ আকাশপথে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাণাগ্নি দ্বারা ভীত হইতে লাগিলেন। এইরূপে কল্কি শশিধ্বজ উভয়ে, দেবাস্ত্রের প্রয়োগ বিফল হইল, দেখিয়া ১২ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পদাঘাত দ্বারা করতল প্রহার দ্বারা, মুষ্টি প্রহার দ্বারা (উভয়ের সংগ্রাম হইতে লাগিল।)১৩ উভয়েই বীর, উভয়েই নিযুদ্ধকুশল, সুতরাং পরস্পরের যুদ্ধকৌশল দর্শনে প্রীত হইলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে বরাহ যখন পৃথিবী উদ্ধার করেন, তখন যেরূপ শব্দ হইয়াছিল, সেইরূপ মহাশব্দে কল্কি করতল দ্বারা প্রহার

স মূর্চ্ছিতো নৃপঃ কোপাৎ সমুত্থায় চ তৎক্ষণাৎ।
মুষ্টিভ্যাং বজ্রকল্পাভ্যামবধীৎ কল্কিমোজসা।
স কল্কিস্তৎপ্রহারেণ পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ॥ ১৫॥
ধর্ম্মঃ কৃতশ্চ তং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতং জগদীশ্বরম্।
সমাগতৌ তমানেতুং কক্ষে তৌ জগৃহে নৃপ॥ ১৬॥
কল্কিং বক্ষস্যুপাদায় লব্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্।
যুদ্ধে নৃপাণামন্যেষাং পুত্রৌ দৃষ্ট্বা সুদুর্জ্জয়ৌ॥ ১৭॥
কল্কিং সুরাধিপপতিং প্রধনে বিজিত্য
ধর্ম্মং কৃতঞ্চ নিজকক্ষযুগে নিধায়।

করিলেন।১৪ রাজা শশিধ্বজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া ক্রোধভরে বলপূর্ব্বক বজ্রসদৃশ মুষ্টিদ্বয় দ্বারা কল্কির শরীরে প্রহার করিলেন। কল্কি সেই প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।১৫

ধর্ম্ম ও সত্যযুগ, জগদীশ্বর কল্কিকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা শশিধ্বজ, ধর্ম্ম ও সত্যযুগকে দুই কক্ষে লইলেন।১৬ পরে তিনি কল্কিকে বক্ষঃস্থলে লইয়া কৃতকৃত্য হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, অন্য কোন রাজা তাঁহার পুত্রদ্বয়কে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পরিবে না।১৭

এইরূপে রাজা শশিধ্বজ, দেবগণেরও অধীশ্বর কল্কিকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া ধর্ম্ম ও সত্যযুগ উভকে উভয় কক্ষে গ্রহণপূর্ব্বক হর্ষভরে উল্লাসিত হৃদয় ও পুলকিত শরীর হইয়া সৈন্যসমূহকে

হর্ষোল্লসদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমাথী
গত্বা গৃহং হরিগৃহে দদৃশে সুশান্তাম্ ॥ ১৮ ॥
দৃষ্ট্বা তস্যাঃ সুললিতং বৈষ্ণবীনাঞ্চ মধ্যে
গায়ন্তীনাং হরিগুণকথাস্তামথ প্রাহ রাজা।
দেবাদীনাং বিনয়বচসা সম্ভলে জন্মবানা-
বিদ্যালাভং পরিণয়বিধিং ম্লেচ্ছপাষণ্ডনাশম্ ॥ ১৯ ॥
কল্কিঃ স্বয়ং হৃদি সমায়মিহাগতোঽদ্ধা
মূর্চ্ছাচ্ছলেন তব ভক্তিসমীক্ষণার্থম্।
ধর্ম্মং কৃতঞ্চ মম কক্ষযুগে সুশান্তে!
কান্তে বিলোকয় সমর্চ্চয় সংবিধেহি ॥ ২০ ॥

বিমর্দ্দিত ও উৎসারিত করিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহিষী সুশান্তা হরিগৃহে অবস্থান করিতেছেন।১৮ বৈষ্ণবীরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে হরিগুণ কথা গান করিতেছে। রাজা সুশান্তার সুললিত বদনকমল অবলোকন করিয়া কহিলেন, যিনি দেবতাদির বিনয়বচনে সম্ভলগ্রামে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, (তিনি এই উপস্থিত হইয়াছেন)। ইনি এই এই রূপে বিদ্যালাভ করিয়াছেন, এই এই রূপে বিবাহ করিয়াছেন, এই এই রূপে পাষণ্ড ও ম্লেচ্ছগণকে উন্মূলিত করিয়াছেন।১৯ সুশান্তে! যে কল্কি হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনি এক্ষণে তোমার শক্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত মায়া অবলম্বন করিয়া মূর্চ্ছাচ্ছলে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। কান্তে! এই দেখ, ধর্ম্ম ও সত্যযুগ আমার উভয় কক্ষে অবস্থান করিতেছেন। তুমি ইহাদের পূজা কর।২০

ইতি নৃপবচসা বিনোদপূর্ণা
হরিকৃতধর্ম্মযুতং প্রণম্য নাথম্ ।
সহ নিজসখিভির্ননর্ত্ত রামা
হরিগুণকীর্ত্তনবর্ত্তনা বিলজ্জা ॥ ২১ ॥

ইতি কল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
ধর্ম্মকল্কিকৃতানামানয়নং নাম
নবমাধ্যায়ঃ।

সুশান্তা, রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপর নাই আনন্দিতা হইলেন এবং হরি ধর্ম্ম সত্য ও নিজ ভর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ সখীবর্গের সহিত একত্র হইয়া হরিগুণ কীর্ত্তন ও প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।২১

কল্কি পুরাণ, তৃতীয়াংশ, ধর্ম্মকল্কিকৃতানয়ন
নামক নবম অধ্যায়

সমাপ্তঃ।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সুশান্তোবাচ।

জয় হরেঽমরাধীশসেবিতং
পদাম্বুজং ভূরিভূষণম্।
কুরু মমাগ্রতঃ সাধুসৎকৃতং
ত্যজ মহামতে! মোহমাত্মনঃ॥১॥
তব বপুর্জ্জগদ্রূপসম্পদা।
বিরচিতং সতাং মানসে স্থিতম্।
রতিপতের্ম্মনোমোহদায়কং
কুরু বিচেষ্টিতং কামপূরণম্॥২॥

সুশান্তা কহিলেন। হরে! জয় হউক্। নিজ মোহাচ্ছন্নতা পরিত্যাগ কর! মহামতে! সাধুগণ কর্ত্তৃক ও সুরপতি কর্ত্তৃক সেবিত নানা বিভূষণে বিভূষিত এই ত্বদীয় চরণকমল আমার সম্মুখে স্থাপন কর।১

তোমার এই শরীর জগতের উৎকৃষ্ট রূপসম্পত্তি দ্বারা বিরচিত হইয়াছে। তোমার এইরূপ, সাধুদিগের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। তোমার এইরূপ দর্শনে রতিপতির মনেও মোহ উপস্থিত হয়। এক্ষণে যাহাতে আমার কামনা পূর্ণ হয়, তাহা কর।২

তব যশো জগৎ-শোকনাশনং
মৃদুকথামৃতপ্রীতিদায়কম্।
স্মিতসুধোক্ষিতং চন্দ্রবন্মুখং
তব করোত্বলং লোকমঙ্গলম্॥ ৩॥
মম পতিস্ত্বয়ং সর্ব্বদুর্জ্জয়ো
যদি তবাপ্রিয়ং কর্ম্মণা চরেৎ।
জহি তদাত্মনঃ শত্রুমুদ্যতং
কুরু কৃপাং নচেদীদৃগীশ্বরঃ ॥৪॥
মহদহং যুতং পঞ্চমাত্রয়া
প্রকৃতিজায়য়া নির্ম্মিতং বপুঃ
তব নিরীক্ষণাল্লীলয়া জগৎ
স্থিতিলয়োদয়ং ব্রহ্মকল্পিতম্ ॥৫॥

তোমার যশোগান শ্রবণ করিলে জগতের শোক দূর হয়। তোমার এই চন্দ্রসদৃশ মুখ, মৃদুবাক্যরূপ অমৃতবর্ষণ দ্বারা সকলকে প্রীত করে। তোমার এই মুখ স্মিতসুধাদ্বারাপ্লাবিত। তোমার এই বদনকমল, যাহাতে জগতের মঙ্গলকর হয় তাহা কর।৩

আমার এই ভর্ত্তা সকলের পক্ষেই দুর্জ্জয়। যদি ইনি কার্য্যদ্বরা তোমার কোনরূপ অপ্রিয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি উপস্থিত শত্রুভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃপা কর। নচেৎ তোমাকে লোকে কি নিমিত্ত কৃপাময় ঈশ্বর বলিবে।৪

তোমার প্রকৃতিরূপ জায়া হইতে মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি দ্বারা শরীর নির্ম্মিত হইতেছে। তোমার ঈক্ষণ ও লীলা হেতু ব্রহ্মে পরিকল্পিত এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইতেছে।৫

ভূরিয়ম্মরুদ্বারিতেজসাং
রাশিভিঃ শরীরেন্দ্রিয়াশ্রিতৈঃ।
ত্রিগুণয়া স্বয়া মায়য়া বিভো
কুরু কৃপাং ভবৎসেবনার্থিনাম্‌ ॥৬॥
তব গুণালয়ং নাম পাবনং
কলিমলাপহং কীর্ত্তয়ন্তি যে
ভবভয়ক্ষয়ং তাপতাপিতা
মুহুরহো জনাঃ সংসরন্তি নো ॥৭॥
তব জন্ম সতাং মানবর্দ্ধনং
দ্বিজকুলোদয়ং দেবপালকম্‌।
কৃতযুগার্পকং ধর্ম্মপূরকং
কলিকুলান্তকং শং তনোতু মে ॥৮॥
মম গৃহং পতিপুত্রনপ্তৃকং
গজরথৈধ্বর্জৈশ্চামরৈর্ধনৈঃ।

প্রভো! শরীর ও ইন্দ্রিয়াশ্রিত পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ, এই পঞ্চভূত সমষ্টি দ্বারা এবং নিজ ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা তোমার সেবাপ্রার্থী জনগণের প্রতি কৃপা কর।৬

যে সকল ব্যক্তি, সংসারতাপে তাপিত হইয়া কলিকলুষনাশক ভবভয়নিবারক অশেষগুণনিলয়, পরমপাবন ভবদীয় নাম কীর্ত্তন করে, এই সংসারে তাহাদিগকে আর পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।৭

তোমার আবির্ভাব দ্বারা সাধুদিগের মানবৃদ্ধি, দ্বিজগণের অভ্যুদয়, দেবতাদিগের পালন, সত্যযুগের পুনরধিকার প্রাপ্তি, ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও কলিকুলের সংহার হইতেছে। এক্ষণে তোমার ঐ আবির্ভাব দ্বারা আমার মঙ্গল হউক।৮

মণিবরাসনং সংস্কৃতিং বিনা
  তব পদাব্জয়োঃ শোভয়ন্তি কিম্ ॥৯॥
তব জগদ্বপুঃ সুন্দরস্মিতং
  মুখমনিন্দিতং সুন্দরারবম্।
যদি ন মে প্রিয়ং বল্গুচেষ্টিতে
  পরিকরোত্যহো মৃত্যুরস্ত্বিহ ॥১০॥
হয়চরভয়হরকরহরশরণ-
  খরতরবরশরদশবলমদন।
জয়হতপরভরভববরনশন-
  শশধরশতসমরসভরবদন ॥ ১১ ॥

আমার গৃহে আমার পতি পুত্র পৌত্র হস্তি রথ ধ্বজ চামর ঐশ্বর্য্য মণিময় আসন প্রভৃতি সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। পরন্তু তোমার চরণকমল পূজা ব্যতিরেকে এতৎ সমুদায় কিছুই শোভা পায় না।৯

জগদাত্মন্! সুন্দরস্মিত সুশোভিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনোহর বাক্য বিভূষিত রমণীয় চেষ্টাযুক্ত ভবদীয় এই মুখ, যদি আমার প্রিয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে এখনই আমার মৃত্যু হউক্।১০

তুমি অশ্বে বিচরণ করিয়া থাক, তোমা হইতে সকলের ভয় বিদূরিত হয়। তুমি ব্রহ্মা ও মাহেশ্বরের আশ্রয়। তুমি খরতর শর-নিকর দ্বারা বহু বলশালী বীর দিগকে মথিত করিয়া থাক। যে সকল বীর সংগ্রামে পরাভূত ও বিনষ্ট হইয়াছে, তুমি তাহাদের পালন করিয়া থাক, তোমা হইতে ভবভয় বিদূরিত হয়। তোমার বদনকমল শতশশধর সদৃশ সরস।১১

ইতি পত্ন্যাঃ সুশান্তায়া গীতেন পরিতোষিতঃ।
উত্তস্থৌ রণশয্যায়াঃ কল্কির্যুদ্ধস্থবীরবৎ ॥ ১২ ॥
সুশান্তাং পুরতোদৃষ্ট্বা কৃতং বামে তু দক্ষিণে।
ধর্ম্মং শশিধ্বজং পশ্চাৎ প্রাহেতি ব্রীড়িতাননঃ ॥ ১৩ ॥
কা ত্বং পদ্মপলাসাক্ষি ! মম সেবার্থমুদ্যতা।
কান্তে শশিজধ্বজঃ শূরো মম পশ্চাদুপস্থিতা ॥১৪॥
হে ধর্ম্ম হে কৃতযুগ ! কথমত্রাগতা বয়ম্।
রণাঙ্গনং বিহায়াস্যাঃ শত্রোরন্তঃপুরে বদ ॥১৫॥
শত্রুপত্ন্যঃ কথং সাধু সেবন্তে মামরিং মুদা।
শশিধ্বজঃ শূরমানী মূর্চ্ছিতং হন্তি নো কথম্॥১৬॥

সুশান্তোবাচ।

পাতালে দিবি ভূমৌ বা নরনাগসুরাসুরাঃ।
নারায়ণস্য তে কল্কে ! কেবা সেবাং ন কুর্ব্বতে ॥১৭॥

অনন্তর কল্কি এই প্রকার সুশান্তার গীতে পরিতোষিত হইয়া সংগ্রামস্থিত বীরের ন্যায় রণশয্যা হইতে উত্থিত হইলেন।১২ তিনি সম্মুখে সুশান্তাকে বামে সত্যযুগকে দক্ষিণে ধর্ম্মকে এবং পশ্চাতে রাজা শশিধ্বজকে দেখিয়া লজ্জাবনত মুখে কহিলেন।১৩ পদ্মপলাসাক্ষি ! তুমি কে ? কি নিমিত্ত আমার সেবার জন্য উদ্যত হইয়াছ ? মহাবীর শশিধ্বজ কি জন্য আমার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়াছেন ? ১৪ হে ধর্ম্ম ! হে কৃতযুগ ! আমরা রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত কিরূপে এই শত্রুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম বল।১৫ আমি শত্রু, আমাকে শত্রুপত্নীরা কি জন্য প্রীত হৃদয়ে সেবা করিতেছে ? আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, শূরমানী শশিধ্বজ কিজন্য আমাকে বিনাশ করেনাই।১৬

সুশান্তা কহিলেন। ভূতলবাসী স্বর্গবাসী বা রসাতলবাসী মনুষ্য দেবতা অসুর বা নাগ, ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নারায়ণ কল্কির

যৎসেবকানাং জগতাং মিত্রাণাং দর্শনাদপি।
নিবর্ত্তন্তে শত্রুভাবস্তস্য সাক্ষাৎ কুতো রিপুঃ ॥১৮॥
ত্বয়া সার্দ্ধং মম পতিঃ শত্রুভাবেন সংযুগে।
যদি যোগ্যস্তদা নেতুং কিং সমর্থো নিজালয়ম্ ॥ ১৯ ॥
তব দাসো মম স্বামী অহং দাসী নিজা তব।
আবয়োঃ সং প্রসাদায় আগতোঽসি মহাভুজ ॥ ২০ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

অহং তবৈতয়োর্ভক্ত্যা নামরূপানুকীর্ত্তনাৎ।
কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি কলিক্ষয় ॥২১॥

কৃতযুগ উবাচ।

অদ্যনাহং কৃতযুগং তব দাসস্য দর্শনাৎ।
ত্বমীশ্বরো জগৎপূজ্যঃ সেবকস্যাস্য তেজসা ॥২২॥

সেবা না করে।১৭ জগৎ যাহার সেবক, জগৎ যাঁহার মিত্রস্বরূপ, যাঁহার দর্শনে শত্রুভাব তিরোহিত হয়, কে কিরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, তাঁহার শত্রু হইতে পারে।১৮ আমার স্বামী যদি শত্রুভাবে তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে কি তোমাকে নিজালয়ে আনয়ন করিতে পারিতেন।১৯ আমার স্বামী তোমার দাস, আমি তোমার নিজদাসী, মহাভুজ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তুমি স্বয়ং এখানে আগমন করিয়াছ।২০

ধর্ম্ম কহিলেন, কলিনাশন! ইঁহারা উভয়ে আপনকার প্রতি যেরূপ ভক্তি করিতেছেন, যেরূপ নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, যেরূপ গুণ করিতেছেন, তদ্দর্শনে কৃতার্থ হইলাম, যারপর নাই কৃতার্থ হইলাম।২১

কৃতযুগ কহিলেন। অদ্য আমি আপনকার এই দাসকে দর্শন করিয়া সত্যযুগ বলিয়া গণিত হইলাম। আপনিও এই সেবকের তেজো দ্বারা ঈশ্বর ও জগৎপূজ্য হইলেন।২২

শশিধ্বজ উবাচ।

দণ্ড্যং মাং দণ্ডয় বিভো যোদ্ধৃত্বাত্তুদ্যতায়ুধম্।
যেন কামাদিরাগেণ ত্বয্যাত্মন্যপি বৈরিতা ॥২৩॥
ইতি কল্কির্ব্বচস্তেষাং নিশম্য হর্ষিতাননঃ।
ত্বয়া জিতোঽস্মীতি নৃপং পুনঃ পুনরুবাচ হ ॥২৪॥
ততঃ শশিধ্বজো রাজা যুদ্ধাদাহূয় পুত্রকান্।
সুশান্তায়া মতিং বুদ্ধা রমাং প্রাদাৎ স কল্কয়ে ॥২৫॥
তদৈত্য মরুদেবাপি শশিধ্বজসমাহ্বতৌ।
বিশাখযূপভূপশ্চ রুধিরাশ্বশ্চ সংযুগাৎ ॥২৬॥
শয্যাকর্ণনৃপেণাপি ভল্লাটং পরমাযযুঃ।
সেনাগণৈরসংখ্যাতৈঃ সা পুরী মর্দ্দিতাভবৎ ॥২৭॥
গজাশ্বরথসংবাধৈঃ পত্তিচ্ছত্ররথধ্বজৈঃ।

শশিধ্বজ কহিলেন, বিভো! আমি যুদ্ধ করিয়া আপনকার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়াছি। আপনি আমাদের আত্মা, আমি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রাগের বশীভূত হইয়া আপনকার সহিত শত্রুতা করিয়াছি।২৩ কল্কি তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে পুনঃ পুনঃ কহিলেন, তুমিই আমাকে জয় করিয়াছ।২৪

অনন্তর রাজা শশিধ্বজ সংগ্রামস্থল হইতে পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া সুশান্তার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কল্কিকে রমানাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন।২৫ তৎকালে মরু দেবাপি বিশাখযূপ ভূপতি ও রুধিরাশ্ব, ইঁহারা শশিধ্বজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সংগ্রাম স্থল হইতে ২৬ শয্যাকর্ণ নামক ভূপতির সহিত ভল্লাট নগরে গমন করিলেন। অসংখ্য সেনাসমূহ দ্বারা সেই পুরী বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল।২৭ গজ, অশ্ব ও রথ সমূহের

কল্কিনাপি রমায়াশ্চ বিবাহোৎসবসম্পদম্ ॥২৮॥
দ্রষ্টুং সমীয়ুস্ত্বরিতা হর্ষাৎ সবলবাহনাঃ।
শঙ্খভেরীমৃদঙ্গানাং বাদিত্রাণাঞ্চ নিস্বনৈঃ ॥২৯॥
নৃত্যগীতবিধানৈশ্চ পুরস্ত্রীকৃতমঙ্গলৈঃ।
বিবাহো রময়া কল্কেরভূদতিসুখাবহঃ ॥৩০॥
নৃপা নানাবিধৈর্ভোজ্যৈঃ পূজিতা বিবিশুঃ সভাম্।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাবরজাতয়ঃ ॥৩১॥
বিচিত্রভোগাভরণাঃ কল্কিং দ্রষ্টুমুপাবিশন্।
তস্যাং সভায়াং শুশুভে কল্কিঃ কমললোচনঃ ॥৩২॥
নক্ষত্রগণমধ্যস্থঃ পূর্ণঃ শশধরো যথা।
রেজে রাজগণাধীশো লোকান্ সর্ব্বান্ বিমোহয়ন্ ॥৩৩॥

পরস্পর বিমর্দ্দদ্বারা পদাতি রথ সমূহের বিমর্দ্দদ্বারা পদাতি রথ ও ধ্বজ পতাকাসমূহ দ্বারা কল্কি ও রমার পরস্পর বিবাহোৎসব সম্পাদিত হইল।২৮ সকলে হর্ষহেতু বলবাহনের সহিত তাহা দর্শন করিবার জন্য ত্বরাপূর্ব্বক আগমন করিল। শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ ও অন্যান্য বাদিত্রসমূহের ধ্বনি দ্বারা।২৯ নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা এবং পুরমহিলাকৃত মঙ্গলাচরণ দ্বারা রমা ও কল্কির বিবাহ অতীব সুখাবহ হইল।৩০ রাজগণ বহুবিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা সৎকৃত হইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্যগণ শূদ্রগণ এবং অন্যান্য জাতীয় জনগণ।৩১ বিচিত্র ভূষণ ও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়া কল্কির দর্শনার্থ সেই সভায় উপবেশন করিলেন। কমললোচন কল্কি সেই সভায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৩২ নক্ষত্রগণের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র যেমন শোভা পায়, তাহার ন্যায় রাজগণের অধীশ্বর কল্কি

রমাপতিং কল্কিমবেক্ষ্য ভূপঃ
সমাগতং পদ্মদলায়তেক্ষণম্‌।
জামাতরং ভক্তিযুতেন কর্ম্মণা
বিবুধ্য মধ্যে নিষসাদ তত্র হ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীকল্‌কি পুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কল্‌কিনা রমাবিবাহো নাম দশমাধ্যায়ঃ।

লোক সকলকে বিমোহিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৩

রাজা শশিধ্বজ, পদ্মপলাশ সদৃশ বিশাললোচন কল্‌কিকে সভায় উপবিষ্ট দেখিয়া ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে জামাতা বিবেচনা করিয়া সেই স্থলে উপবিষ্ট থাকিলেন। ৩৪

কল্‌কিপুরাণ তৃতীয়াংশ কল্‌কিরমা বিবাহ নামক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

৩

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।
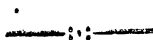
সূত উবাচ।

তত্রাহুস্তে সভামধ্যে বৈষ্ণবং তং শশিধ্বজম্ ॥ ২॥

মুনিভিঃ কথিতাশেষ-ভক্তিব্যাসক্তবিগ্রহম্ ॥ ১ ॥

সুশান্তাঞ্চ কৃতেনাপি ধর্ম্মেণ বিধিবদ্যুতাম্।

রাজান ঊচুঃ।

যুবাং নারায়ণস্যাস্য কল্কেঃ শ্বশুরতাং গতৌ।

বয়ং নৃপা ইমে লোকা ঋষয়ো ব্রাহ্মণাশ্চ যে ॥ ৩ ॥

প্রেক্ষ্য ভক্তিবিতানং বাং হরৌ বিস্মিতমানসাঃ।

উগ্রশ্রবা কহিলেন। মহর্ষিগণ যে পর্য্যন্ত ভক্তির সীমা বর্ণনা করিয়াছেন সেই সম্পূর্ণ ভক্তিপূর্ণদেহ পরম বৈষ্ণব শশিধ্বজ রাজাকে ১ এবং কৃতযুগের সহিত ও ধর্ম্মের সহিত মিলিতা সুশান্তাকে দেখিয়া সমাগত রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ কহিলেন। ২

রাজগণ কহিলেন; এক্ষণে আপনারা সাক্ষাৎ নারায়ণ কল্কির শ্বশুর হইলেন। পরন্তু আমরা এই সমস্ত রাজগণ, এই সমস্ত ঋষিগণ, এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ও এই সমস্ত বৈশ্য প্রভৃতি সাধারণ জনগণ ৩ হরিতে আপনাদের ভক্তিবিস্তার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি, এবং জানিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, আপনারা এই পরমাত্মা বিষয়ক ভক্তি

পৃচ্ছামস্ত্বামিয়ং ভক্তিঃ ক লব্ধা পরমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
কস্থ বা শিক্ষিতা রাজন্! কিম্বা নৈসর্গিকী তব।
শ্রোতুমিচ্ছাম হে রাজন্! ত্রিজগজ্জনপাবনীম্।
কথাং ভাগবতীং ত্বত্তঃ সংসারাশ্রমনাশিনীম ॥ ৫ ॥

শশিধ্বজ উবাচ।

স্ত্রীপুংসোরাবয়োস্তত্তৎ শৃণুতামোঘবিক্রমাঃ।
বৃত্তং মজ্জন্মকর্ম্মাদি স্মৃতিং তদ্ভক্তিলক্ষণাম ॥ ৭ ॥
পুরা যুগসহস্রান্তে গৃধ্রোঽহং পূতিমাংসভুক্।
গৃধ্রীয়ং মে প্রিয়ারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ ॥ ৮ ॥
চচার কামং সর্ব্বত্র বনোপবনসংকুলে।
মৃতানাং পূতিমাংসৌঘৈঃ প্রাণানাং বৃত্তিকল্পকৌ ॥ ৯ ॥

কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন ?৪ রাজন্ এই ভক্তি কি কাহারো নিকট শিক্ষিত হইয়াছে ? অথবা ইহা আপনাদের স্বাভাবিক ভক্তি। রাজন্! আপনকার নিকট আমরা এই ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তির কারণ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহা শ্রবণ করিলেও ত্রিলোকীস্থ লোক পবিত্র হয়, এবং ইহা হইতে সংসার প্রবৃত্তি উন্মূলিত হইয়া থাকে।৫

হে অমোঘবিক্রম রাজগণ! আমাদের স্ত্রী পুরুষের যেরূপে জন্মকর্ম্মাদি হইয়াছে এবং যেরূপে ভক্তি ও স্মৃতি আবির্ভূত হইয়াছে, তৎসমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।৭

সহস্র যুগ অতীত হইল, পূর্ব্বে আমি পূতিমাংসাশী গৃধ্র ছিলাম। এই আমার প্রিয়া শান্তা, গৃধ্রী ছিলেন। ইনি অরণ্য মধ্যে এক মহা-বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন।৮ ইনি বন ও উপবন সঙ্কুল স্থান সমুদায়ে যথারুচি বিচরণ করিতেন। আমরা উভয়েই মৃত জীবগণের দুর্গন্ধ মাংসসমূহ দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম।৯

একদা লুব্ধকঃ ক্রূরো লুলোভ পিশিতাশিনৌ।
আবাং বীক্ষ্য গৃহে পুষ্টং গৃধ্রং তত্রাপ্যযোজয়ৎ ॥ ১০ ॥
তং বীক্ষ্য জাতবিশ্রম্ভৌ ক্ষুধয়া পরিপীড়িতৌ।
স্ত্রীপুংসৌ পতিতৌ তত্র মাংসলোভিতচেতসৌ ॥ ১১ ॥
বদ্ধাবাবাং বীক্ষ্য তদা হর্ষাদাগত্য লুব্ধকঃ।
জগ্রাহ কণ্ঠে তরসা চঞ্চ্বগ্রাঘাতপীড়িতঃ ॥ ১২ ॥
আবাং গৃহীত্বা গণ্ডক্যাঃ শিলায়াং সলিলান্তিকে।
মস্তিষ্কং চূর্ণয়ামাস লুব্ধকঃ পিশিতাশনঃ ॥ ১৩ ॥
চক্রাঙ্কিতশিলাগঙ্গামরণাদপি তৎক্ষণাৎ।
জ্যোতির্ম্ময়বিমানেন সদ্যো ভূত্বা চতুর্ভুজৌ ॥ ১৪ ॥
প্রাপ্তৌ বৈকুণ্ঠনিলয়ং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।

একদা কোন ক্রূরাশয় ব্যাধ আমাদের উভয়কে দেখিয়া ধরিবার নিমিত্ত লোলুপ হইল। পরে সেই ব্যাধ আমাদিগকে বদ্ধ করিবার জন্য তাহার গৃহপালিত গৃধ্র ছাড়িয়া দিল।১০ সে সময় আমরা সাতিশয় ক্ষুধাবিষ্ট হইয়াছিলাম। সুতরাং আমরা সেই পালিত গৃধ্রকে দেখিয়া বিশ্বস্তহৃদয় হইয়া মাংস লোভে তাহার সহিত সেই স্থানে পতিত হইলাম।১১ ব্যাধ আমাদিগকে বদ্ধ দেখিয়া হর্ষযুক্তহৃদয়ে সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক বেগে আমাদের গলদেশ ধারণ করিল। আমারাও প্রাণপণে তাহার প্রতি চঞ্চুর আঘাত করিতে লাগিলাম।১২ পরে মাংসলোলুপ ব্যাধ আমাদের উভয়কে গ্রহণ করিয়া গঙ্গাজল সন্নিধানে গণ্ডকীশিলাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া আমাদের উভয়েরই মস্তক চূর্ণ করিল। ১৩ গঙ্গাতে এবং চক্রাঙ্কিত শিলাতে মৃত্যু হওয়াতে আমরা তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ১৪ স্বর্গলোকপ্রপূজিত বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিলাম।

তত্র স্থিত্বা যুগশতং ব্রহ্মণো লোকমাগতৌ ॥ ১৫ ॥
ব্রহ্মলোকে পঞ্চশতং যুগানামুপভুজ্য বৈ।
দেবলোকে কালবশাদ্‌গতং যুগচতুঃশতম ॥ ১৬ ॥
ততো ভুবি নৃপাস্তাবৎ বদ্ধসূনুরহং স্মরন্।
হরেরনুগ্রহং লোকে শালগ্রামশিলাশ্রমম্ ॥ ১৭ ॥
জাতিস্মরত্বং গণ্ডক্যাঃ কিং তস্যাঃ কথয়াম্যহম্।
যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ মাহাত্ম্যং মহদদ্ভুতম্ ॥ ১৮ ॥
চক্রাঙ্কিতশিলাস্পর্শমরণস্যেদৃশং ফলম্।
ন জানে বাসুদেবস্য সেবয়া কিং ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
ইত্যাবাং হরিপূজাসু হর্ষবিহ্বলচেতসৌ।
নৃত্যন্তাবনুগায়ন্তৌ বিলুণ্ঠন্তৌ স্থিতাবিহ ॥ ২০ ॥

সেই স্থানে শতযুগ বাস করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম।১৫ ব্রহ্মলোকে পাঁচশত যুগ সুখ ভোগ করিয়া কালবশতঃ চারিশত যুগ দেবলোকে স্বর্গ সুখ উপভোগ করিলাম।১৬ রাজগণ! তৎপরে আমি এই মর্ত্ত্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, পরন্তু শালগ্রাম শিলার স্থান ও হরির অনুগ্রহ, এতৎসমুদায়ই আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে।১৭ গণ্ডকীতীর মরণে যে কিরূপ অদ্ভুত জাতিস্মরত্ব হয়, তাহা আর কি বলিব। তাহার জল স্পর্শ মাত্রে একটী অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য হয়।১৮ চক্রাঙ্কিত শিলা স্পর্শপূর্ব্বক মৃত্যু হইলে যখন ঈদৃশ ফল হইতেছে, তখন ভগবান্ বাসুদেবের সেবা করিলে যে কতদূর ফল হইবে তাহা বলিতে পারি না ১৯ আমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া হরিপূজা বিষয়ে একান্ত আশক্ত থাকিয়া হর্ষপূরিত হৃদয়ে কখন নৃত্য করিতেছি, কখন হরিগুণানুবাদ গান করিতেছি, কখন ভক্তিভাবে বিলুণ্ঠিত হইতেছি। আমরা এইরূপে এখানে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছি।২০

কল্কের্নারায়ণাংশস্য অবতারঃ কলিক্ষয়ঃ।
পুরা বিদিতবীর্য্যস্য পৃষ্টো ব্রহ্মমুখাৎ শ্রুতঃ॥ ২১॥
ইতি রাজসভায়াংসঃ শ্রাবয়িত্বা নিজাঃ কথাঃ।
দদৌ গজানামযুতমশ্বানাং লক্ষমাদরাৎ॥ ২২॥
রথানাং ষট্সহস্রন্তু দদৌ পূর্ণস্য ভক্তিতঃ।
দাসীনাং যুবতীনাঞ্চ রমানাথায় ষট্শতম্॥ ২৩॥
রত্নানি চ মহার্ঘাণি দত্ত্বা রাজা শশিধ্বজঃ।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং স্বজনৈর্বান্ধবৈঃ সহ॥ ২৪॥
সভাসদ ইতি শ্রুত্বা পূর্ব্বজন্মোদিতাঃ কথাঃ।
বিস্ময়াবিষ্টমনসঃ পূর্ণং তং মেনিরে নৃপম্॥ ২৫
কল্কিং স্তুবন্তো ধ্যায়ন্তো প্রশংসন্তো জগজ্জনাঃ।
পুনস্তমাহূরাজানং লক্ষণং ভক্তিভক্তয়োঃ॥ ২৬॥

নারায়ণাংশ কল্কি যে কলি নাশের জন্য অবতীর্ণ হইবেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই ব্রহ্মার মুখে শুনিয়া অবগত ছিলাম। আমি তাঁহার বীর্য্য সবিশেষ জ্ঞাত আছি।২১ রাজা শশিধ্বজ এইরূপে সভামধ্যে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রমানাথ কল্কিকে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সমাদর-পূর্ব্বক দশ সহস্র গজ এক লক্ষ অশ্ব,২২ ছয় সহস্র ছয় রথ, শত যুবতী দাসী২৩ ও বহুসংখ্য মহামূল্য রত্ন প্রদানপূর্ব্বক বান্ধবগণের সহিত আপনাকে কৃতার্থবোধ করিলেন।২৪

সভাসদগণ রাজার এইরূপ পূর্ব্বজন্ম বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া মনে করিলেন।২৫ পরে তত্রত্য জনগণ সকলেই কল্কির স্তব করিতে লাগিলেন ও ধ্যান করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা রাজা শশিধ্বজের নিকট ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।২৬

নৃপা ঊচুঃ।

ভক্তিঃ কা স্যাদ্ভগবতঃ কো বা ভক্তো বিধানবিৎ।
কিং করোতি কিমশ্নাতি ক্ক বা বসতি বক্তি কিম্ ॥২৭॥
এতান্ বর্ণয় রাজেন্দ্র! সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সাদরাৎ।
জাতিস্মরত্বাৎ কৃষ্ণস্য জগতাং পাবনেচ্ছয়া॥ ২৮ ॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রফুল্লবদনো নৃপঃ।
সাধুবাদৈঃ সমামন্ত্র্য তানাহ ব্রহ্মণোদিতম্॥ ২৯ ॥

শশিধ্বজ উবাচ।

পুরা ব্রহ্মসভামধ্যে মহর্ষিগণসংকুলে।
সনকো নারদং প্রাহ ভবদ্ভির্যাস্ত্বিহোদিতাঃ॥ ৩০ ॥
তেষামনুগ্রহেণাহং তত্রোষিত্বা শ্রুতাঃ কথাঃ।

রাজগণ কহিলেন। ভগবদ্ভক্তি কাহার নাম, কাহাকেই বা বিধানজ্ঞ ভক্ত বলা যাইতে পারে। ঐ ভক্ত ব্যক্তি কি কার্য্য করে, কি আহার করে, কোথায় বাস করে, কিরূপ কথা কহে।২৭ রাজেন্দ্র! আপনি সমুদায় অবগত আছেন, অতএব আপনি আদরপূর্ব্বক এতৎ সমস্ত বর্ণন করুন। রাজা তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল বদন হইলেন এবং সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্ভাষণ করিয়া জাতিস্মরতা হেতু কৃষ্ণনাম দ্বারা জগৎ পবিত্র করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন।২৯

শশিধ্বজ কহিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম সভা মধ্যে মহর্ষি-গণ উপস্থিত আছেন, ঈদৃশ সময়ে আপনারা আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই কথা শনক নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ৩০ আমিও তৎকালে সেই স্থলে ছিলাম সুতরাং আমি

যাস্তাঃ সংকথয়ামীহ শৃণুধ্বং পাপনাশনাঃ ॥ ৩১ ॥

সনক উবাচ।

কা ভক্তিঃ সংসৃতিহরা হরৌ লোকনমস্কৃতা।
তামাদৌ বর্ণয় মুনে নারদাবহিতা বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

নারদ উবাচ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য পরয়া ধিয়া।
গুরাবপি ন্যসেদ্দেহং লোকতন্ত্রবিচক্ষণঃ ॥ ৩৩ ॥
গুরৌ প্রসন্নে ভগবান্ প্রসীদতি হরিঃ স্বয়ম্।
প্রণবাগ্নিপ্রিয়ামধ্যে নমোঽর্ণং তন্নিদেশতঃ ॥ ৩৪ ॥

তাঁহাদের অনুগ্রহে তৎসমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলাম। পাপনাশক সনস্তগণ। আমি যে যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে আপনাদের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন।৩১

সনক জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি নারদ! হরিতে কিরূপ ভক্তি করিলে সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে না হয়, কিরূপ ভক্তি প্রশংসনীয়? আপনি তাহা অগ্রে বর্ণন করুন, আমরা অবহিত হৃদয়ে শ্রবণ করিতেছি।৩২

নারদ কহিলেন। লোকতন্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ সাধক উত্তম বুদ্ধিদ্বারা চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক ও মন সংযত করিয়া পরম জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক গুরু চরণে দেহ অর্পণ করিবেন।৩৩ গুরু যদি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান হরিও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। গুরুর আজ্ঞাক্রমে প্রণব ও অগ্নিপ্রিয়ার মধ্যে নমঃ এই বর্ণ*৩৪

* মন্ত্রোদ্ধার যথা, ওঁ নমঃ স্বাহা।

স্মরেদনন্যয়া বুদ্ধ্যা দেশিকঃ সুসমাহিতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ ॥ ৩৫ ॥
পূজয়িত্বা বাসুদেবপাদপদ্মং সমাহিতঃ।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং রম্যং স্মরেৎ হৃৎপদ্মমধ্যগম্ ॥ ৩৬ ॥
এবং ধ্যাত্বা বাক্যমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়গণৈঃ সহ।
আত্মানমর্পয়েদ্বিদ্বান্ হরাবেকান্তভাববিৎ ॥ ৩৭ ॥
অঙ্গানি দেবাস্তেষাস্তু নামানি বিদিতান্যুত।
বিষ্ণোঃ কল্কেরনন্তস্য তান্যেবান্যন্ন বিদ্যতে ॥ ৩৮ ॥
সেব্যঃ কৃষ্ণঃ সেবকোঽহমন্যে তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
অবিদ্যোপাধয়ো জ্ঞানাদ্বদন্তি প্রভবাদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
ভক্তস্যাপি হরৌ দ্বৈতং সেব্যসেবকবত্তদা।
নান্যদ্বিনা তমিত্যেব ক্বচ কিঞ্চন বিদ্যতে ॥ ৪০ ॥

অনন্যহৃদয়ে স্মরণ করিবে। পরে শিষ্য সুসমাহিত হৃদয়ে পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি দ্বারা এবং স্নানীয় বস্ত্র বিভূষণ দ্বারা ৩৫ উত্তম নিবিষ্টচিত্তে বাসুদেবের পাদপদ্ম পূজা করিবে। পরে হৃদয় কমল-মধ্যগত রমণীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাসুদেবকে চিন্তা করিবে।৩৬ এইরূপ ধ্যান করিয়া জ্ঞানী ও একান্ত ভাবজ্ঞ ব্যক্তি বাক্য মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত আত্মাকে হরিতে সমর্পণ করিবে।৩৭ অন্যান্য দেব-মূর্ত্তি, কল্‌কিমূর্ত্তি অনন্ত বিষ্ণুর অঙ্গ স্বরূপ। সেই সমুদায় নাম আপনারা পরিজ্ঞাত আছেন। তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই।৩৮ কৃষ্ণ সেব্য, আমি সেবক, সকল জীব কৃষ্ণের আত্মমূর্ত্তি হইতেছেন। জ্ঞানীরা বলেন, অবিদ্যোপাধিবশতঃ এই সমুদায়ের উদ্ভব হইতেছে।৩৯ যিনি ভক্ত তাঁহার পক্ষেও সেব্যসেবকরূপ দ্বৈতভাব উদিত হইতেছে। ফলত হরি ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তু কোথাও নাই।৪০

ভক্তঃ স্মরতি তং বিষ্ণুং তন্নামানি চ গায়তি।
তৎ কর্ম্মাণি করোত্যেব তদানন্দসুখোদয়ঃ॥ ৪১॥
নৃত্যত্যুদ্ধতবদ্রৌতি হসতি প্রৈতি তন্মনাঃ।
বিলুঠত্যাত্মবিস্মৃত্যা ন বেত্তি কিয়দন্তরম্॥ ৪২॥
এবংবিধা ভগবতো ভক্তিরব্যভিচারিণী।
পুনাতি সহসা লোকান্ সদেবাসুরমানুষান্॥ ৪৩॥
ভক্তিঃ সা প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মসম্পৎ প্রকাশিতা।
শিববিষ্ণুব্রহ্মরূপা বেদাদ্যানাং বরাপি বা॥ ৪৪॥
ভক্তাঃ সত্ত্বগুণাধাসাৎ রজসেন্দ্রিয়লালসাঃ।
তমসা ঘোরসংকল্পা ভজন্তি দ্বৈতদৃগ্জনাঃ॥ ৪৫॥

ভক্ত ব্যক্তি সেই হরিকে স্মরণ করেন, হরিনাম গান করেন, হরির উদ্দেশে কর্ম্ম করেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ ও সুখোদয় হয়।৪১ ভক্ত ব্যক্তি উদ্ধতের ন্যায় নৃত্য করেন, রোদন করেন, হাস্য করেন, তন্মনা হইয়া গমন করেন, আত্মবিস্মৃতি হেতু বিলুণ্ঠিত হন, কোথাও কোন ভেদ দর্শন করেন না।৪২

এইরূপ অব্যভিচরিত ভগবদ্ভক্তি, দেবগণকে অসুরগণকে ও মনুষ্যগণকে তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে।৪৩ যিনি নিত্যা প্রকৃতি, যিনি ব্রহ্মসম্পৎ, তিনিই ভক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এই ভক্তিই বেদাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ভক্তিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব স্বরূপা।৪৪

যাহাদিগের দ্বৈতজ্ঞান আছে, তাহাদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তিতে সত্ত্বগুণের অধ্যাস হয়, তাঁহারা ভক্ত হন, যে সকল ব্যক্তিতে রজোগুণের অধ্যাস হয়, তাহারা ইন্দ্রিয়ব্যাপারে লালস হইয়া থাকে, যে সকল ব্যক্তিতে তমোগুণের আবির্ভাব হয়, তাহারা ঘোর কার্য্যে

সত্ত্বান্নির্গুণতামেতি রজসা বিষয়স্পৃহা।
তমসা নরকং যান্তি সংসারে দ্বৈতধর্ম্মিণি ॥ ৪৬ ॥
উচ্ছিষ্টমবশিষ্টং বা পথ্যং পূতমভীপ্সিতম্‌।
ভক্তানাং ভোজনং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যং সাত্ত্বিকং মতম্‌ ॥৪৭॥
ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং শুক্রশোণিতবর্দ্ধনম্‌।
ভোজনং রাজসং শুদ্ধমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্‌ ॥ ৪৮ ॥
অতঃপরং তামসানাং কট্বম্লোষ্ণবিদাহিকম্‌।
পূতিপর্য্যুষিতং জ্ঞেয়ং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ৪৯ ॥
সাত্ত্বিকানাং বনে বাসো গ্রামে বাসস্তু রাজসঃ।
তামসং দ্যূতমদ্যাদিসদনং পরিকীর্ত্তিতম্‌ ॥ ৫০ ॥

রত হইয়া থাকে।৪৫ সংসারের মধ্যে যাহারা দ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন তাহা-দের মধ্যে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইলে নির্গুণতা প্রাপ্ত হয়, রজো-গুণের আবির্ভাব হইলে বিষয়ভোগে স্পৃহা হইয়া থাকে, তমোগুণের আধিক্য হইলে নরকগামী হয়।৪৬

উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট সুপথ্য অভীপ্সিত ও পবিত্র বিষ্ণুনৈবেদ্য যে ভক্তগণ ভোজন করেন, তাহারই নাম সাত্ত্বিক আহার।৪৭ যাহা ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিজনক, যাহাতে শুক্রশোণিত বৃদ্ধি হয় যাহাতে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, যাহাতে শরীর নীরোগ থাকে, তাদৃশ বিশুদ্ধ ভোজনকে রাজস ভোজন বলা যায়।৪৮ অতঃপর তামস আহার বলিতেছি। যাহা কটু ঝাল অম্ল উষ্ণ দগ্ধ দুর্গন্ধ ও পর্য্যুষিত, তাহা তামস আহার ও তামসিক ব্যক্তির প্রিয়।৪৯

যাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী, তাঁহারা বনে বাস করেন, যাঁহারা রজোগুণাবলম্বী, তাঁহারা গ্রামে বাস করেন, যাঁহারা তমো-গুণাবলম্বী তাঁহারা দ্যূতালয়ে বা সুরালয়ে বাস করেন।৫০

ন দাতা স হরিঃ কিঞ্চিৎ সেবকস্তু ন যাচকঃ।
তথাপি পরমা প্রীতিস্তয়োঃ কিমিতি শাশ্বতা ॥ ৫১ ॥

ইত্যেতদ্ ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণো
গুণকথনং সনকো বিবুধ্য ভক্ত্যা।
সবিনয়বচনৈঃ স্তুরর্ষিবর্য্যং
পরিণুত্বেন্দ্রপুরং জগাম শুদ্ধঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
নৃপগণশশিধ্বজসংবাদে জাতিস্মরত্বকথনং
নাম একাদশাধ্যায়ঃ।

হরি কাহাকেও কিছু হাতে করিয়া দেন না সেবকও হরির নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন না, তথাপি তাঁহাদের পরস্পর পরম প্রীতি নিয়ত লক্ষিত হইতেছে, ইহা সামান্য অদ্ভুত ব্যাপার নহে। ৫১

বিশুদ্ধহৃদয় দেবর্ষি সনক এইরূপে ভগবান্ ঈশ্বর বিষ্ণুর গুণ-কথন শ্রবণ করিয়া বিনয় বচনে স্তুতি পাঠপূর্ব্বক ইন্দ্র পুরীতে গমন করিলেন। ৫২

কল্কি পুরাণ তৃতীয় অংশ, জাতিস্মরত্ব কথন-নামক
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—:০:—

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শশিধ্বজ উবাচ।

এতদ্বঃ কথিতং ভূপাঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।
কথা ভক্তস্য ভক্তেশ্চ কিমন্যৎ কথয়াম্যহম্॥ ১॥

ভূপা ঊচুঃ।

ত্বং রাজন্ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ।
তবাবেশঃ কথং যুদ্ধরঙ্গে হিংসাদিকর্ম্মণি॥ ২॥
প্রায়শঃ সাধবো লোকে জীবানাং হিতকারিণঃ।
প্রাণবুদ্ধিধনৈর্ব্বাগ্‌ভিঃ সর্ব্বেষাং বিষয়াত্মনাম্॥ ৩॥

শশিধ্বজ কহিলেন। ভূপালগণ! যাঁহাদের অসাধারণ কর্ম্ম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, তাদৃশ ভক্তগণের ও ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, অনুজ্ঞা করুন।১

রাজগণ কহিলেন। রাজন্! আপনি পরম বৈষ্ণব, আপনি সর্ব্ব প্রাণীর কল্যাণ সাধনে রত আছেন। (অহিংসাই আপনকার পরম ধর্ম্ম।) কিজন্য আপনকার হিংসাদি দোষ দূষিত যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি হইল।২ আমরা দেখিয়াছি, সাধুগণ প্রায়ই প্রাণ দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা ধন দ্বারা বাক্য দ্বারা বিষয়লিপ্ত জীবগণের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।৩

শশিধ্বজ উবাচ।

দ্বৈতপ্রকাশিনী যা তু প্রকৃতিঃ কামরূপিণী।
সা সূতে ত্রিজগৎ কৃৎস্নং বেদাংশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা ॥৪॥
তে বেদাস্ত্রিজগৎধর্ম্মশাসনাধর্ম্মনাশনাঃ।
ভক্তিপ্রবর্ত্তকা লোকে কামিনাং বিষয়ৈষিণাম্ ॥৫॥
বাৎস্যায়নাদিমুনয়ো মনবো বেদপারগাঃ।
বহন্তি বলিমীশস্য বেদবাক্যানুশাসিতাঃ ॥ ৬ ॥
বয়ং তদনুগাঃ কর্ম্মধর্ম্মনিষ্ঠা রণপ্রিয়াঃ।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসামো বেদার্থকৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৭ ॥
অবধ্যস্য বধে যাবা স্তাবান্ বধ্যস্য রক্ষণে।

শশিধ্বজ কহিলেন। সত্ব রজঃ তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা যে প্রকৃতি, তাঁহা হইতেই দ্বৈতভাব প্রকাশ হইতেছে। এই প্রকৃতিই কামরূপিণী অর্থাৎ সঙ্কল্পাত্মিকা। এই প্রকৃতি হইতেই সমুদায় বেদ ও ত্রিজগৎ প্রসূত হইয়াছে।৪ যাহারা বিষয়াভিলাষী কামী লোক বেদ তাহাদের নিমিত্ত ত্রিজগতের ধর্ম্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক অধর্ম্ম নাশ করিয়া ভক্তির উদ্ভব করিয়া দিতেছে।৫ বেদপারগ বাৎস্যায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও মনুষ্যগণ বেদ বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া সেই ভগবান্ ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করেন।৬ আমরা তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে রত থাকিয়া সংগ্রাম করিয়া থাকি। আমরা বেদের তাৎপর্য্য অনুসারে যুদ্ধ স্থলে আততায়ীর প্রাণ বিনাশ করি।৭

সর্ব্ব বেদার্থ বিশারদ ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, অবধ্য ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলে যাদৃশ পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তির জীবন রক্ষা

ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ সর্ব্ববেদার্থতৎপরঃ ॥৮॥
প্রায়শ্চিত্তং ন তত্রাস্তি তত্রাধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।
অতোহত্র বাহিনীং হত্বা ভবতাং যুধি দুর্জ্জয়াম্ ॥৯॥
ধর্ম্মং কৃতঞ্চ কল্কিঞ্চ সমানীয়াগতা বয়ম্।
এষা ভক্তির্ম্মম মতা তবাভিপ্রেতমীরয় ॥১০॥
অহং তদনুবক্ষ্যামি বেদবাক্যানুসারতঃ।
যদি বিষ্ণুঃ স সর্ব্বত্র তদা কং হন্তি কো হতঃ ॥১১॥
হন্তা বিষ্ণুর্হতো বিষ্ণুর্বধঃ কস্যাস্তি তত্র চেৎ।
যুদ্ধযজ্ঞাদিষু বধো ন বধো বেদশাসনাৎ ॥১২॥
ইতি গায়ন্তি মুনয়ো মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।

করিলেও সেইরূপ পাপ হইয়া থাকে।৮ এইরূপ আচরণ না করিলে এতদূর অধর্ম্ম হয় যে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই কারণে আমি সংগ্রাম স্থলে আপনাদের দুর্জ্জয় সেনা সমূহ সংহার করিয়া।৯ ধর্ম্মকে সত্যযুগকে এবং কল্কিকে লইয়া আগমন করিয়াছি। আমার বিবেচনায় এইরূপ ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। এ বিষয়ে আপনকার অভিপ্রায় কি তাহা বলুন।১০ তৎপরে আমি বেদবাক্যানুসারে উত্তর করিব। সকল স্থলেই বিষ্ণু আছেন, এই সিদ্ধান্ত যদি স্থির হয়, তাহা হইলে কে কাহাকে বিনাশ করে? অর্থাৎ কেহ বিনাশ করেও না, কেহ বিনষ্ট হয় না।১১ যিনি বধ করিতেছেন, তিনিও বিষ্ণু, যিনি হত হইতেছেন, বলিতেছি, তিনিও বিষ্ণু, অতএব কাহার বধ হইবে। বিশেষত বেদের শাসন আছে যে যুদ্ধ স্থলে ও যজ্ঞ স্থলে বধ বধের মধ্যে গণ্য নহে।১২ মহর্ষিগণ ও চতুর্দ্দশ মনু এইরূপই কীর্ত্তন করি-

ইত্থং যুদ্ধৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ভজামো বিষ্ণুমীশ্বরম্ ॥১৩॥
অতো ভাগবতীং মায়ামাশ্রিত্য বিধিনা যজন্।
সেব্যসেবকভাবেন সুখীভবতি নান্যথা ॥১৪॥

ভূপা ঊচুঃ।

নিমেভূ‌র্পস্য ভূপাল! গুরোঃ শাপাৎ মৃতস্য চ।
তাদৃশে ভোগায়তনে বিরাগঃ কথমুচ্যতাম্ ॥১৫॥
শিষ্যশাপাৎ বশিষ্ঠস্য দেহাবাপ্তির্ম্মৃতস্য চ।
শ্রূয়তে কিল মুক্তানাং জন্ম ভক্তবিমুক্ততা ॥১৬॥
অতো ভাগবতী মায়া দুর্ব্বোধ্যা বিজিতাত্মনাম্।
বিমোহয়ন্তি সংসারে নানাত্বাদিন্দ্রজালবৎ ॥১৭॥

য়াছেন। আমরাও এইরূপে যুদ্ধ দ্বারা ও যজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বর বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকি।১৩ এইরূপে ভাগবতী মায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক যথাবিধানে সেব্য সেবক ভাবে পূজা করিয়া সাধক সুখী হন, অন্যরূপে সুখী হইতে পারা যায় না।১৪

রাজগণ কহিলেন। রাজন্! নিমি রাজা গুরু বশিষ্ঠের শাপে দেহত্যাগ করিয়া ছিলেন। পরন্তু তাদৃশ ভোগায়তন শরীরে তাঁহার কিজন্য বিরাগ উপস্থিত হইল? অর্থাৎ যজ্ঞাবসানে দেবতারা প্রীত হইয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেহে প্রবেশ করিতে অনুমতি করেন, তখন কিজন্য ত্যক্ত দেহে প্রবিষ্ট হইতে তিনি সম্মত হইলেন না।১৫

শুনিয়াছি, মহর্ষি বশিষ্ঠ উক্ত শিষ্যের শাপে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি পুনর্ব্বার দেহপরিগ্রহ করেন। ভক্ত ব্যক্তির মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব মুক্ত ব্যক্তির কিরূপে পুনর্ব্বার জন্ম হইতে পারে।১৬ এস্থলে ভগবানের মায়া জ্ঞানীদিগেরও দুর্জ্ঞেয়। এই মায়া নানাত্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রজালের ন্যায় সংসারে বিমোহিত করিয়া রাখে।১৭

ইতি তেষাং বচো ভূয়ঃ শ্রুত্বা রাজা শশিধ্বজঃ।
প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া ॥১৮॥

শশিধ্বজ উবাচ।

বহুনা জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদিযোগতঃ।
দৈবাদ্ভবেৎ সাধুসঙ্গস্তস্মাদীশ্বরদর্শনম্ ॥১৯॥
ততঃ সালোক্যতাম্প্রাপ্য ভজন্ত্যাদৃতচেতসঃ।
ভুক্ত্বা ভোগাননুপমান্ ভক্তো ভবতি সংসৃতৌ ॥২০॥
রজোযুষঃ কর্ম্মপরাঃ হরিপূজাপরাঃ সদা।
তন্নামানি প্রগায়ন্তি তদ্রূপস্মরণোৎসুকাঃ ॥২১॥
অবতারানুকরণপর্ব্বব্রতমহোৎসবাঃ।
ভগবদ্ভক্তিপূজাঢ্যাঃ পরমানন্দসংপ্লুতাঃ ॥২২॥

বাক্যবিন্যাস কুশল রাজা শশিধ্বজ, তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তিপ্রণব হৃদয়ে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন ১৮

শশিধ্বজ কহিলেন। তীর্থ ক্ষেত্র প্রভৃতি দর্শন ফলে বহুজন্মের পর দৈব অনুগ্রহে জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। ঐ সাধুসঙ্গ হইতেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।১৯ পরে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া আদরপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানকে ভজনা করে। এইরূপে জীব অনুপম ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া সংসার মধ্যে ভক্ত হয়।২০ যাঁহারা রজোগুণাবলম্বী, তাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়ত থাকিয়া সর্ব্বদা হরির পূজা করেন এবং সর্ব্বদা হরিনাম গান করেন এবং সর্ব্বদা হরিরূপ স্মরণে উন্মুখ থাকেন।২১ তাঁহারা ভগবানের অবতারের অনুকরণ একাদশী প্রভৃতি পর্ব্বে পর্ব্বে ব্রত, মহোৎসব ভগবানের প্রতি ভক্তি, ভগবানের পূজা, এই সমুদায় কার্য্যেই আনন্দে সংপ্লুত থাকেন।২২ সেই সমুদায় ভক্ত ব্যক্তি ভোগের ফলোদয় প্রত্যক্ষ করি-

অতো মোক্ষং ন বাঞ্ছন্তি দৃষ্টমুক্তিফলোদয়াঃ।
মুক্তা লভন্তে জন্মানি হরিভাবপ্রকাশকাঃ ॥২৩॥
হরিরূপাঃ ক্ষেত্রতীর্থপাবনা ধর্ম্মতৎপরাঃ।
সারাসারবিদঃ সেব্যসেবকা দ্বৈতবিগ্রহাঃ ॥২৪॥
যথাবতারঃ কৃষ্ণস্য তথা তৎসেবিনামিহ।
এবং নিমোর্নিমিষতা লীলা ভক্তস্য লোচনে ॥২৫॥
মুক্তস্যাপি বশিষ্ঠস্য শরীরভজনাদরঃ।
এতদ্বঃ কথিতং ভূপা মাহাত্ম্যং ভক্তিভক্তয়োঃ ॥২৬॥
সদ্যঃপাপহরং পুংসাং হরিভক্তিবিবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বেন্দ্রিয়স্থদেবানামানন্দসুখসঞ্চরম্।

য়াছেন, এই জন্য তাঁহারা মোক্ষ প্রার্থনা করেন না। ভক্তেরা স্বর্গভোগ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিয়া হরিভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন।২৩ ভক্তেরা হরির রূপান্তর। তাঁহারা ক্ষেত্র ও তীর্থ সমুদায় পবিত্র করেন। তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকেন। তাঁহারা সার অসার সমুদায় জ্ঞাত আছেন। তাঁহারা সেব্য ও সেবক এই মূর্ত্তিদ্বয়ে থাকেন।২৪ যেমন কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই রূপ তাঁহার সেবকগণও সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ তিনি যে ভক্তবৃন্দের লোচনে নিমেষ রূপে অবস্থান করেন, তাহা তাঁহার লীলামাত্র।২৫ বশিষ্ঠ মুক্ত হইয়াও যে শরীর পরিগ্রহে উন্মুখ হন, তাহারও কারণ এই। রাজগণ! এই আপনাদের নিকট ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।২৬ ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যের সমুদায় পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয় এবং ইহা হইতে হরিভক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের আনন্দ ও সুখসন্দোহ সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে

কামরাগাদিদোষঘ্নং মায়ামোহনিবারণং ॥ ২৭ ॥

নানাশাস্ত্রপুরাণবেদবিমলব্যাখ্যামৃতাম্ভোনিধিং
সংমথ্যাতিচিরং ত্রিলোকমুনয়ো ব্যাসাদয়ো ভাবুকাঃ।
কৃষ্ণে ভাবমনন্যমেবমমলং হৈয়ঙ্গবীনং নবং
লব্ধা সংসৃতিনাশনং ত্রিভুবনে শ্রীকৃষ্ণতুল্যায়তে ॥২৮॥

ইতি শ্রীকল্কি পুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
ভক্তিভক্তমাহাত্ম্যং নাম দ্বাদশাধ্যায়ঃ।

কাম রাগ প্রভৃতি সমুদায় দোষ বিদূরিত হয়। ইহা হইতেই মায়া মোহ সমুদায় নিবারিত হইয়া যায়।২৭

বেদব্যাস প্রভৃতি ত্রিলোকস্থিত ভাবুক মুনিগণ, বেদ পুরাণ ও নানা শাস্ত্রের নির্ম্মল ব্যাখ্যারূপ অমৃতসাগর মন্থন করিয়া সংসার বন্ধন বিমোচক ঐকান্তিক ভাব রূপ নূতন নির্ম্মল হৈয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্যো-জাত ঘৃত লাভ করিয়া ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসদৃশ হন।২৮

———:০:———

কল্কিপুরাণ তৃতীয়াংশ ভক্তিভক্তমাহাত্ম্য নামক
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইতি ভূপঃ সভায়াং স কথয়িত্বা নিজাঃ কথাঃ।
শশিধ্বজঃ প্রীতমনাঃ প্রাহ কল্কিং কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১॥

শশিধ্বজ উবাচ।

ত্বং হি নাথ! ত্রিলোকেশ এতে ভূপাস্ত্বদাশ্রয়াঃ।
মাং তথা বিদ্ধি রাজানং ত্বন্নিদেশকরং হরে॥ ২॥
তপস্তপ্তুং যামি কামং হরিদ্বারং মুনিপ্রিয়ং।
এতে মৎপুত্রপৌত্রাশ্চ পালনীয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ॥ ৩॥

উগ্রশ্রবা কহিলেন। রাজা শশিধ্বজ প্রীত হৃদয়ে সভাস্থিত জনগণের নিকট নিজ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কল্কিকে কহিতে লাগিলেন।১

রাজা শশিধ্বজ কহিলেন। হরে! তুমি ত্রিলোকের নাথ! এই সমুদায় রাজা তোমার আশ্রিত। এই রাজগণ ও আমি তোমার আজ্ঞা পালনে উন্মুখ আছি জানিবে।২ আমি এক্ষণে মুনিগণের প্রিয় হরিদ্বারে তপস্যা করিতে গমন করিতেছি। এই সমুদায় আমার পুত্র পৌত্র তোমারই আশ্রিত। তুমিই ইহা দিগকে প্রতি পালন করিবে।

মমাপি কামং জানাসি পুরা জাম্বুবতো যথা।
নিধনং দ্বিবিদস্যাপি তদা সর্ব্বং সুরেশ্বর ॥ ৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা গন্তুমুদ্যুক্তং ভার্য্যয়া সহিতং নৃপম্।
লজ্জয়াধোমুখং কল্কিং প্রাহুর্ভূপাঃ কিমিত্যুত ॥ ৫ ॥
হে নাথ! কিমনেনোক্তং যৎ শ্রুত্বা ত্বমধোমুখঃ।
কথং তদ্‌ব্রূহি কামং নঃ কিং বা নঃ শাধি সংশয়াৎ ॥৬
অমুং পৃচ্ছত বো ভূপা যুষ্মাকং সংশয়চ্ছিদম্।
শশিধ্বজং মহাপ্রাজ্ঞং মদ্ভক্তিকৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ৭ ॥
ইতি কল্কের্ব্বচঃ শ্রুত্বা তে ভূপাঃ প্রোক্তকারিণঃ।
রাজানং তং পুনঃ প্রাহুঃ সংশয়াপন্নমানসাঃ ॥ ৮ ॥

সুরনাথ। আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। পূর্ব্বজন্মে তুমি যে, জাম্বুবান্ ও দ্বিবিদ নামক বানরকে বিনাশ করিয়াছিলে তাহাও তোমার স্মরণ আছে।৪ রাজা শশিধ্বজ এই কথা বলিয়া ভার্য্যার সহিত গমন করিতে উদ্যত হইলে কল্কি লজ্জাভরে অবনত-মুখ হইলেন। তখন রাজগণ তাহার কারণ জানিতে অভিলাষী হইয়া কহিলেন।৫ নাথ! রাজা শশিধ্বজ কি বাক্য কহিলেন? আপনি কি নিমিত্ত তাহা শুনিয়া অধোমুখ হইলেন? তাহা আপনি আমাদিগের নিকট বলুন, আমাদের সংশয় দূর করুন।৬

কল্কি কহিলেন। রাজগণ! আপনারা এই শশিধ্বজ রাজার নিকটেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করুন, ইনিই আপনাদিগের সংশয় দূর করিবেন। এই রাজা শশিধ্বজ উত্তম জ্ঞানী ও ইনি আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করিয়া থাকেন। ৭ রাজগণ কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্বাক্যানুসারে সংশয়াপন্ন হৃদয়ে রাজা শশিধ্বজকে পুনর্ব্বার কহিলেন।৮

নৃপা ঊচুঃ।

কিং ত্বয়া কথিতং রাজন্! শশিধ্বজ মহামতে।
কথং কল্কিস্তদ্বদিদং শ্রুত্বৈবাভূদধোমুখঃ ॥৯॥

শশিধ্বজ উবাচ।

পুরা রামাবতারেণ লক্ষ্মণাদিন্দ্রজিদ্‌বধম্।
মোক্ষঞ্চালক্ষ্য দ্বিবিদো রাক্ষসত্বাৎ স দারুণাৎ ।১০॥
অগ্ন্যাগারে ব্রহ্মবীরবধেনৈকাহিকো জ্বরঃ।
লক্ষ্মণস্য শরীরেণ প্রবিষ্টো মোহকারকঃ ॥১১॥
তং ব্যাকুলমভিপ্রেক্ষ্য দ্বিবিদো ভিষজাং বরঃ।
অশ্বিবংশেন সংজাতঃ শ্রাবয়ামাস লক্ষ্মণম্ ॥১২॥
লিখিত্বা রামভদ্রস্য সংজ্ঞাপত্রীমতন্দ্রিতঃ।
লক্ষ্মণং দর্শয়ামাস ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ মহাভুজঃ ॥১৩॥

রাজগণ কহিলেন। শশিধ্বজ! আপনি মহামতি ও রাজা। আপনি এক্ষণে কি কথা কহিলেন এবং আপনার কথা শুনিয়া কল্কি কিনিমিত্ত বা অধোমুখ হইলেন।৯

শশিধ্বজ কহিলেন। পূর্ব্বে যখন রাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ বধ করেন। তাহাতে দারুণ রাক্ষসভাব হইতে ইন্দ্রজিতের মুক্তি হয়।১০ অগ্নিশালায় ব্রহ্মবধ করাতে ঐকাহিক জ্বর লক্ষ্মণের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তাহাতে লক্ষ্মণের মোহাদি হইতে লাগিল।১১ অশ্বিনীকুমারের বংশ সম্ভূত ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ দ্বিবিধ নামক বানর লক্ষ্মণকে সাতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া একটী মন্ত্র শুনাইল।১২ এবং ঐ মন্ত্রটী লিখিয়া তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের সমক্ষে ঊর্দ্ধস্থানে রাখিয়া লক্ষ্মণকে

লক্ষ্মণো বীক্ষ্য তাং পত্রীং বিজ্বরো বলবানভূৎ।
স ততো দ্বিবিদং প্রাহ বরং বরয় বানর ॥১৪॥
দ্বিবিদস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ হৃষ্টবৎ।
ত্বত্তো মে মরণং প্রার্থ্যং বানরত্বাচ্চ মোচনম্‌ ॥১৫॥
পুনস্তং লক্ষ্মণঃ প্রাহ মম জন্মান্তরে তব।
মোচনং ভবিতা কীশ! বলরামশরীরিণঃ ॥১৬॥
সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে দ্বিবিদো নাম বানরঃ ॥১৭॥
ইতি মন্ত্রাক্ষরং দ্বারি লিখিত্বা তালপত্রকে।
যস্তু পশ্যতি তস্যাপি নশ্যত্যৈকাহিকোজ্বরঃ ॥১৮॥
ইতি তস্য বরং লব্ধ্বা চিরায়ুঃ সুস্থবানরঃ।
বলরামাস্ত্রভিন্নাত্মা মোক্ষমাপাকুতোভয়ম্‌ ॥১৯॥

দেখাইল।১৩ লক্ষ্মণ ঐ পত্র দেখিয়া জ্বররহিত ও বলবান্‌ হইলেন। পরে লক্ষ্মণ দ্বিবিধ নামক বানরকে কহিলেন, বানর! তুমি বর প্রার্থনা কর।১৪ দ্বিবিদ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টহৃদয়েলক্ষ্মণকে কহিল, আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনকার হস্তে আমার মৃত্যু হয় এবং বানরভাব হইতে মুক্ত হই।১৫ পরে লক্ষ্মণ কহিলেন, আমি জন্মান্তরে বলরাম রূপে অবতীর্ণ হইব। সেই সময় আমার হস্তে তোমার বানরত্ব মোচন হইবে। ১৬

সমুদ্রের উত্তর তীরে দ্বিবিদ নামে বানর আছে। লিখিত এই মন্ত্রটী যে ব্যক্তি দর্শন করে, তাহার ঐকাহিক জ্বর দূর হয়।১৭ যে ব্যক্তি তালপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া দ্বারদেশে রক্ষা করে এবং দর্শন করে, তাহার ঐকাহিক জ্বর দূর হয়।১৮

দ্বিবিদ বানর লক্ষ্মণের নিকট এইরূপ বর লাভ করিয়া সুস্থশরীরে বহুকাল জীবনধারণ করিল। বহুকাল পরে বলরামের অস্ত্র দ্বারা

তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ।
বলরামাস্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষেঽভূৎ স্ববাঞ্ছয়া ॥২০॥
জাম্বুবাংশ্চ পুরা ভূপা বামনত্বং গতে হরৌ।
তস্যাপ্যূর্দ্ধগতং পাদং তত্র চক্রে প্রদক্ষিণম্ ॥২১॥
মনোজবং তং নিরীক্ষ্য বামনঃ প্রাহ বিস্মিতঃ।
মত্তো বৃণু বরং কামমৃক্ষাধীশ মহাবল ॥২২॥
ইতি তং হৃষ্টবদনো ব্রহ্মাংশো জাম্বুবান্মুদা।
প্রাহ ভোশ্চক্রদহনাৎ মম মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥২৩॥
ইত্যুক্তে বামনঃ প্রাহ কৃষ্ণজন্মনি মে তব।
মোক্ষশ্চক্রেণ সংভিন্নশিরসঃ সংভবিষ্যতি ॥২৪॥

তাহার শরীর ধ্বস্ত হওয়াতে সে মুক্তিলাভ করে।১৯ এইরূপ আপনার ইচ্ছানুসারে সূতপুত্র লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যে বলরামের অস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন।২০

রাজগণ! পূর্ব্বে বিষ্ণু যখন বামন অবতার হন, তখন যে সময়ে তিনি ত্রিপাদ দ্বারা সর্ব্বলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, তৎকালে জাম্বুবান্ তাঁহার ঊর্দ্ধস্থিত চরণ প্রদক্ষিণ করেন।২১ বামন তাঁহার মনের ন্যায় দ্রুততর বেগ দেখিয়া বিস্মিত হৃদয়ে কহিলেন, ঋক্ষপতে! তুমি মহাবলপরাক্রান্ত হইতেছ। তুমি আমার নিকট কোন বর প্রার্থনা কর।২২ ব্রহ্মার অংশ সম্ভূত জাম্বুবান্ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট মুখে কহিল, আমাকে এই বর দিউন যে, আপনকার চক্রদ্বারা যেন আমার মৃত্যু হয়।২৩ বামন এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি যখন কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইব, তখন আমার চক্রদ্বারা তোমার মস্তক ছেদিত হইবে। তখন তুমি মুক্তিলাভ করিবে।২৪ পরে যখন কৃষ্ণ অবতীর্ণ

মম কৃষ্ণাবতারে তু সূর্য্যভক্তস্য ভূপতেঃ।
সত্রাজিতস্তু মণ্যর্থে দুর্ব্বাদঃ সমজায়ত ॥২৫॥
প্রসেনস্য মম ভ্রাতুর্ব্বধস্তু মণিহেতুকঃ।
সিংহাত্তস্যাপি মণ্যর্থে বধো জাম্বুবতা কৃতঃ ॥২৬॥
দুর্ব্বাদভয়ভীতস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
মণ্যন্বেষণচিত্তস্য ঋক্ষেণাভূদ্রণো বিলে ॥২৭॥
স নিজেশং পরিজ্ঞায় তচ্চক্রগ্রস্তবন্ধনম্।
মুক্তো বভূব সহসা কৃষ্ণং পশ্যন্ সলক্ষণম্ ॥২৮॥
নবদুর্ব্বাদলশ্যামং দৃষ্ট্বা প্রাদান্নিজাত্মজাম্।
তদা জাম্বুবতঃ কন্যাং প্রগৃহ্য মণিনা সহ ॥২৯॥
দ্বারকাং পুরমাগত্য সভায়াং মামুপাহ্বয়ৎ।

হইয়াছিলেন, তখন আমি সত্রাজিৎ নামে রাজা ছিলাম। আমি সূর্য্যের আরাধনা করিতাম। সেই সময় আমা হইতে মণির নিমিত্ত কৃষ্ণের একটী কলঙ্ক হয়।২৫ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম প্রসেন ছিল। একটি সিংহ মণির নিমিত্ত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করে। ঐ সিংহও ঐ মণির নিমিত্ত জাম্বুবান্ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল।২৬ অসীম তেজঃসম্পন্ন কৃষ্ণ কলঙ্কভয়ে ভীত হইয়া মণির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন পরে একটী গুহার মধ্যে জাম্বুবানের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হইল।২৭ জাম্বুবান্ আপনার প্রভুকে চিনিতে পারিলেন। কৃষ্ণের চক্রে তাঁহার মস্তক ছেদিত হইল। জাম্বুবান্ লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণকে দর্শন করিতে২ প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিল।২৮ পরন্তু ঐ ঋক্ষরাজ কৃষ্ণের নবদূর্ব্বাদল সদৃশ শ্যামমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মণির সহিত জাম্বুবতী নাম্নী কন্যা দান করিল।২৯ কৃষ্ণ পুনর্ব্বার দ্বারকায় আগমন করিয়া সভামধ্যে আমাকে আহ্বান করিলেন, এবং সেই সময়ে তিনি

আহূয় মহ্যং প্রদদৌ মণিং মুনিগণার্চ্চিতম্ ॥৩০॥
সোঽহং তাং লজ্জয়া তেন মণিনা কন্যকাং স্বকাম্।
বিবাহেন দদাবস্মৈ লাবণ্যাজ্জগৃহে মণিম্ ॥৩১॥
তাং সত্যভামামাদায় মণিং মষ্যর্প্য স প্রভুঃ।
দ্বারকামাগত্য পুনর্গজাহ্বয়মগাদ্বিভুঃ ॥ ৩২ ॥
গতে কৃষ্ণে মাং নিহত্য শতধন্বাগ্রহীন্মণিম্।
অতোঽহমিহ জানামি পূর্ব্বজন্মনি যৎ কৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
মিথ্যাভিশাপাৎ কৃষ্ণস্য নৈবাভূন্মোচনং মম।
অতোঽহং কল্কিরূপায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
দত্ত্বা রমাং সত্যভামারূপিণীং যামি সদ্গতিম্ ॥ ৩৪ ॥
সুদর্শনাস্ত্রঘাতেন মরণং মম কাঙ্ক্ষিতম্।

মহর্ষিগণের ও দুর্ল্লভ সেই মণি আমাকে প্রদান করেন।৩০ তৎকালে আমি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া সেই মণি এবং সত্যভামা নাম্নীকন্যা কৃষ্ণকে প্রদান করিলাম। কৃষ্ণ উভয়ের লাবণ্য দর্শন করিয়া উভয়ই গ্রহণ করিলেন।৩১

কিছুদিন পরে প্রভু কৃষ্ণ আমার নিকট মণি রাখিয়া সত্যভামাকে লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন।৩২ কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করিলে শতধন্বা নামে রাজা আমাকে বিনাশ করিয়া মণি গ্রহণ করিলেন। অতএব পূর্ব্বজন্মে কল্কি যাহা যাহা করিয়াছেন, তৎসমুদায় আমি পরিজ্ঞাত আছি।৩৩ আমি কৃষ্ণের মিথ্যা কলঙ্ক দিয়াছিলাম তজ্জন্য সে জন্মে আমার মুক্তি হয় নাই। এই জন্য আমি এই জন্মে কল্কিরূপ পরমাত্মা কৃষ্ণকে সত্যভামারূপিণী রমানাম্নী কন্যা দিয়া সদ্গতি লাভ করিতেছি।৩৪ আমিও কামনা করিয়াছিলাম যে, সুদর্শনাস্ত্র প্রহারে আমার মৃত্যু হয়।

মরণেঽভূদিতি জ্ঞাত্বা রণে বাঞ্ছামি মোচনম্ ॥ ৩৫ ॥
ইত্যসৌ জগতামীশঃ কল্কিঃ শ্বশুরঘাতনম্।
শ্রুত্বৈবাধোমুখস্তস্থৌ হ্রিয়া ধর্ম্মভিয়া প্রভুঃ ॥ ৩৬ ॥
অত্যাশ্চর্য্যমপূর্ব্বমুত্তমমিদং শ্রুত্বা নৃপা বিস্মিতা
লোকাঃ সংসদি হর্ষিতা মুনিগণাঃ কল্কেগুণাকর্ষিতাঃ।
আখ্যানং পরমাদরেণ সুখদং ধন্যং যশস্যং পরং
শ্রীমদ্ভূপশশিধ্বজেরিতবচো মোক্ষপ্রদং চাভবৎ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
শশিধ্বজেরিতচক্রমরণাখ্যানং নাম
ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ।

সংগ্রামে মৃত্যু হইলে মুক্তি হইবে, ইহা জানিয়া তাহাই কামনা করিয়াছিলাম।৩৫

জগতের অধীশ্বর প্রভু কল্কি এইরূপে শ্বশুর বধ শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মভয়ে ও লজ্জাক্রমে অধোবদন হইয়া থাকিলেন।৩৬ অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব মনোহর এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সভাস্থিত রাজগণ বিস্মিত হইলেন, সদস্য জনগণ আনন্দলাভ করিল, মহর্ষিগণ কল্কির গুণে আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীমান্ ভূপতি শশিধ্বজ কর্তৃক কথিত এই উপাখ্যান যিনি শ্রবণ করেন, তিনি সুখী ধন্য পরম যশস্বী ও মোক্ষভাজন হইতে পারেন।৩৭

কল্কিপুরাণ তৃতীয়াংশ শশিধ্বজ কথিত চক্রমরণ নামক
ত্রয়োদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

চতুর্দ্দশাধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততঃ কল্কির্ম্মহাতেজাঃ শ্বশুরং তং শশিধ্বজম্।
সমামন্ত্র্য বচশ্চিত্রৈঃ সহ ভূপৈর্যযৌ হরিঃ॥ ১॥
শশিধ্বজো বরং লব্ধা যথাকামং মহেশ্বরীম্।
স্তুত্বা মায়াং ত্যক্তমায়ঃ সপ্রিয়ঃ প্রযযৌ বনম্॥ ২॥
কল্কিঃ সেনাগণৈঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ কাঞ্চনীং পুরীম্।
গিরিদুর্গাবৃতাং গুপ্তাং ভোগিভির্ব্বিষবর্ষিভিঃ॥ ৩॥
বিদার্য্য দুর্গং সগণঃ কল্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।

উগ্রশ্রবা কহিলেন। অনন্তর মহাতেজা কল্কি বিচিত্র বাক্য-দ্বারা শ্বশুর শশিধ্বজকে পরিতুষ্ট করিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক রাজগণের সহিত গমন করিলেন।১ রাজা শশিধ্বজও কল্কির নিকট যথাভিলষিত বর লাভ করিয়া মহেশ্বরী মহামায়ার স্তব দ্বারা মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়া প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত বনগমন করিলেন।২

অনন্তর কল্কি সেনাসমূহে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনীপুরীতে গমন করিলেন। এই পুরী গিরিদুর্গ দ্বারা পরিবৃত ও বিষবর্ষণকারী সর্পগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত।৩ পরপুরঞ্জয় অচ্যুত কল্কি নিজ সেনা-গণের সহিত সেই কঠিন দুর্গভেদ করিয়া শরনিকর দ্বারা বিষবর্ষী

ছিত্ত্বা বিষায়ুধান্‌ বাণৈস্তাং পুরীং দদৃশেঽচ্যুতঃ ॥৪॥
মণিকাঞ্চনচিত্রাঢ্যাং নাগকন্যাগণাবৃতাম্‌।
হরিচন্দনবৃক্ষাঢ্যাং মনুজৈঃ পরিবর্জ্জিতাম্‌ ॥ ৫ ॥
বিলোক্য কল্‌কিঃ প্রহসন্‌ প্রাহ ভূপান্‌ কিমিত্যহো।
সর্পস্যেয়ং পুরী রম্যা নরাণাং ভয়দায়িনী।
নাগনারীগণাকীর্ণা কিং যাস্যামো বদন্ত্বিহ ॥ ৬ ॥
ইতিকর্ত্তব্যতাব্যগ্রং রমানাথং হরিং প্রভুম্‌।
ভূপাংস্তদনুরূপাংশ্চ খে বাগাহাশরীরিণী ॥ ৭ ॥
বিলোক্য নেমাং সেনাভিঃ প্রবেষ্টুং ভোস্ত্বমর্হসি।
ত্বাং বিনান্যে মরিষ্যন্তি বিষকন্যাদৃশাদপি ॥ ৮ ॥

সর্পসমূহ সংহারপূর্ব্বক পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, ৪ এবং দেখিলেন, সেই পুরী বহুবিধ মণিসমূহ ও কাঞ্চনরাশি দ্বারা বিভূষিত। তাহার স্থানে স্থানে নাগকন্যাগণ রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কল্পবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। পরন্তু সেখানে একটীও মনুষ্য নাই।৫

কল্‌কি এই সমুদয় অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক রাজগণকে কহিলেন, দেখ, কি আশ্চর্য্য! ইহা সর্পগণের পুরী। এই পুরী অতীব রমণীয়। মনুষ্যগণের পক্ষে এই স্থান অতীব ভয়ানক। ইহার মধ্যে কেবল নাগকন্যাগণ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে আর যাইব কি না? তোমরা বল।৬ রমানাথ প্রভু হরি এবং রাজগণ সে স্থলে কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে আকাশবাণী হইল যে, ৭ এই পুরীমধ্যে সেনাগণের সহিত প্রবেশ করা আপনকার উচিত হইতেছে না, কারণ ইহার অভ্যন্তরবর্ত্তিনী বিষকন্যার দৃষ্টিপাত দ্বারা একমাত্র আপনি ব্যতিরেকে সকলেই কালকবলে পতিত হইবে।৮

আকাশবাণীমাকর্ণ্য কল্‌কিঃ শুকসহায়কৃৎ।
যযাবেকঃ খড়্গধরস্তুরগেণ ত্বরান্বিতঃ॥ ৯॥
গত্বা তাং দদৃশে বীরো ধীরাণাং ধৈর্য্যনাশিনীম্।
রূপেণালক্ষ্য লক্ষ্মীশং প্রাহ প্রহসিতাননা॥ ১০॥

বিষকন্যোবাচ।

সংসারেঽস্মিন্ মম নয়নয়োর্ব্বীক্ষণক্ষীণদেহা
লোকা ভূপাঃ কতি কতি গতা মৃত্যুমত্যুগ্রবীর্য্যাঃ।
সাহং দীনাসুরসুরনরপ্রেক্ষণপ্রেমহীনা।
তে নেত্রাব্জদ্বয়রসসুধাপ্লাবিতা ত্বাং নমামি॥ ১১॥
ক্বাহং বিষেক্ষণা দীনা ক্বামৃতেক্ষণসঙ্গমঃ।
ভবেঽস্মিন্ ভাগ্যহীনায়াঃ কেনাহো তপসা কৃতঃ॥১২॥

কল্‌কি এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ত্বরাপূর্ব্বক খড়্গ-ধারী হইয়া একাকী অশ্বে আরোহণ করিয়া শুক পক্ষীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন।৯ কিয়দ্দূর গমন করিয়া বীর কল্‌কি একটী অপূর্ব্ব কন্যা দেখিতে পাইলেন। এই কন্যাকে দর্শন করিলে জ্ঞানী-দিগেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। এই কন্যা অপরূপ রূপসম্পন্ন রমানাথ কল্‌কিকে দর্শন করিয়া সহাস্যমুখে বলিতে লাগিল।১০

বিষকন্যা কহিল। এই জগতের মধ্যে মহাবীর্য্যশালী কতশত রাজা ও অপরাপর মনুষ্য আমার দৃষ্টিপাত দ্বারা ধ্বস্তদেহ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। অতএব আমি অতীব দুঃখিনী। দেবতা অসুর মনুষ্য কাহারো সহিত আমার প্রেমের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আমি আপনকার দৃষ্টিপাত রূপ অমৃত দ্বারা প্লাবিত হইলাম। আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি।১১ এই সংসার মধ্যে আমি বিষদৃষ্টি দীনা ও অতিশয় দুর্ভগা। আপনকার দৃষ্টি অমৃতময়। আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছিলাম যে আপনকার সহিত সমাগম হইল।১২

কল্‌কিরুবাচ।

কাসি কন্যাসি সুশ্রোণি কস্মাদেষা গতিস্তব।
ব্রূহি মাং কর্ম্মণা কেন বিষনেত্রং তবাভবৎ ॥ ১৩ ॥

বিষকন্যেবাচ।

চিত্রগ্রীবস্য ভার্য্যাহং গন্ধর্ব্বস্য মহামতে।
সুলোচনেতি বিখ্যাতা পত্যুরত্যন্তকামদা ॥ ১৪ ॥
একদাহং বিমানেন পত্যা পীঠেন সঙ্গতা।
গন্ধমাদনকুঞ্জেষু রেমে কামকলাকুলা ॥ ১৫ ॥
তত্র যক্ষমুনিং দৃষ্ট্বা বিকৃতাকারমাতুরম্।
রূপযৌবনগর্ব্বেণ কটাক্ষেণাহসং মদাৎ ॥ ১৬ ॥
সোপালম্ভং মুনিঃ শ্রুত্বা বচনঞ্চ মমাপ্রিয়ম্!
শশাপ মাং ক্রুধা তত্র তেনাহংবিষদর্শনা ॥১৭॥

কল্‌কি কহিলেন, সুশ্রোণি! তুমি কে? কাহার কন্যা? কি জন্য তোমার ঈদৃশ অবস্থা হইয়াছে। তুমি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছিলে যে, তাহাতে তোমার বিষদৃষ্টি হইয়াছে।১৩

বিষকন্যা কহিল। মহামতে! আমি চিত্রগ্রীব নামক গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা। আমার নাম সুলোচনা। আমি ভর্ত্তার সাতিশয় মনোরঞ্জন করিতাম।১৪ একদা আমি ভর্ত্তার সহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতের কুঞ্জ মধ্যে গমন করিয়া কোন প্রস্তর পীঠে উপবেশনপূর্ব্বক বিহারাদি করিতে ছিলাম।১৫ ঈদৃশ সময়ে আমি সেই স্থানে যক্ষমুনিকে বিকৃতাকার ও আতুর দেখিয়া রূপযৌবন গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া কটাক্ষপাতপূর্ব্বক উপহাস করিয়াছিলাম।১৬ মহর্ষি আমার মুখে সেই অবজ্ঞাসূচক অপ্রিয় উপহাস্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে আমাকে শাপ প্রদান করিলেন। সেই শাপেই আমি

নিক্ষিপ্তাহং সর্পপুরে কাঞ্চন্যাং নাগিনীগণে।
পতিহীনা দৈবহীনা চরামি বিষবৰ্ষিণী ॥ ১৮ ॥
ন জানে কেন তপসা ভবদ্দৃষ্টিপথং গতা।
ত্যক্তশাপামৃতাক্ষাহং পতিলোকং ব্রজাম্যতঃ ॥ ১৯ ॥
অহো তেষামস্তু শাপঃ প্রসাদো মা সতামিহ।
পত্যুঃ শাপাদৃষের্মোক্ষাৎ তব পাদাব্জদর্শনম্ ॥ ২০ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ স্বর্গং বিমানেনার্কবর্চ্চসা।
কল্কিস্তু তৎপুরাধীশং নৃপং চক্রে মহামতিম ॥ ২১ ॥
অমর্ষস্তৎসুতো ধীমান্ সহস্রো নাম তৎসুতঃ।
সহস্রতঃ সুতশ্চাসীদ্রাজা বিশ্রুতবানসিঃ ॥২২॥

বিষদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছি।১৭ অনন্তর আমি কাঞ্চনী নাম্নী এই সর্পপুরীতে নাগিনীগণ মধ্যে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলাম। আমি দৃষ্টি দ্বারা বিষ বর্ষণ করিয়া থাকি। আমি অতীব ভাগ্যহীনা এবং পতিহীনা হইয়া একাকিনী এখানে বিচরণ করি।১৮ আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছিলাম যে, আপনকার দৃষ্টিপথে পতিত হইলাম। আপনকার দর্শনে আমার শাপমোচন হওয়াতে আমার দৃষ্টি এক্ষণে অমৃতবর্ষিণী হইয়াছে। অধুনা আমি পতিসন্নিধানে গমন করি।১৯ কি আশ্চর্য্য! সাধুদিগের প্রসন্নতা অপেক্ষা শাপই শ্রেয়স্কর, কারণ ঋষির শাপ হওয়াতে শাপ মোচনকালে আপকার চরণকমল দর্শন হইল।২০

বিষকন্যা এই কথা বলিয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন বিমানে আরোহণপূৰ্ব্বক স্বর্গে গমন করিল। কল্কিও মহামতি নামক রাজাকে সেই কাঞ্চনীপুরীর অধীশ্বর করিলেন।২১ মহামতির পুত্র অমর্ষ, অমর্ষের পুত্র ধীমান্ সহস্র, সহস্র হইতে অসিনামক বিখ্যাত

বৃহন্নলানাং ভূপানাং সংভূতা যস্য বংশজাঃ।
তং মনুং ভূপশার্দ্দুলং নানামুনিগণৈর্বৃতঃ॥ ২৩॥
অযোধ্যায়াং চাভিষিচ্য মথুরামগমদ্ধরিঃ।
তস্যাং ভূপং সূর্য্যকেতুমভিষিচ্য মহাপ্রভম্॥ ২৪॥
ভূপং চক্রে ততো গত্বা দেবাপিং বারণাবতে।
অরিস্থলং বৃকস্থলং মাকন্দঞ্চ গজাহ্বয়ম্॥ ২৫॥
পঞ্চদেশেশ্বরং কৃত্বা হরিঃ শম্ভলমাযযৌ।
শৌম্ভং পৌণ্ড্রং পুলিন্দঞ্চ সুরাষ্ট্রং মগধস্তথা।
কবিপ্রাজ্ঞসুমন্তেভ্যঃ প্রদদৌ ভ্রাতৃবৎসলঃ॥ ২৬॥
কীকটং মধ্যকর্ণাটমন্ধ্রমোড্রং কলিঙ্গকম্।
অঙ্গং বঙ্গং স্বগোত্রেভ্যঃ প্রদদৌ জগদীশ্বরঃ॥ ২৭॥

রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।২২ যাঁহার বংশে বৃহন্নলনাক রাজগণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই রাজশার্দ্দূল মনুকে অযোধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হরি মুনিগণে পরিবৃত হইয়া মথুরায় গমন করিলেন। পরে তিনি মহাপ্রভ রাজা সূর্য্যকেতুকে সেই মথুরা রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ২৩।২৪ পরে বারণাবতে যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে দেবাপিকে রাজা করিয়া তাঁহাকে অরিস্থল বৃকস্থল মাকন্দ হস্তিনাপুর বারণাত,২৫ এই পঞ্চ দেশের অধীশ্বর করিয়া হরি শম্ভল দেশে গমন করিলেন। পরে ভ্রাতৃবৎসল হরি, কবি প্রাজ্ঞ ও সুমন্তকে শৌম্ভ পৌণ্ড্র পুলিন্দ ও মগধদেশ প্রদান করিলেন।২৬ অনন্তর জগদীশ্বর জ্ঞাতিদিগকে কীকট মধ্যকর্ণাট অন্ধ্র উড্র অঙ্গ বঙ্গ, এই সমুদায় দেশ প্রদান করিলেন।২৭

স্বয়ং শম্ভলমধ্যস্থঃ কঙ্ককেন কলাপকান্।
দেশং বিশাখযূপায় প্রাদাৎ কল্কিঃ প্রতাপবান্॥ ২৮॥
চোলবর্ব্বরকর্ব্বাখ্যান্ দ্বারকাদেশমধ্যগান্।
পুত্রেভ্যঃ প্রদদৌ কল্কিঃ কৃতবর্ম্মপুরস্কৃতান্॥ ২৯॥
পিত্রে ধনানি রত্নানি দদৌ পরমভক্তিতঃ।
প্রজাঃ সমাশ্বাস্য হরিঃ শম্ভলগ্রামবাসিনঃ॥ ৩০॥
পদ্ময়া রময়া কল্কির্গৃহস্থো মুমুদে ভৃশম্।
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদভবৎ কৃতপূর্ণং জগত্রয়ম্॥ ৩১॥
দেবা যথোক্তফলদাশ্চরন্তি ভুবি সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বশস্যা বসুমতী হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতা।
শাঠ্যচৌর্য্যানৃতৈর্হীনা আধিব্যাধিবিবর্জ্জিতা॥ ৩২॥

পরে প্রতাপবান্ কল্কি স্বয়ং শম্ভল নগরে অবস্থান করিয়া বিশাখ-যূপকে কঙ্ককদেশ ও কপালদেশ প্রদান করিলেন।২৮ অনন্তর তিনি কৃতবর্ম্ম প্রভৃতি পুত্রগণকে দ্বারকার অন্তঃপাতী চোল বর্ব্বর ও কর্ব্ব দেশ প্রদান করিলেন।২৯ তিনি পরমভক্তিপূর্ব্বক পিতাকে ধন ও রত্ন দিলেন। পরে সেই শম্ভল গ্রামবাসী প্রজাগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া৩০ গৃহাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক রমা ও পদ্মার সহিত পরম আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। জগত্রয় সত্যযুগে পূর্ণ হইল।৩১ দেবগণ যথোক্ত ফলদায়ী হইয়া ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। পৃথিবী সর্ব্ব শস্যে পরিপূর্ণা হইল। সকল স্থলে সমুদায় লোকই হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল। শঠতা চৌর্য্য মিথ্যা কথা মিথ্যা ব্যবহার আধি ব্যাধি, এ সমুদায় ভূমণ্ডল হইতে তিরোহিত হইল।৩২

বিপ্রা বেদবিদঃ সুমঙ্গলযুতা নার্য্যস্তু চার্য্যা ব্রতৈঃ
পূজাহোমপরাঃ পতিব্রতধরা যাগোদ্যতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ।
বৈশ্যা বস্তুষু ধর্ম্মতো বিনিময়ৈঃ শ্রীবিষ্ণুপূজাপরাঃ
শূদ্রাস্তু দ্বিজসেবনাদ্ধরিকথালাপাঃ সপর্য্যাপরাঃ॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীকল্‌কি পুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
বিষকন্যামোক্ষ কৃতধর্ম্ম প্রবৃত্তিকথনং
নাম চতুর্দ্দশাধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠে নিরত হইলেন। রমণীগণ মাঙ্গল্য কার্য্যে নিরত সদাচারপরায়ণ ব্রতনিষ্ঠ পূজা হোম প্রভৃতিতে তৎপর ও পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণ হইল। ক্ষত্রিয়গণ যাগাদি করিতে লাগিলেন। বৈশ্যগণ শ্রীবিষ্ণুপূজাপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে দ্রব্যের বিনিময় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। শূদ্রগণ দ্বিজসেবা পরায়ণ হইয়া হরিকথালাপ ও হরিপূজা করিয়া কালযাপন করিতে আরম্ভ করিল।৩৩

---:০:---

কল্‌কিপুরাণ তৃতীয়াংশ বিষকন্যা মোচন নামক
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

পঞ্চদশাধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

শশিধ্বজো মহারাজঃ শ্রুত্বা মায়াং গতঃ কুতঃ।
কা বা মায়াশ্রুতিঃ সূত বদ তত্ত্ববিদাং বর।
যা ত্বৎকথা বিষ্ণুকথা বক্তব্যা সা বিশুদ্ধয়ে ॥১॥

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে মার্কণ্ডেয়ায় পৃচ্ছতে।
শুকঃ প্রাহ বিশুদ্ধাত্মা মায়াস্তবমনুত্তমম্ ॥২॥

শৌনক কহিলেন। সূত! মহারাজ শশিধ্বজ মায়াস্তব করিয়া কোথায় গমন করিলেন? তোমার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে। অতএব মায়াস্তুতি কিরূপ, তাহা তুমি বল। মায়ার কথা ও বিষ্ণুকথা ভিন্ন নহে, অতএব পাপমোচনের নিমিত্ত তুমি সেই মায়ার স্তুতি বাক্য বল।১

উগ্রশ্রবা কহিলেন। মুনিগণ! মহর্ষি মার্কণ্ডেয় জিজ্ঞাসা করাতে বিশুদ্ধাত্মা শুকদেব তাঁহার নিকট অতীব উত্তম মায়াস্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি এক্ষণে সেই মায়াস্তব বলিতেছি শ্রবণ করুন।২

তৎ শৃণুষ্ব প্রবক্ষ্যামি যথাধীতং যথাশ্রুতম্‌।
সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং পাপতাপবিনাশনম্‌ ॥৩॥

শুক উবাচ।

ভল্লাটনগরং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুভক্তঃ শশিধ্বজঃ।
আত্মসংসারমোক্ষায় মায়াস্তবমলং জগৌ ॥৪॥

শশিধ্বজ উবাচ।

ওঁ হ্রীংকারাং সত্ত্বসারাং বিশুদ্ধাং
ব্রহ্মাদীনাং মাতরং বেদবোধ্যাম।
তন্বীং স্বাহাং ভূততন্মাত্রকক্ষাং
বন্দে বন্দ্যাং দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধৈঃ ॥৫॥

আমি যাহা অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছি, যাহা শ্রবণ করিলে মানব দিগের সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়, যাহা হইতে সমুদায় পাপ তাপ নিবৃত্তি হয়, তাদৃশ মায়াস্তব বলিতেছি, শ্রবণ করুন।৩

শুকদেব কহিলেন। বিষ্ণুভক্ত রাজা শশিধ্বজ, ভল্লাট নগর পরিত্যাগ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত মায়াস্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।৪

শশিধ্বজ কহিলেন। যিনি হ্রীঁ বীজস্বরূপা, যিনি শুদ্ধসত্ত্বময়ী, যিনি বিশুদ্ধস্বরূপা, যাঁহা হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি বেদচতুষ্টয়ের প্রতিপাদ্য, যিনি সূক্ষ্মা ও স্বাহাস্বরূপা, যাঁহার কক্ষমধ্যে ভূতপঞ্চক ও তন্মাত্র অবস্থান করিতেছে; যিনি দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ ও সিদ্ধগণের আরাধ্য, সেই ভগবতীকে নমস্কার

লোকাতীতাং দ্বৈতভূতাং সমীড়ে
ভূতৈর্ভব্যাং ব্যাসশাতাতপাদ্যৈঃ।
বিদ্বদ্গীতাং কালকল্লোললোলাং
লীলাপাঙ্গক্ষিপ্তসংসারদুর্গাম্ ॥৬॥
পূর্ণাং প্রাপ্যাং দ্বৈতলভ্যাং শরণ্যাম্
আদ্যে শেষে মধ্যতো যা বিভাতি।
নানারূপৈর্দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যৈ-
স্তামাধারাং ব্রহ্মরূপাং নমামি ॥৭॥
যস্যা ভাসা ত্রিজগদ্ভাতি ভূতৈ-
র্ন ভাত্যেতত্তদভাবে বিধাতুঃ।
কালো দৈবং কর্ম্ম চোপাধয়ো যে
তস্যাং ভাসা তাং বিশিষ্টাং নমামি ॥৮॥

করি।৫ যিনি লোকাতীত, যাঁহাতে দ্বৈতভাব আরোপিত হইতেছে, ব্যাস শাতাতপ প্রভৃতি মহর্ষিগণ যাঁহার বন্দনা করিয়া থাকেন, জ্ঞানীরা যাঁহার স্তবপাঠ করেন, যিনি কালকল্লোলে লোলায়মানা হইতেছেন, যাঁহার কটাক্ষলীলায় জীবগণ সংসারসাগরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, আমি তাঁহার স্তব করি।৬ যিনি পূর্ণভাবে লভ্য এবং দ্বৈতভাবেও লভ্য, যিনি শরণাগতের পালনকর্ত্রী, যিনি সৃষ্টির প্রথমে মধ্যে ও অন্তে সর্ব্বকালেই বিদ্যমান আছেন, যিনি দেব তির্য্যক্ মনুষ্য প্রভৃতি নানারূপে প্রকাশমান হইতেছেন, যিনি সকলের আধার, যিনি ব্রহ্মরূপা, সেই ভগবতীকে নমস্কার করি।৭ যাহার আভাসে জগত্রয় ভূতপঞ্চক দ্বারা প্রকাশমান হইতেছে, যাহার

ভূমৌ গন্ধো রসতাপ্সু প্রতিষ্ঠা
রূপং তেজস্যেব বায়ৌ স্পৃশত্বম।
খে শব্দো বা যচ্চিদাভাস্তি নানা
তামভ্যেতাং বিশ্বরূপাং নমামি ॥৯॥
সাবিত্রী ত্বং ব্রহ্মরূপা ভবানী
ভূতেশস্য শ্রীপতেঃ শ্রীস্বরূপা।
শচী শক্রস্যাপি নাকেশ্বরস্য
পত্নী শ্রেষ্ঠা ভাসি মায়ে জগৎসু ॥১০॥
বাল্যে বালা যুবতী যৌবনে ত্বং
বার্দ্ধক্যে যা স্থবিরা কালকল্পা।
নানাকারৈর্যাগযোগৈরুপাস্যা
জ্ঞানাতীতা কামরূপা বিভাসি ॥১১॥

আভাস ব্যতিরেকে কাল দৈব কর্ম্ম এতৎসমুদয় ভাব কিছুই প্রকাশমান হয় না, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সর্ব্ববিধায়িনী ভগবতীকে নমস্কার করি।৮

যাঁহার চিদাভাসে ভূমিতে গন্ধ, জলে রস, তেজে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ, আকাশে শব্দ প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্য প্রকাশমান হইতেছে, সেই বিশ্বে অনুপ্রবিষ্টা বিশ্বরূপা ভগবতীকে নমস্কার করি।৯ তুমি ব্রহ্মার অঙ্গস্বরূপা সাবিত্রী। তুমি রুদ্রের রুদ্রাণী, নারায়ণের লক্ষ্মী, ও ত্রিদশনাথ ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠা পত্নী ইন্দ্রাণী। মায়ে! তুমি বিশ্বময় দ্যোতমানা হইতেছে।১০ তুমি বাল্যাবস্থায় বালিকাস্বরূপা। তুমি যৌবনকালে যুবতীস্বরূপা। তুমি নারীদিগের বৃদ্ধাবস্থায় স্থবিরারূপা হইতেছ। (রমণীমাত্রেই তোমার আবির্ভাব আছে।) তুমি কাল-

বরেণ্যা ত্বং বরদা লোকসিদ্ধ্যা
সাধ্বী ধন্যা লোকমান্যা সুকন্যা।
চণ্ডী দুর্গা কালিকা কালিকাখ্যা
নানাদেশে রূপবেশৈর্ব্বিভাসি ॥১২॥
তব চরণসরোজং দেবি! দেবাদিবন্দ্যং
যদি হৃদয়সরোজে ভাবয়ন্তীহ ভক্ত্যা।
শ্রুতিযুগকুহরে বা সংশ্রুতং ধর্ম্মসম্পৎ
জনয়তি জগদাদ্যে সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ তেষাম ॥১৩॥
মায়াস্তবমিদং পুণ্যং শুকদেবেন ভাসিতম্।
মার্কণ্ডেয়াদবাপ্যাপি সিদ্ধিং লেভে শশিধ্বজঃ ॥১৪॥

স্বরূপা। তুমি কামরূপা। তুমি নানাবিধ যাগ যোগ দ্বারা উপাস্যমানা হইতেছ। তুমি জ্ঞানের অতীত হইয়া শোভমানা হইয়া থাক।১১ তুমি বরেণ্যা বরদা। তুমি লোকদিগকে সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাক। তুমি সাধ্বীধন্যা লোকমান্যা সুকন্যা চণ্ডী দুর্গা কালিকা ইত্যাদি নানাবিধ কালিক নামে নানাদেশে নানারূপে নানাবেশে প্রকাশমানা হইতেছ।১২ জগদাদ্যে! দেবি! যদি কেহ আপনার হৃদয় কমল মধ্যে দেবাদিবন্দিত তোমার চরণযুগল ভক্তিপূর্ব্বক ভাবনা করে, অথবা যদি কেহ কর্ণকুহরে তোমার নাম শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মসম্পৎ লাভ হয়, এবং সে সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।১৩

শুকদেব, এই পবিত্র মায়াস্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাজা শশিধ্বজ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই মায়াস্তব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধি-

কোকামুখে তপস্তপ্ত্বা হরিং ধ্যাত্বা বনান্তরে।
সুদর্শনেন নিহতো বৈকুণ্ঠং শরণং যযৌ ॥ ১৫॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
মায়াস্তবো নাম পঞ্চদশাধ্যায়ঃ।

লাভ করেন। ১৪ রাজা শশিধ্বজ অরণ্যমধ্যে কোকামুখ নামক স্থানে তপস্যা করিয়া হরিধ্যান পূর্ব্বক সুদর্শন চক্র দ্বারা নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ১৫

কল্কিপুরাণ; মায়াস্তব নামক পঞ্চদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ শশিধ্বজবিমোক্ষণম্।
কল্কেঃ কথামপ্রতিমাং শৃণুন্তু বিবুধর্ষভাঃ ॥১॥
বেদো ধর্ম্মঃ কৃতযুগং দেবা লোকাশ্চরাচরাঃ।
হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সুসংতুষ্টাঃ কল্কৌ রাজনি চাভবন্ ॥২॥
নানাদেবাদিলিঙ্গেষু ভূষণৈর্ভূষিতেষু চ।
ইন্দ্রজালিকবদ্বৃত্তিকল্পকাঃ পূজকাজনাঃ ॥৩॥
ন সন্তি মায়ামোহাঢ্যাঃ পাষণ্ডাঃ সাধুবঞ্চকাঃ।
তিলকাচিতসর্ব্বাঙ্গাঃ কল্কৌ রাজনি কুত্রচিৎ ॥৪॥

উগ্রশ্রবা কহিলেন। ব্রাহ্মণগণ! আমি এই আপনাদের নিকট রাজা শশিধ্বজের মুক্তির বিবরণ কহিলাম। বিবুধগণ! অতঃপর পুনর্ব্বার কল্কির অদ্ভুত উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন।১ কল্কি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে বেদ ধর্ম্ম সত্যযুগ দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জীবগণ, সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও সুসন্তুষ্ট হইলেন।২ পূর্ব্বযুগে পূজক ব্রাহ্মণেরা নানাপ্রকার ভূষণদ্বারা বিভূষিত দেবমূর্ত্তি সমুদায়ে ইন্দ্রজালিকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া (লোক সকলকে মুগ্ধ করিতেন, এক্ষণে আর তাদৃশ ঐন্দ্রজালিক ব্যবহার)।৩ থাকিল না। এক্ষণে আর কোথাও মায়ামোহ বিভূষিত সাধুবঞ্চক পাষণ্ড রহিল না। কল্কি

শম্ভলে বসতস্তস্য পদ্মরা রময়া সহ।
প্রাহ বিষ্ণুযশাঃ পুত্রং দেবান্‌ যষ্টুং জগদ্ধিতান্‌ ॥৫॥
তৎ শ্রুত্বা প্রাহ পিতরং কল্কিং পরমহর্ষিতঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥৬॥
রাজসূয়ৈর্ব্বাজপেয়ৈরশ্বমেধৈর্ম্মহামখৈঃ।
নানাযাগৈঃ কর্ম্মতন্ত্রৈরীজে ক্রতুপতিং হরিম্‌ ॥৭॥
কৃপরামবশিষ্ঠাদ্যৈর্ব্ব্যাসধৌম্যাকৃতব্রণৈঃ।
অশ্বথামমধুচ্ছন্দো মন্দপালৈর্ম্মহাত্মনঃ ॥৮॥
গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে স্নাত্বাবভৃথমাদরাৎ।
দক্ষিণাভিঃ সমভ্যর্চ্চ ব্রাহ্মণান্‌ বেদপারগান্‌ ॥৯॥
চর্ব্যৈশ্চোষ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ পূপশস্কুলিযাবকৈঃ।
মধুমাংসৈর্ম্মূলফলৈরন্যৈশ্চ বিবিধৈর্দ্বিজান্‌ ॥১০॥

রাজা হইলে সকলেই সর্ব্বাঙ্গে তিলকধারণ করিতে লাগিলেন।৪

এইরূপে কল্‌কি পদ্মা ও রমার সহিত শম্ভলগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার পিতা তাঁহাকে কহিলেন যে, দেবতারা জগতের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব দেবতাদের উদ্দেশে যাগানুষ্ঠান কর।৫ কল্‌কি পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে বিনয়াবনত হইয়া কহিলেন, আমি ধর্ম্ম কাম ও অর্থ কাম সিদ্ধির নিমিত্ত।৬ কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা ও অন্যান্য নানাবিধ মহামখদ্বারা যজ্ঞপতি হরির অর্চ্চনা করিব।৭ পরে কল্‌কি কৃপ রাম ব্যাস বশিষ্ঠ ধৌম্য অকৃতব্রণ অশ্বথামা মধুচ্ছন্দ মন্দপাল প্রভৃতি মহর্ষিগণকে।৮ ও বেদপারগ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক গঙ্গা যমুনার মধ্যে যজ্ঞে দীক্ষিত ও স্নাত হইয়া দক্ষিণা প্রদান করিলেন।৯ পরে তিনি বহুবিধ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, পূপ

ভোজয়ামাস বিধিবৎ সর্ব্বকর্ম্মসমৃদ্ধিভিঃ।
যত্র বহ্নির্বৃতঃ পাকে বরুণো জলদো মরুৎ ॥১১॥
পরিবেষ্টা দ্বিজান্ কামৈঃ সদন্নাদ্যৈরতোষয়ৎ।
বাদ্যৈর্নৃত্যৈশ্চ গীতৈশ্চ প্রতিযজ্ঞমহোৎসবৈঃ ॥১২॥
কল্কিঃ কমলপত্রাক্ষঃ প্রহর্ষঃ প্রদদৌ বসু।
স্ত্রীবালস্থবিরাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যশ্চ যথোচিতম্ ॥১৩॥
রম্ভা তালধরো নন্দী হূহূর্গায়তি নৃত্যতি।
দত্ত্বা দানানি পাত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ স ঈশ্বরঃ ॥১৪॥
উবাস তীরে গঙ্গায়াঃ পিতৃবাক্যানুমোদিতঃ।
সভায়াং বিষ্ণুযশসঃ পূর্ব্বরাজকথাঃ প্রিয়াঃ ॥১৫॥

কথয়ন্তো হসন্তশ্চ হর্ষয়ন্তো দ্বিজা বুধাঃ।

শষ্কুলি যাবক সদ্য মাংস ফল মূল ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্যদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে।১০ যথাবিধানে ভোজন করাইলেন। এই যজ্ঞের সমুদায় অংশ সুসম্পন্ন হইল। এই যজ্ঞে অগ্নি পাচক, বরুণ জলদায়ক, বায়ু।১১ পরিবেশনকর্ত্তা হইলেন। কমললোচন কল্কি যথাভিলষিত উত্তম অন্নাদি দ্বারা নৃত্য গীত ও বাদ্য দ্বারা প্রতিযজ্ঞে অনুষ্ঠিত বহুবিধ মহোৎসব দ্বারা।১২ সকলের আনন্দ সংবর্দ্ধন করিলেন। তিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই যথোচিত ধন প্রদান করিলেন।১৩

রম্ভা নৃত্য করিতে লাগিলেন। নন্দী বাজাইতে ও তাল দিতে লাগিল। হূহূ নামক গন্ধর্ব্ব গান করিতে আরম্ভ করিল। সেই জগদীশ্বর কল্কি, ব্রাহ্মণগণে ও সৎপাত্র বিশেষে ধন বিতরণ করিয়া।১৪ পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে বিষ্ণুযশার সভাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বতন রাজগণের শ্রবণমনোহর চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতেছেন, হাস্য করিতেছেন,

তত্রাগতস্তুম্বুরুণা নারদঃ সুরপূজিতঃ ॥ ১৬ ॥
তং পূজয়ামাস মুদা পিত্রা সহ যথাবিধি।
তৌ সংপূজ্য বিষ্ণুযশাঃ প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ।
নারদং বৈষ্ণবং প্রীত্যা বীণাপাণিং মহামুনিম্ ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুযশা উবাচ।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং মম জন্মশতার্জ্জিতম্।
ভবদ্বিধানাং পূর্ণানাং যন্মে মোক্ষায় দর্শনম্ ॥ ১৮ ॥
অদ্যাগ্নয়শ্চ সুহুতাস্তৃপ্তাশ্চ পিতরঃ পরম্।
দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টাস্তবাবেক্ষণপূজনাৎ ॥ ১৯ ॥
যৎপূজায়াং ভবেৎ পূজ্যো বিষ্ণুর্জন্ম ন দর্শনাৎ।
পাপক্ষয়ং স্পর্শনাচ্চ কিমহো সাধুসঙ্গমঃ ॥ ২০ ॥

এমত সময় দেবপূজিত মহর্ষি নারদ ও তুম্বুরু সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।১৫-১৬ মহাযশা বিষ্ণুযশা প্রীত হৃদয়ে সেই দুইজন মহর্ষির যথাবিধানে পূজা করিলেন। তিনি উত্তমরূপে তাঁহাদের পূজা করিয়া বিনয়ান্বিত হৃদয়ে বিষ্ণুভক্ত বীণাপাণি মহামুনি নারদকে প্রীতিপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।১৭

বিষ্ণুযশা কহিলেন। আমার কি সৌভাগ্য! আমার শতজন্মোপার্জ্জিত ভাগ্য কি অদ্ভুত! আপনারা পূর্ণ. আমার মুক্তির নিমিত্তই আপনাদের দর্শন লাভ হইল।১৮ অদ্য আপনকার দর্শন ও পূজা দ্বারা আমার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইলেন, আমি যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছি, তাহা সফল হইল। অদ্য দেবগণও পরিতুষ্ট হইলেন।১৯

যাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণু পূজিত হন, যাঁহার দর্শনে আর জন্ম হয় না, যাঁহার স্পর্শে পাপপুঞ্জ ক্ষয় হয়, তাদৃশ সাধুসমাগম কি

সাধূনাং হৃদয়ং ধর্ম্মো বাচো দেবাঃ সনাতনাঃ।
কর্ম্মক্ষয়াণি কর্ম্মাণি যতঃ সাধুর্হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ২১ ॥
মন্যে ন ভৌতিকো দেহো বৈষ্ণবস্য জগত্রয়ে।
যথাবতারে কৃষ্ণস্য সতো দুষ্টবিনিগ্রহে ॥ ২২ ॥
পৃচ্ছামি ত্বামতো ব্রহ্মন্ মায়াসংসারবারিধৌ।
নৌকয়া বিষ্ণুভক্ত্যা চ কর্ণধারোঽসি পারকৃৎ ॥ ২৩ ॥
কেনাহং যাতনাগারাৎ নির্ব্বাণপদমুত্তমম্।
লপ্স্যামীহ জগদ্বন্ধো কর্ম্মণা শর্ম্ম তদ্বদ ॥ ২৪ ॥

নারদ উবাচ।

অহো বলবতী মায়া সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী শুভা।
পিতরং মাতরং বিষ্ণুর্নৈব মুঞ্চতি কর্হিচিৎ ॥ ২৫ ॥
পূর্ণো নারায়ণো যস্য সুতঃ কল্কির্জ্জগৎপতিঃ।

অদ্ভুত!।২০ সাধুদিগের হৃদয়ই ধর্ম্ম, সাধুদিগের বাক্যই সনাতন দেবতা, সাধুদিগের কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়ের কারণ, অতএব সাধুই স্বয়ং হরির মূর্ত্তি।২১ দুষ্ট নিগ্রহের নিমিত্ত কৃষ্ণ অবতারে কৃষ্ণের নিত্য শরীর যেমন ভৌতিক নহে, সেইরূপ বোধ হয় এই ত্রিলোকে বৈষ্ণবশরীরও ভূতপঞ্চক দ্বারা বিনির্ম্মিত নহে।২২ ব্রহ্মন্! মায়াময় সংসার সাগরে আপনি বিষ্ণুভক্তিরূপ নৌকাদ্বারা পারকর্ত্তা হইতেছেন। এই কারণে আপনকার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি।২৩ জগদ্বন্ধো! আমি কোন কর্ম্মদ্বারা এই সংসাররূপ যাতনাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শ্রেয়ঃসাধন উত্তম নির্ব্বাণপদ লাভ করিতে পারিব, তাহা বলুন।২৪

নারদ কহিলেন। মায়া কি শোভনা! মায়া কি বলবতী! মায়া কি সকলের বিস্ময়করী! কি আশ্চর্য্য! বিষ্ণু পিতামাতাকেও এই মায়া হইতে মুক্ত করিতেছেন না।২৫ পূর্ণ নারায়ণ জগৎপতি

তং বিহায় বিষ্ণুযশা মত্তো মুক্তিমভীপ্সতি ॥ ২৬ ॥
বিবিচ্যেত্থং ব্রহ্মসুতঃ প্রাহ ব্রহ্মযশঃসুতম্।
বিবিক্তে বিষ্ণুযশসং ব্রহ্মসংপদ্বিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৭ ॥

নারদ উবাচ।

দেহাবসানে জীবং সা দৃষ্ট্বা দেহাবলম্বনম্।
মায়াহ কর্ত্তুমিচ্ছন্তং যন্মে তৎ শৃণু মোক্ষদম্ ॥ ২৮ ॥
বিন্ধ্যাদ্রৌ রমণী ভূত্বা মায়োবাচ যথেচ্ছয়া।

মায়োবাচ।

অহং মায়া ময়া ত্যক্তঃ কথং জীবিতুমিচ্ছসি ॥ ২৯ ॥

জীব উবাচ।

মাহং জীবাম্যহং মায়ে কায়েঽস্মিন্ জীবনাশ্রয়ে।
অহমিত্যন্যথাবুদ্ধির্ব্বিনা দেহং কথং ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

কল্কি যাঁহার পুত্র, সেই বিষ্ণুযশা পুত্রকে ছাড়িয়া আমার নিকট মুক্তি প্রত্যাশা করিতেছেন।২৬ ব্রহ্মপুত্র নারদ, এই পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রহ্মযশার পুত্র বিষ্ণুযশাকে নির্জ্জনে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত এই বাক্য কহিলেন।২৭

নারদ কহিলেন। দেহ ধ্বংস হইলে জীব পুনর্ব্বার দেহ আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, দেখিয়া মায়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে মুক্তিলাভ হয়।২৮ বিন্ধ্য পর্ব্বতে মায়া স্বেচ্ছাক্রমে রমণীরূপ ধারণ করিয়া কহিলেন।

মায়া কহিলেন। আমি মায়া, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তুমি কিরূপে জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।২৯

জীব কহিলেন। মায়ে! আমি জীবনধারণ করিনা, শরীরই জীবনের আশ্রয়। অহং এই অভিমান দ্বারা ভেদজ্ঞান ব্যতিরেকে কিরূপে দেহ ধারণ করিতে পারে।৩০

মায়োবাচ।

দেহবন্ধে যথাশ্লেষাৎ তথা বুদ্ধিঃ কথং তব।
মায়াধীনাং বিনা চেষ্টাং বিশিষ্টাং তে কুতো বদ ॥৩১॥

জীব উবাচ।

মাং বিনা প্রাজ্ঞতা মায়ে প্রকাশবিষয়স্পৃহা ॥ ৩২ ॥
মায়য়া জীবতি নরশ্চেষ্টতে হতচেতনঃ।
নিঃসারঃ সারবদ্ভাতি গজভুক্তকপিত্থবৎ ॥ ৩৩ ॥

জীব উবাচ।

মম সংসর্গজাতা ত্বং নানা নামস্বরূপিণী।
মাং বিনিন্দসি কিং মূঢ়ে স্বৈরিণী স্বামিনং যথা ॥৩৪॥
মমভাবে তবাভাবঃ প্রোদ্যৎসূর্য্যে তমো যথা।

মায়া কহিলেন। দেহধারণ হইলে দেহ সম্পর্কে যেমন ভেদ জ্ঞান হয়, সেইরূপ বুদ্ধি এখন কিরূপে তোমার হইতেছে। চেষ্টা মায়ার অধীন। এক্ষণে মায়া ব্যতিরেকে তোমার কিরূপে চেষ্টা হইতেছে।৩১

জীব কহিলেন। মায়ে! আমি ব্যতিরেকে তোমার প্রাজ্ঞতা প্রকাশ ও বিষয় স্পৃহা হইতে পারে না।৩২

মায়া কহিলেন। জীব মায়াদ্বারা যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য ও চেষ্টা করে. মায়াদ্বারা জীবনধারণ করে, এবং গজভুক্ত কপিথের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।৩৩

জীব কহিলেন। মূঢ়ে! তুমি আমার সংসর্গে উৎপন্না হইয়া বহুবিধ নাম রূপ ধারণ করিয়াছ। স্বৈরিণী যেমন স্বামীকে নিন্দা করে. সেইরূপ কিজন্য আমাকে নিন্দা করিতেছ।৩৪ সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার থাকে না, তাহার ন্যায় আমার অভাবে তোমারও অভাব হইয়া থাকে। নূতন মেঘ যেমন সূর্য্যকে আবরণ করিয়া দ্যোত-

মামাবর্য্য ! বিভাসি ত্বং রবিং নবঘনো যথা ॥ ৩৫ ॥
লীলাবীজকুশূলাসি মম মায়ে জগন্ময়ে।
আদ্যন্তে মধ্যতো ভাসি নানাত্বাদিন্দ্রজালবৎ ॥৩৬॥
এবং নির্ব্বিষয়ং নিত্যং মনোব্যাপারবর্জ্জিতম্।
অভৌতিকমজীবঞ্চ শরীরং বীক্ষ্য সাত্যজৎ ॥ ৩৭ ॥
ত্যক্ত্বা মাং সা দদৌ শাপমিতি লোকে তবাপ্রিয়।
ন স্থিতির্ভবিতা কাষ্ঠকুড্যোপম কথঞ্চন ॥ ৩৮ ॥
সা মায়া তব পুত্রস্য কল্কের্ব্বিশ্বাত্মনঃ প্রভোঃ।
তাং বিজ্ঞায় যথাকামং চর গাং হরিভাবনঃ ॥ ৩৯ ॥
নিরাশো নির্ম্মমঃ শান্তঃ সর্ব্বভোগেষু নিস্পৃহঃ।
বিষ্ণৌ জগদিদং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুর্জ্জগতি বাসকৃৎ।

মান হয়, তাহার ন্যায় তুমি আমাকে আবরণ করিয়া শোভা পাই-তেছ।৩৫ মায়ে! তুমি লীলাময় বীজের কুশূলা অর্থাৎ ত্বক্‌স্বরূপা হইতেছে। নানাত্ব হেতু তুমি এই জগতের আদি অন্ত ও মধ্যে ইন্দ্র-জালের ন্যায় শোভা পাইতেছ।৩৬

এইরূপে বিষয় ব্যাপার শূন্য নিত্য মানসিক ব্যাপার রহিত অভৌ-তিক জীবনশূন্য শরীর দেখিয়া মায়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন।৩৭

মায়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, অপ্রিয়! ইহলোকে কাষ্ঠকুড্যের ন্যায় কখনই তোমার স্থিতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে না।৩৮ তোমার পুত্র বিশ্বাত্মা প্রভু কল্‌কিরই সেই মায়া। সেই মায়াকে পরিজ্ঞাত হইয়া হরিতে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক যথা ইচ্ছা বিচরণ কর।৩৯ তুমি ফলকামনা শূন্য মমতা রহিত শান্ত ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ বিরত হইবে। এই জগৎ বিষ্ণুতে অবস্থান করিতেছে। বিষ্ণু ও এই জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন,

আত্মনাত্মানমাবেশ্য সর্ব্বতো বিরতো ভব ॥ ৪০ ॥
এবং তদ্‌বিষ্ণুযশসমামন্ত্র্য চ মুনীশ্বরৌ।
কল্কিং প্রদক্ষিণীকৃত্য জগ্মতুঃ কপিলাশ্রমম্॥ ৪১ ॥
নারদেরিতমাকর্ণ্য কল্কিং সুতমনুত্তমম্।
নারায়ণং জগন্নাথং বনং বিষ্ণুযশা যযৌ ॥ ৪২ ॥
গত্বা বদরিকারণ্যং তপস্তপ্ত্বা সুদারুণম্।
জীবং বৃহতি সংযোজ্য পূর্ণস্তত্যাজ ভৌতিকম্ ॥৪৩॥
মৃতং স্বামিনমালিঙ্গ্য সুমতিঃ স্নেহবিক্লবা।
বিবেশ দহনং সাধ্বী সুবেশৈর্দ্দিবি সংস্তুতা ॥ ৪৪ ॥
কল্কিঃ শ্রুত্বা মুনিমুখাৎ পিত্রোর্নির্ব্বাণমীশ্বরঃ।

এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবে। পরে জীবাত্মাকে সেই পরমাত্মাতে সন্নিবেশিত করিয়া সমুদায় কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে ৪০

মহর্ষিদ্বয় এইরূপে বিষ্ণুযশার সহিত সম্ভাষণ করিয়া কল্‌কিকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কপিলাশ্রমে গমন করিলেন।৪১ পরে বিষ্ণুযশা নারদের মুখে যখন শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার পুত্র কল্‌কি জগন্নাথ নারায়ণ, তখন তিনি সংসার আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন।৪২ তিনি বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক সুদারুণ তপস্যা করিয়া আত্মাকে পরমব্রহ্মে সংযোগ করিয়া পূর্ণস্বরূপ হইয়া পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।৪৩

ভর্তৃপ্রেমপরতন্ত্রা সাধ্বী সুমতি মৃতপতিকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিলেন। দেবলোকে দেবগণ সুপরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।৪৪ কল্‌কি মুনিগণের মুখে পিতামাতার

সবাষ্পনয়নং স্নেহাত্তয়োঃ সমকরোৎ ক্রিয়াম্ ॥ ৪৫ ॥
পদ্ময়া রময়া কল্কিঃ শম্ভলে সুরবাঞ্ছিতে।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মাত্মা লোকবেদপুরস্কৃতঃ ॥ ৪৬ ॥
মহেন্দ্রশিখরাদ্রামস্তীর্থপর্য্যটনাদৃতঃ।
প্রায়াৎ কল্কের্দ্দর্শনার্থং শম্ভলং তীর্থতীর্থকৃৎ ॥ ৪৭ ॥
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় পদ্ময়া রময়া সহ।
কল্কিঃ প্রহর্ষো বিধিবৎ পূজাঞ্চক্রে বিধানবিৎ ॥৪৮॥
নানারসৈগু´ণময়ৈর্ভোজয়িত্বা বিচিত্রিতে।
পর্য্যঙ্কেঽনর্ঘবস্ত্রাঢ্যে শায়য়িত্বা মুদং যযৌ ॥ ৪৯ ॥
তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তং পাদসংবাহনৈগু´রুম্।
সংতোষ্য বিনয়াপন্নঃ কল্কির্ম্মধুরমব্রবীৎ ॥ ৫০ ॥

স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্নেহবশত বাষ্পাকুল লোচনে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধান করিলেন।৪৫

লৌকিকাচার ও বেদাচার পরায়ণ ধর্ম্মাত্মা কল্কি, দেবগণেরও প্রার্থিত শম্ভলগ্রামে থাকিয়া রমা ও পদ্মার সহিত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।৪৬ যিনি তীর্থকেও পবিত্র করেন, তাদৃশ পরশুরাম, তীর্থ পর্য্যটন ক্রমে মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শম্ভলগ্রামে গমন করিলেন।৪৭ বিধানজ্ঞ কল্কি, পরশুরামকে দর্শন করিবামাত্র আনন্দ সহকারে পদ্মা ও রমার সহিত সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন।৪৮ তিনি পরশুরামকে উত্তম গুণকারী নানারস দ্রব্যদ্বারা ভোজন করাইয়া অমূল্য পরিচ্ছদ যুক্ত বিচিত্র পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইলেন।৪৯ গুরু পরশুরাম ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমত সময় কল্কি, পাদসংবাহন দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া

তব প্রসাদাৎ সিদ্ধং মে গুরো ত্রৈবর্গিকঞ্চ যৎ।
শশিধ্বজসুতায়াস্তু শৃণু রাম নিবেদিতম্॥ ৫১॥
ইতি পতিবচনং নিশম্য রামা
নিজহৃদয়েপ্সিতপুত্রলাভমিষ্টম্।
ব্রতজপনিয়মৈর্যমৈশ্চ কৈর্ব্বা
মম ভবতীহ মুদাহ জামদগ্ন্যম্॥ ৫২॥

ইতি শ্রীকল্‌কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
বিষ্ণুযশসো মোক্ষে রামদর্শনং চ নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বিনয়াবনত হইয়া মধুরবচনে কহিলেন, ৫০ গুরো! আপনকার প্রসাদে আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইযাছে। এক্ষণে শশিধ্বজতনয়ার একটী নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন।৫১

শশিধ্বজদুহিতা, পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে জামদগ্ন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে যমনিয়ম, জপ বা ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে আমার মনোমত পুত্র লাভ হইতে পারে।৫২

কল্‌কিপুরাণ তৃতীয়াংশ বিষ্ণুযশার মোক্ষ ও রামদর্শন নামক
ষোড়শ অধ্যায়

সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

জামদগ্ন্যঃ সমাকর্ণ্য রমাং তাং পুত্রগর্দ্ধিনীম্।
কল্কেরভিমতং বুদ্ধ্বাকারয়দ্রুক্মিণীব্রতম্ ॥১॥
ব্রতেন তেন চ রমা পুত্রাঢ্যা সুভগা সতী।
সর্ব্বভোগেন সংযুক্তা বভূব স্থিরযৌবনা ॥২॥

শৌনক উবাচ।

বিধানং ব্রূহি মে সূত! ব্রতস্যাস্য চ যৎ ফলম্।
পুরা কেন কৃতং ধর্ম্ম্যং রুক্মিণীব্রতমুত্তমম্ ॥৩॥

সূত উবাচ।

শৃণু ব্রহ্মন্! রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।

উগ্রশ্রবা কহিলেন। অনন্তর জামদগ্ন্য রমাকে পুত্রাভিলাষিণী দেখিয়া কল্‌কির অভিপ্রায় বুঝিয়া রুক্মিণীব্রত করাইলেন।১ সতী রমা সেই ব্রত প্রভাবে পুত্রবতী সৌভাগ্যবতী সর্ব্বভোগসম্পন্না ও স্থিরযৌবনা হইলেন।২

শৌনক কহিলেন। সূত! এই রুক্মিণীব্রতের কিরূপ বিধান, কিরূপ ফল এবং কোন্ ব্যক্তিই। এই পরম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আমার নিকট বল।৩

উগ্রশ্রবা কহিলেন। ব্রহ্মন্! আমি সমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ

অবগাহ্য সরোনীরং সোমং হরমপশ্যত ॥৪॥
সা সখীভিঃ পরিবৃতা দেবযান্যা চ সংগতা।
শম্ভুভীত্যা সমুত্থায় পর্য্যধুর্ব্বসনং দ্রুতম্ ॥৫॥
তত্র শুক্রস্য কন্যায়া বস্ত্রব্যত্যয়মাত্মনঃ।
সংলক্ষ্য কুপিতা প্রাহ বসনং ত্যজ ভিক্ষুকি ॥৬॥
ইতি দানবকন্যা সা দাসীভিঃ পরিবারিতা।
তাং তস্যা বাসসা বদ্ধ্বা কূপে ক্ষিপ্ত্বা গতা গৃহম্ ॥৭॥
তাং মগ্নাং রুদতীং কূপে জলার্থী নহুষাত্মজঃ।
করে স্পৃশ্য সমুদ্ধৃত্য প্রাহ কা ত্বং বরাননে ॥৮॥
সা শুক্রপুত্রী বসনং পরিধায় হ্রিয়া ভিয়া।
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কৃতং সর্ব্বং প্রাহ রাজানমীক্ষতী ॥৯॥

করুন। একদা বৃষপর্ব্ব নামক দৈত্যরাজের দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা সরোবরের জলে অবগাহন করিয়া আছেন, এমত সময়ে সোমেশ্বর মহেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন।৪ শর্ম্মিষ্ঠা সখীগণে পরিবৃতা হইয়া দেবযানীর সহিত জলক্রীড়া করিতেছিলেন, শম্ভুকে দর্শন করিবামাত্র ভয়ে উত্থিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ বস্ত্র পরিধান করিলেন।৫ সেই স্থানে দৈত্যগুরু শুক্রের তনয়া দেবযানীর বস্ত্র ছিল। দেবযানীর বস্ত্র পরিবর্ত্ত হওয়াতে শর্ম্মিষ্ঠা কুপিতা হইয়া কহিলেন, ভিক্ষুকি! আমার বস্ত্র পরিত্যাগ কর।৬

পরে দাসীগণে পরিবৃতা দানবকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া কূপমধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন।৭ দেবযানী কূপে পতিতা হইয়া রোদন করিতেছেন, এমত সময় নহুষতনয় যযাতি জল পানার্থ সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক উত্থাপন করিয়া কহিলেন, বরাননে! তুমি কে?।৮ শুক্রতনয়া লজ্জাক্রমে ও ভয়ক্রমে বসন পরিধান করিয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক

যযাতিস্তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বানুব্রজ্য শোভনম্।
আশ্বাস্য তাং যযৌ গেহং তস্যাঃ পরিণয়াদৃতঃ ॥১০॥
সা গত্বা ভবনং শুক্রং প্রাহ শর্ম্মিষ্ঠয়া কৃতম্।
তং শ্রুত্বা কুপিতং বিপ্রং বৃষপর্ব্বাহ সান্ত্বয়ন্ ॥১১॥
দণ্ড্যং মা দণ্ডয় বিভো! কোপো যদ্যস্তি তে ময়ি।
শর্ম্মিষ্ঠাং বাপ্যপকৃতাং কুরু যন্মনসেপ্সিতম্ ॥১২॥
রাজানং প্রণতং পাদে পিতুর্দৃষ্ট্বা রুষাব্রবীৎ।
দেবযানী ত্বিয়ং কন্যা মম দাসী ভবত্বিতি ॥১৩॥
সমানীয় তদা রাজা দাস্যে তাং বিনিযুজ্য সঃ।
যযৌ নিজগৃহং জ্ঞানী দৈবঃ পরমকং স্মরন্ ॥১৪॥

শর্ম্মিষ্ঠাকৃত সমুদায় বিবরণ কহিলেন।৯ পরে যযাতি দেবযানীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদীয় পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন এবং কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিয়া উত্তমরূপ আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক নিজ রাজসদনে গমন করিলেন।১০

পরে দেবযানী গৃহে গমন করিয়া পিতা শুক্রের নিকট শর্ম্মিষ্ঠার ব্যবহার সমুদায় কহিলেন। শুক্র তাহা শ্রবণ করিবামাত্র কুপিত হইয়া উঠিলেন। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।১১ ও কহিলেন, বিভো! যদি আমার উপর আপনকার ক্রোধ হইয়া থাকে ও যদি আমি দণ্ডনীয় হই, অথবা আপনকার অপকারিণী শর্ম্মিষ্ঠার উপর যদি ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা দণ্ড করুন।১২

অনন্তর দেবযানী দৈত্যরাজকে পিতা শুক্রের চরণে পতিত দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, আপনকার এই কন্যা আমার দাসী হউক।১৩ জ্ঞানী রাজা দৈবের পরম বলবত্তা স্মরণ করিয়া কন্যাকে আনয়নপূর্ব্বক দেবযানীর দাস্যকর্ম্মে বিনিযুক্ত করিয়া দিয়া নিজভবনে গমন করিলেন।১৪

ততঃ শুক্রস্তমানীয় যযাতিং প্রতিলোমকম্।
তস্মৈ দদৌ তাং বিধিবৎ দেবযানীং তয়া সহ॥১৫॥
দত্ত্বা প্রাহ নৃপং বিপ্রোহপ্যেনাং রাজসুতাং যদি।
শয়নে হ্বয়সে সদ্যো জরা ত্বামুপভোক্ষ্যতি॥১৬॥
শুক্রস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা রাজা তাং বরবর্ণিনীম্।
অদৃশ্যাং স্থাপয়ামাস দেবযান্যনুগাং ভিয়া॥১৭॥
সা শর্ম্মিষ্ঠা রাজপুত্রী দুঃখশোকভয়াকুলা।
নিত্যং দাসীশতাকীর্ণা দেবযানীস্তু সেবতে॥১৮॥
একদা সা বনগতা রুদতী জাহ্নবীতটে।
বিশ্বামিত্রং মুনিং সা তং দদৃশে স্ত্রীভিরাবৃতম্॥১৯॥
ব্রতিনং পুণ্যগন্ধাভিঃ সুরূপাভিঃ সুবাসিতম্।

পরে শুক্র, রাজা যযাতিকে আনয়নপূর্ব্বক প্রতিলোম বিবাহানুসারে যথাবিধানে দেবযানীকে সম্প্রদান করিলেন। দেবযানীর সহিত তদী দাসী শর্ম্মিষ্ঠাও প্রদত্তা হইলেন।১৫ শুক্র, রাজসুতা শর্ম্মিষ্ঠাকে সমর্পণ পূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন, যদি তুমি এই রাজকন্যাকে শয়নে আহ্বা কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার জরা উপস্থিত হইবে।১৬ রাজ যযাতি শুক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ক্রমে দেবযানীর সহচরী পর রূপবতী শর্ম্মিষ্ঠাকে চক্ষুর অগোচর স্থানে স্থাপন করিলেন।১৭

অনন্তর দুঃখিতা শোকসন্তপ্তা ভয়াকুলা রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠ প্রতিদিবস শত দাসীর সহিত একত্র হইয়া দেবযানীর সেবা শুশ্র করিতে লাগিলেন।১৮ একদা শর্ম্মিষ্ঠা অরণ্যমধ্যে গঙ্গাতীরে উপবেশ পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন, এমত সময় দেখিতে পাইলেন, মহ বিশ্বামিত্র রমণীগণ কর্তৃক পরিবৃত আছেন।১৯ এই মহর্ষি স্বয়ং ব্র ধারণ করিয়া সুগন্ধ দ্রব্যে বিভূষিত রহিয়াছেন, পুণ্যগন্ধা পরম রূপ

কারয়ন্তং ব্রতং মাল্যধূপদীপোপহারকৈঃ ॥২০॥
নির্ম্মায়াষ্টদলং পদ্মং বেদিকায়াং সুচিহ্নিতম্।
রম্ভাপোতৈশ্চতুর্ভিস্তু চতুষ্কোণং বিরাজিতম্ ॥২১॥
বাসসা নির্ম্মিতগৃহে স্বর্ণপট্টৈর্ব্বিচিত্রিতে।
নির্ম্মিতং শ্রীবাসুদেবং নানারত্নবিঘট্টিতম্ ॥২২॥
পৌরুষেণ চ সূক্তেন নানাগন্ধোদকৈঃ শুভৈঃ।
পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈর্যথামন্ত্রৈর্দ্বিজেরিতৈঃ ॥২৩॥
স্নাপয়িত্বা ভদ্রপীঠে কর্ণিকায়াং প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চভির্দ্দশভির্ব্বাপি ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥২৪॥
পাদ্যমধ্বশ্রমহরং শীতলং সুমনোহরম্।
পরমানন্দজনকং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥২৫॥

রমণীরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। তিনি ধূপ দীপ মাল্য ও বহুবিধ উপহার দ্বারা ঐ রমণীগণকে ব্রত করাইতেছেন।২০

মহর্ষি বেদীর মধ্যে উত্তম চিহ্নিত করিয়া অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চারি কোণে চারিটী রম্ভাবৃক্ষ প্রোথিত রহিয়াছে।২১ পট নির্ম্মিত গৃহমধ্যে সুবর্ণময় পীঠ শোভমান হইতেছে। তদুপরি সুনির্ম্মিত নানারত্নে পরিশোভিত বাসুদেব মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন।২২

(পূজার বিধান এই যে) পুরুষসূক্ত পাঠপূর্ব্বক মনোহর বহুবিধ গন্ধোদক দ্বারা পঞ্চামৃত দ্বারা ও পঞ্চগব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত যথোক্ত মন্ত্র দ্বারা ২৩ বাসুদেবকে স্নান করাইয়া ভদ্রপীঠোপরি কর্ণিকা মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক ষোড়শ উপচার দ্বারা পঞ্চদশ উপচার দ্বারা অথবা দশোপচার দ্বারা পূজা করিবে।২৪

পরমেশ্বর ! এই পাদ্য পরিশ্রম দূরকারী সুশীতল মনোহর ও পরম আনন্দজনক, অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর।২৫

দূর্ব্বাচন্দনগন্ধাঢ্যমর্ঘ্যং যুক্তং প্রযত্নতঃ।
গৃহাণ রুক্মিণীনাথ প্রপন্নস্য মম প্রভো ॥২৬॥
নানাতীর্থোদ্ভবং বারি সুগন্ধি সুমনোহরম্।
গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং শ্রীনিবাস প্রিয়া সহ ॥২৭॥
নানাকুসুমগন্ধাঢ্যং সূত্রগ্রথিতমুত্তমম্।
বক্ষঃশোভাকরং চারু মাল্যং নয় সুরেশ্বর ॥২৮॥
তন্তুসন্তানসন্ধানরচিতং বন্ধনং হরে।
গৃহাণাবরণং শুদ্ধং নিরাবরণ সপ্রিয় ॥২৯॥
যজ্ঞসূত্রমিদং দেব! প্রজাপতিবিনির্ম্মিতম্।
গৃহাণ বাসুদেব ত্বং রুক্মিণ্যা রময়া সহ ॥৩০॥
নানারত্নসমাযুক্তং স্বর্ণমুক্তাবিঘট্টিতম্।
প্রিয়য়া সহ দেবেশ গৃহাণাভরণং মম ॥৩১॥

প্রভো রুক্মিণীনাথ! এই অর্ঘ্য দূর্ব্বা চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য সমবেত। ইহা প্রযত্ন সহকারে সংগ্রহ করিয়াছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া ইহা গ্রহণ কর ২৬ শ্রীনিবাস! এই সলিল নানাতীর্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সুগন্ধি ও সুমনোহর। তুমি লক্ষ্মীর সহিত এই আচমনীয় গ্রহণ কর।২৭ সুরেশ্বর! এই মাল্য বহুবিধ সুগন্ধ কুসুমে সুশোভিত। ইহা সূত্র দ্বারা গ্রথিত ও উত্তম। ইহা বক্ষঃস্থলের শোভাজনক ও মনোহর। তুমি ইহা গ্রহণ কর।২৮

হরে! তুমি আবরণ শূন্য। তন্তু সমুদায়ের সংযোগ দ্বারা ইহার সন্ধিস্থল প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি নিজপ্রিয়তমার সহিত এই বিশুদ্ধ বস্ত্র গ্রহণ কর।২৯ দেব বাসুদেব! এই যজ্ঞসূত্র প্রজাপতি কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। তুমি রমা ও রুক্মিণীর সহিত এই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কর।৩০ দেবেশ্বর! বহুবিধ রত্নযুক্ত এবং সুবর্ণ মুক্তা বিনির্ম্মিত এই আভরণ

দধি-ক্ষীর-গুড়ান্নাদি-পূপ-লড্ডুক-খণ্ডকান্।
গৃহাণ রুক্মিণীনাথ সনাথং কুরু মাং প্রভো ॥৩২॥
কর্পূরাগুরুগন্ধাঢ্যং পরমানন্দদায়কম্।
ধূপং গৃহাণ বরদ বৈদর্ভ্যা প্রিয়য়া সহ ॥৩৩॥
ভক্তানাং গেহসক্তানাং সংসারধ্বান্তনাশনম্।
দীপমালোকয় বিভো! জগদালোকনাদর ॥৩৪॥
শ্যামসুন্দর! পদ্মাক্ষ! পীতাম্বর! চতুর্ভুজ!।
প্রপন্নং পাহি দেবেশ! রুক্মিণ্যা সহিতাচ্যুত ॥৩৫॥
ইতি তাসাং ব্রতং দৃষ্ট্বা মুনিং নত্বা সুদুঃখিতা।
শর্ম্মিষ্ঠা মিষ্টবচনা কৃতাঞ্জলিরুবাচ তাঃ ॥৩৬॥

শর্ম্মিষ্ঠোবাচ।

রাজপুত্রীং দুর্ভগাং মাং স্বামিনা পরিবর্জ্জিতাম্।

প্রিয়া রুক্মিণীর সহিত গ্রহণ কর।৩১ রুক্মিণীনাথ! দধি ক্ষীর গুড় অন্ন পূপ লড্ডুক খণ্ডক প্রভৃতি গ্রহণ কর, প্রভো! আমাকে সনাথ কর।৩২ বরদ! প্রিয়াবৈদর্ভীর সহিত পরম আনন্দ দায়ক কর্পূর ও অগুরু-গন্ধযুক্ত এই ধূপ গ্রহণ কর।৩৩ বিভো! তুমি সংসারাসক্ত ভক্তবৃন্দের সংসাররূপ তমস্তোম নিবারণ করিয়া থাক। তুমি জগৎ অবলোকনের নিমিত্ত এই দীপ অবলোকন কর।৩৪ হে পদ্মপলাশলোচন পীতাম্বর শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ দেবেশ অচ্যুত! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, রুক্মিণী ও তুমি আমাকে রক্ষা কর।৩৫ সুদুঃখিতা শর্ম্মিষ্ঠা রমণীগণের এই ব্রত দর্শন করিয়া মহর্ষিকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মিষ্টবচনে কহিলেন।৩৬

শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন। দেবীগণ! আমি অতি দুর্ভাগা রাজকন্যা।

ত্রাতুমর্হথ হে দেব্যো ব্রতেনানেন কর্ম্মণা ॥৩৭॥
শ্রুত্বা তু তা বচস্তস্যাঃ কারুণ্যাচ্চ কিয়ৎ কিয়ৎ।
পূজোপকরণং দত্ত্বা কারয়ামাসুরাদরাৎ ॥৩৮॥
ব্রতং কৃত্বা তু শর্ম্মিষ্ঠা লব্ধ্বা স্বামিনমীশ্বরম্।
সূত্বা পুত্রান্ সুসন্তুষ্টা সমভূৎ স্থিরযৌবনা ॥৩৯॥
সীতা চাশোকবনিকামধ্যে সরময়া সহ।
ব্রতং কৃত্বাপতিং লেভে রামং রাক্ষসনাশনম্ ॥৪০॥
বৃহদশ্বপ্রসাদেন কৃত্বেমং দ্রৌপদী ব্রতম্।
পতিযুক্তা দুঃখমুক্তা বভূব স্থিরযৌবনা ॥৪১॥
তথা রমা সিতে পক্ষে বৈশাখে দ্বাদশীদিনে।
জামদগ্ন্যাদ্ ব্রতং চক্রে পূর্ণং বর্ষচতুষ্টয়ম্ ॥৪২॥
পট্টসূত্রং করে বদ্ধা ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ বহূন্।

আমি স্বামি সহবাস বর্জ্জিতা। আপনারা এই ব্রতোপদেশ দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন।৩৭ রমণীগণ শর্ম্মিষ্ঠার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া করুণাবিষ্ট হইয়া কিছু কিছু পূজোপকরণ প্রদানপূর্ব্বক সমাদরে তাঁহাকে ব্রত করাইলেন।৩৮ পরে শর্ম্মিষ্ঠা ব্রত করিয়া রাজাকে ভর্ত্তা-স্বরূপ লাভ করিয়া সন্তুষ্টহৃদয়ে পুত্র প্রসবপূর্ব্বক স্থিরযৌবনা হইলেন।৩৯ অশোকবন মধ্যে সীতা সরমার সহিত এই ব্রত করিয়া রাক্ষসনাশক পতি রামকে প্রাপ্ত হইলেন।৪০ বৃহদশ্বের প্রসাদে দ্রৌপদী এই ব্রত করিয়া পতিযুক্তা দুঃখহীনা ও স্থিরযৌবনা হইয়াছিলেন।৪১

এইরূপ রমা বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে জামদগ্ন্য দ্বারা সম্পূর্ণ চারি বৎসর ব্রত করিয়াছিলেন।৪২ রমা হস্তে পট্টসূত্র বন্ধন করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। পরে তিনি ভর্ত্তার সহিত

ভুক্ত্বা হবিষ্যং ক্ষীরাক্তং সুমৃষ্টং স্বামিনা সহ ॥৪৩॥
বুভুজে পৃথিবীং সর্ব্বামপূর্ব্বাং স্বজনৈর্বৃতা।
সা পুত্রৌ সুষুবে সাধ্বী মেঘমালবলাহকৌ ॥৪৪॥
দেবানামুপকর্ত্তারৌ যজ্ঞদানতপোব্রতৈঃ।
মহোৎসাহৌ মহাবীর্য্যৌ সুভগৌ কল্কিসম্মতৌ ॥৪৫॥
ব্রতবরমিতি কৃত্বা সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধ্যা
ভবতি বিদিততত্ত্বা পূজিতা পূর্ণকামা।
হরিচরণসরোজদ্বন্দ্বভক্ত্যৈকতানা
ব্রজতি গতিমপূর্ব্বাং ব্রহ্মবিজ্ঞৈরগম্যাম্‌ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীকল্‌কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
রুক্মিণীব্রতং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

উত্তম প্রস্তুত ক্ষীরযুক্ত হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া ৪৩ স্বজনবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডল ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে সাধ্বী রমার গর্ভে দুইটী পুত্র হইল। একপুত্রের নাম মেঘমাল, অপর পুত্রের নাম বলাহক।৪৪ এই দুইপুত্র কল্‌কির প্রিয় সৌভাগ্যশালী মহাবীর্য্য ও মহোৎসাহ সম্পন্ন। ইহারা যজ্ঞ দান তপস্যা ও ব্রতদ্বারা দেবগণের পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন।৪৫

যিনি এই ব্রতানুষ্ঠান করেন, তিনি সমুদায় সম্পত্তি লাভ করেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হয়, তিনি ইহলোকে পূজ্যা ও পূর্ণমনোরথা হইয়া থাকেন। বিশেষত ইহা দ্বারা হরিচরণসরোজে একান্ত ভক্তি হওয়াতে ব্রহ্মজ্ঞদিগেরও অলভ্য অপূর্ব্ব গতি লাভ করিতে পারেন।৪৬

কল্‌কিপুরাণ, তৃতীয় অংশ, রুক্মিণীব্রত নামক
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
অতঃপরং কল্কিকৃতং কর্ম্ম যৎ শৃণুত দ্বিজাঃ॥ ১॥
শম্ভলে বসতস্তস্য সহস্রপরিবৎসরাঃ।
ব্যতীতা ভ্রাতৃপুত্রস্বজ্ঞাতিসম্বন্ধিভিঃ সহ॥ ২॥
শম্ভলে শুশুভে শ্রেণী সভাপণকচত্বরৈঃ।
পতাকাধ্বজচিত্রাঢ্যৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী॥ ৩॥
যত্রাষ্টষষ্টিতীর্থানাং সম্ভবঃ শম্ভলেঽভবৎ।
মৃত্যোর্ম্মোক্ষঃ ক্ষিতৌ কল্কেরকল্কস্য পদাশ্রয়াৎ॥৪॥
বনোপবনসন্তাননানাকুসুমসংকুলৈঃ।

উগ্রশ্রবা কহিলেন। ব্রাহ্মণগণ! এই আমি আপনাদের নিকট ত্রৈলোক্যবিশ্রুত রুক্মিণীব্রত কহিলাম। অতঃপর কল্‌কি যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।১ এইরূপে কল্‌কি, ভ্রাতা পুত্র জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও স্বজনবর্গের সহিত শম্ভলগ্রামে এক সহস্র বৎসর বাস করিলেন।২ অমরাবতীর ন্যায় শম্ভলগ্রামে সভা আপন চত্বর প্রভৃতি ধ্বজপতাকা প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল।৩ এই শম্ভলগ্রামে অষ্টষষ্টি তীর্থের অধিষ্ঠান হইল। এই স্থলে মৃত্যু হইলে কল্‌কির চরণকমলের আশ্রয় হেতু সমুদায় পাপক্ষয় হয় এবং মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে।৪ নানাকুসুমসমূহ সঙ্কুল বনোপবন সমূহ শোভিত এই শম্ভলগ্রাম

শোভিতং শম্ভলং গ্রামং মন্যে মোক্ষপদং ভুবি ॥ ৫ ॥
তত্র কল্কিঃ পুরস্ত্রীণাং নয়নানন্দবর্দ্ধনঃ।
পদ্ময়া রময়া কামং ররাম জগতীপতিঃ ॥ ৬ ॥
সুরাধিপপ্রদত্তেন কামগেন রথেন বৈ।
নদীপর্ব্বতকুঞ্জেষু দ্বীপেষু পরয়া মুদা ॥ ৭ ॥
রমমাণো বিশন্ পদ্মারমাদ্যাভীরমাপতিঃ।
দিবানিশং ন বুবুধে স্ত্রৈণশ্চ কামলম্পটঃ ॥ ৮ ॥

পদ্মামুখামোদসরোজসীধু-
বাসোপভোগীসুবিলাসবাসঃ।
প্রভূতনীলেন্দ্রমণিপ্রকাশে
গুহাবিশেষে প্রবিবেশ কল্কিঃ ॥ ৯ ॥
পদ্মা তু পদ্মাশতরূপরূপা
রমা চ পীযূষকলাবিলাসা।

ভূমণ্ডল মধ্যে মোক্ষফলদায়ক হইল।৫

পুরস্ত্রীবর্গের লোচনানন্দদায়ক জগৎপতি কল্কি, এই শম্ভল-গ্রামে পদ্মা ও রমার সহিত যথাভিলষিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।৬ তিনি দেবরাজ প্রদত্ত কামগামী রথ দ্বারা পরমপ্রীতহৃদয়ে নদী পর্ব্বত কুঞ্জ ও দ্বীপ সমুদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া রমা পদ্মা প্রভৃতি কামিনীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। সেই কামলম্পটস্ত্রৈণ রমাপতির দিবারাত্রি বোধ থাকিল না।৮

অনন্তর একদা পদ্মার মুখামোদরূপ কমলমধু গন্ধোপভোগী সুবিলাসী কল্কি, প্রভূত ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা শোভমান পর্ব্বতগুহা বিশেষে প্রবিষ্ট হইলেন।৯ কমলসদৃশী সুবর্ণবর্ণা পদ্মা ও অমৃতপাত্র-

পতিং প্রবিষ্টং গিরিগহ্বরে তে
নারীসহস্রাকুলিতে ত্বগাতাম্ ॥ ১০ ॥
পদ্মা পতিং প্রেক্ষ্য গুহানিবিষ্টং
রন্তুং মনোজ্ঞা প্রবিবেশ পশ্চাৎ।
রমাবলাযূথসমন্বিতা তৎ
পশ্চাদ্গতা কল্কিমহোগ্রকামা ॥ ১১ ॥
তত্রেন্দ্রনীলোপলগহ্বরান্তে
কান্তাভিরাত্মপ্রতিমাভিরীশম্।
কল্কিঞ্চ দৃষ্ট্বা নবনীরদাভং
ততঃ স্থিতং প্রস্তরবন্মুমোহ ॥ ১২ ॥
রমা সখীভিঃ প্রমদাভিরার্ত্তা
বিলোকয়ন্তী দিশমাকুলাক্ষী।

রূপা রমা, পতিকে গিরিহহ্বরে প্রবিষ্ট দেখিয়া নারী সহস্রে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন।১০ মনোহারিণী পদ্মা পতিকে গুহা-মধ্যে অনু প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া বিহার করিবার অভিলাষে পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। কল্কির সহিত বিহারে সাতিশয় অভি-লাষিণী রমাও রমণীমণ্ডলে পরিবৃতা হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিতে লাগিলেন।১১

অনন্তর পদ্মা দেখিলেন যে. সেই ইন্দ্রনীল মণিময় গহ্বর মধ্যে নবীননীরদ সদৃশ কান্তিযুক্ত ঈশ্বর কল্কি, আপনার অনুরূপ রূপবতী রমণীগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তিনি তাহা দেখিয়া মোহাভিভূত হইয়া প্রস্তর সদৃশ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন।১২ রমাও সহচরী প্রমদাগণের সহিত কাতরা হইয়া ব্যাকুললোচনে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। শতশত পদ্মার ন্যায় শোভাসম্পন্না

পদ্মাপি পদ্মাশতশোভমানা
বিষণ্ণচিত্তা ন বভৌ স্ম চার্ত্তা ॥ ১৩ ॥
ভূমৌ লিখন্তী নিজকজ্জলেন
কল্‌কিং শুকং তং কুচকুঙ্কুমেন।
কস্তূরিকাভিস্তু তদগ্রমগ্রে
নির্ম্মায় চালিঙ্গ্য ননাম ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥
রমা কলালাপপরা স্তুবন্তী
কামার্দ্দিতা তং হৃদয়ে নিধায়।
ধ্যাত্বা নিজান্তঃকরণৈঃ প্রপূজ্য
তস্থৌ বিষণ্ণা করুণাবসন্না ॥ ১৫ ॥
ক্ষণাৎ সমুত্থায় রুরোদ রামা
কলাপিনঃ কণ্ঠনিভং স্বনাথম্‌।
হৃদোপগূঢ়ং ন পুনঃ প্রলভ্য
কামার্দ্দিতেত্যাহ হরে প্রসীদ ॥ ১৬ ॥

পদ্মাও বিষণ্ণহৃদয়া ও কাতরা হইয়া এককালে নিস্প্রভা হইয়া পড়িলেন।১৩ পদ্মার নয়নকজ্জলে ভূমি অঙ্কিত হইতে লাগিল। তিনি কুচকুঙ্কুম দ্বারা কল্‌কিকে ও শুককে এবং কস্তূরিকা দ্বারা সন্নিহিত ভূমি ধূষরিত করিয়া তদুপরি পতিত হইলেন।১৪

মধুরভাষিণী মদনভরনিপীড়িতা রমা, কল্‌কিকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক নিজ অন্তঃকরণ রূপ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া দুঃখভারাক্রান্তা ও বিষণ্ণা হইয়া পতিতা হইলেন।১৫ পরে তিনি ক্ষণকাল পরে উত্থিতা হইয়া ময়ুরের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নিজ হৃদয়ে নাথ কল্‌কিকে আলিঙ্গন করিতে না পাইয়া কামপরতন্ত্রা হইয়া কহিতে লাগিলেন, হরে! প্রসন্ন হও!১৬

পদ্মাপি নির্ম্মুচ্য নিজাঙ্গভূষা-
শ্চকার ধুলীপটলে বিলাসম্।
কণ্ঠঞ্চ কস্তূরিকয়াপি নীলং
কামং নিহন্তুং শিবতামুপেত্য ॥ ১৭ ॥
কলাবতীনাং কলয়াকলয্য
ক্ষীণেক্ষণানাং হরিরার্ত্তবন্ধুঃ।
কামপ্রপূরায় সসার মধ্যে
কল্কিঃ প্রিয়াণাং সুরতোৎসবায় ॥ ১৮ ॥
তাঃ সাদরেণাত্মপতিং মনোজ্ঞাঃ
করেণবো যূথপতিং যথেযুঃ।
সানন্দভাবা বিষদানুবৃত্তা
বনেষু রামাঃ পরিপূর্ণকামাঃ ॥ ১৯ ॥
বৈভ্রাজকে চৈত্ররথে সুপুষ্পে

পদ্মাও নিজ অঙ্গভূষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধূলিপটলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার (শরীর ধূলিধূষরিত ও) কণ্ঠদেশ কস্তূরিকা দ্বারা নীলবর্ণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি কামকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শিবরূপ ধারণ করিয়াছেন।১৭

আর্ত্তবন্ধু হরি কাতরনয়না প্রণয়িণী বিলাসিনীদিগের বিহার বাসনা অবগত হইয়া তাঁহাদের কামনাপূরণের নিমিত্ত ও সুরতোৎসব সাধনের নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন।১৮ করেণুগণ যেমন যূথপতির সহিত সঙ্গত হয় তাহার ন্যায় সেই মনোরমা রমণীরা আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে নির্ম্মল অনুবৃত্তি দ্বারা সেই বন মধ্যে সমাদরপূর্ব্বক নিজ পতির সহিত সঙ্গতা হইয়া পূর্ণকামা হইলেন।১৯ পরে

সুনন্দনে মন্দরকন্দরান্তে।
রেমে স রামাভিরুদারতেজা
রথেন ভাস্বৎখগমেন কল্কিঃ ॥ ২০ ॥
পদ্মামুখাব্জামৃতপানমত্তো
রমাসমালিঙ্গনবাসরঙ্গী।
বরাঙ্গনানাং কুচকুঙ্কুমাক্তো
রতিপ্রসঙ্গে বিপরীতযুক্তঃ।
মুখে বিদষ্টো রসনাবশিষ্টা-
মোদঃ স কল্‌কির্নহি বেদ দেহম্ ॥ ২১ ॥
রমাঃ সমানাঃ পুরুষোত্তমং তং
বক্ষোজমধ্যে বিনিধায় ধীরাঃ।
পরস্পরাশ্লেষণজাতহাসা
রেমুর্মুকুন্দং বিলসৎশরীরাঃ ॥ ২২ ॥

মহাতেজা কল্‌কি, রমণীবৃন্দের সহিত আকাশগামী দীপ্যমান রথদ্বারা সুন্দর পুষ্প সুশোভিত বৈভ্রাজক বনে কুবেরোদ্যানে ও আনন্দজনক মন্দর পর্ব্বত কন্দর মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।২০

পদ্মার বদনকমলের মধুপানে মত্ত রমাসমালিঙ্গন জনিত পরিমল-লুব্ধ বরযুবতীগণের কুচকুঙ্কুমলিপ্ত কল্‌কি, বিপরীত রতি প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। রমণীরা তাঁহার মুখে দংশন করিতে লাগিল। তিনি প্রণয়িনীদিগের মুখামৃত পানে এরূপ বিহ্বল হইলেন যে, তাঁহার নিজ শরীরও আয়ত্ত থাকিল না।২১ সমান রূপবতী ধীরা রমণীরা পুরু-ষোত্তম মুকুন্দকে বক্ষোজ মধ্যে ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পুলকিত শরীরে পরস্পর সংশ্লেষ হওয়াতে সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন।২২

ততঃ সরোবরং ত্বরা স্ত্রিয়ো যযুঃ ক্লমজ্বরাঃ।
প্রিয়েণ তেন কল্কিনা বনান্তরে বিহারিণা॥
সরঃ প্রবিশ্য পদ্ময়া বিমোহরূপয়া তয়া।
জলং দদুর্ব্বরাঙ্গনাঃ করেণবো যথা গজম্॥ ২৩॥
ইতি হ যুবতিলীলো লোকনাথঃ স কল্কিঃ
প্রিয়যুবতিপরীতঃ পদ্মায়া রাময়াদ্যঃ।
নিজরমণবিনোদৈঃ শিক্ষয়ন্ লোকবর্গান্
জয়তি বিবুধভর্ত্তা শম্ভলে বাসুদেবঃ॥ ২৪॥
যে শৃণ্ণন্তি বদন্তি ভাবচতুরা ধ্যায়ন্তি সন্তঃ সদা
কল্কেঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্য চরিতং কর্ণামৃতং সাদরাঃ।

অনন্তর শ্রমাতুরা রমণীরা বনান্তরবিহারী প্রিয়তম্ কল্কির সহিত ত্বরাপূর্ব্বক সরোবরে গমন করিলেন। করেণুগণ যেমন যূথপতির গাত্রে সলিল সেচন করে, তাহার স্থায় বরাঙ্গণাঙ্গণ, নিরূপম রূপবতী পদ্মার সহিত সরোবরে অবগাহন করিয়া কল্কির গাত্রে জলবর্ষণ করিতে লাগিলেন।২৩

তরুণীগণের সহিত লীলালোলুপ দেবগণের অধীশ্বর বাসুদেব আদিনাথ লোকনাথ কল্কি, জয়যুক্ত হউন। তিনি শম্ভলগ্রামে নিজ প্রণয়িনী রমার সহিত এবং প্রিয়তমা রমণীমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া স্বকৃত বিহারাদি বিনোদন দ্বারা লোকসকলকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।২৪

যে সকল ভাবুক মনুষ্য, সমাদর পূর্ব্বক কর্ণের অমৃত স্বরূপ শ্রীপুরুষোত্তম কল্কির চরিত শ্রবণ করিবে, কীর্ত্তন করিবে বা চিন্তা

তেষাং নো সুখয়ত্যলং মুররিপোর্দ্দাস্যাভিলাষং বিনা
সংসারাৎ পরিমোচনঞ্চ পরমানন্দামৃতাম্ভোনিধেঃ॥২৫॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে
তৃতীয়াংশে কল্কিবর্ণনং নাম
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

করিবে, তাহাদের পক্ষে সেই মুরহরের দাস্যাভিলাষ ব্যতিরেকে পরম আনন্দামৃত সাগর স্বরূপ এই সংসার হইতে মুক্তিলাভ সুখকর বোধ হয় না।২৫

কল্কিপুরাণ তৃতীয়াংশ কল্কিবর্ণন নামক
অষ্টাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণা সহিতা রথৈঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্গণৈঃ পরিবৃতাঃ কল্কিং দ্রষ্টুমুপাযযুঃ ॥১॥
মহর্ষয়ঃ সগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চাপ্সরোগণাঃ।
সমাজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শম্ভলং সুরপূজিতম্ ॥ ২ ॥
তত্র গত্বা সভামধ্যে কল্কিং কমললোচনম্।
তেজোনিধিং প্রপন্নানাং জনানামভয়প্রদম্ ॥ ৩ ॥
নীলজীমূতসংকাশং দীর্ঘপীবরবাহুকম্।

উগ্রশ্রবা কহিলেন। অনন্তর দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলে সমবেত হইয়া নিজ নিজ অনুচরবর্গের সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইতে লাগিলেন।১ মহর্ষিগণ গন্ধর্ব্বগণ কিন্নরগণ ও অপ্সরোগণ প্রমুদিত হৃদয়ে দেবগণেরও পূজিত শম্ভলগ্রামে আগমন করিলেন।২ তাঁহারা সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তেজোরাশিস্বরূপ কমললোচন কল্কি, শরণাপন্ন জনগণকে অভয় প্রদান করিতেছেন।৩ তাঁহার কান্তি নীলনীরদ সদৃশ। তাঁহার বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও পীবর। তাঁহার মস্তকে স্থির সৌদা-

কিরীটেনার্কবর্ণেন স্থিরবিদ্যুন্নিভেন তম্ ॥ ৪ ॥
শোভমানং দ্যুমণিনা কুণ্ডলেনাভিশোভিনা।
সহর্ষালাপবিকসদ্বদনং স্মিতশোভিনম্ ॥ ৫ ॥
কৃপাকটাক্ষ-বিক্ষেপ-পরিক্ষিপ্ত-বিপক্ষকম্।
তারহারোল্লসদ্বক্ষশ্চন্দ্রকান্তমণিশ্রিয়া ॥ ৬ ॥
কুমুদ্বতীমোদবহং স্ফুরংশক্রায়ুধাম্বরম্।
সর্ব্বদানন্দসন্দোহরসোল্লসিতবিগ্রহম্ ॥ ৭ ॥
নানামণিগণোদ্দ্যোতদীপিতং রূপমদ্ভুতম্।
দদৃশুর্দ্দেবগন্ধর্ব্বা যে চান্যে সমুপাগতাঃ ॥ ৮ ॥
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তাঃ পরমানন্দবিগ্রহম্।
কল্‌কিং কমলপত্রাক্ষং তুষ্টুবুঃ পরমাদরাৎ ॥ ৯ ॥

মিনী সদৃশ সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট কিরীট শোভা পাইতেছে।৪ তাঁহার বদনমণ্ডল, আদিত্যের ন্যায় দীপ্যমান কুণ্ডল দ্বারা বিরাজমান হইতেছে। বিশেষত তদীয় ঐ মুখকমল সহর্ষালাপে বিকসিত হইয়াছে এবং ঈষৎ হাস্যে শোভা পাইতেছে।৫ তদীয় কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা বিপক্ষগণ অনুগৃহীত হইতেছে। তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থিত মনোহর হার মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রকান্ত মণির কান্তিদ্বারা ৬ কুমুদিনীর আমোদ বর্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহার বসন ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। তাঁহার শরীর সর্ব্বদা আনন্দসন্দোহ রসে উল্লাসিত হইতেছে।৭ তদীয় অপরূপ রূপ বহুবিধ মণিগণের কিরণ দ্বারা দেদীপ্যমান হইতেছে। দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ ও অন্যান্য উপস্থিত জনগণ কল্‌কিকে এইরূপ দেখিলেন।৮ তাঁহারা সকলেই পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া সমাদর পূর্ব্বক পরম আনন্দময় শরীর পদ্মপলাসলোচন কল্‌কিকে স্তব করিতে লাগিলেন।৯

দেবা ঊচুঃ।

জয়াশেষসংক্লেশকক্ষপ্রকীর্ণানলোদ্দামসংকীর্ণ হীশ
দেবেশ বিশ্বেশ ভূতেশ ভাবঃ।
তবানন্ত চান্তঃস্থিতোঽঙ্গাগুরত্ন-
প্রভাভাতপাদাজিতানন্তশক্তে ॥ ১০ ॥
প্রকাশাকৃতাশেষলোকত্রয়াত্র
বক্ষঃস্থলে ভাস্বৎকৌস্তুভশ্যাম।
মেঘৌঘরাজদ্দ্বিজাধীশশরীর
ত্রাহি বিষ্ণো সদারা বয়ং ত্বাং প্রপন্নাঃ সশেষাঃ।১১॥
যদ্যস্ত্যনুগ্রহোঽস্মাকং ব্রজ বৈকুণ্ঠমীশ্বর।
ত্যক্ত্বা শাসিতভূখণ্ডং সর্ব্বধর্ম্মাবিরোধতঃ ॥ ১২ ॥

দেবগণ কহিলেন। দেবদেব বিশ্বেশ্বর ভূতনাথ অনন্ত! সমুদায় ভাব পদার্থ তোমার অন্তরেই অবস্থান করিতেছে। তোমার অঙ্গরত্ন রত্নপ্রভা সহকারে শোভমান স্বীয় চরণ দ্বারা অনন্তশক্তি অধঃকৃত হইয়াছে। হে ঈশ্বর! তুমি অশেষ ক্লেশরূপ তৃণরাশি নিক্ষিপ্ত উদ্দাম অনলস্বরূপ। তোমার জয় হউক।১০ তোমা হইতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। তুমি শ্যামবর্ণ। তোমার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি শোভা পাইতেছে। তাহাতে বোধ হইতেছে যেন শ্যামবর্ণ মেঘের মধ্যে পূর্ণ শশধর শোভমান হইতেছে। আমরা সস্ত্রীক হইয়া অনুচর-বর্গের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। বিষ্ণো। তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

ঈশ্বর! যদি আমাদের প্রতি তোমার কৃপা থাকে, তাহা হইলে সত্যধর্ম্মের অবিরোধে শাসিত ভূমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাত্রা

কল্কিস্তেষামিতি বচঃ শ্রুত্বা পরমহর্ষিতঃ।
পাত্রমিত্রৈঃ পরিবৃতশ্চকার গমনে মতিম্ ॥ ১৩ ॥
পুত্রানাহূয় চতুরো মহাবলপরাক্রমান্।
রাজ্যে নিঃক্ষিপ্য সহসা ধর্ম্মিষ্ঠান্ প্রকৃতিপ্রিয়ান্ ॥১৪॥
ততঃ প্রজাঃ সমাহূয় কথয়িত্বা নিজাঃ কথাঃ।
প্রাহ তান্ নিজনির্যাণং দেবানামুপরোধতঃ ॥ ১৫ ॥
তৎ শ্রুত্বা তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা রুরুদুর্ব্বিস্ময়ান্বিতাঃ।
তাং প্রাহুঃ প্রণতাঃ পুত্রা যথা পিতরমীশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥

প্রজা উচুঃ।

ভো নাথ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ নাস্মান্ ত্যক্তুমিহার্হসি।

কর।১২ কল্কি, দেবগণের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং তিনি পাত্রমিত্রের সহিত পরিবৃত হইয়া বৈকুণ্ঠ গমনে মানস করিলেন।১৩ অনন্তর তিনি, প্রজাবর্গের প্রিয় পরম ধার্ম্মিক মহাবল পরাক্রম পুত্র চতুষ্টয়কে আহ্বান করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।১৪ পরে তিনি সমুদায় প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া নিজ বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং কহিলেন, দেবতাদিগের অনুরোধে আমাকে বৈকুণ্ঠে যাত্রা করিতে হইবে।১৫ প্রজাগণ এই বাক্য শ্রবণমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রোদন করিতে লাগিল। পুত্রগণ যেমন পিতাকে বলে, তাহার ন্যায় তাঁহারা সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল।১৬

প্রজাগণ কহিল, নাথ! আপনি সমুদায় ধর্ম্ম অবগত আছেন। আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনকার উচিত হইতেছে না। আপনি প্রণতবৎসল। আপনি যেখানে যাইবেন, আমরাও সেইখানে গমন

যত্র ত্বং তত্র তু বয়ং যামঃ প্রণতবৎসল ॥ ১৭ ॥
প্রিয়া গৃহা ধনান্যত্র পুত্রাঃ প্রাণাস্তবানুগাঃ।
পরত্রেহ বিশোকায় জ্ঞাত্বা ত্বাং যজ্ঞপুরুষম্ ॥ ১৮ ॥
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সান্ত্বয়িত্বা সদুক্তিভিঃ।
প্রযযৌ ক্লিন্নহৃদয়ঃ পত্নীভ্যাং সহিতো বনম্ ॥ ১৯ ॥
হিমালয়ং মুনিগণৈরাকীর্ণং জাহ্নবীজলৈঃ।
পরিপূর্ণং দেবগণৈঃ সেবিতং মনসঃ প্রিয়ম্ ॥ ২০ ॥
গত্বা বিষ্ণুঃ সুরগণৈর্বৃতশ্চারুচতুর্ভুজঃ।
উষিত্বা জাহ্নবীতীরে সস্মারাত্মানমাত্মনা ॥ ২১ ॥
পূর্ণজ্যোতির্ম্ময়ঃ সাক্ষী পরমাত্মা পুরাতনঃ।
বভৌ সূর্য্যসহস্রাণাং তেজোরাশিসমদ্যুতিঃ ॥ ২২ ॥

করিব।১৭ এই জগতে ধন পুত্র ও গৃহ সকলের পক্ষেই প্রিয় বটে, কিন্তু আপনি যজ্ঞপুরুষ, আপনা হইতে সমুদায় শোক দুঃখ শান্তি হয়, ইহা জানিয়া আমাদের প্রাণ আপন কার অনুগামী হইয়াছে।১৮

কল্কি প্রজাবর্গের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সদুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বিষণ্ণ হৃদয়ে পত্নীদ্বয়ের সহিত বন গমন করিলেন।১৯ পরে তিনি মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত গঙ্গাসলিলে পরিপূর্ণ, দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত, অন্তঃকরণের আহ্লাদজনক হিমালয়ে।২০ গমন করিয়া দেবগণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া আপনাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।২১ তখন তাহার সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজোরাশি প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় সাক্ষি স্বরূপ সনাতন পরমাত্মা,

শঙ্খচক্রগদাপদ্মশার্ঙ্গাদ্যৈঃ সমভিষ্টুতঃ।
নানালঙ্করণানাঞ্চ সমলঙ্করণাকৃতিঃ ॥ ২৩ ॥
ববৃষুস্তং সুরাঃ পুষ্পৈঃ কৌস্তুভামুক্তকন্ধরং।
সুগন্ধিকুসুমাসারৈর্দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥ ২৪ ॥
তুষ্টুবুর্মুহুঃ সর্ব্বে লোকাঃ সস্থাণুজঙ্গমাঃ।
দৃষ্ট্বা রূপমরূপস্য নির্যাণে বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ২৫ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং পত্যুঃ কল্কের্ম্মহাত্মনঃ।
রমা পদ্মা চ দহনং প্রবিশ্য তমবাপতুঃ ॥ ২৬ ॥
ধর্ম্মঃ কৃতযুগং কল্কেরাজ্ঞয়া পৃথিবীতলে।
নিঃসপত্নৌ সুসুখিনৌ ভূলোকং চেরতুশ্চিরম্ ॥২৭॥
দেবাপিশ্চ মরুঃ কামং কল্কেরাদেশকারিণৌ।

দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।২২ তাঁহার আকৃতি বহুবিধ অলঙ্কারের অলঙ্কার স্বরূপ হইল। তিনি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপাসিত হইতে লাগিলেন।২৩ তাঁহার হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি শোভা পাইতে লাগিল। দেবগণ তাঁহার উপর সুগন্ধি কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে দেবদুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল।২৪

কল্কি যখন বিষ্ণুপদে প্রবেশ করেন তখন সেই অরূপ বিষ্ণুর অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া স্থাবর জঙ্গম সমুদায় লোকই মুগ্ধ হইল ও স্তব করিতে লাগিল।২৫ রমা ও পদ্মা ভর্ত্তা মহাত্মা কল্কির তাদৃশ মহাশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন।২৬

ধর্ম্ম ও সত্যযুগ কল্কির আজ্ঞাক্রমে ভূমণ্ডলে নিঃসপত্ন হইয়া পরম সুখে চিরকাল মহীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।২৭ প্রভু

প্রজাঃ সংপালয়ন্তৌ তু ভুবং জুগুপতুঃ প্রভূ ॥২৮॥
বিশাখযূপভূপালঃ কল্কের্নির্যাণমীদৃশম্।
শ্রুত্বা স্বপুত্রং বিষয়ে নৃপং কৃত্বা গতো বনম্ ॥২৯॥
অন্যে নৃপতয়ো যে চ কল্কের্বিরহকর্ষিতাঃ।
তং ধ্যায়ন্তো জপন্তশ্চ বিরক্তাঃ স্যুর্নৃপাসনে ॥৩০॥
ইতি কল্কেরনন্তস্য কথাং ভুবনপাবনীম্।
কথয়িত্বা শুকঃ প্রায়াৎ নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৩১ ॥
মার্কণ্ডেয়াদয়ো যে চ মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
শ্রুত্বানুভাবং কল্কেস্তে তং ধ্যায়ন্তো জগুর্যশঃ ॥৩২॥
যস্যানুশাসনাদ্ ভূমৌ নাধর্ম্মিষ্ঠাঃ প্রজা জনাঃ
নাল্পায়ুষো দরিদ্রাশ্চ ন পাষণ্ডা ন হৈতুকাঃ ॥ ৩৩ ॥

দেবাপি ও মরু নামক ভূপালদ্বয়, কল্কির আজ্ঞানুসারে প্রজাপালন ও ভূমণ্ডল রক্ষা করিতে লাগিলেন।২৮ বিশাখযূপ নামক ভূপতি, কল্কির ঈদৃশ নির্যাণ শ্রবণ পূর্ব্বক নিজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বন গমন করিলেন।২৯ অন্যান্য যে সকল রাজা কল্কির বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজসিংহাসনে বিরত হইয়া কেবল কল্কির নাম জপ ও কল্কিমূর্ত্তি ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন।৩০

শুকদেব, এইরূপে অনন্ত কল্কির জগৎপাবন বিবরণ বর্ণন করিয়া নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন।৩১ শান্তিগুণাবলম্বী মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ, কল্কির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধ্যান ও তাঁহার যশোগান করিতে লাগিলেন।৩২

যে কল্কির শাসনক্রমে ভূমণ্ডল মধ্যে কোন প্রজাই অধার্ম্মিক

নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দেবভূতাত্মসম্ভবাঃ।
নির্ম্মৎসরাঃ সদানন্দা বভুবুর্জীবজাতয়ঃ॥ ৩৪ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং কলকেরবতারং মহোদয়ং।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং পরং॥ ৩৫ ॥
শোকসন্তাপপাপঘ্নং কলিব্যাকুলনাশনম্।
সুখদং মোক্ষদং লোকে বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদম্॥ ৩৬ ॥
তাবৎ শাস্ত্রপ্রদীপানাং প্রকাশো ভুবি রোচতে।
ভাতি ভানুঃ পুরাণাখ্যো যাবল্লোকেঽতিকামধুক্॥৩৭॥
শ্রুত্বৈতদ্ ভৃগুবংশজো মুনিগণৈঃ সাকং সহর্ষো বশী
জ্ঞাত্বা সূতমমেয়বোধবিদিতং শ্রীলোমহর্ষাত্মজং।

অল্পায়ু দরিদ্র পাষণ্ড ও কপটাচারী থাকিল না ৩৩ সকল জীবই আধি-ব্যাধিশূন্য ক্লেশরহিত মাৎসর্য্যশূন্য দেবতাসদৃশ সদানন্দময় হইয়াছিল।৩৪ সেই মহোদয় কল্কির অবতার কথা এই কহিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে ধনবৃদ্ধি যশোবৃদ্ধি আয়ুর্বৃদ্ধি ও পরমমঙ্গল হইয়া থাকে এবং অন্তে স্বর্গ লাভ হয়।৩৫ বিশেষতঃ এতৎশ্রবণে পাপ ও শোক সন্তাপ দূর হয়, কলিকালজনিত উদ্বেগ নাশ হয় এবং সুখ লাভ মোক্ষ লাভ ও অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে।৩৬ যে পর্য্যন্ত ইহলোকে অভীষ্ট ফল-দায়ক পুরাণ রূপ সূর্য্য উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্তই এই ভূমণ্ডলে অন্যান্য শাস্ত্ররূপ প্রদীপের আলোক প্রকাশ হইয়া থাকে।৩৭

ভক্তিদায়ক শ্রীহরি কল্কির নির্ম্মল অবতার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিজিতেন্দ্রিয় সৎকৃত ভৃগুনন্দন শৌনক, মুনিগণের সহিত হর্ষযুক্ত হইলেন। তিনি লোমহর্ষণতনয় উগ্রশ্রবাকে অসীম জ্ঞানরাশি দ্বারা

শ্রীকল্কেরবতারবাক্যমমলং ভক্তিপ্রদং শ্রীহরেঃ
শুশ্রূষুঃ পুনরাহ সাধুবচসা গঙ্গাস্তবং সৎকৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি কল্‌কিপুরাণেঽনুভাগবতে তৃতীয়াংশে
কল্‌কিনির্যাণং নাম
উনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:০:——

বিশ্রান্ত বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি গঙ্গাস্তব শ্রবণাভিলাষী হইয়া পুনর্ব্বার মধুর বাক্যে কহিলেন।৩৮

কল্‌কিপুরাণ, তৃতীয়াংশ কল্‌কিনির্যাণ
নামক উনবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

হে সূত! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ যত্ত্বয়া কথিতং পুরা।
গঙ্গাং স্তুত্বা সমায়াতা মুনয়ঃ কল্কিসন্নিধিম্ ॥ ১ ॥
স্তবং তং বদ গঙ্গায়াঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
মোহদং শুভদং ভক্ত্যা শৃণ্বতাং পঠতামিহ ॥ ২ ॥

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে গঙ্গাস্তবমনুত্তমম্।
শোকমোহহরং পুংসামৃষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

ইয়ং সুরতরঙ্গিণী ভবনবারিধেস্তারিণী

শৌনক কহিলেন। সূত! তুমি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ যে, মুনিগণ গঙ্গা স্তব করিয়া কল্কি সন্নিধানে গমন করিলেন।১ সেই গঙ্গাস্তব তুমি বল। তাহা ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ বা পাঠ করিলে কল্যাণ লাভ হয়, মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং সমুদায় পাপপুঞ্জ ক্ষয় হইয়া থাকে।২

উগ্রশ্রবা কহিলেন। মুনিগণ! শোকমোহ নাশক ঋষি প্রোক্ত পরম উৎকৃষ্ট গঙ্গাস্তব বলিতেছি, শ্রবণ করুন।৩

ঋষিগণ কহিলেন। এই সুরতরঙ্গিণী সকলকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন। ইনি হরির পাদপদ্ম হইতে জগতীতলে অবতীর্ণা

স্তুতা হরিপদাম্বুজাদুপগতা জগৎসংসদঃ।
সুমেরুশিখরামরপ্রিয়জলা মলক্ষালনী
প্রসন্নবদনা শুভা ভবভয়স্য বিদ্রাবণী ॥ ৪ ॥
ভগীরথমথানুগা সুরকরীন্দ্রদর্পাপহা
মহেশমুকুটপ্রভা গিরিশিরঃপতাকা সিতা।
সুরাসুরনরোরগৈরজভবাচ্যুতৈঃ সংস্তুতা
বিমুক্তিফলশালিনী কলুষনাশিনী রাজতে ॥ ৫ ॥
পিতামহকমণ্ডলুপ্রভবমুক্তিবীজা লতা
শ্রুতিস্মৃতিগণস্তুতা দ্বিজকুলালবালাবৃতা।
সুমেরুশিখরাভিদা নিপতিতা ত্রিলোকাবৃতা
সুধর্ম্মফলশালিনী সুখপলাসিনী রাজতে ॥৬॥

হইয়াছেন। সকলেই ইঁহার স্তব করিয়া থাকে। ইঁহার জল সুমেরু-শিখরস্থিত দেবগণের প্রিয়। ইঁহার জল দ্বারা পাপপঙ্ক ক্ষালিত হয়। এই কল্যাণময়ী দেবী প্রসন্না হইলে ভবভয় বিদূরিত হয়।৪ এই গঙ্গা ভগীরথের অনুগামিনী হইয়াছিলেন। ইনি সুরকরীন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়া ছিলেন। ইনি মহেশ্বরের মুকুটের প্রভাবস্বরূপা। ইনি হিমালয় শিখরস্থিত শ্বেতপতাকা রূপা। সুরগণ অসুরগণ নরগণ উরগ-গণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সকলেই ইঁহার স্তব করিয়া থাকেন। ইনি পাপপুঞ্জ নাশ করেন এবং মুক্তিরূপ ফল দান করিয়া থাকেন।৫ ইনি পিতামহ কমণ্ডলুসম্ভূতা মুক্তি বীজময়ী লতা স্বরূপা। ইঁহার চতুর্দ্দিকে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্তূয়মান দ্বিজকুলস্বরূপ আলবাল রহিয়াছে। ইনি সুমেরুশিখর ভেদ পূর্ব্বক নিপতিতা হইয়া ত্রিলোক ব্যাপিয়াছেন। ইঁহার সুধর্ম্মরূপ ফল ও সুখরূপ পত্র শোভা পাইতেছে।৬

চরদ্বিহগমালিনী সগরবংশমুক্তিপ্রদা
মুনীন্দ্রবরনন্দিনী দিবি মতা চ মন্দাকিনী।
সদা দুরিতনাশিনী বিমলবারিসংদর্শন-
প্রণামগুণকীর্ত্তনাদিষু জগৎসু সংরাজতে ॥৭॥
মহাভিধস্থতাঙ্গনা হিমগিরীশকূটস্তনী
সফেনজলহাসিনী সিতমরালসঞ্চারিণী।
চলল্লহরসৎকরা বরসরোজমালাধরা
রসোল্লসিতগামিনী জলধিকামিনী রাজতে ॥৮॥
ক্বচিৎ কলকলস্বনা ক্বচিদধীরযাদোগণাঃ
ক্বচিন্মুনিগণৈঃ স্তুতা ক্বচিদনন্তসংপূজিতা।
ক্বচিদ্রবিকরোজ্জ্বলা ক্বচিদুদগ্রপাতাকুলা

ইঁহার নির্ম্মল বারি দর্শন করিলে, ইঁহাকে প্রণাম করিলে, ইঁহার গুণকীর্ত্তন করিলে জগতের সমুদায় দুরিত ক্ষয় হয়। ইঁহার তীরে ও নীরে বিহঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে। ইঁহা হইতে সগরবংশীয়েরা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি মহর্ষি জহ্নুর দুহিতা। ইনি দেবলোকে মন্দাকিনী নামে বিখ্যাত।৭ যিনি শান্তনু রাজার মহিষী হইয়াছিলেন। হিমালয়ের শিখর যাঁহার স্তন স্বরূপ। ফেনপুঞ্জ বিভূষিত সলিল যাঁহার হাস্য স্বরূপ। শ্বেতবর্ণ হংসগণ যাঁহার গতি স্বরূপ। তরঙ্গসমুদায় যাঁহার হস্ত স্বরূপ। প্রফুল্ল কমলশ্রেণী যাঁহার মালা স্বরূপ, তিনি রসোল্লসিত গমনে জলনিধি কামিনী হইয়া গমন করিতেছেন।৮

কোন স্থলে মুনিগণ স্তব করিতেছেন, কোন স্থলে অনন্তদেব পূজা করিতেছেন, কোন স্থলে কল কল শব্দ হইতেছে, কোন স্থলে দুরন্ত কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু বিচরণ করিতেছে, কোন স্থল দিনকর-করনিকর দ্বারা উজ্জ্বল হইতেছে, কোন স্থলে ভীষণ নিনাদে জল

ক্বচিজ্জনবিগাহিতা জয়তি ভীষ্মমাতা সতী ॥৯॥
স এব কুশলো জনঃ প্রণমতীহ ভাগীরথীং
স এব তপসাং নিধির্জপতি জাহ্নবীমাদরাৎ।
স এব পুরুষোত্তমঃ স্মরতি সাধু মন্দাকিনীং
স এব বিজয়ী প্রভুঃ সুরতরঙ্গিণীং সেবতে ॥১০॥
তবামলজলাচিতং খগশৃগালমীনক্ষতং
চলল্লহরিলোলিতং রুচিরতীরজম্বালিতম্।
কদা নিজবপুর্মুদা সুরনরোরগৈঃ সংস্তুতোঽহ
প্যহং ত্রিপথগামিনি! প্রিয়মতীব পশ্যাম্যহো ॥১১॥
ত্বত্তীরে বসতিং তবামলজলস্নানং তব প্রেক্ষণং
ত্বন্নামস্মরণং তবোদয়কথাসংলাপনং পাবনম্।

পতিত হইতেছে, কোন স্থলে জনগণ স্নান করিতেছে, ঈদৃশী সতী ভীষ্মজননীর জয় হউক।৯

যিনি গঙ্গাকে প্রণাম করেন তিনিই শ্রেয়োভাজন। যিনি সমাদর পূর্ব্বক গঙ্গা নাম জপ করেন, তিনিই পরম তপস্বী। যিনি মন্দাকিনী স্মরণ করেন, তিনিই পুরুষোত্তম। যিনি সুরতরঙ্গিণীকে সেবা করেন. তিনিই বিজয়ী ও প্রভু হন।১০ ত্রিপথগামিনি! আমি কোন্ দিবস তোমার নির্ম্মল সলিলে প্লাবিত খগগণ কর্ত্তৃক শৃগালগণ কর্ত্তৃক মৎস্যগণ কর্ত্তৃক অৰ্দ্ধ ভক্ষিত চঞ্চল তরঙ্গসঙ্গে লোলায়িত তীরসংস্থিত জম্বালে সংযুক্ত প্রিয়তম নিজ শরীর দর্শন করিতে থাকিব এবং সুরগণ নরগণ ও উরগগণ আমার স্তব করিতে থাকিবে।১১ গঙ্গে! কবে আমি তোমার তীরে বাস করিব, তোমার নির্ম্মল জলে স্নান করিব, তোমার নির্ম্মল জল দর্শন করিতে থাকিব, তোমার নাম স্মরণ করিব, তোমার পবিত্র অবতার কথার আলোচনা করিব, একমাত্র তোমার সেবাতে তৎপর

গঙ্গে মে তব সেবনৈকনিপুণোঽপ্যানন্দিতশ্চাদৃতঃ
স্তুত্বা ত্বোদ্গতপাতকো ভুবি কদা শান্তশ্চরিষ্যাম্যহম ॥১২॥
ইত্যেতদৃষিভিঃ প্রোক্তং গঙ্গাস্তবমনুত্তমম্।
স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং পঠনাৎ শ্রবণাদপি ॥১৩॥
সর্ব্বপাপহরং পুংসাং বলমায়ুর্ব্বিবর্দ্ধনম্।
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে গঙ্গাসান্নিধ্যতা ভবেৎ ॥১৪॥
ইত্যেতদ্ ভার্গবাখ্যানং শুকদেবাৎ ময়া শ্রুতং।
পঠিতং শ্রাবিতং চাত্র পুণ্যং ধন্যং যশস্করং ॥১৫॥
অবতারং মহাবিষ্ণোঃ কল্কেঃ পরমমদ্ভুতং।
পঠতাং শৃণ্ তাং ভক্ত্যা সর্ব্বাশুভবিনাশনং ॥১৬॥

ইতি শ্রীকলকি পুরাণঽনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে গঙ্গাস্তব
নামক বিংশোঽধ্যায়ঃ।

থাকিব, সমাদর পূর্ব্বক তোমার স্তব করিয়া পাপশূন্য হইয়া আনন্দিত হৃদয়ে প্রশান্ত হৃদয়ে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব।১২

এই ঋষিপ্রোক্ত পরম উৎকৃষ্ট গঙ্গা স্তব পাঠ করিলে শ্রবণ করিলে স্বর্গ লাভ হয়, যশোবিস্তার হয়, ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।১৩ ইহা প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নকালে বা সায়াহ্নে (পাঠ বা শ্রবণ করিলে) গঙ্গার নিয়ত সান্নিধ্য হয়, সমুদায় পাপ ক্ষয় হয়, এবং বলবৃদ্ধি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে।১৪

আমি শুকদেবের নিকট এই ভার্গবাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলাম। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়, ধন হয় ও যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে।১৫

এই পরম অদ্ভুত মহাবিষ্ণু কল্কির অবতার বিবরণ ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে সমুদায় অমঙ্গল বিদূরিত হয়।১৬

কল্কি পুরাণ তৃতীয় অংশ, গঙ্গার স্তব নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত.

কল্কিপুরাণম্।

তৃতীয়াংশঃ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত্রাপি শুকসংবাদো মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
অধর্ম্মবংশকথনং কলের্বিবরণং ততঃ ॥ ১ ॥
দেবানাং ব্রহ্মসদনপ্রয়াণং গোভুবা সহ।
ব্রহ্মণো বচনাদ্বিষ্ণোর্জন্ম বিষ্ণুযশোগৃহে ॥ ২ ॥
সুমত্যাং স্বাংশকৈর্ভ্রাতৃচতুর্ভিঃ শম্ভলে পুরে।
পিতুঃ পুত্রেণ সংবাদস্তথোপনয়নং হরেঃ ॥ ৩ ॥
পুত্রেণ সহ সংবাসো বেদাধ্যয়নমুত্তমং।
শস্ত্রাস্ত্রাণাং পরিজ্ঞানং শিবসংদর্শনং ততঃ ॥ ৪ ॥

উগ্রশ্রবা কহিলেন। এই কক্‌কি পুরাণে প্রথমতঃ ধীমান্ মার্কণ্ডেব সহিত শুকের সংবাদ, পরে অধর্ম্ম বংশ বিবরণ কথন, পরে কলিব বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।১ গোরূপধরা পৃথিবীর সহিত দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন, পরে ব্রহ্মার বাক্যানুসারে বিষ্ণুযশার গৃহে বিষ্ণুর জন্ম-কথা।২ শম্ভলগ্রামে সুমতির গর্ভে বিষ্ণুর অংশে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের উৎপত্তি পরে পিতা পুত্রের সংবাদ, কল্‌কির উপনয়ন,৩ পিতা পুত্রের সহ-বাস কল্‌কির বেদাধ্যয়ন, তৎপরে কল্‌কির অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা

কল্কেঃ স্তবং শিবপুরো বরলাভঃ শুকাপনং।
শম্ভলাগমনং চক্রে জ্ঞাতিভ্যো বরকীর্ত্তনং॥ ৫॥
বিশাখযূপভূপেন নিজসর্ব্বাত্মবর্ণনং।
মহাভাগ্যাৎ ব্রাহ্মণানাং শুকস্যাগমনং ততঃ॥ ৬॥
কল্কিনা শুকসংবাদঃ সিংহলাখ্যানমুত্তমং।
শিবদত্তবরা পদ্মা তস্যা ভূপস্বয়ংবরে॥৭॥
দর্শনাৎ ভূপসংঘানাং স্ত্রীভাবপরিকীর্ত্তনং।
তস্যা বিষাদঃ কল্কেস্তু বিবাহার্থং সমুদ্যমঃ॥ ৮॥
শুকপ্রস্থাপনং দৌত্যে তয়া তস্যাপি দর্শনং।
শুকপদ্মাপরিচয়ঃ শ্রীবিষ্ণোঃ পূজনাদিকং॥ ৯॥
পাদাদিদেহধ্যানঞ্চ কেশান্তং পরিবর্ণিতং।
শুকভূষণদানঞ্চ পুনঃ শুকসমাগমঃ॥ ১০॥

ও শিবসংদর্শন. কল্কিকৃত শিবস্তব, শিবের নিকট কল্কির বরলাভ, শুকপ্রাপ্তি, তৎপরে কল্কির শম্ভলগ্রামে প্রত্যাগমন, জ্ঞাতিবর্গের নিকট শিবদত্ত বরবর্ণন.৫ তৎপরে বিশাখযূপ ভূপতির প্রস্তাব অনুসারে কল্কির নিজস্বরূপ বর্ণন, এবং ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য কথন তৎপরে শুকের আগমন।৬ কল্কির সহিত শুকের কথোপকথন, শুককৃত সিংহলের বিবরণ বর্ণন, শিবদত্ত বর অনুসারে পদ্মার স্বয়ম্বরস্থলে ৭ পদ্মার দর্শন মাত্র রাজগণের স্ত্রীভাব প্রাপ্তি কথন, পদ্মার বিষাদ বর্ণন, বিবাহার্থ কল্কির উদ্যোগ,৮ পরে শুককে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ, পদ্মাকর্ত্তৃক শুকদর্শন, শুক ও পদ্মার পরস্পর পরিচয়, পরে শ্রীবিষ্ণুর পূজাদি কথন, ৯ বিষ্ণুর চরণ অবধি কেশ পর্য্যন্ত ধ্যান বর্ণন, পরে পদ্মার শুকের নিকট ভূষণ দান, পরে কল্কির সহিত পুনর্ব্বার

কল্কেঃ পদ্মাবিবাহার্থং গমনং দর্শনং তয়োঃ।
জলক্রীড়াপ্রসঙ্গেন বিবাহস্তদনন্তরং ॥ ১১ ॥
পুংস্ত্বপ্রাপ্তিশ্চ ভূপানাং কল্কের্দর্শনমাত্রতঃ।
অনন্তাগমনং রাজ্ঞা সংবাদস্তেন সংসদি ॥ ১২ ॥
ষণ্ডত্বাদাত্মনো জন্ম কর্ম্ম চাত্র শিবস্তবঃ।
মৃতে পিতরি তদ্বিষ্ণোঃ ক্ষেত্রে মায়া প্রদর্শনং ॥১৩ ॥
অত্রাখ্যানমনন্তস্য জ্ঞানবৈরাগ্যবৈভবং।
রাজ্ঞাং প্রয়াণং কল্কেশ্চ পদ্ময়া সহ শম্ভলে ॥ ১৪ ॥
বিশ্বকর্ম্মবিধানঞ্চ বসতিঃ পদ্ময়া সহ।
জ্ঞাতিভ্রাতৃসুহৃৎপুত্রৈঃ সেনাভির্বুদ্ধনিগ্রহঃ ॥ ১৫ ॥
কথিতশ্চাত্র তেষাঞ্চ স্ত্রীণাং সংযোধনাশ্রয়ঃ।
ততোঽত্র বালখিল্লানাং মুনীনাং স্বনিবেদনং ॥ ১৬ ॥

শুকের সমাগম, ১০ পদ্মাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশে কল্কির যাত্রা, জলক্রীড়া প্রসঙ্গে পদ্মার সহিত কল্কির সাক্ষাৎকার, পরে বিবাহ,১১ কল্কির দর্শনমাত্রে রাজগণের পুরুষত্ব প্রাপ্তি, পরে অনন্তের আগমন, সভাস্থলে রাজগণের সহিতঅনন্তের সংবাদ,১২ অনন্তের ষণ্ডরূপে জন্মকথন, শিবস্তব, তৎপরে অনন্তের পিতার মৃত্যুর পর বিষ্ণুক্ষেত্রে মায়া প্রদর্শন, ১৩ অনন্তের আখ্যান, অনন্তের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বৈভব রাজগণের প্রস্থান, পরে পদ্মার সহিত কল্কির শম্ভলে প্রস্থান।১৪ পরে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক শম্ভলে পুরীনির্ম্মাণ, তৎপরে পদ্মার সহিত জ্ঞাতি-গণের সহিত ভ্রাতৃগণের সহিত সুহৃদ্গণের সহিত তৎপুত্রগণের সহিত ও সেনাগণের সহিত কল্কির বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত পুরীতে বাস, পরে বৌদ্ধদমন।১৫ বৌদ্ধস্ত্রীগণের সংগ্রামযাত্রা পরে বালখিল্লনামক মুনি-গণের আগমন ও আত্মনিবেদন।১৬ সপুত্রা কুথোদরী নাম্নী রাক্ষসী

সপুত্রায়াঃ কুথোদর্য্যা বধশ্চাত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।
হরিদ্বারগতস্যাপি কল্কের্মুনিসমাগমঃ ॥১৭॥
সূর্য্যবংশস্য কথনং সোমস্য চ বিধানতঃ।
শ্রীরামচরিতং চারু সূর্য্যবংশানুবর্ণনে ॥১৮॥
দেবাপেশ্চ মরোঃ সঙ্গো যুদ্ধায়াত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাঘোরবনে কোক-বিকোকবিনিপাতম্ ॥ ১৯ ॥
ভল্লাটগমনং তত্র শয্যাকর্ণাদিভিঃ সহ।
যুদ্ধং শশিধ্বজেনাত্র সুশান্তাভক্তিকীর্ত্তনম্ ॥ ২০ ॥
যুদ্ধে কল্কেরানয়নং ধর্ম্মস্য চ কৃতস্য চ।
সুশান্তায়াঃ স্তবস্তত্র রমোদ্বাহস্তু কল্কিনা ॥ ২১ ॥
সভায়াং পূর্ব্বকথনং নিজগৃধ্রত্বকারণম্।
মোক্ষঃ শশিধ্বজস্যাত্র ভক্তিপ্রার্থয়িতুর্বিভোঃ ॥ ২২ ॥
বিষকন্যামোচনঞ্চ নৃপাণামভিষেচনম্।
মায়াস্তবঃ শম্ভলেষু নানাযজ্ঞাদিসাধনম্ ॥ ২৩ ॥

বধ, হরিদ্বারগত কল্কির সহিত মুনিগণের সমাগম।১৭ পরে সূর্য্যবংশ বর্ণন চন্দ্রবংশ বর্ণন, সূর্য্যবংশ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে শ্রীরামচরিত কথন, ১৮ সংগ্রামের নিমিত্ত মরু ও দেবাপির সমাগম, পরে মহাঘোর কোক-বিকোক বধ, ১৯ কল্কির ভল্লাট নগরে গমন, শয্যাকর্ণ প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম, রাজা শশিধ্বজের সহিত কল্কির যুদ্ধ, সুশান্তার ভক্তি কীর্ত্তন, ২০ অনন্তর সংগ্রামভূমি হইতে কল্কির ধর্ম্মের ও সত্যযুগের আনয়ন, সুশান্তাকৃত কল্কিস্তব, সেই স্থানে কল্কির সহিত রমার বিবাহ ২১। সভামধ্যে শশিধ্বজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন, আপনার গৃধ্রত্বের কারণ বিভু কল্কির নিকট ভক্তিপ্রার্থী শশিধ্বজের মোক্ষলাভ, ২২ তৎপরে বিষকন্যা মোচন রাজগণের অভিষেক, পরে মায়াস্তব, তৎপরে

নারদাৎ বিষ্ণুযশসো মোক্ষশ্চাত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।
কৃতধর্ম্মপ্রবৃত্তিশ্চ রুক্মিণীব্রতকীর্ত্তনম্॥ ২৪॥
ততো বিহারঃ কল্কেশ্চ পুত্রপৌত্রাদিসম্ভবঃ।
কথিতো দেবগন্ধর্ব্বগণাগমনমত্র হি॥ ২৫॥
ততো বৈকুণ্ঠগমনং বিষ্ণোঃ কল্কেরিহোদিতম্।
শুকপ্রস্থানমুচিতং কথয়িত্বা কথাঃ শুভাঃ॥ ২৬॥
গঙ্গাস্তোত্রমিহ প্রোক্তং পুরাণে মুনিসম্মতম্।
জগতামানন্দকরং পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ ২৭॥
সকল্কসিদ্ধিদং শ্লোকৈঃ ষট্সহস্রং শতাধিকম্।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বানাং সারং শ্রুতিমনোহরম্॥ ২৮॥
চতুর্ব্বর্গপ্রদং কল্কিপুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্।
প্রলয়ান্তে হরিমুখাৎ নিঃসৃতং লোকবিস্তৃতম্॥ ২৯॥

শম্ভলগ্রামে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান.২৩ তৎপরে নারদ হইতে বিষ্ণুযশার মোক্ষ, সত্যযুগ-ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, রুক্মিণীব্রত কীর্ত্তন, ২৪ অনন্তর কল্কির বিহার, কল্কির পুত্রপৌত্র প্রভৃতির উৎপত্তি. পরে শম্ভল গ্রামে দেব গন্ধর্ব্বগণের আগমন, ২৫ অনন্তর বিষ্ণু কল্কির বৈকুণ্ঠ গমন কথিত হইয়াছে। এই সমুদায় কথা বলিয়া শুকদেবের প্রস্থান, ২৬ পরে এই পুরাণে মুনিসম্মত গঙ্গাস্তব কথিত হইয়াছে।

এই কল্কিপুরাণ সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর বংশানুচরিত, এই পঞ্চলক্ষণ সম্পন্ন ও ইহা জগতের আনন্দসন্দোহ জনক।২৭ যাহারা কলিকলুষ দ্বারা পূর্ণ, এতৎশ্রবণে তাহাদিগেরও সিদ্ধি লাভ হয়। ইহাতে ছয় সহস্র একশত শ্লোক আছে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বের সার। এতৎশ্রবণমাত্রে লোকের মনোহরণ হয়।২৮ কথিত আছে যে, এই কল্কিপুরাণ হইতে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রলয়াবসানে

অহো ব্যাসেন কথিতং দ্বিজরূপেণ ভূতলে।
বিষ্ণোঃ কল্কের্ভগবতঃ প্রভাবং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩০ ॥
যে ভক্ত্যাত্র পুরাণসারমমলং শ্রীবিষ্ণুভাবাপ্লুতং
শৃণ্বন্তীহ বদন্তি সাধুসদসি ক্ষেত্রে সুতীর্থাশ্রমে।
দত্ত্বা গাং তুরগং গজং গজবরং স্বর্ণং দ্বিজায়াদরাৎ
বস্ত্রালঙ্করণৈঃ প্রপূজ্য বিধিবৎ মুক্তাস্ত এবোত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥
শ্রুত্বা বিধানং বিধিবৎ ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ।
ক্ষত্রিয়ো ভূপতির্বৈশ্যো ধনী শূদ্রো মহান্ ভবেৎ ॥ ৩২ ॥
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং পঠনাৎ শ্রবণাদপি ॥ ৩৩ ॥

ইহা হরির মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া জগতে বিস্তৃত হইয়াছে।২৯

ভগবান্ বেদব্যাস দ্বিজরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া এই পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে বিষ্ণুরূপ ভগবান্ কল্কির পরম অদ্ভুত প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে।৩০

যে সকল ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে পুণ্য আশ্রমে বা সাধু সমাজে ব্রাহ্মণকে সমাদরপূর্ব্বক গো অশ্ব গর্দ্দভ ও সুবর্ণ দান করিয়া এবং বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধানে ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুভাবে প্লাবিত এইসুনির্ম্মল পুরাণসার শ্রবণকরিবে বা পাঠ করিবে তাহারাই মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠও তাহারাই মোক্ষপদ লাভ করিবে।৩১

এই কল্কিপুরাণ যথাবিধানে শ্রবণ করিলে, ব্রাহ্মণ বেদপারগ হন, ক্ষত্রিয় ভূপাল হন, বৈশ্য ধনবান্ হন, শূদ্র মহাপুরুষ হইয়া থাকেন।৩২

এই কলকিপুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে, পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে, ধনাকাঙ্ক্ষী ধন প্রাপ্ত হয় ও বিদ্যাভিলাষী বিদ্যা উপার্জ্জন করে।৩৩

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানং লোমহর্ষণজো মুনিঃ।
শ্রাবয়িত্বা মুনীন্ ভক্ত্যা যযৌ তীর্থাটনাদৃতঃ॥ ৩৪ ॥
শৌনকো মুনিভিঃ সার্দ্ধং সূতমামন্ত্র্য ধর্ম্মবিৎ।
পুণ্যারণ্যে হরিং ধ্যাত্বা ব্রহ্ম প্রাপ স যোগবিৎ॥ ৩৫ ॥
লোমহর্ষণজং সর্ব্বপুরাণজ্ঞং যতব্রতং।
ব্যাসশিষ্যং মুনিবরং তং সূতং প্রণমাম্যহং॥ ৩৬ ॥
আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি [illegible] পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥ ৩৭ ॥
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥ ৩৮ ॥

সজলজলদদেহো বাতবেগৈকবাহঃ
করধৃতকরবালঃ সর্ব্বলোকৈকপালঃ।

মুনি লোমহর্ষণ পুত্র ভক্তিপূর্ব্বক মহর্ষিগণকে এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করাইয়া তীর্থপর্য্যটনের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।৩৪ যোগশাস্ত্র বিশারদ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি শৌনক, মুনিগণ সমভিব্যাহারে উগ্রশ্রবার সহিত সম্ভাষণ করিয়া পবিত্র. নৈমিষারণ্য মধ্যে হরিকে ধ্যান করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন।৩৫

আমি সর্ব্বপুরাণজ্ঞ যত ব্রত ব্যাসশিষ্য মুনিবর লোমহর্ষণ সুতকে প্রণাম করি।৩৬

সমুদায় শাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক ভূয়োভূয় বিচার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে যে, সর্ব্বদা নারায়ণের ধ্যান করিবে।৩৭

বেদ রামায়ণ, ভারত ও পুরাণে, আদি অন্ত ও মধ্যে সর্ব্বত্রই হরিনাম কীর্ত্তিত আছে।৩৮

যিনি সজল জলদ সদৃশ দেহ কান্তি সম্পন্ন, যাঁহার বাহন বায়ুর

কলিকুলবলহন্তা সত্যধর্ম্মপ্রণেতা
কলয়তু কুশলং বঃ কল্কিরূপঃ স ভূপঃ ।। ৩৯ ।।

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে
তৃতীয়াংশে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।
কল্কিপুরাণং সম্পূর্ণম্।

ন্যায় বেগশালী যিনি কর দ্বারা তরবারি ধারণপূর্ব্বক সমুদায় লোককে রক্ষা করেন, যিনি কলির সৈন্যসমূহ সংহার করিয়া, সত্য ধর্ম্ম স্থাপন করেন, সেই কল্কিরূপ ভূপাল তোমাদিগের কুশল করুন। ৩৯

কলকিপুরাণ তৃতীয়াংশ একবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
কল্কিপুরাণানুবাদ
সম্পূর্ণ।

Published by
Jogendranath Bondyopadhyaya
Bagh Bazar, Calcutta.

সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী।

নত্বা শ্রীগুরুপাদাব্জং তনোতি গুরুকিঙ্করঃ
শ্রীসর্ব্বানন্দনাথস্য সর্ব্বানন্দ-তরঙ্গিণীং। ১

অথ নির্ব্বিঘ্নগ্রন্থপরিসমাপ্তিকামনয়া আদৌ সর্ব্বমঙ্গল স্বরূপং পিতৃরূপং নিজগুরুমভিবাদয়তি নত্বেত্যাদিনা শ্রীগুরুঃ সর্ব্বানন্দঃ মন্ত্রদাতৃত্বাৎ। তস্য পাদপদ্মং নত্বা তস্যৈব সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে আনন্দঃ শান্তিঃ সএব তরঙ্গ ইব স যস্যামস্তীতি তাং কথাং বিস্তরেণ কথয়তি ইত্যর্থঃ॥ শিবনাথ ইতিশেষঃ মহাপুরুষাণাং বিষয়মোহা-ভাবাৎ সর্ব্ববিষয়েষু তেষামানন্দো বিদ্যমান এবেতিভাবঃ। ১

স্থূলং সূক্ষ্মং তথা তেজস্ত্রিবিধং শিবভাষিতং।
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুং সূক্ষ্মং সর্ব্বকারণকারণং॥ ২
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ং।
তদ্রূপং যোগিভির্ধ্যেয়ং চন্দ্রে পক্ষদ্বয়ং যথা॥ ৩

ইদানীং অভিনন্দিত-পাদপদ্মং গুরুং বিশেষেণ লক্ষয়তি স্থূল-মিত্যাদিনা। যস্য কিল গুরোঃ পাদপদ্মং নমস্কৃতং স পুনঃ কথ-ম্ভূতঃ ইত্যাহ সচ ত্রিবিধঃ স্থূলাদি ভেদাৎ ইতি শিবেন ভাষিতং কথিতমিত্যর্থঃ। ইদানীং গুরোঃ স্বরূপং নির্দ্দিশতি ব্রহ্মরন্ধ্র ইত্যাদি শিরঃস্থ সহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গতেহালক্ষমণ্ডল ইতিভাবঃ। অত্র সূক্ষ্মং দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ। নতু সূক্ষ্মত্বেনাভিধেয়ং। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যানি কারণানি ব্রহ্মাদয় স্তেষামপি কারণং। অনাদ্যাদি কারণ-মিতিভাবঃ। তথাচ 'দ্যাবা ভূমী জনয়ন্ দেবএক আস্তে' ইতি শ্রুতিঃ। অতএব শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্মস্বরূপমিতি যাবৎ। এবং-ভূতস্য অবাঙ্‌মনসগোচরত্বাৎ কথং সাধকৈরারাধ্যং ইত্যত আহ হংস ইত্যাদি। হংস ইত্যজপামন্ত্রাত্মকমিতিভাবঃ। যথা

শুক্লকৃষ্ণভেদেন চন্দ্রমসি পক্ষদ্বয়ং তথাঽজপারূপস্যাপি পর ব্রহ্মণঃ হংকারসঃকাররূপং প্রকৃতিপুরুষাত্মকং পক্ষদ্বয়মিতিভাবঃ। বিদ্ধিশেষঃ। তথাচ 'হংকারঃ শিবরূপঃ স্যাৎ সঃকারঃ শক্তিরূপধৃক্'। 'ইতি স্বরোদয়ঃ।

ইদানীং প্রসঙ্গাৎ তস্য পরমাত্মরূপস্য গুরোর্ধ্যানং ব্যাচষ্টে সজ্জনানাং প্রবোধায় ব্রহ্মানন্দমিতি।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং॥ ৪
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি। ৫

ভাষ্যং। এবম্ভূতং সদ্গুরুং অহং নমামি প্রভুত্বেন স্বীকরোমি। ব্রহ্মানন্দ স্বরূপং। তথাচ 'গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' ইতি গুরুগীতা। 'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতি' ইত্যুত্তর গীতা। পরমমুৎকৃষ্টং সুখং অবিনাশ্য সুখমিতি যাবৎ। তং দদাতীতি তং। তথাহি কৈবল্যলক্ষণযুক্তং অতএব জ্ঞানমেব মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্যেতি তং। দ্বন্দ্বং প্রকৃতিপুরুষৌ তাভ্যামতীতং অনির্ব্বচনীয়ং। গগনমিব দৃশ্যতে যঃ নির্ম্মলত্বাৎ সদা বিদ্যমানত্বাৎ সর্ব্বব্যাপিত্বাচ্চ। তৎপুনঃ কেনোপায়েন বোধ্যং ইত্যাহ তত্ত্বমসি ওঁতৎ সদিত্যাদিমহাবাক্যজন্য জ্ঞানবিষয়মিত্যর্থঃ। একং স্বজাতীয়বিজাতীয়ভেদরহিতমিত্যর্থঃ। তথাচ 'একমেবাদ্বিতীয়ং'। ইতি শ্রুতিঃ। নিত্যং উৎপত্তিবিনাশরহিতমিতি যাবৎ। বিগতো গুণাদ্যুপাধি র্যস্মাৎ নিলিপ্তত্বাৎ। ন চলতি প্রয়োজনাভাবাদিত্যচলং। সর্ব্বদা সর্ব্বেষু সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকালেষু সাক্ষিভূতং অভ্রান্তবিদ্যমানত্বাৎ। ভাবস্তু ত্রিবিধঃ আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকভেদাৎ। তস্মাদতীতং তুরীয়স্বরূপমিতিভাবঃ ত্রয়াণাং গুণানাং সমাহারঃ তেন রহিতং অবাধিতমিতিভাবঃ। (অথ ব্রহ্মরন্ধ্রে তেজোরূপং কারণগুরুং সংপ্রোচ্য তস্যৈব গুরোঃ সূক্ষ্মস্বরূপং নিরূপয়িতুং স্থাননির্দ্ধাচনপূর্ব্বকং তমেব বিবৃণোতি)।

এতদপি ধ্যানান্তরং। নিত্যমিতিনিরঞ্জনান্তানাং (প্রত্যেকং বিশেষণং)

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাষং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
নিত্যবোধচিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহং। ৬
হৃদ্যম্বুজেঽপি তদ্বিম্বং তেজোরূপং সনাতনং।
স্ব বিম্বং স্বয়মালোক্য সোহং সোহং পুনঃ পুনঃ
তদা হংসোহংস ইতি সহস্রাণ্যেকবিংশতিং। ৭॥
ষট্ শতানি দিবারাত্রৌ ভ্রান্তো জীবঃ স্বয়ং জপেৎ
হংসঃ সোহমিতি জ্ঞাত্বা সোহং ব্যঞ্জনহীনতঃ। ৮
ওঁকারব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং। ৯
বদামি তৎ পরংব্রহ্ম বাচ্যরূপং তমীশ্বরং।
নাদবিন্দুকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ১০

নিত্যং অক্ষয়োদয়ং শুদ্ধং পবিত্রং নবিদ্যতে আভাষঃ প্রকাশকো স্য স্বয়ং প্রকাশরূপত্বাৎ। নি র্ বিদ্যতে বিকারাঃ উৎপত্তি বৃদ্ধি প্রভৃতয়ঃ ষড়্বিকারা যস্যেতি ভাবঃ।নি র্ বিদ্যতে হঞ্জনং শ্বেতপীতাদ্যুপাধি র্যত্র তং। গগনসদৃশত্বাৎ সাদৃশ্যং পুনঃ সশব্দং জ্ঞেয়ং আকাশং নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে ইতি পুনশ্চ নিত্যজ্ঞানবিষয়ং। সত্তো চিদানন্দৌ যস্য তথোক্তং। সর্ব্বত্রৈব নমামীত্যস্য কর্ম্মণি দ্বিতীয়া ইতি। ব্রহ্মরূপং তেজোময়ং সর্ব্বকারণকারণরূপং কারণ প্রতিবিম্ব রূপং স্বগুরুং নির্দ্দিশতি হৃদ্যম্বুজেঽপীতি।

হৃদয়ে যৎপদ্মং অনাহতাখ্যমিতি যাবৎ তস্মিন্। তস্য তেজোরূপিণো গুরোঃ বিম্বং প্রতিবিম্বং অতএব তেজোরূপং সনাতনং নিত্যমিত্যর্থঃ। সচ জীবরূপ ইতি ভাবঃ। তথাচ যদা জীবঃ স্ববিম্বং স্বয়মেব দৃষ্ট্বা হংসঃ পুনঃ সোহং সোহং ইতি কারণাভিমানী ভবতি তদৈব ভ্রান্তঃ সন্ হংসোহংস ইত্যজপামন্ত্রং দিবারাত্রৌ ষট্ শতাধিকৈকবিংশতিবারং জপেৎ। এতত্তু ভ্রান্তজীবস্য লক্ষণং। পুনঃ কেনাভ্রান্তঃ ভবতি ইত্যাশঙ্কয়া আহ তদেতি।. হংসঃ

সোহং ইত্যনুলোমবিলোমাভ্যাং ভ্রান্তএব জপতি। ততস্তু জীবঃ হংস এব সোহমিতি জ্ঞাত্বা তস্য ব্যঞ্জনহীনতঃ পুনঃ ওঁকারস্বরূপং তেনৈব রূপেণ সচরাচরত্রৈলোক্যংব্যাপ্তং পূরিতমিতি। তদেব ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিত্যাহ। তদেব বাচ্যরূপংপদার্থানাং সাধর্ম্ম্যরূপং ঈশ্বরং নাদ বিন্দুকলাতীতং গুরুমেব পরং ব্রহ্মবদামি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ তমেব প্রভুত্বেন জানামি। ১০

হৃদ্যম্বুজে কর্ণিকামধ্যসংস্থং
সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমূর্ত্তিং
ধ্যায়েদ্গুরুং চন্দ্রকলাবতংসং
সচ্চিৎ সুখাভীষ্টবরপ্রদানং। ১১।

তেজোরূপং সর্ব্বকারণরূপং গুরুং নির্ব্বাচ্যানন্তরং তমেব সূক্ষ্ম রূপেণ নিরূপয়তি। হৃদ্যম্বুজেহপীতি।

হৃদি হৃদয়ে স্থিতং যৎ অম্বুজং পদ্মং অনাহতাভিধানং তস্মি কর্ণিকায়া মধ্যং তত্র তিষ্ঠতি তং সূক্ষ্মরূপং গুরুং নিত্যং ভজা সেব্যত্বেন জানামি তং পুনঃ কথম্ভূতং। তত্র কর্ণিকামধ্যে যৎ রত্ন সিহাসনং তত্র সংস্থিতা দিব্যা মূর্ত্তি র্যস্য তমিতি। পুনঃ চন্দ্রস্যকল অংশঃ সাএব অবতংসং ভূষণং যস্য তমিতি। পুনঃ সৎ নিত্যং চি জ্ঞানং সুখং শান্তিঃ অভীষ্টং ঈপ্সিতং বরঞ্চ প্রদদাতি তং গুরু ধ্যায়েৎ সাধক ইতি শেষঃ। ১১।

শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং।
মুক্তাফলা ভূষিতদিব্যমূর্ত্তিং।
বামাঙ্গপীঠস্থিতদিব্যশক্তিং।
মন্দস্মিতং পূর্ণ কৃপানিদানং। ১২

ইদানীং বিশেষবিজ্ঞানার্থং ধ্যানান্তরং নির্দ্দিশতি শ্বেতাম্বর মিত্যাদি। শ্বেতং শুক্লবর্ণং অম্বরং যস্য পুনঃ শ্বেতঃ বিলেপশ্চন্দনং তেন যুক্তং সুসজ্জিতমিত্যর্থঃ। মুক্তা রত্নবিশেষঃ সাএব ফলমিতি তেন আভূষিতা দিব্যা মূর্ত্তি র্যস্য ইতি। বামাঙ্গং বামোরুঃ তদেব পীঠ

আসনং তত্র স্থিতা দিব্যা নিরুপমা শক্তি র্যস্যেতি তমিতি। মন যথা স্যাৎ তথা স্মিত ঈষদ্ধসিত স্তমিতি। মন্দহাসলক্ষণং পূর্ণানন মিতি ভাবঃ। তথা সংপূর্ণদয়ায়া আদি কারণং। নিধানমিতি পক্ষে তাং ধারয়তি ইতি বিশেষঃ। ১২।

আনন্দ মানন্দ করং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং
যোগীন্দ্রমিড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি ১৩।

স্বয়মানন্দস্বরূপং আনন্দকর্ত্তারং চ। নিত্যানন্দাভিলাষিণাং মুমুক্ষূণ স এব নিত্যানন্দং প্রদদাতীতি ভাবঃ। তথা চ আনন্দং ব্রহ্মণে রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতমিতি। অতএব জ্ঞানমেব স্বরূপং স্বভাবে যস্য তথা নিজবোধযুক্তং আত্মজ্ঞানবন্তমিত্যর্থঃ। তথা যোগিনা ইন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ আদিযোগীতি ভাবঃ তং। তথাচ সতপোহপ্যত তপস্তপ্ত সর্ব্বমিদম সৃজদিতি যদিদং কিঞ্চেতি। ঈড্যতে স্তূয়তেহসাবিতি তং দেবাদিভিরিতি শেষঃ। ভবতীতি ভবঃ সংসারএব রোগঃ বিকার তস্য রোগস্য সম্বন্ধে বৈদ্যমিব জ্ঞানৌষধপ্রদাতৃত্বাৎ ইত্থং সূক্ষ্ম রূপিণং শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমেবাহং নতোহস্মি ইত্যর্থঃ। ১৩।

স্থূলং মন্ত্রপ্রদং বাহ্যে পূজনীয়ং দ্বিবাহুকং
যদাজ্ঞয়া সূক্ষ্মতেজোরূপং যুগ্মং প্রকাশিতং। ১৪

অনন্তরং গুরোঃ স্থূলরূপং নিরূপ্যতে স্থূলমিত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বস্থাদ্বয়ং কিল অন্তর্গোচরং নতু ইন্দ্রিয়াদি গোচরং অতএ তস্য গুরোর্বাহ্যজ্ঞানেন তমেব শ্রীগুরুং বাহ্যস্বরূপেণ নিরূপ্যতে বাহ্যে বাহ্যাবস্থায়াং যঃ কৃপয়া মন্ত্রং দদাতি। যদাজ্ঞয়া সাধনাদিব প্রাপ্তং পুরুষেণেতি ভাবঃ। চরণবন্দনাদিনা পূজিতো যস্তং দ্বিবাহ যুক্তং। যস্য গুরোরাজ্ঞয়া হনুমত্যা পূর্ব্বোক্তং রূপদ্বয়ং প্রকাশিত সাধকানামিতি শেষঃ। ১৪।

স্থূলো বহি র্যোহিমন্ত্রপ্রদাতা জ্ঞানপ্রদাতা কলুষাপহর্ত্তা
মোহান্ধনাশে জগদেকভানু স্ত্রয়োদশ ব্যক্তগুণৈঃ প্রযুক্তঃ।১

কল্মুষাপহর্ত্তা ইত্যন্তং সুগমং। মোহোঽজ্ঞানং সএবান্ধকারঃ জগতি স্থূলব্রহ্মাণ্ডে অন্ধকারনাশে একঃ দ্বিতীয়রহিতঃ সূর্য্য ইব ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ জগতি অন্ধকারনাশে যথা একঃ সূর্য্য এব কর্ত্তা তথা অস্মিন্ দেহেঽপি অনাত্মনি অহমিত্যজ্ঞানরূপান্ধকারনাশে বাহ্যে স্থূলগুরুরেব কর্ত্তা নান্যোঽস্তীতি ভাবঃ। ত্রয়োদশগুণা যথা শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দ্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥ আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ গুরুরিত্যভিধীয়তে। অন্যচ্চ 'উদ্ধর্ত্তুং-শ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো. ব্রাহ্মণোত্তমঃ। তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে। (১৫)

শ্রীসর্ব্বানন্দনাথোঽসৌ বঙ্গে মেহারসংজ্ঞকে
তপ্ত্বাপশ্যত্ পদাম্ভোজং ভবান্যাঃ পরমেশ্বরঃ। ১৬

অথ গুরুত্রয়ং নমস্কৃত্য প্রকৃতমনুস্মরতি শ্রীসর্ব্বানন্দ নাথ-ইত্যাদি।

অসৌ বর্ণনীয়-চরিতঃ, পরমেশ্বরঃ পরমশিবঃ পাশমুক্তত্বাৎ তথাহি পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশ মুক্তঃ সদাশিবঃ। ঘৃণালজ্জা ভয়ং ক্রোধো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী। কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ভয়াশঙ্কে ইতি চ পাঠঃ। আশঙ্কা সন্দেহঃ। ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ঈশানঃ শঙ্করশ্চন্দ্র শেখর ইত্যমরঃ।) পরমেশ্বর মিতি পাঠে তু পরং শ্রেষ্ঠং ঐশ্বরং ঈশ্বরীসম্বন্ধি পদাম্ভোজ মিত্যন্বয়ঃ। শ্রীসর্ব্বানন্দনাথঃ (সর্ব্বেষু বিষয়েষু আনন্দো যস্য অসৌ সর্ব্বানন্দঃ, মহান্তঃ পুরুষাঃ সর্ব্বানপি বিষয়ান্ আনন্দপ্রদান্ মন্যন্তে. তেষাং দুঃখাভাবাৎ। যদ্বা, সর্ব্বেষু কালেষু আনন্দো যস্য অসৌ সর্ব্বানন্দঃ সদানন্দিত-চিত্তত্বাৎ। যদ্বা, সর্ব্বাসু বিদ্যাসু কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাসু ইষ্টাসু আনন্দঃ দর্শনজনিত আহ্লাদো যস্য, সঃ সর্ব্বানন্দঃ। সর্ব্বানন্দ এব নাথ ইতি সর্ব্বানন্দনাথঃ। শ্রিয়া শ্রীযুক্তো বা সর্ব্বানন্দনাথঃ ইতি শ্রীসর্ব্বানন্দনাথঃ। জীবিতস্য নাম্নঃ পূর্ব্বত্র শ্রীশব্দ-সংযোগো ন তু মৃতস্য, ইতি বঙ্গীয়রীত্যনুকূলং বচনং যে বদন্তি তে ন সঙ্গত মাহুঃ, যতঃ মৃতস্য নাম্নঃ পূর্ব্বত্রাপি শ্রীসংযোগো দৃশ্যতে। যথা

শ্রীদুর্গাদাস কৃতায়া মিতি। অথবা, মহাত্মনাং সিদ্ধানাং চিরমে জীবনং নাস্তি কদাপি মরণমিতি। বস্তুতস্তু শ্রীশব্দো মাঙ্গলিকঃ অতএব জীবিতস্য মৃতস্য চ নাম্নঃ পূর্ব্বং অস্য প্রয়োগো ভবেৎ মাঙ্গলিকত্বাৎ ভারবিরপি প্রত্যেক মধ্যায়স্য প্রারম্ভে শ্রীশব্দ প্রযুক্তবান্। যথা—শ্রিয়ঃ কুরূণামধিপস্য পালনীং। শ্রিয়ঃ পতিঃ শ্রীপতি রিত্যাদি।) বঙ্গে বঙ্গদেশে মেহার সংজ্ঞকে মেহারনাম্নি স্থানে তপ্ত্বা তপঃকৃত্বা ভবান্যাঃ ভবস্য শিবস্য পত্ন্যাঃ ভগবত্যাঃ পদাম্ভোজং অপশ্যৎ ঐক্ষত দৃষ্টবান্ ইত্যর্থঃ।

ব্যক্তো যেন কৃতঃ কাশ্যাং বীরাচারঃ সুগুহ্যকঃ।
তদ্বৃত্তং কথয়াম্যদ্য নত্বা তদ্বংশজান্ গুরূন্। ১৭

যেন সর্ব্বনন্দনাথেন কাশ্যাং বারাণস্যাং সুগুহ্যকঃ অতিশয়েন গোপনীয়ঃ বীরাচারঃ আগমোক্তাচারবিশেষঃ ব্যক্তঃ প্রকাশিতঃ কৃতঃ। সুগুহ্যকত্বাৎ বীরাচারবিবরণ মত্র ন প্রকাশিতম্। সর্ব্বৈ-গুরুমুখাৎ জ্ঞাতব্যম্। তদ্বংশজান্ সর্ব্বানন্দ-বংশোৎপন্নান্ গুরূন্ পূজ্যান্ জনান্ নত্বা প্রণিপত্য। এতেন নমস্কারেণ শ্রীসর্ব্বানন্দাত্মজ শিবনাথ রচনেয়ং ন প্রতীয়তে, যতঃ সর্ব্বানন্দবংশোদ্ভূতানাং মধ্যে কোঽপি ন শিবনাথস্য গুরুর্ভবিতু মর্হতি তস্য জ্যেষ্ঠপুত্রত্বাৎ। অতএব কেনাপি শিষ্যেণ প্রণীতা মিমাং সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণীং মন্যন্তে হন্যে জ্ঞানিনঃ। তন্ন যুক্তম্। শিবনাথস্যাপি সিদ্ধত্বেন তস্মিন্ কাপট্যারোপস্য বংশনাশভিয়া অযুক্তিসিদ্ধত্বাৎ। বস্তুতস্তু অত্র যচ্ছ-ব্দেন সর্ব্বানন্দস্য পিতামহো বাসুদেব উচ্যতে, জন্মান্তরভেদা স্মরণ পূর্ব্বক প্রকৃত-ব্যক্তি স্মরণাৎ। যদ্বা, সঃ বংশজঃ যেষাং তান্, সর্ব্বা-নন্দনাথঃ যেষাং মহাত্মনাং বংশোৎপন্নঃ, তান্ পূর্ব্বপুরুষান্ নত্বা। তদ্‌বংশীয়ান্ গুরূন্ ইতিপাঠে সর্ব্বানন্দ বংশ জাতানাং গুরুদেবান্ শিব মিত্যর্থঃ। বহুবচনং গৌরবার্থং। শিবস্য গুরুত্বে প্রমাণং যথা। মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তো মন্ত্রশ্চ পরমোগুরুঃ। পরাৎপর গুরুস্ত্বংহি পরমেষ্ঠী ত্বহংপ্রিয়ে। ইত্যাগম বচনাৎ শিবস্য পরমেষ্ঠি গুরুত্বেন ন দোষঃ।

অদ্য তদ্বৃত্তং তস্য সর্ব্বানন্দনাথস্য পূর্ব্বজন্ম সহিত সিদ্ধিলাভ জন্মনঃ বিবরণং কথয়ামি বদামি অহমিতিশেষঃ।

দাসাখ্যো নাম রাজাভূ ন্মেহারে রাজ্যপালকঃ।
শ্রীমান্ যশস্বী ধর্ম্মাত্মা স্বেষ্টভক্তি-পরায়ণঃ॥

রাজ্যপালকঃ স্বরাজ্য পালনতৎপরঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মীবান্ এতেনাস্য রাজ্যে বিঘ্নাভাবঃ সূচিতঃ। শ্রীমান্ সুন্দরাকারোবা। যশস্বী কীর্ত্তিমান্ ধর্ম্মাত্মা ধার্ম্মিকঃ স্বেষ্টভক্তিপরায়ণঃ আত্মন ইষ্টদেবে অতিশয়েন ভক্তিমান্ দাসাখ্যঃ দাসোপাধিকঃ রাজা নৃপতিঃ মেহারে বঙ্গান্তর্ব্বর্ত্তিনি মেহার নাম্নি স্থানে অভুৎ। নামেতি প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা।

একদা দণ্ডিনাং স্বামী হিত্বা বারাণসীং পুরীং।
তীর্থপর্য্যটনার্থায় মেহারে সোঽপ্যুপস্থিতঃ। ১৯

একদা একস্মিন্‌কালে দণ্ডিনাং স্বামী দণ্ডিশ্রেষ্ঠঃ বারাণসীং কাশীং নাম পুরীং হিত্বা ত্যক্ত্বা, তীর্থপর্য্যটনার্থায় তীর্থভ্রমণং কর্ত্তুং বহির্জ্জগামেতি শেষঃ। সঃ দণ্ডিস্বামী অপি মেহারে উপস্থিতঃ আজগাম।

দাসস্তং দণ্ডিনং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বা পদাম্বুজম্।
অপৃচ্ছদ্ ভক্তিভাবেন তস্যাগমনকারণম্। ২০

দাসঃ দাসোপাধিকঃ মেহাররাজঃ তং পূর্ব্বোক্তং দণ্ডিনং দৃষ্ট্বা অবলোক্য ভক্ত্যা ভক্তিপূর্ব্বকম্ পদাম্বুজং পাদপদ্মং নত্বা প্রণিপত্য তস্য দণ্ডিনঃ আগমন কারণং আগমন হেতুং ভক্তিভাবেন ভক্ত্যা অপৃচ্ছৎ জিজ্ঞাসিতবান্।

রাজোবাচ। অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা ক্রিয়া।
অনায়াসেন যত্ প্রাপ্তং বাঞ্ছাতীতং পদাম্বুজং। ২১

যৎ যস্মাদ্ধেতোঃ অনায়াসেন অক্লেশেন বাঞ্ছাতীতং বাসনাতিগতং পদাম্বুজং পাদপাদ্মং ভবতঃ ইতিশেষঃ, প্রাপ্তং লব্ধং,

ভগবন্ সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ।
অবিমুক্ত পুরীং ত্যক্ত্বা কথমন্যত্র গচ্ছসি॥ ২২

সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কাশীবাসাদি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রেষু নিপুণ ভো ভগবন্! ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণসম্পন্ন! অবিমুক্ত পুরীং বারাণসীং (ন বিমুক্তং শিবাভ্যাং যদবিমুক্তং ততো বিদুরিত্যুক্তেঃ।) ত্যক্ত্বা কথং অন্যত্র অন্যস্মিন্ স্থানে গচ্ছসি যাসি ত্বমিতি শেষঃ।

শ্রীদণ্ড্যুবাচ।

শ্রীমান্ দণ্ডী দণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক সংসারাশ্রম পরিত্যাগিযোগিবিশেষঃ উবাচ অবধূত ইত্যাদি চন্দ্রশেখরং ইত্যন্তং শ্লোক চতুষ্টয়ং কথয়ামাস।

অবধূতো দুরাচারো মধুমাংস প্রলুব্ধকঃ।
বিহরেৎ সর্ব্বদা কাশ্যাং বঙ্গজো বিপ্রনন্দনঃ॥ ২৩

অবধূতঃ সন্ন্যাসী সন্ মধুমাংসপ্রলুব্ধকঃ মদ্যমাংসয়োরতীব লোভযুক্তঃ অতঃ দুরাচারঃ দুর্ব্বৃত্তঃ, বঙ্গজঃ বঙ্গদেশজঃ বিপ্রনন্দনঃ ব্রাহ্মণপুত্রঃ সর্ব্বদা কাশ্যাং বারাণস্যাং বিহরেৎ পরিভ্রমেৎ। অবধূতাঃ সন্ন্যাসিভেদে। তে চ নিবৃত্তিমার্গাশ্রয়িণঃ, অতএব মদ্যমাংস-সেবনং তেষা মকর্ত্তব্যম্।

বেদাচারারতং মদ্যমাংস মৎস্যাশিনং সদা।
দৃষ্ট্বা তং তাড়সামাস্ম দুরাচার রতং বয়ম্॥ ২৪

বয়ং তং বঙ্গজং বিপ্রনন্দনং বেদাচারারতং বেদোক্তেষু আচারেষু অরতং অপ্রবৃত্তং; সদা সর্ব্বদা মদ্যমাংসমৎস্যাশিনং সুরাপায়িণং মৎস্যমাংসভোজিনং, তথা দুরাচাররতং অস্পৃশ্যান্নভোজিনং অস্থানে স্থাতারঞ্চ দৃষ্ট্বা অবলোক্য তাড়য়ামাস্ম অতাড়য়াম।

তদ্দিনাবধি চাস্মাকং পেয়ং ভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ।
মধুমাংসং প্রপশ্যাম স্তেন ত্যক্ত্বা পুরী মমূম্॥

বয়ঞ্চ দণ্ডিনঃ সর্ব্বে ভোগার্ত্তা স্তীর্থগামিনঃ।
তীর্থ-পর্য্যটনার্থায় গচ্ছামি চন্দ্রশেখরম্ ॥ ২৫

তদ্দিনাবধি তস্মাৎ দিনাৎ তদ্বিপ্রতাড়নবাসরাৎ আরভ্য অস্মাকং যৎ পেয়ং পানীয়ং ভোজ্যাদিকঞ্চ ভক্ষ্যাদিকঞ্চ তৎ মধু মদ্যং মাংসঞ্চ প্রপশ্যামঃ অবলোকয়ামঃ। যৎপানীয়ং তৎ মদ্য ভূতং যচ্চ ভোজ্যং তৎ মাংসভূতঞ্চ ঈক্ষামহে। তেন হেতুনা অমূম্ পুরীম্ বারাণসীং ত্যক্ত্বা বিহায় সর্ব্বে দণ্ডিনো বয়ঞ্চ ভোগার্ত্তাঃ সন্তঃ তীর্থগামিনঃ তীর্থান্তরযায়িনঃ ভবামঃ ইতি শেষঃ। অতএব অহং তীর্থ পর্য্যটনার্থায় চন্দ্রশেখরং স্বনাম প্রসিদ্ধং তীর্থং গচ্ছামি।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা।
প্রণম্য সহসা ভূমৌ রাজা বচন মব্রবীৎ ॥ ২৬

রাজা তস্য দণ্ডিন ইতি বচো বাক্যং শ্রুত্বা আকর্ণ্য ভক্ত্যা হেতু ভূতয়া গদ্গদয়া অস্পষ্টাক্ষরয়া গিরা বাচা সহসা ভূমৌ ভূতলে প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা গুরুমিতি শেষঃ। বচনং বাক্যং অব্রবীৎ অকথয়ৎ দণ্ডিন মিতি শেষঃ।

রাজোবাচ।

রাজা দাসাখ্যো নৃপতিঃ উবাচ কথয়ামাস।

মানিন্দ পরমানন্দং মদ্ গুরুং তং মহেশ্বরং।
শ্রীদেব্যাঃ কৃপয়াবিষ্টঃ সর্ব্বকর্ত্তা স সর্ব্বগঃ। ২৭

পরমানন্দং সতত মানন্দময়ং পাশমুক্তত্বাৎ তং পূর্ব্বোক্তং মহেশ্বরং শিবতুল্যং মদ্গুরুং মম দীক্ষাদাতারং মা নিন্দ। দুঃখ লেশ স্পর্শশূন্যস্য সততং আনন্দিত হৃদয়স্য পাশমুক্তত্বাৎ শিবতুল্যস্য মদীয় গুরুদেবস্য নিন্দা ত্বয়া কদাচিদপি ন কর্ত্তব্যা ইতি ভাবঃ। যতঃ স মদ্গুরুদেবঃ শ্রীদেব্যাঃ ভগবত্যাঃ কৃপয়া দয়য়া আবিষ্টঃ সংযুক্তঃ ব্যাপ্তঃ সন্ সর্ব্বগঃ সর্ব্বত্রগামী সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকর্ত্তা ইচ্ছয়া সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন ক্ষমঃ বভুব ইতি শেষঃ।

কালিকাদ্যাং মহাবিদ্যাং বীক্ষিতঃ সন্ বরান্বিতঃ।
মহাদেব্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ স তস্যা নিয়তঃ সুতঃ। ২৮

বরান্বিতঃ প্রাপ্তাভিলষিতবরঃ সন্ কালিকাদ্যাং মহাবিদ্যাং দশ মহাবিদ্যাঃ বীক্ষিতঃ দৃষ্টবান্ সঃ মদ্‌গুরুঃ মহাদেব্যাঃ ভগবত্যা ভবান্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ অঙ্গীকারেণ হেতুনা, তস্যাঃ মহাদেব্যাঃ নিয়তঃ সুতঃ পুত্রঃ, ন কদাচিদপি পুত্রান্যভাবো মদ্‌গুরৌ ভবান্যাবর্ত্ততে, ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। বীক্ষিত ইত্যত্র মহাপুরুষ বচনাৎ ঈক্ষধাতোঃ কর্ত্তরি ক্ত প্রত্যয়ো জ্ঞাতব্যঃ। যদ্বা, বীক্ষিতং বীক্ষণং, তদস্যাস্তীতি বীক্ষিতঃ অর্শাদিত্বাৎ অপ্রত্যয়ঃ। প্রতিজ্ঞায়া ইতি হেত্বর্থে পঞ্চমী।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য দণ্ডী বচনমব্রবীৎ।

শ্রীদণ্ড্যুবাচ।

কথং সিদ্ধিঃ কৃতা তেন তপো বা কিং কৃতং মহৎ।
প্রত্যক্ষা বা কথং ভূতাঃ কাল্যাদি জগদম্বিকাঃ।
তদ্বদস্ব মহারাজ যতস্ত্বং বেত্সি তত্ত্বতঃ। যুগ্মকং। ২৯

দণ্ডী তস্য রাজ্ঞঃ ইতি পূর্ব্বোক্তং বচো বাক্যং শ্রুত্বা আকর্ণ্য বচনং বক্ষ্যমাণং বাক্যং অব্রবীৎ কথিতবান্। দণ্ডিবচন মেতৎ। তেন ভবদ্‌গুরুণা কথং কেন প্রকারেণ সিদ্ধিঃ কৃতা, কিং মহৎ তপো বা কৃতং, কাল্যাদি জগদম্বিকাঃ কালী প্রভৃতয়ো জগন্মাতরঃ কথং বা প্রত্যক্ষা দৃষ্টিগোচরাঃ ভূতাঃ তস্যেতিশেষঃ। হে মহারাজ, ভূপাল, তৎসর্ব্বং বদস্ব কথয় ত্বমিতিশেষঃ। পরস্মৈপদিনো বদধাতো রাত্মনেপদিরূপেণ প্রয়োগঃ ন দোষায় মহাপুরুষ বচনাৎ। যতো যস্মাৎ ত্বং তত্ত্বতঃ যাথার্থ্যেন বেৎসি জানাসি।

রাজোবাচ।

রাজা দাসাখ্যো নৃপতিঃ কথয়ামাস।

অহো মদ্‌গুরু মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
ভোগার্ত্তা দণ্ডিনো যূয়মতঃ কিঞ্চিন্নিগদ্যতে॥ ৩০

অহো, ময়া মদ্‌গুরুমাহাত্ম্যং মম গুরোঃ প্রাধান্যং গুণবত্বং বা বক্তুং বর্ণয়িতুং ন শক্যতে। নাহং মদ্‌গুরুমাহাত্ম্যবর্ণনসমর্থঃ ইতি ভাবঃ। পরং দণ্ডিনো যূয়ং ভোগার্ত্তাঃ, মদ্যপান মাংসভোজন-কাতরাঃ অতঃ অস্মাৎ কারণাৎ কিঞ্চিৎ নিগদ্যতে কথ্যতে গুরু-মাহাত্ম্যং ময়েতিশেষঃ।

রাজোবাচ।

পূর্ব্বস্থলী সমাসীনো বাসুদেবো মহামতিঃ।
দৈববাণ্য ভবত্তস্য গঙ্গায়াং জপকর্ম্মণি।
ভবিষ্যতি ভবদ্বংশে বঙ্গে মেহার-সংজ্ঞকে।
স্থিরো ভব দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বং মাং কলয়সীচ্ছয়া। ৩১

মহামতিঃ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্নঃ বাসুদেবঃ তন্নামা বিপ্র পূর্ব্বস্থলী সমাসীনঃ পূর্ব্বস্থলী নামপ্রদেশবাসী আসীৎ ইতিশেষঃ গঙ্গায়াং ভাগীরথ্যাং জপকর্ম্মণি জপসমকালে তস্য সম্বন্ধে দৈববাণী আকাশসম্ভবা বাক্ অভবৎ। কা সা ইত্যত আহ। বঙ্গে বঙ্গদেশে মেহার সংজ্ঞকে মেহারনাম্নিস্থানে ভবদ্বংশে ভবতঃ অন্বয়ে ভবিষ্যতি সিদ্ধিরিতিশেষঃ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, হে ব্রাহ্মণপ্রধান, ত্বং স্থিরো ভব, সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি ন বা ইত্যেবংরূপম্ সন্দেহং পরিহর। ত্বং মাং ইচ্ছয়া প্রকৃতাভিলাষেণ সহ কলয়সি আহ্বয়সি।

বঙ্গে গন্তুমনাঃ সোহপি রাঢ়দেশ মজীজহৎ।
আনীতো নিজ মেহারে দাসৈরারাধ্য যত্নতঃ। ৩২

স বাসুদেবোহপি "পূর্ব্বোক্তং দৈববাণীং শ্রুত্বা" বঙ্গে বঙ্গদেশে গন্তুমনাঃ গন্তুং প্রয়াতুং মনোযস্য স তথোক্তঃ সন্ রাঢ়দেশং অজীজহৎ ত্যক্তবান্। তদনন্তরং দাসৈঃ দাসবংশোৎপন্নৈঃ অস্মাভিঃ যত্নতঃ আরাধ্য নিজ মেহারে স্বাধিকৃত মেহার প্রদেশে আনীতঃ।

স এবাসৌ সর্ব্ববিদ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু সুক্ষমঃ।
আত্মজাত্মজসম্ভূত স্তপ্ত্বা লেভে বরং শুভং। ৩৩

সর্ব্বকর্ম্মসু সুক্ষমঃ অসৌ বর্ণনীয় চরিতঃ সর্ব্ববিদ্যঃ সর্ব্বানন্দ স এব বাসুদেবঃ জন্মান্তর পরিগ্রহাৎ। স বাসুদেব আত্মজাত্মজ সম্ভূতঃ পৌত্ররূপেণ উৎপন্নঃ সন্ তপ্ত্বা তপঃ কৃত্বা শুভং মঙ্গলং বরং লেভে প্রাপ, ভবান্যা ইতিশেষঃ। আত্মজাত্মসম্ভূতঃ আত্মজাত্মজ পৌত্রঃ, স চাসৌ সম্ভূতঃ উৎপন্নশ্চেতি। এবংবিধস্য সমাসস্য অন্যত্রাদৃষ্টত্বেহপি মহাপুরুষ বচনান্ন দোষঃ। যদ্বা, আত্মজাৎ স সম্ভূতঃ ইতিপাঠঃ। পরং আত্মজাত্মজ উদ্ভূত ইতিপাঠস্তু মনোরমঃ যে তু আত্মজাত্মজাৎ সম্ভূত ইতি বিগ্রহং কুর্ব্বন্তি তে ন সঙ্গত মাহুঃ সর্ব্বানন্দস্য বাসুদেব পৌত্রত্বাৎ কথংস্যাদাত্মজাত্মজঃ" ইতি বক্ষ্যমাণ শ্লোকপাদ দর্শনেন।

দণ্ড্যুবাচ। অপৃচ্ছত্তমসৌ ভূয়ঃ কথং স্যাদাত্মজাত্মজঃ।
কেনৈবোগ্রেণ তপসা প্রত্যক্ষা সা সনাতনী।
বরং বা কিং দদৌ তস্মৈ ভবানী ভবতারিণী।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ বদস্ব তৎ। ৩৪

দণ্ডী উবাচ কথয়ামাস বক্ষ্যমাণ শ্লোকদ্বয় মিতিশেষঃ। অসৌ দণ্ডী তং দাসরাজং ভূয়ঃ পুনঃ অপৃচ্ছৎ জিজ্ঞাসিতবান্। কিং-তদিত্যেতদাহ! কথং আত্মজাত্মজঃ পৌত্রঃ স্যাৎ স ইতিশেষঃ। সা মহেশ্বরী কেনৈব উগ্রেণ দুশ্চরেণ তপসা তস্যেতিশেষঃ। প্রত্যক্ষা দর্শন-বিষয়ীভূতা। ভবতারিণী সংসার নিস্তারকারিণী ভবানী মহেশ্বরী তস্মৈ সর্ব্বানন্দায় কিংবা বরং দদৌ দত্তবতী। তৎসর্ব্বং শ্রোতুং আকর্ণয়িতুং ইচ্ছামি। তৎ বিস্তরেণ বদস্ব কথয় ত্বমিতিশেষঃ। প্রায়েণ ভাবপ্রত্যয়ান্তা নপুংসকে প্রযুক্তা স্তন্ত্রেষু।

রাজোবাচ। কামাখ্যাংস সমাসাদ্য বাসুদেবো মহামতিঃ।
নীরপত্র ফলান্নঞ্চ ত্যক্ত্বা চোৎক্রমযোগতঃ॥
মহোৎকট স্তপস্তেপে দেবীদর্শন কাম্যয়া!
দয়াযুক্তা পরাবিদ্যা স্বপ্নে বাণীং বদেমিমাম্॥ ৩৫

রাজা দাসনৃপতিঃ উবাচ কথয়ামাস। স মহামতিঃ অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্নঃ বাসুদেবঃ কামাখ্যাং সমাসাদ্য প্রাপ্য উৎক্রম

যাগতঃ নীরপত্র ফলান্নঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রমেণ অন্নং ফলং পত্রং জলঞ্চ বহায় দেবীদর্শন কাময়া ভবানী দর্শনেচ্ছয়া মহোৎকটং মহোগ্রং তপঃ তেপে দুশ্চরং তপঃ কৃতবান্। অতঃ পরাবিদ্যা দয়াযুক্তা সতী াপ্নে ইমাং বক্ষ্যমাণশ্লোক ত্রয়াত্মিকাং বাণীং বাচং বদেৎ কথয়েৎ।

শ্রীদেব্যুবাচ। উৎকটেনৈব তপসা ত্বং মাং কলয়সি ক্ষমঃ।
মাতঙ্গমুনিনা পূর্ব্বং ভবান্যা মন্ত্র সিদ্ধয়ে॥
সংস্থাপিতং মহালিঙ্গ মপ্রকাশ্যং কলৌযুগে।
তস্যোপরি শবারূঢ়াৎ সিদ্ধিং যাস্যসি ভূতলে॥
মেহারাখ্যে বঙ্গদেশে জীনমূলে নিশার্দ্ধকে।
শবারূঢ়াত্তত্র সিদ্ধিঃ স্বপৌত্রান্তে ভবিষ্যতি॥ ৩৬

ক্ষমস্ত্বং, এব নিশ্চিতং উৎ কটেন উগ্রেণ তপসা মাং কলয়সি মাহ্বয়সি পূর্ব্বং মাতঙ্গমুনিনা ভবান্যা ভগবত্যা মন্ত্র সিদ্ধয়ে কলৌ গে অপ্রকাশ্যং মহালিঙ্গং সংস্থাপিতং। তস্যোপরি শবারূঢ়াৎ বারোহণাৎ ভূতলে সিদ্ধিং যাস্যসি প্রাপ্স্যসি। মেহারাখ্যে মহার নাম্নি বঙ্গদেশে বঙ্গদেশান্তবর্ত্তিনি স্থানে জীন মূলে জীন-তরো মূলদেশে নিশার্দ্ধকে নিশীথসময়ে শবারোহণাৎ তত্র তস্মিন্ স্থানে স্বপৌত্রান্তে স্বপৌত্র-স্বরূপে সিদ্ধির্ভবিষ্যতি। যদা ত্বং স্বপৌত্রো ভূত্বা বঙ্গ দেশান্তর্গতে মেহার নাম্নি স্থানে জীনতরো মূলস্য সন্নিহিতে প্রদেশে মাতঙ্গ মুনি স্থাপিতস্য মহালিঙ্গস্য উপরি শবারূঢ়ঃ সন্ অর্দ্ধরাত্র সময়ে মন্ত্র সাধনাং করিষ্যসি, তদা তব সিদ্ধিলাভো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। সিদ্ধিং যাস্যসি ভূতলে ইত্যত্র সিদ্ধিং যাস্যতি যাস্যন্তি বা ভূতলে ইতি পাঠদ্বয়মপি কেষু কেষু পুস্তকেষু শ্রূয়তে। তত্র তত্র ক্রমেণ জনঃ জনাঃ ইতি কর্তৃপদ দ্বয়ং জ্ঞাতব্যম্। তত্র মাতঙ্গমুনি সর্ব্বানন্দ পূর্ণানন্দানাং সিদ্ধত্বাৎ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা বাসুদেবো বিচক্ষণঃ।
পূর্ণানন্দং স্বভৃত্যং তদ্বাক্য মুক্ত্বা মহামতিঃ॥
স্বপুত্রাজ্জননাকাংক্ষী বাসুদেবো হ্যত্যজদ্বপুঃ।
অচিরাদ্বাসুদেবোহসৌ সুত শম্ভোঃ সুতোহভবৎ॥ ৩৭

মহামতিঃ বিচক্ষণঃ বাসুদেব ইতি ইত্যেবং দেব্যা ভবান্য বচোবাক্যং শ্রুত্বা স্বভৃত্যং আত্মপরিচারকং পূর্ণানন্দং তৎ বাক্যং উক্ত্বা স্বপুত্রাৎ জননাকাঙ্ক্ষী উৎপিৎসুঃ বভূব। অনন্তরং বাসুদেবঃ বপুঃ শরীরং অত্যজৎ ত্যক্তবান্। অসৌ বাসুদেবঃ অচিরাৎ শীঘ্রং সুতশম্ভোঃ আত্মনঃ সুতস্য শম্ভুনাথস্য সুতঃ পুত্রঃ অভবৎ।

সভায়া মেকদা সোঽত্রা প্যমাবস্যা দিনে শুভে।
অবদৎ পৌর্ণমাস্যদ্য শ্রুত্বোপহাসকৃদ্বুধঃ॥ ৩৮

সন্দর্ভ লেখকঃ শিবনাথঃ স পিতুঃ সিদ্ধিং বর্ণয়িতুং নিতরাং আগ্রহান্বিতঃ সন্ তস্যবাল্যবৃত্তান্তং পরিত্যজ্য যৌবন বিবরণং প্রারভতে। যদ্বা তস্য বাল্য বৃত্তান্তে দণ্ডিস্বামিনঃ প্রয়োজনাভাবাৎ তন্মাত্র উল্লিখিত মিতি। সভায়া মিতি। স শম্ভুনাথপুত্রঃ অত্র সভায়াং একদা একস্মিন্ সময়ে শুভে অমাবস্যা দিনে অদ্য পৌর্ণমাসী পূর্ণিমা, ইতি অবদৎ তৎশ্রুত্বা বুধঃ সভাস্থঃ পণ্ডিত উপহাসকৃৎ উপহাসকারী বভূব। তং উপহসেৎ ইত্যর্থঃ। শ্রুত্বা প্যুপহসেদ্বুধঃ ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রুত্বা বাক্যন্তু ক্ষুব্ধোঽহম্ তৎসুতে শিবনাথকে।
অবদং তদ্ বিশেষঞ্চ নিষেধং পুনরাগমে॥ ৩৯

অহং তদ্বাক্যং তৎবচনং শ্রুত্বা ক্ষুব্ধঃ দুঃখিতঃ সন্ তৎসুতে তৎপুত্রে শিবনাথকে স্বল্প বয়সি শিবনাথে পুনরাগমেতস্যেতি শেষঃ। বিশেষং নিষেধং অবদম্। বাসুদেবঃ পৌত্ররূপেণ উৎপন্নঃ সর্ব্বানন্দসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধঃ শিবনাথ নামানং একং পুত্রং জনয়ামাস। বর্ণনীয়ে কালে শিবনাথস্য যৌবনারম্ভঃ সংজাতঃ ইতি কিংবদন্তী জ্ঞায়তে। দাস রাজঃ সর্ব্বানন্দং জ্ঞানহীনং জ্ঞাত্বা সর্ব্বানন্দ পুত্রং শিবনাথং অস্য রাজ-সভাগমনে নিষেধং কথিতবান্ ইতি ভাবার্থঃ।

শিবনাথোঽপি তচ্ছ্রুত্বা বদন্মাতৃ পদাম্বুজে।
ততো বিবেক জনিতঃ সর্ব্বানন্দো মহামতিঃ॥

ভ্রাতৃপত্নী সুতাদ্যৈশ্চ ভর্ৎসিতঃ সন্ পুনঃ পুনঃ ।
জ্ঞানাকাংক্ষী মহাদুঃখী গৃহং ত্যক্ত্বা বনং যযৌ ॥ ৪০

শিবনাথঃ অপি তৎরাজবচনং শ্রুত্বা মাতৃপদাম্বুজে অবদৎ কথিতবান্ । ততস্তদনন্তরং মহামতিঃ সর্ব্বানন্দঃ ভ্রাতৃপত্নী-সুতাদ্যৈশ্চ ভ্রাত্রা পত্ন্যা সুত প্রভৃতিভিশ্চ পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসিতঃ, বিবেক-জনিতঃ সঞ্জাত বিবেকঃ সন্ মহাদুঃখী জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ভূত্বা গৃহং ত্যক্ত্বা বনং যযৌ জগাম । বিবেক জনিতঃ ইত্যত্র বিবেকো জনিতোযস্য ইতি বিগ্রহঃ । ভূষণপ্রিয়াদিবৎ বিশেষণস্য পরনিপাতঃ । ভগবতা তস্য সর্ব্বানন্দস্য বিবেকঃ উৎপাদিতঃ ইতি ভাবঃ । মহাদুঃখী ইত্যত্র মহাংশ্চাসৌদুঃখী চেতিবিগ্রহঃ । মহদ্দুঃখী ইতি পাঠে মহৎ যথাস্যাৎ তথা দুঃখী ইতি বিগ্রহঃ ।

অতোঽসৌ লেখনাকাংক্ষী পত্রাহরণ কাম্যয়া ।
আরুহ্য তাল বৃক্ষাগ্রে সর্পমেকং দদর্শ সঃ ॥ ৪১

অতঃ অস্মাদনন্তরং অসৌ বর্ণনীয় চরিতঃ স সর্ব্বানন্দঃ লেখনাকাঙ্ক্ষী সন্ পত্রাহরণ কাম্যয়া তালপত্র সংগ্রহ বাসনয়া তাল বৃক্ষাগ্রে আরুহ্য একং সর্পং দদর্শ দৃষ্টবান্ ।

কুপিতং তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট্বা বলাদাকৃষ্য তচ্ছিরঃ ।
বল্ল্যাং ঘৃষ্ট্বা শিরশ্ছিত্ত্বা ক্ষিপেন্মুণ্ডং মহীতলে ।
পুরতো মুণ্ড মালোক্য সন্নাসী কৃপয়া ব্রবীৎ ॥ ৪২

কুপিতং ক্রুদ্ধং দংশনোদ্যত মিতিযাবৎ সর্প মিতিশেষঃ । দৃষ্ট্বা অবলোক্য, তৎক্ষণাৎ তচ্ছিরঃ তস্য সর্পস্য শিরো মস্তকং বলাৎ বলং প্রকাশ্য আকৃষ্য বল্ল্যাং তালবৃক্ষাগ্রস্থিতে শাণিতাস্ত্র তুল্যে কাণ্ড বিশেষে ঘৃষ্ট্বা শিরো মুণ্ডং ছিত্ত্বা মহীতলে ভূমৌ মুণ্ডং সর্পমুণ্ডং ক্ষিপেৎ ।

সন্ন্যাসী অবধূতঃ তালতরুমূলসন্নিহিতায়াং ভূমৌ দণ্ডায়মান ইতি শেষঃ । পুরতঃ অগ্রে মুণ্ডং সর্পশিরঃ আলোক্য দৃষ্ট্বা কৃপয়া অব্রবীৎ উক্তবান্ সর্ব্বানন্দ মিতিশেষঃ ।

মহাবলো মহা বুদ্ধির্মহাসাহসবান্ বুধঃ।
কস্ত্বং কথঞ্চ বৃক্ষাগ্রে কিংবা সাধন মিচ্ছসি॥
সর্ব্বং সম্পাদয়াম্যদ্য হ্যাগচ্ছ বৎস সন্নিধৌ॥ ৪৩

সন্ন্যাসি বচনমেতৎ। মহাবলঃ মহাবুদ্ধিঃ মহাসাহসবান্ বুধঃ ত্বং কঃ? কথঞ্চ বৃক্ষাগ্রে স্থিত ইতি শেষঃ? কিংসাধনং বা ইচ্ছসি বাঞ্ছসি? হে বৎস! সন্নিধৌ মম সমীপে আগচ্ছ আয়াহি, (অহং ইতি উহ্যং পদং)। হি নিশ্চিতং অদ্য সর্ব্বং তবাভিলষিতং সম্পাদয়ামি) মহাবল মহাবুদ্ধে মহাসাহসবন্ বুধ ইতি পাঠান্তরং তত্রেমানি সম্বোধন পদানি।

শ্রুত্বাগত্য সম্মুখতঃ প্রণনাম স্বভক্তিতঃ।
অবদদবধূতং তং প্রণম্যাত্ম-নিবেদনম্।
অমায়াং পৌর্ণমাস্যুক্তা রাজাগ্রে হ্যবিদুষা ময়া॥ ৪৪

টীকা। শ্রুত্বা সন্ন্যাসি-বচন মিতি শেষঃ। সম্মুখতঃ সমীপে আগত্য স্বভক্তিতঃ প্রণনাম প্রণতবান্। ততঃ তং অবধূতং আত্ম-নিবেদনং স্বনিবেদ্যবিষয়ং অবদৎ। কি স্তদিত্যত আহ। অবিদুষা মূর্খেণ ময়া রাজাগ্রে রাজ-সমীপে অমায়াং অমাবস্যায়াং তিথৌ পৌর্ণমাসী পূর্ণিমা উক্তা। প্রণমেদ্ ভক্তিমান্ মুদা ইতি পাঠান্তরম্। অত্র কেষু কেষু পুস্তকেষু বক্ষ্যমাণাঃ পাঠাদৃশ্যন্তে।

"ইতি সন্ন্যাসিনো বাক্য মাকর্ণ্য বৃক্ষ-সংস্থিতঃ।
সর্ব্বানন্দঃ শনৈঃ পশ্যন্ ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ॥
দক্ষিণস্যাং দিশি স্থানে ভূমিষ্ঠং দেব রূপিণং।
বিভূতি ভূষণং শান্তং জটা মণ্ডিত মস্তকং॥
হাস্যাননং মহাকায় মারক্ত নয়ন দ্বয়ং।
কুসুম্ভ কুসুমা ভাসং বসনং পরিধায়িনং॥
অবধূতস্ত মালোক্য সর্ব্বানন্দঃ সুবুদ্ধিমান্।
তাল বৃক্ষাৎ সমাগত্য স্নানং কৃত্বাশু স দ্বিজঃ॥
প্রণমেচ্ছিরসা ভূমৌ ভক্তিমাং স্তস্য সম্মুখে।

দেবতা রূপ ধারিত্বা চ্ছিষ্যানুগ্রহ কারণাৎ॥
করুণাময়—দেহত্বাদ্ দেশিকং ত্বাং নমাম্যহং।
নত্বৈবং সন্নিধৌ তস্য সর্ব্বানন্দো দ্বিজোত্তমঃ॥
অবদদবধূতন্তং প্রণম্যাত্মনিবেদনম্।

শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ।

শ্রীসর্ব্বানন্দ শর্ম্মা হং বাসুদেব সুতাত্মজঃ।
পুত্রোঽহং শম্ভু নাথস্য মূর্খোঽহং পরমেশ্বরঃ।
সভায়া মেকদা রাজ্ঞো মূর্খোঽহং তস্য সন্নিধৌ॥
অমায়াং পৌর্ণমাস্যুক্ত্বা হ্যাগতে ঽস্মিন্ গৃহে মম।
ক্রোধোক্তৈ রাজবাক্যেন ভ্রাত্রাদ্যৈর্ভৎসিতো হ্যহম্।
বিদ্যার্থী লেখনাকাঙ্ক্ষী পত্রার্থং বৃক্ষ মাস্থিতঃ॥"

অবধূত উবাচ।

কিং বিদ্যোপার্জ্জনৈঃ কার্য্যং লিপ্যা বা কিং প্রয়োজনম্।
মন্ত্রং (দাস্যামি) দদামি তে বৎস! সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কম্

টীকা। হে বৎস! বিদ্যোপার্জ্জনৈঃ কিং কার্য্যং, লিপ্যা বা প্রয়োজনং কিং? বিদ্যাশিক্ষা লিপিকর্ম্ম শিক্ষণৈঃ প্রয়োজনং নাস্তীতি ভাবঃ। তে তুভ্যং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কং মন্ত্রং দদামি, যেন মন্ত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধি লাভো ভবিষ্যতি তাদৃশং মন্ত্রং তুভ্যং অহং সাম্প্রতং দদামি। অতএব বিদ্যাশিক্ষয়া কিঞ্চিদপি প্রয়োজনং নাস্তীতি ভাবঃ।

মন্ত্রমুক্ত্বা শ্রুতৌ তস্য সন্ন্যাসী ভক্তবৎসলঃ।
অন্তর্ধানং বভূবাসৌ লিখিত্বা বক্ষসীরিতম্॥

টীকা। অসৌ ভক্তবৎসলঃ সন্ন্যাসী তস্য সর্ব্বানন্দস্য শ্রুতৌ কর্ণে মন্ত্রং ব্রহ্মমনুং উক্ত্বা কথয়িত্বা বক্ষসি বক্ষস্থলে ঈরিতং কথিতং বাক্যং ইতিশেষঃ, মেহারে জীনমূলে ইত্যাদি পশ্চাৎ কথনীয়ং বাক্যং ইতি ভাবঃ। লিখিত্বা অন্তর্দ্ধানং বভুব প্রাপ। ভুবঃ প্রাপ্তৌ বাম্‌ং ইতি বোপদেব সূত্রাৎ ভবতেঃ প্রাপ্ত্যর্থোঽপ্যস্তি।

মেহারে জীন মূলে বিবিধতমযুতে পৌষমাসস্থ চান্তে
শুক্রে রাত্র্যর্দ্ধভাগে ত্রিভুবনজননী চাপ্রকাশা প্রকাশা।
ধ্যায়ন্ তাং যোগগম্যাং শব হৃদি প্রবিশন্নুক্ত মন্ত্র প্রজাপাৎ
সর্ব্বাশা পূর্ণকামা মনইত বরদা সুপ্রসন্না ভবেৎ সা।

টীকা। বক্ষ্যমীরিত মেতৎ। মেহারে বিবিধতম যুতে নানা
কারণ সঞ্জাতান্ধকার-যুক্তে, (বৃক্ষত্বক ত্রয়াচ্ছাদিতত্বেন আলোক
প্রবেশা ভাবাৎ কৃষ্ণপক্ষান্ধকারাচ্চ অন্ধকারস্থ বিবিধত্বং।) জীন-
মূলে জীনাখ্যতরোর্মূলপ্রদেশস্থ সন্নিধানে পৌষমাসস্থ অন্তে
মাসার্দ্ধে চ শুক্রে শুক্রবাসরে রাত্র্যর্দ্ধভাগে নিশীথসময়ে ত্রিভুবন
জননী জগদম্বা অপ্রকাশাঽপি প্রকাশা প্রকাশিতা ভবতি। শব
হৃদি প্রবিশন্ যোগ গম্যাং তাং ধ্যায়েঃ। ধ্যায়ন্ ইতি পাঠে
ধ্যায়ন্ সন্ তিষ্ঠেঃ ইত্যর্থঃ। উক্ত মন্ত্র প্রজাপাৎ সা ভগবতী সুপ্র-
সন্না সতী সর্ব্বাশা পূর্ণকামা সর্ব্বাশাসু বিষয়ে পূর্ণঃ পূরিতঃ কামো
যয়া সা তথোক্তা, তথা মনোইত বরদা মনোগত বরদায়িনী ভবেৎ।
সর্ব্বাশা পূর্ণ কামা ইত্যত্র পৃথক্‌পদ স্বীকারে তু সর্ব্বাশা পূর্ণকামা
পূর্ণা ভবেৎ ইত্যর্থঃ।

প্রাপ্য ব্রহ্মমনুং তপোঽন্বিততনু র্হর্ষাৎপ্রফুল্লাননো
ব্যস্ত ত্রস্ত সমস্ত ধীন্দ্রিয়গণা নন্দাসব ব্যাকুলঃ।
সর্ব্বানন্দ বরো ব্রজে ন্নিজ পুরে সানন্দ মান্দোলয়ন্
উক্ত্বা ভৃত্যবরে হপঠৎ সুকবিতাং হৃৎস্থাং পুনঃ কিঙ্করে॥

প্রাপ্যেপি। তপোঽন্বিততনুঃ পুণ্যাত্মা সর্ব্বানন্দঃ ব্রহ্মমনুং ব্রহ্ম-
মন্ত্রং লব্ধ্বা হর্ষাৎ আনন্দাৎ প্রফুল্লাননঃ প্রফুল্লমুখঃ তথা ব্যস্ত ত্রস্ত
সমস্তধীন্দ্রিয়গণানন্দাসব-ব্যাকুলঃ সন্। ব্যস্ত ত্রস্তসমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ..
অসৌ আনন্দাসব-ব্যাকুলশ্চেতি। যদ্বা যস্মাৎ সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি
ব্যস্ত ত্রস্তানি তাদৃশো য আনন্দঃ সএব আসবং মদ্যং তেন ব্যাকুলঃ
ইত্যর্থঃ। সানন্দং আনন্দেন সহ বিদ্যমানং যথাস্থাৎ তথা আন্দো-
লয়ন্, পূর্ব্বোক্তং বিবরণ মিতি শেষঃ আনন্দ কন্দোল্লসঃ ইতি পাঠা-
ন্তরং। অস্মিন্ পক্ষেঽপি সর্ব্বানন্দস্থ এতৎ বিশেষণম্। আনন্দ পূর্ণ

হৃদয় কন্দস্য উল্লসঃ উদ্বেলতা যস্য ইত্যর্থঃ। নিজ পুরে স্বগৃহে ব্রজেৎ গচ্ছেৎ। ভৃত্যবরে পূর্ণানন্দ নাম্নি দাসশ্রেষ্ঠে উক্ত্বা পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তং কথয়িত্বা হৃৎস্থাং বক্ষস্থিতাং সুকবিতাং পুনঃ কিঙ্করে কিঙ্কর সমীপে অপঠৎ। অত্র ভগবদনুগ্রহাৎ লেখন পঠনা-সমর্থস্যাপি সর্ব্বানন্দস্য শ্রুতি ধরত্বং সংস্কৃতজ্ঞানঞ্চ জাতমিতি জ্ঞাতব্যম্। হৃৎস্থামিত্যত্র হৃষ্টঃ ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

শ্রুত্বা হৃষ্টমনাঃ সোঽপি গোপয়ং স্তৎ প্রযত্নতঃ
সদ্যস্তৎ কাননং প্রাপ্য মাতঙ্গেশোপরিস্থিতঃ॥
সর্ব্বানন্দায় বিধিবদ্দত্ত্বা সাহস মুত্তমং
উক্তবান্ শৃণু হে বৎস, মাভীরু র্ভব সুব্রত!
মম পৃষ্ঠে চোপবিশ্য স্বমনোস্তুং জপংকুরু
যতো দেব্যা বরংপ্রাপ্য বিদ্যাপূর্ণো ভবিষ্যসি।
বরং বরয় হীত্যুক্তে বদেঃ সুবরদাং প্রতি
ন জানে কিং বরং গ্রাহ্যং যতো ভৃত্যবশী হ্যহম্॥

শ্রুত্বেতি শ্লোক চতুষ্টয়ং। সঃ পূর্ণানন্দোঽপি শ্রুত্বা সর্ব্বানন্দ বচন মাকর্ণ্য তৎ বিবরণং প্রযত্নতঃ যত্নেন গোপয়ন্ সন্ সদ্যঃ তৎক্ষণাৎ তৎকাননং জীন মূলারণ্যং প্রাপ্য মাতঙ্গেশোপরি নিহিত-মাতঙ্গ-সংস্থাপিত-শিবস্য স্থানস্য উপরিভাগে স্থিতঃ সন্, সর্ব্বানন্দায় বিধি-বৎ যথাবিধি উত্তমং সাহসং নির্ভীকতাংদত্ত্বা উক্তবান্ হে বৎস! শৃণু আকর্ণয়, হে সুব্রত! ভীরু মা ভব ত্বং মম পৃষ্ঠে উপবিশ্য স্বমনোঃ স্বকীয়মূলমন্ত্রস্য জপং কুরু। যতঃ যস্মাৎ জপাৎ দেব্যা ভগ-বত্যাঃ বরংপ্রাপ্য বিদ্যাপূর্ণো ভবিষ্যসি। বরং বরয় বৃণু, ইতি উক্তে কথিতে সতি দেব্যেতি শেষঃ। ত্বং সুবরদাং শোভন বরদাত্রীং ভগ-বতীং প্রতি বদেঃ বক্ষ্যমাণং কথয়েঃ। কিং বরং গ্রাহ্যং ন জানে (অহমিতি শেষঃ) যতো যস্মাৎ অহং হি নিশ্চিতং ভৃত্যবশী ভৃত্যাধীনঃ। অস্মীতি শেষঃ। স্বমনো স্তুং জপং কুরু, ইত্যত্র স্বমনুং ত্বং জপং কুরু ইতি বহুষু পুস্তকেষু পাঠো দৃশ্যতে। তত্র কর্ম্মণ্যণল্ প্রত্যয়ো জ্ঞাতব্যঃ।

উক্তেত্থং কিঙ্কর শ্রেষ্ঠো মহাযোগ বলেন চ
দেহাৎ প্রাণং পৃথক্‌কৃত্বা নিরালম্ব মবস্থিতঃ।

উক্তেতি। কিঙ্কর শ্রেষ্ঠঃ পূর্ণানন্দঃ এতৎ উক্তা কথয়িত্বা, মহা যোগ বলেন মহতা যোগপ্রভাবেণ দেহাৎ শরীরাৎ প্রাণং পৃথক্‌ কৃত্বা লীনচিত্ত মাত্মানং সহস্রারে সংস্থাপ্য, সহস্রারস্য দেহাতীতত্বাৎ নিরালম্বং অবলম্বন শূন্যং যথাস্যাৎ তথা অবস্থিতঃ। মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং ইত্যেব মুক্তং যোগং অবলম্বিতবান্ ইত্যর্থঃ।

লিঙ্গোপরি শবারূঢ়ঃ সর্ব্বানন্দো মহামতিঃ।
প্রজপেৎ স্বমনুং ভক্ত্যা নিশ্চিন্তো নির্ভয়ো যতঃ।

লিঙ্গোপরীতি। মহামতিঃ অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্নঃ সর্ব্বানন্দঃ লিঙ্গোপরি শবারূঢ়ঃ নিহিত মাতঙ্গ মুনি সংস্থাপিত শিবস্য স্থানস্য উপরি শবং মৃতদেহং, প্রাণলয়াৎ পূর্ণানন্দস্য মৃতবত্ত্বং। আরূঢ়ঃ সন্ ভক্ত্যা ভক্তি ভাবেন স্বমনুং আত্মমূল মন্ত্রং প্রজপেৎ প্রকর্ষেণ জপেৎ, যতো যস্মাৎ হেতোঃ সঃ সর্ব্বানন্দঃ নিশ্চিন্তঃ চিন্তাশূন্যঃ নির্ভয়শ্চ ভীতিশূন্যশ্চ স্বমঙ্গলার্থি ভৃত্য সাহায্যাৎ। যতঃ চিন্তা ভীতী মনশ্চাঞ্চল্যং বিদধাতে।

অথ তন্নিশিথে কালে স্বকীয় হৃদয়াম্বুজাৎ
নিঃসৃত্য তেজঃ পরমং চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিভিঃ প্লুতং॥
ব্যাপিতং তদ্বনং সর্ব্ব ময়ঃপিণ্ডাগ্নিবত্তদা।
অপশ্যত্তেজসো গাঢ়াৎ স্বেষ্টবিম্বং সুনির্ম্মলং
শনৈ রালোকনাত্তত্র প্রাপশ্যদ্ দৃষ্টিগোচরে।
গুরূপদিষ্টং যদ্ধ্যানং চিন্তিতং চেতসা মুদা॥

অথেতি শ্লোকত্রয়ং। অথ ভক্তি পূর্ব্বক স্বমনুজপানন্তরং নিশিথে নিশীথে কালে হ্রস্বত্বমার্ষম্। চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিভিঃ সমং প্লুতং গতং তং প্রসিদ্ধং পরমং তেজঃ স্বকীয় হৃদয়াম্বুজাৎ আত্ম-হৃৎপদ্মাৎ নিঃসৃত্য নির্গম্য অয়ঃপিণ্ডাগ্নিবং জ্বলিত লৌহ পিণ্ডবৎ তৎসর্ব্বং বনং তদা ব্যাপিতং মহাপুরুষ প্রয়োগাৎ কর্ত্তর ক্ত প্রত্যয়ো জ্ঞাতব্যঃ। যদ্বা

াপিতং ব্যাপনং অস্যাস্তীতি ব্যাপিতং। তৎ সর্ব্বং বনং প্রদীপ্য াপিতং ব্যাপিতবৎ ইত্যর্থঃ। তেজসো গাঢ়াৎ গাঢ়ত্বাৎ হেতোঃ া গাঢ়ং তেজসঃ গাঢ়ং তেজঃ অভিলক্ষ্য সুনির্ম্মলং স্বেষ্টবিম্বং াত্মনঃ ইষ্টদেবী প্রতিবিম্বং অপশ্যৎ দৃষ্টবান্। শনৈঃ ক্রমশঃ আলো- নাৎ দর্শনাৎ তত্র দৃষ্টিগোচরে দর্শনবিষয়ে প্রাপশ্যৎ স্বেষ্টরূপং বান্। যৎ ধ্যানং গুরূপদিষ্টং মুদা হর্ষেণ চেতসা মনসা তৎ স্থিতং সর্ব্বানন্দেনেতি শেষঃ।

তন্মূর্ত্তিঃ পরমা রূপা মহতী ভক্তবৎসলা
ঈষদ্ধাস্যাম্বুজ মুখী নীলেন্দীবরলোচনা।
সদা দয়াদ্র্ হৃদয়া সাধকাভীষ্ট সিদ্ধিদা।
ভক্তানাং কুশলাকাঙ্ক্ষী শান্তানাং শান্তি দায়িনী
জবাকুসুম সঙ্কাশা চন্দ্রকোটি সুশীতলা
পদ্মাননা পদ্মহস্তা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি লোচনা
ত্রৈলোক্য জননী নিত্যা ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষদা।
সর্ব্বানন্দকরী সাতু সর্ব্বানন্দ মুবাচ হ।

তন্মূর্ত্তিরিতি। স্বেষ্টদেবীং বর্ণয়তি। তন্মূর্ত্তিঃ তস্যা ইষ্টদেব্যা ঃ মূর্ত্তিমতী সা ইষ্টদেবী ইত্যর্থঃ। পরমারূপা যদ্বা পরমা তথা পা বর্ণনীয় রূপেণ অপ্রকাশ্যা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতা, মহতী না উদারা বা, পুনঃ কিম্ভূতা, ভক্তবৎসলা ভক্তঃ বৎসলঃ স্নেহ- নং যস্যাঃ তাদৃশী। অনন্তরং সর্ব্বাণি সমস্তানি পদানি তন্মূর্ত্তিঃ পদস্য বিশেষণানি। ঈষদ্ধাস্যা ঈষৎ হাস্যং যস্যাঃ, স্বল্পহস- াতীব মুখ-সৌন্দর্য্যং প্রকাশতে। অম্বুজমুখী পদ্মমুখী। নীলেন্দী- লাচনা সদা দয়াদ্র্-হৃদয়া সততং দয়া বারিণা আদ্রং হৃদয়ং ঃ সা সাধকাভীষ্ট-সিদ্ধিদা সাধকানাং অভীষ্টাং সিদ্ধিং অভিল- ং বরং দদাতি যা তথোক্তা। ভক্তানাং কুশলাকাঙ্ক্ষী ভক্তানাং মতাং জনানাং কুশলং আকাঙ্ক্ষতে যা তাদৃশী। অত্র কর্ত্তরিষণ্ য়ো জ্ঞাতব্যঃ। মিত্বাৎ ঈপ্। শান্তানাং শান্তি-দায়িনী, ভ্যঃ জনেভ্যঃ শান্তিং দদাতি যা তাদৃশী। অত্র বিবক্ষয়া ষষ্ঠী।

জবা কুসুম সংকাশা জবাপুষ্পবৎ রাগবতী। অত্র ধ্যানং প্রমাণং। চন্দ্রকোটি সুশীতলা কোটিচন্দ্রেভ্যো হপি শীতলতা জন্য সুখকরত্বে শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ। পদ্মাননা পদ্মমিব আননং মুখং যস্যাঃ তাদৃশী। পদ্ম হস্তা পদ্মং হস্তে যস্যাঃ তথোক্তা। চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি লোচনা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ অগ্নিশ্চ তে লোচনানি যস্যাঃ সা তথোক্তা॥ ঈশ্বরী নেত্রত্রয়ং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিময়ং ইত্যর্থঃ। ত্রৈলোক্য জননী ত্রিজগন্মাতা ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ ত্রিলোকী ত্রিলোকী এব ত্রৈলোক্যং, তস্য জননী উৎপাদিকা মাতা বা। নিত্যা অনশ্বরত্বগুণসম্পন্না। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষদা চতুর্ব্বর্গ ফল দায়িনী। সর্ব্বানন্দকরী সর্ব্বেষাং আনন্দ বিধায়িনী সা জগন্মাতাতু সর্ব্বানন্দং স্বসেবকং উবাচ কথয়ামাস। হ ইতি পাদপূরণে।

শ্রীদেব্যুবাচ।

বৎস! ত্বং বৃণু বাঞ্ছিতং ঝটিতি ভো রাত্রিঃ ক্ষয়ং গচ্ছতি,
শ্রীমদ্ভূত পতেঃ প্রধান নগরী শূন্যা বভূবাধুনা।
অদ্যারভ্য মম ত্বমেব নিয়তঃ পুত্রঃ প্রতিজ্ঞা কৃতা
যস্মিন্ যন্মনসি ত্বমেব কুরুষে সম্পাদনীয়ং ময়া॥

বৎস ইতি। ভো বৎস! হে স্নেহাস্পদ! ত্বং ঝটিতি শীঘ্রং বাঞ্ছিতং অভিলষিতং বিষয়ং বৃণু। রাত্রিঃ ক্ষয়ং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। নিশাবসানং ভবতি ইত্যর্থঃ। শ্রীমদ্‌ভূতপতেঃ মহাদেবস্য প্রধান-নগরী কাশী ইত্যর্থঃ অধুনা ইদানীং শূন্যা প্রকৃতিশূন্যা মদভাবেন ইত্যর্থঃ বভুব অদ্যারভ্য অস্মাৎ দিনাৎ আরভ্য। অত্র আরভ্য যোগে পঞ্চমী ইতি ভাষ্যকারঃ। পরং সপ্তম্যন্তং অদ্যপদং অতএব মীমাংসৈষা ক্রিয়তে। অদ্য ইদং দিনাবস্থানাৎ আরভ্য ইত্যর্থঃ। অদ্যপদেন ইদং-দিনাবস্থানং প্রকাশ্যতে অতএব ভাষ্যকারঃ আরভ্য যোগে পঞ্চমী ইতি আহ। অস্মাৎ দিনাৎ আরভ্য ইতি ফলিতার্থঃ। ত্বংএব নিয়তঃ পুত্রঃ। ইতি প্রতিজ্ঞা ময়া কৃতা। যস্মিন্ সময়ে ত্বং যৎ এব মনসি কুরুষে, তৎ ময়া সম্পাদনীয়ম্।

ইতি দেব্যা বচঃশ্রুত্বা সর্ব্বানন্দো মহামতিঃ
শবাসনাৎ সমুত্থায় স্তোত্রং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ

ইতীতি। দেব্যাঃ ভগবত্যাঃ ইতি বচঃ বাক্যং শ্রুত্বা আকর্ণ্য মহামতিঃ মহাবুদ্ধিঃ বিচক্ষণঃ জ্ঞানী সর্ব্বানন্দঃশবাসনাৎ শবরূপাৎ আসনাৎ সমুত্থায় স্তোত্রং স্তবং কুর্য্যাৎ।

শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ স্তোত্রম্।

যা ভূতান্ বিনিপাত্য মোহজলধৌ সংনর্ত্তয়ন্তী স্বয়ং,
যন্মায়া পরিমোহিতা হরিহর ব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ।
যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ করগতং যদ্যোগি গম্যং ফলং
তুচ্ছং যৎপদ সেবিনাং হরি হর ব্রহ্মত্ব মস্যৈ নমঃ॥ ১॥

যেতি। যা দেবী ভূতান্ উৎপন্নান্ নতু কেবলং জীবান্ (জীব-বাচক ভূত শব্দস্য ক্লীবত্বাৎ) পরং সর্ব্বান্ পদার্থান্ মোহজলধৌ অজ্ঞানতারূপ-সাগরে বিনিপাত্য পাতয়িত্বা স্বয়ং সংনর্ত্তয়ন্তী সংনর্ত্তন-পরা সতী স্থিতা। জ্ঞানিনঃ বোধিনঃ হরি হর ব্রহ্মাদয়ঃ যন্মায়া পরিমোহিতাঃ যস্যা মায়য়া মোহং গতাঃ। যস্যা দেব্যাঃ ঈষদনুগ্রহাৎ যৎ যোগিগম্যং যোগরতৈঃ জনৈঃ জ্ঞেয়ং তৎ ফলং করগতং হস্তগতং যৎপদ সেবিনাং যস্যাঃ পদং সেবিতুং শীলং যেষাং, তথোক্তানাং হরি হর ব্রহ্মত্বং নারায়ণ মহাদেব পিতামহত্বং তুচ্ছং আদরানর্হং, অস্যৈ দেব্যৈ নমঃ।

বেদো ন যৎপার মুপৈতি মাতঃ নৈবাগমোন প্রমথাধিপশ্চ।
কস্মান্নরঃ ক্ষীণমতি স্তবাম্ব! তদ্রূপ সম্ভাবন তৎপরঃ স্যাম্॥

বেদইতি। হে মাতঃ যৎপারং যস্যরূপস্য অন্তং বেদঃ ন উপৈতি প্রাপ্নোতি, আগমোনৈব, প্রমথাধিপশ্চ শিবশ্চ ন উপৈতি ইতি-শেষঃ। হে অম্ব! মাতঃ! ক্ষীণমতিঃ স্বল্পবুদ্ধিঃ নরঃ অহং কস্মাৎ কং অবলম্ব্য ইত্যর্থঃ, তদ্রূপসম্ভাবন তৎপরঃ তস্যরূপস্য সম্ভাবনে পূজনে চিন্তনে বা তৎপরঃ নিপুণঃ স্যাং ভবেয়ম্ নৈতৎ সম্ভবতি ইতি ভাবঃ।

যত্তেজসো মণ্ডল মধ্যসংস্থা হরাদয়ঃ কোটি দিবাকরাভাঃ
বিভান্তি পূর্ণেন্দু সমীপসংস্থা স্তারা যথা ব্যোমতলেঽপ্যজস্রাঃ॥

যত্তেজস ইতি। কোটি দিবাকরাভাঃ কোটি সংখ্যক সূর্য্যসম তেজসঃ হরাদয়ঃ শিবাদয়ঃ ব্রহ্মবিষ্ণু সদাশিব প্রভৃতয়ঃ দেবাঃ,

যত্তেজসো মণ্ডল মধ্যসংস্থাঃ যস্যাঃ তব তেজোমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনঃ সন্তঃ, ব্যোমতলে আকাশে পূর্ণেন্দুসমীপসংস্থাঃ পূর্ণচন্দ্রসকাশস্থিতাঃ অজস্রাঃ অসংখ্যা অপি তারা যথা তারা ইব বিভান্তি শোভন্তে। তস্যৈ তুভ্যং নমঃ ইতি পরেণান্বয়ঃ।। ৩॥

যা জীবরূপা পরমাত্মরূপা যা পুংস্বরূপা চ কলত্ররূপা।
যা কামমগ্না পরিভগ্ন কামা তস্যৈ নমস্তুভ্য মনন্ত-মূর্ত্তৌ ॥৪॥

যেতি। যা ত্বং জীবরূপা, ত্বদংশস্যৈবহি দেহিত্বাৎ পাশবদ্ধত্বাচ্চ। পরমাত্ম রূপা পাশাভাবাৎ সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বমূলত্বাচ্চ। যা ত্বং পুং-স্বরূপা পুরুষরূপা, কলত্ররূপাচ নারী স্বরূপাচ স্ত্রীপুংসয়ো স্ত্বদংশত্বাৎ। যা ত্বং কামমগ্না কালীরূপে কামমগ্নত্ব-দর্শনাৎ কামমগ্নানাং ত্বদংশ-ত্বাদ্বা, পরিভগ্ন-কামা বিনাশিত—কামভাবা নির্গুণত্বাৎ; তস্যৈ অনন্তমূর্ত্ত্যৈ অসংখ্য মূর্ত্তিধারিণ্যৈ তুভ্যং নমঃ ॥ ৪ ॥

ত্বমেব বিষ্ণু শ্চতুরানন স্ত্বং ত্বমেব সর্ব্বঃ পবন স্ত্বমেব
ত্বমেব সূর্য্যঃ শশলাঞ্ছন স্ত্বং ত্বমেব সৌরি স্ত্রিদশা স্ত্বমেব ॥৫

ত্বমিতি। হে মাতঃ! ত্বং এব বিষ্ণুঃ পালকোদেবঃ, ত্বং চতুরাননঃ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা দেবঃ, ত্বং এব সর্ব্বঃ শিবঃ সংহারকো দেবঃ, ত্ব মেব পবনঃ জগৎ প্রাণোবায়ুঃ, ত্বমেব সূর্য্যঃ পৃথিব্যাদি মণ্ডল প্রসবিতা প্রচণ্ডতেজাঃ সবিতা, ত্বং শশলাঞ্ছনঃ শীতরশ্মি শ্চন্দ্রঃ, ত্বমেব সৌরিঃ কালান্তকো যমঃ, কিং বহুনা, ত্ব মেব ত্রিদশাঃ সর্ব্বে দেবাঃ, ভবত্যাঃ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাৎ ॥ ৫ ॥

ত্বং ভূতলস্থা খিল যজ্ঞ কর্ত্রী
ত্বং নাকসংস্থা খিল যজ্ঞ ভোক্ত্রী।
ত্বমেব তুষ্টা খিল মুক্তি দাত্রী
ত্বমেব রুষ্টা ত্রিজগন্নিহন্ত্রী ॥ ৬ ॥

ত্বমিতি। ত্বং ভূতলস্থা ভূমিতল বর্ত্তিনী সতী অখিল যজ্ঞ কর্ত্রী সকল যজ্ঞ সম্পাদয়িত্রী নিখিলযাজ্ঞিকানাং ত্বদংশত্বাৎ। ত্বং নাক-সংস্থা স্বর্গস্থিতা সতী অখিল যজ্ঞ ভোক্ত্রী সর্ব্ব যজ্ঞ ভোগ কারিণী,

সর্ব্বকামরাত্মকত্বাৎ, ত্বং এব তুষ্টা তোষং গতা সতী অখিলমুক্তি দাত্রী সর্ব্বমোক্ষদায়িনী নারায়ণাত্মকত্বাৎ। ত্ব মেব রুষ্টা কুপিতা সতী ত্রিজগন্নিহন্ত্রী ত্রৈলোক্য বিনাশিনী মহাকালরূপত্বাৎ। যজ্ঞ কর্ত্তা যজ্ঞ ভোক্তা মুক্তিদাতা সংহর্ত্তা চ ত্বদংশ ইতি ভাবঃ॥ ৬॥

সংসারো হ্যয় মসার এব সততং দুঃখ-প্রদো দেহিনাং
কিন্তু জ্ঞান-ভৃতাঞ্চ মাত রনিশং জ্ঞানাগ্নি সন্তান কৃৎ
সো হ্যয়ং ত্বচ্চরণাম্বুজ দ্বয় কৃপা যস্মিন্ পশৌ জায়তে
সারাৎসারতরঃ সমস্ত সুখদো জ্ঞানাগ্নি সম্বর্দ্ধনঃ॥ ৭॥

সংসার ইতি। হে মাতঃ। অয়ং সংসারঃ অসারঃ সারহীনঃ, অস্মাদেব দেহিনাং শরীরিণাং সততং নিরন্তরং দুঃখপ্রদঃ দুখপ্রদায়কঃ। কিন্তু জ্ঞানভৃতাং জ্ঞানিনাং অনিশং নিরন্তরং জ্ঞানাগ্নি সন্তান-কৃৎ জ্ঞানবহ্নিদীপকঃ। যস্মিন্ পশৌ ত্বচ্চরণাম্বুজ-দ্বয়-কৃপা ত্বদীয় পাদপদ্ম যুগল কৃপা জায়তে ভবতি, তস্য সো হ্যয়ং সংসারঃ সারাৎসারতরঃ সমস্ত সুখদঃ জ্ঞানাগ্নি সম্বর্দ্ধনশ্চ ভবতীতি শেষঃ॥৭॥

নহি স্বেচ্ছাসাধ্যে জননি সুখদুঃখে খলু নৃণাং
ভবেতাং যদ্দুর্গে পততি নর ইচ্ছাবিরহিতে।
অতো নাহং কর্ত্তা হরি রপি জগৎ পালনপরো
মহেশো ব্রহ্মাপি ত্রিগুণ-জননে ত্বংহি নিতরাং॥ ৮॥

নহীতি। হে জননি। হে মাতঃ। খলু নিশ্চিতং সুখ দুঃখে নৃণাং নরাণাম্ স্বেচ্ছাসাধ্যে আত্মাভিলাষ সম্পাদ্যে নহি ভবেতাং। যৎ যস্মাৎ, নরঃ ইচ্ছা বিরহিতে দুর্গে মহাবিঘ্নে বা ভববন্ধে বা শোকে বা দুঃখে বা নরকে বা যমদণ্ডে বা জন্মনি বা মহাভয়ে বা অতি রোগে বা পততি। অতঃ এতস্মাৎ কারণাৎ অহং ন কর্ত্তা, হরিঃ বিষ্ণু রপি জগৎ পালনপরঃ লোকত্রয়পালকো ন, মহেশঃ শিবঃ, ব্রহ্মা পিতামহোঽপি ন। ত্রিগুণ জননে। সত্ত্ব রজস্তমোগুণোৎপাদিকে। হি নিশ্চিতং নিতরাং অবশ্যং ত্বং সৃষ্টি পালনসংহার কারণ মিতিশেষঃ। ত্রিগুণজননে। ইত্যত্র ত্রিগুণজননি ইত্যপি

পাঠোরশ্যুতে অস্মিন্ পক্ষে ত্রিগুণানাং সত্ত্ব রজস্তমসাং জননী উৎপাদিকা, তৎসম্বুদ্ধৌ ইত্যর্থঃ জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৮ ॥

ত্বং সর্ব্বশক্তি র্জগতাং দুহিত্রী
ত্বং সর্ব্ব মাতা সকলস্য ধাত্রী।
ত্বং বেদরূপা খিল বেদ বাচ্যা
ত্বং সর্ব্ব গোপ্যা সকল প্রকাশ্যা ॥ ৯

ত্বমিতি। অয়ি আদ্যে ত্বং সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বেষাং পুংসাং শক্তি-রূপা বাঙ্মনস-বলরূপা সহধর্ম্মিণী-রূপা বা। জগতাং সর্ব্বেষাং লোকানাং দুহিত্রী দুহিতা তনয়াচ দুহিতৃশব্দাৎ ঈপ্ মহাপুরুষ প্রয়োগাৎ ন দোষায়। যদ্বা; দুহিতা চাসৌ ঈচেতি দুহিত্রী লক্ষ্মী বীকার উচ্যতে ইতি কোষাৎ গৃহলক্ষ্মীরূপা কন্যা ইত্যর্থঃ। ত্বং সর্ব্ব মাতা সর্ব্বেষাং জননী, সকলস্য সর্ব্বস্য ধাত্রী গর্ভমোচন সময়ে ধারণ কারিণী উপমাতা পোষণকারিণী বা। ত্বং বেদ রূপা, শ্রুতি-স্বরূপা ত্বং বেদ্যা ইত্যর্থ। অখিল বেদ বাচ্যা সর্ব্বেষাং বেদানাং অভিধেয়া চ। ত্বং সর্ব্বগোপ্যা সর্ব্বেষাং গোপনীয়া সকল প্রকাশ্যা সর্ব্বেষাং প্রকাশনীয়া চ ॥ ৯ ॥

ত্বমেব হংসঃ পরমো যতীনাং
ত্বং বৈষ্ণবানাং পুরুষঃ প্রধানম্।
ত্বং কৌলিকানাং পরমা হি শক্তি
স্ত্ব মেব তেষামপি দিব্য ভক্তিঃ ॥ ১০॥

ত্বমিতি। ত্বং এব যতিনাং যোগিনাং কুম্ভকরেচক পূরকাভ্যা-সিনাং পরমঃ হংসঃ। তদা হংসো হংস ইতি সহস্রাণ্যেক বিংশতিং ষট্ শতানি দিবারাত্রৌ ভ্রান্তো জীবঃ স্বয়ং জপেৎ ইত্যুক্ত লক্ষণঃ হংসঃ অজপা ইত্যর্থঃ। বৈষ্ণবানাং বিষ্ণু ভক্তানাং প্রধানং পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ আরাধ্যঃ পুরুষঃ। যদ্বা প্রধানং প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ ইত্যর্থঃ। ত্বং কৌলিকানাং কুলাচাররতানাং সাধকানাং হি নিশ্চিতং পরমা-শক্তিঃ। ত্বমেব তেষাং কৌলিকানামপি দিব্য ভক্তিঃ অহেতুকী ভক্তিঃ তৎ স্বরূপা ইত্যর্থঃ। ১০ ॥

যে যোগিনো মুনিগণাঃ পরিহৃত্য সর্ব্বং
ধ্যায়ন্তি মাত রনিশং তব পাদ পদ্মং।
তে ২পি ত্বদীয় চরণং যুগ কোটি কল্পা
ন্নালোকয়ন্তি কি মহো লঘুজীবিন স্তৎ॥ ১১॥

যেইতি। হে মাতঃ। যে যোগিনঃ কৃত যোগাভ্যাসাঃ মুনিগণাঃ, দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিরধী-র্মুনি রুচ্যতে।" ইতুক্ত লক্ষণা ঋষয়ঃ সর্ব-দারপুত্রধনাদিকং পরি-হৃত্য ত্যক্ত্বা তব পাদপদ্মং অনিশং নিরন্তরং ধ্যায়ন্তি চিন্তয়ন্তি। তে পূর্ব্বোক্তা মুনয়োপি যুগ কোটিকল্পাৎ তৎকালং বিচিন্ত্য যবর্থে পঞ্চমী। ত্বদীয় চরণং ন আলোকয়ন্তি পশ্যন্তি। অহো লঘুজীবিনো জনাঃ তৎ ত্বদীয় চরণং কিং আলোকয়ন্তি অবলোকয়িতুং শক্নু-বন্তি? কদাপিন, ইতি ভাবঃ॥ ১১॥

জ্ঞাত্বাপি তৎ তব পদাম্বুজ সেবনার্থ
মুদ্বেগিনঃ পরিজনস্য চ মুক্তি রেব।
সংসার সাগর তরি স্তব পাদ পদ্মং
নান্যদ্বদন্তি গুরবঃ শ্রুতয় স্তথান্যে॥ ১২॥

জ্ঞাত্বেতি। মাতঃ! তৎ জ্ঞাত্বা অপি মুনিভিরপি দুর্লভং ইতরাং লঘুজীবিভি রলভ্যং তৎ তব পাদপদ্মং বিদিত্বাপি, তব পদাম্বুজসেবনার্থং ত্বচ্চরণপদ্মলাভার্থং উদ্বেগিনঃ নিতরাং উৎকণ্ঠাং গচ্ছতঃ সতঃ পরিজনস্য পরিব্রাজকস্য মানবস্য মুক্তিরেচ নিশ্চিতা মুক্তিঃ। অত্র হেতু মাহ। তবপাদপদ্মং সংসার সাগর তরিঃ ভবা-ম্বুধি তরণোপায়ঃ। গুরবঃ গুরুজনাঃ শ্রুতয়ঃ শাস্ত্রাণি তথা অন্যে লোকা গ্রন্থা বা অন্যৎ তরণে সাধনং অপরং ন বদন্তি কথয়ন্তি। গুরুজনপ্রমুখাৎ বেদাদি শাস্ত্রেভ্যঃ তথা অন্যেভ্যঃ জ্ঞানিভ্যশ্চ বয়ং বিদিতবন্তঃ, যৎ সংসার সাগর তরণ সাধনং ত্বচ্চরণং বিনা অন্য-ন্নাস্তি ইত্যর্থঃ॥ ১২॥

বাধন্তে খলু তাবদেব রিপবঃ পাপানি দুষ্ট গ্রহাঃ
যাবন্ন ব্রজতি ক্ষণঞ্চ হৃদয়ং মাত স্ত্বদীয়ে পদে।

যাতে তত্র হৃদি প্রযান্তি সখিতা মেতে সমস্তাঃ পুনঃ
তস্মাত্তেঽপি ন দুঃখদা ন সুখদা মাহাত্ম্য মেতত্তব ॥১৩॥

বাধন্ত ইতি। হে মাতঃ! খলু নিশ্চিতং যাবৎ যৎকাল পর্য্যন্তং হৃদয়ং মনঃ ক্ষণঞ্চ ক্ষণ কালং ব্যাপ্য অপি ত্বদীয়ে ত্বৎসম্বন্ধিনি পদে ন ব্রজতি গচ্ছতি; তাবদেব তৎকাল পর্য্যন্ত মেব রিপবঃ কামাদয়ঃ পাপানি কলুষাণি দুষ্টগ্রহাঃ শনৈশ্চর প্রভৃতয়শ্চ বাধন্তে পীড়য়ন্তি তত্র তস্মিন্ ত্বদীয় পদে হৃদি মনসি যাতে গতে সতি, এতে পূর্ব্বোক্তাঃ সমস্তাঃ সর্ব্বে রিপু প্রভৃতয়ঃ পুনঃ সখিতাং প্রযান্তি সখ্যং গচ্ছন্তি সুখদানেঽবিরোধিনো ভবন্তী ত্যর্থঃ। তস্মাৎ হেতোঃ তে রিপু-প্রভৃতয়ো ন দুঃখদা নাপি সুখদাঃ, এতৎ তব মাহাত্ম্যং মহিমা॥ ১৩॥

কিংবা রত্ন সহস্র মণ্ডিত গবী লক্ষস্য দানোদ্ভবৈঃ
পুণ্যৈশ্চাপি তথাশ্বমেধ নিবহৈঃ কাশ্যাদিবাসৈ রপি।
কিংবা কোটি সহস্র কল্প কলিতৈ র্ধ্যানৈ স্তথা যোগতঃ
মাত স্ত্বৎপদ পঙ্কজে যদি মনঃ স্বল্পঞ্চ বিশ্রাম্যতি॥ ১৪॥

কিংবেতি। হে মাতঃ। যদি ত্বৎপদ পঙ্কজে ত্বদীয়চরণারবিন্দে মনশ্চিত্তং স্বল্পং অত্যল্পকালঞ্চ বিশ্রাম্যতি, তর্হি রত্ন সহস্র মণ্ডিত গবী লক্ষস্য দানোদ্ভবৈঃ পুণ্যৈশ্চাপি কিংবা নাস্তি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। তথা অশ্বমেধনিবহৈঃ কাশ্যাদি বাসৈ রপি কিং, তত্তৎকার্য্যোৎপন্নৈ রপি প্রয়োজনং নাস্তি স্বল্পতরত্বাৎ। এবঞ্চ কোটি সহস্র কল্প কলিতৈঃ কোটি সহস্র কল্প কালং আশ্রিতৈঃ, কোটি সহস্র কল্পসংখ্যা গণিতৈ র্বা ধ্যানৈ স্তথা যোগতঃ যোগৈশ্চ কিংবা প্রয়োজনং, নকিমপি ইত্যর্থঃ। পুণ্যান্তরফলস্য ত্বৎপদপঙ্কজে অত্যল্পমপি কালং মনসঃ সংযোগাৎ ন্যূনতরত্বাৎ, ন তেন কি মপি প্রয়োজন মিতি সরলার্থঃ॥ ১৪॥

ব্যর্থং ত্বৎপদসেবিনো ঽতুল মহৈশ্বর্য্যার্থ মুদ্বেগিন
স্তেষাং তত্ত্ব বিনিন্দিতং যত ইতি ত্বং রাজরাজেশ্বরী।

কিন্ত্বেত ন্নহি দূষণং খলু নৃণাং ত্বন্মায়য়া মোহিতা
ব্রহ্মা শ্রীহরি শঙ্কর প্রভৃতয়ো ব্যর্থং সমুদ্বেগিনঃ ॥ ১৫ ॥

ব্যর্থমিতি। যে জনাঃ ত্বৎপদ সেবিনঃ সন্তঃ অতুল মহৈশ্বর্য্যার্থং ...র্থং অকারণং উদ্বেগিনো ভবন্তি, তেষাং জনানাং তৎ উদ্বেগিত্বন্তু ...বনিন্দিতং, যতো যস্মাৎ হেতোঃ ত্বং রাজ রাজেশ্বরী সম্রাজ্ঞা মপি ...ত্রী ইতি। কিন্তু এতৎ উদ্বেগিত্বং খলু নিশ্চিতং নৃণাং দূষণং নহি। ...ই যস্মাৎ ব্রহ্ম শ্রীহরি শঙ্কর প্রভৃতয়ঃ দেবা অপি ত্বন্মায়য়া মোহিতাঃ ...ন্তঃ ব্যর্থং সমুদ্বেগিনো ভবন্তি। অস্মাৎ এব তে মায়া প্রভাব ইতি ...াবঃ। যন্মায়য়া ইতি পাঠে, যৎ যস্মাৎ মায়য়া ত্বন্মায়য়া ইত্যর্থঃ ...রণীয়ঃ তস্মিন্ পক্ষে নহি ইত্যব্যয়ং। ১৫।

ভাব্যং নেদৃশমুত্তমাং তনুভৃতাং যদ্বাঙ্ মনোদুর্গমং।
মত্বাত্মা নমিতঃ স্বয়ং পরিমিতং তদ্রূপ মাসাদিতং।
তচ্চ শ্রীহরি পদ্মজ ত্রিনয়নৈ রগ্রাহ্যতেজোঽভবৎ।
তস্মাত্তৎপরমং পরাৎপরতমং সম্ভাবয়ামো বয়ং। ১৬।

ইদানীং অন্তর্যজন ক্রমেণ স্তূয়তে। অন্তর্যজনন্তু সমাহিত মনসা ...বতা-বিভূতি-চিন্তনপূর্ব্বকং আত্ম-বিভূতি-পঞ্চতত্ত্ব-প্রভৃতিভিঃ ...ঃসঙ্কল্প-পূজনং তদেব সূচয়তি ভাব্যমিত্যাদি। হে মাতঃ যৎ যস্মাৎ ...ব রূপং বাঙ্মনসয়োঃ দুর্গমং দুষ্প্রাপ্যং জ্ঞাত্বা আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ ...ধক পুরুষঃ নমিতঃ স্তব্ধীভূতঃ সমাহিত লক্ষণত্বাৎ। অত্রাত্মপদেন ...ল সূক্ষ্মাতিরিক্ত কারণাত্ম রূপ পুরুষ এবাধিগম্যতে সমাহিত ...না ভূত্বা স এব মানসোপচারেণ পূজয়িতুং শক্নোতি। বাঙ্মনসয়োস্তু ...এ বিষয়ত্বাসম্ভবাৎ। রূপং কথং ভূতং শ্রীহরি বিষ্ণুঃ পদ্মজো ব্রহ্মা ...নয়নঃ সদাশিবঃ এতৈরপি অগ্রাহ্যং তেজো যস্য। এতে পরম ...রূপাঃ সন্তোঽপি গৃহীতুং ন শক্তা ইতিভাবঃ। তস্মাদেব বয়ং ...তেজঃ পরমং অনুত্তমং পরাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠাৎ শ্রেষ্ঠতরং সম্ভাব-...মঃ চিন্তয়ামঃ নতু পূজয়িতুং শক্তা ইত্যর্থঃ বাঙ্মনো দুর্গমমিত্যার্থং॥

ঈশাদ্যাঃ পরিচারকাঃ সুবিমলং পাদ্যঞ্চ মূলং জলং
চার্ঘ্যং তন্মনসঃ সুধাচমনকে গন্ধশ্চ তত্ত্বং পরং।

পুষ্পাণীন্দ্রিয়রাশয়োবহুবিধোধূপশ্চ বায়ুস্ততা।
তেজোদীপইদং পরান্নমদনে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণস্তথা। ১৭।

ঈশাদ্যা ইত্যাদি। ঈশাদ্যা ঈশো মহাদেবঃ স এব আদ্যো আদিভূতো যেষাং তে শিববিষ্ণুব্রহ্মাদয়ঃ তে পরিচারকাঃ পরিচরণশীলাঃ দেব্যা বাহন রূপত্বাৎ। সেবক রূপত্বাদ্বা মূলং সহস্রারচ্যুতামৃতং অতএব সুবিমলং তদেব জলং পাদ্যং পাদপদ্ম ক্ষালনীয়ং তথা মনসোহর্ঘ্যং মনস ইত্যত্রাভেদ-সম্বন্ধ-বিবক্ষয়া ষষ্ঠী। মন এবার্ঘ্য মিত্তিভাবঃ। তথা আচমনং আচমনীয়ং সুধা। তথা পরং তত্ত্বং পৃথিবীতত্ত্বং গন্ধঃ। তথা ইন্দ্রিয়-রাশয় ইন্দ্রিয়গণাঃ পুষ্পাণি ইন্দ্রিয়াণাং বহুরূপ শোভমানত্বাৎ। তথা বায়ুতত্ত্বং ধূপঃ তেজস্তত্ত্বং দীপঃ। তথা ব্রহ্মাণ্ডপূর্ণং পরান্নং জলতত্ত্বং নৈবেদ্য মিতি-ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

পেযশ্চামৃত সাগরঃ সুললিতং মাংসঞ্চ তুল্যং গিরে
শ্ছত্রঞ্চামরদর্পণে শশিমরুত্তীক্ষ্ণাংশবঃ শোভিতাঃ।
ঘণ্টা নাহতজধ্বনি বিরচিতা ন্যন্যানি চান্যৈ স্তথা
তাম্বূলং পরিচারিকা বিরচিতং গন্ধাক্তন্মণ্ডলং। ১৮।

ইদানীং মানসোপচার ক্রমেণ স্তৌতি পেয়শ্চেত্যাদি অমৃতং সুধা তন্ময়এব সাগরঃ সমুদ্রঃ পেয়ঃ পানীয়ঃ তব ইতি শেষঃ। গিরেঃ পর্ব্বতস্য তুল্যং তুল্য পরিমাণং সুললিতং সুস্বাদং মাংসং সেব্যং ইতি শেষঃ। ছত্রংশশী চামরং মরুৎবায়ুঃ দর্পণং তীক্ষ্ণাশুঃ সূর্য্য ইত্যর্থঃ এতে পুনস্তবোপচার ভূতাঃ সন্তঃ শোভমানা ইতিভাবঃ। অনাহত চক্র সমুত্থিত ধ্বনিরেব ঘণ্টা অত্রঘণ্টাপদেন শব্দএব প্রতীয়তে তুল্য ক্রিয়োপাধিত্বাৎ। তথা অন্যৈ রিন্দ্রাদি দেবগণৈ বিরচিতানি পূজোপকরণানি তথা পরিচারিকাভিঃ দেবগন্ধর্ব্বকন্যাদিভিঃ বিরচিতং তাম্বূলং গন্ধাক্তং তন্মণ্ডলং আসন মিত্যর্থঃ। ১৮

বাদ্য ঞ্চামৃতমুত্তমং বহুবিধং যোগীন্দ্রচেতোহরং
নৃত্যংগীত মপীদৃশং সুললিতং গন্ধর্ব্বকন্যাদিভিঃ।

মঞ্চাধঃস্থিতপদ্মজত্রিনয়নস্তোত্রং বিভিন্নাধ্বগং
উচ্ছিষ্টাংশ কভৈরবাদিকৃতিনা মানন্দ কোলাহলঃ।১৯।

তথা গন্ধর্ব্ব কন্যাদিভিঃ বাদ্যং নৃত্যং গীতঞ্চ ঈদৃশং সুললিতং যৎ যোগীন্দ্রাণাং যোগাবলম্বনেন শ্রেষ্ঠানামপি চেতোমনো হরতীতি তাদৃক্ মঞ্চস্যাধঃ নিম্নস্থিতানাং বিষ্ণুব্রহ্মশিবাদীনাং বিভিন্নাধ্বগং স্তোত্রং স্বস্বাভিপ্রেতং। উচ্ছিষ্টাংশকেন দেব্যা ভোগাবশিষ্ট প্রসাদেন তদর্থংবা ভৈরবাদি কৃতিনাং আসিতাঙ্গাদি ভৈরবাণাং ব্রহ্মাদি দেবানাঞ্চ য আনন্দ স্তেন কোলাহলঃ কলরব ইতি। ১৯।

ঊর্দ্ধাত্ সংস্রবদুত্তমামৃতরসৈঃ সংসিচ্যমানামুহু-
র্বিদ্যাভি র্দশভিঃ করস্থকলসৈরানন্দ-কোলাহলৈঃ।
পূজাদ্রব্যসমগ্রশীঘ্রনয়ন ব্যগ্রা সমস্তা সখী-
দৃষ্ট্বাকৌতুক পূর্ণিতামভয়দাংতন্মণ্ডলেসংস্থিতাং ।।২০।

ঊর্দ্ধাদিতি। ঊর্দ্ধাৎ উপরিভাগাৎ সংস্রবদুত্তমামৃতরসৈঃ নিঃসরৎ-সুধা-বারিভিঃ করস্থ কলসৈঃ হস্তস্থিত জলাধার ঘটৈঃ করণকৈঃ দশভিঃ বিদ্যাভিঃ কর্ত্রীভিঃ আনন্দকোলাহলৈঃ আনন্দ কোলাহলং কুর্ব্বন্তীভিঃ সতীভি রিত্যর্থঃ বিশেষণে তৃতীয়া। সংসিচ্যমানা আর্দ্রীক্রিয়মাণা 'ভবসি ত্বং' ইতিশেষঃ। এবং ভূতাং কৌতুক পূর্ণিতাং আনন্দ পূর্ণাং তন্মণ্ডলে দেবগণ পরিবৃতে মণ্ডলে সংস্থিতাং অভয়দাং তাং দৃষ্ট্বা সমস্তা সখী পরিচারিকাগণঃপূজার্থং যৎদ্রব্যং তস্য নয়নে সংগ্রহে ব্যস্তা ইতস্ততঃ ধাবমানা ইত্যর্থঃ। ২০।

ইত্যাদ্যৈঃ পরি শোভিতাং স্মিত মুখী মালোয়ন্তীং পরাং
তন্মূর্ত্তিং কিয়দীক্ষণেন সহসা শশ্বজ্জ্বলন্তীং পরাং।
ধ্যাতুং কিং ক্ষমতা মুপৈতি বিধিবদ্ দেবঃ স যোগীশ্বরো
ঽপ্যস্মাকং সুতরাং তথা পুরুষতা নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব চ।২১।

ইত্যাদ্যৈঃ পরিশোভিতাং ব্রহ্মাদি দেবগণৈঃ পরিবৃতাংস্মিত মুখীংঈষদ্ধাস্যবদনাংআলোকয়ন্তীং স্বতেজসা দিশঃপ্রকাশয়ন্তীং তন্মূর্ত্তিং তব স্বরূপং বিধিবৎধ্যাতুং ধ্যানং কর্ত্তুংসদেবঃ শিবঃ যোগীশ-

রোঽপি কিং ক্ষমতাং উপেতি। অপিতু নৈব ইতিভাবঃ। সুতরা অস্মাকং নরাণাং অল্পধিয়াং ক্রিয়দীক্ষণেন, কিঞ্চিৎদর্শনেন ধ্যাতুং পুরুষতা নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব।.নির্দ্ধারণে দ্বিরুক্তিঃ।—

যদ্বা ইত্যাদ্যৈরিতি। ইত্যাদ্যৈঃ পূর্ব্বোক্ত প্রভৃতিভিঃ পরিশোভিতাং অলঙ্কৃতাং স্মিতমুখীং ঈষদ্ধসিতাননাং পরান্ শত্রূন্ আলোকয়ন্তীং পশ্যন্তীং যদ্বা শক্রভাবাপন্নান্ মুক্তিদানাৎ আশু দীপ্যমানান্ কুর্ব্বতীং শশ্বৎ নিত্যং জ্বলন্তীং দীপ্যমানাং পরাং শ্রেষ্ঠতমাং ত্বম্মূর্ত্তিং মূর্ত্তিমতীং ত্বাং দেবীং সহসা ক্রিয়দীক্ষণেন বিধিবৎ ধ্যাতুং স প্রসিদ্ধঃ যোগীশ্বরো দেবঃ মহাদেবঃ অপি ক্ষমতাং সামর্থ্যং কিং উপৈতি অপিতু ন ইত্যর্থঃ। সুতরাং অস্মাকং তথা পুরুষতা নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব চ নিশ্চিতং নাস্তীত্যর্থঃ। শিবোঽপি যত্রাসমর্থঃ, তত্রাস্মাকং অসামর্থ্যং কিং বক্তব্যমিতিভাবঃ ॥ ২১ ॥

যদ্যেতেন চ তেন চ ত্রিনয়নি ধ্যেয়ং ন রূপং তথা
তন্মত্বা বিরমো ভবেন্ন জগতাং কেনাপি দুঃখক্ষয়ঃ।
কিন্তুত্বৎ পদসেবনায় চ সদা যেষাং দৃঢ়ং মানসং
তে মুক্তা নিগমাগম শ্রুতিগণৈ গীতন্ত্বিদং মে দৃঢ়ং। ২২

যদীতি হে ত্রিনয়নি! হে নেত্রত্রয় ভূষিতে! যদি এতেন ভূতল বাসিনা জনেন তথা তেন শিবাদিনা চ তব রূপং তথা ন ধ্যেয়ং, তর্হি তৎ অধ্যেয়ত্বং মত্বা বিরমো বিরতি র্ভবেৎ, ধ্যানাৎ নিবৃত্তিঃ সম্ভাব্যা। জগতাং দুঃখক্ষয়ঃ কেনাপি অন্যেন কেন উপায়েনাপি ন ভবেৎ। কিন্তু যেষাং মানসং মনঃ সদা ত্বৎপদ সেবনায় দৃঢ়ং সুস্থিরং, তে মুক্তাঃ ভবিষ্যন্তি মুক্তিং প্রাপ্স্যন্তি, ইদং তু নিগমাগম শ্রুতিগণৈ গীতং, মে মম দৃঢ়ং, মমাপ্যত্র দৃঢ়প্রত্যয়ো ঽস্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, তন্মত্বা উ ভোঃ বিরম ত্বং বিরতো ভব। নহি এতৎ যুক্তং। যতঃ, জগতাং অন্যেন কেনাপি উপায়েন দুঃখক্ষয়ো ন ভবেৎ। ইত্যন্বয়ঃ। নির্গতং শঙ্করী বক্ত্রাৎ গতং পঞ্চাননাননে। মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মান্নিগম উচ্যতে। আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাননে মতং শ্রীবাসুদেবস্য, তস্মাদাগম উচ্যতে। শ্রুতি র্বেদঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বৎস ! ত্বং পরিমুঞ্চ মুঞ্চ মধুরং স্তোত্রং চিদানন্দজং
পুণ্যাপুণ্য-হরা বরাভয়-করা নিষ্কামদা কামদা ।
ব্যস্তা হ্যহং নিজনাথ সঙ্গ বিরহাৎ পূর্ণা নিশীথা ধুনা
যত্ত্বং বাঞ্ছসি তং বরং সুকুশলং দেয়ং শুভং নিশ্চিতং ।২৩

শ্রীদেবীতি। শ্রীদেবী ভগবতী উবাচ কথয়ামাস। হে বৎস! ত্বং চিদানন্দজং জ্ঞানানন্দোৎপন্নং অতএব মধুরং স্তোত্রং স্তবং পরিমুঞ্চ শীঘ্রং ত্যজ ইত্যর্থঃ। কুতঃ ইত্যত আহ। পুণ্যাপুণ্যহরা পাপপুণ্যনাশিনী মোক্ষদায়িনী ইত্যর্থঃ। বরাভয়করা বরাভয়ে করয়ো র্যস্যাঃ তাদৃশী। নিষ্কামদা তথা কামদা অহং নিজনাথ-সঙ্গবিরহাৎ শিবসঙ্গাভাবাৎ ব্যস্তা। অধুনা নিশীথা নিশীথিনী রাত্রিঃ পূর্ণা প্রায়েণ অবসিতা ইত্যর্থঃ। ত্বং যং সুকুশলং বরং বাঞ্ছসি তং শুভং বরং নিশ্চিতং ময়া দেয়ং জানীহীতি শেষঃ। যত্ত্বং বাঞ্ছসি ইতি পাঠান্তরং। তত্র যদিত্য ব্যয়ং জ্ঞেয়ং। পুণ্যাপুণ্যহরা ইত্যাদিবিশেষণৈঃ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং সর্ব্ববরদান সামর্থ্যঞ্চ প্রকাশিতম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ।

মাতঃ কিং বর মপরং যাচে
সর্ব্বং সম্পাদিত মিতি সত্যং।
যত্ত্বচ্চরণাম্বুজ মতি গুহ্যং
দৃষ্টং বিধিহরমুরহর জুষ্টং ॥ ২৪ ।

শ্রীসর্ব্বানন্দ ইতি। শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ দেবীং কথয়ামাস। হে মাতঃ! কিং অপরং তদ্দর্শনাদন্যং বরং যাচে প্রার্থয়ে। সাম্প্রতং সর্ব্বং সম্পাদিতং ইতি সত্যং নিশ্চিতং। যৎ যস্মাৎ বিধিহর মুরহর-জুষ্টং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর-সেবিতং অতএব অতিগুহ্যং ত্বচ্চরণাম্বুজং ময়া দৃষ্টং। তচ্চরণাম্বুজদর্শনেন সর্ব্বে বরা ময়া লব্ধা ইতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

যদি বর মপরং দেয়ং মাত
স্তন্নহি জানে পর-হৃদয়স্থং।
যো ২য়ং পুরতঃ সুপ্তোদাস
স্তন্মত মপরং বরমভিদেয়ং। ২৫।

যদীতি। হে মাতঃ! যদি অপরং বরং দেয়ং মন্যসে ইতি শেষঃ তৎ পরহৃদয়স্থং অতএব অহং নহি জানে। যঃ অয়ং দাসঃ পুরতঃ অগ্রতঃ সুপ্তঃ তন্মতং তৎসম্মতং তৎপ্রার্থনীয়ং অপরং বরং অভি দেয়ং। ত্বয়েতি শেষঃ। প্রায়েণ ভাবপ্রত্যয়ান্তাঃ নপুংসকে প্রযুক্ত স্তন্ত্রেষু॥ ২৫॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তো ২সি
যোগ নিদ্রাং পরিত্যজ।
পশ্যমে পরমং রূপং
যথেপ্সিত বরং বৃণু॥ ২৬॥

শ্রীদেবীতি। শ্রীদেবী জগদম্বা উবাচ যোগনিদ্রা প্রভাবেণ বাহ্যজ্ঞান শূন্যং পূর্ণানন্দং কথয়ামাস। হে বৎস! ত্বং উত্তিষ্ঠ, ত্বং মুক্তঃ অসি। যদ্বা, অসি ত্বং মুক্তঃ মুক্তিংগতঃ। যোগনিদ্রাং পরিত্যজ। মে মম পরমং রূপং পশ্য, যথেপ্সিত বরং যথাভিলষিতং বরং বৃণু, অনেন জগদম্বাবচনেন পূর্ণানন্দঃ নির্ব্বাণ মুক্তিং লব্ধবান্ ইতি বয়ং মন্যামহে, যতঃ কাশীবাসাৎ পরং সর্ব্বানন্দস্য কায়পরিবর্ত্তন ব্যাপারঃ শ্রুতঃ নতু পূর্ণানন্দস্য॥ ২৬॥

উক্ত্বা শিরসি পাদাব্জ-
স্পর্শাৎ পূর্ণঃ সচেতনঃ।
দৃষ্ট্বা দেবী-পদাম্ভোজং
স্তোত্রং কুর্য্যাদ্ যথেপ্সিতম্॥ ২৭॥

উক্ত্বেতি। উক্ত্বা পূর্ব্বোক্তং বাক্যং কথয়িত্বা শিরসি পূর্ণানন্দস্য মস্তকে পাদাব্জ-স্পর্শাৎ চরণপদ্ম-স্পর্শনাৎ পূর্ণঃ সচেতনঃ চেতনা-যুক্তো বভূব। অনন্তরং দেবী পদাম্ভোজং দৃষ্ট্বা যথেপ্সিতং স্তোত্রং কুর্য্যাৎ ॥ ২৭ ॥

শ্রীপূর্ণানন্দ উবাচ।

উদ্যচ্ছারদ পূর্ণচন্দ্র-নখরে মঞ্জীর-সংশিঞ্জিতে
ব্রহ্মাদ্যঞ্জলি তর্পিতৈঃ সুকুসুমৈ রাক্তে হতিরক্তে পদে।
যন্নেত্রালি-মধুব্রতৈ র্নিপতিতং তেনৈব সিদ্ধং বরং
কিং নস্যা দপরং বরং ত্রিনয়নি প্রার্থ্যং ত্বদীয়ে পদে।২৮।

শ্রীপূর্ণানন্দ ইতি। শ্রীপূর্ণানন্দঃ তন্নামা শূদ্রঃ দ্বিজাতিত্বং মুক্তত্বঞ্চ প্রাপ্তঃ সন্ উবাচ দেবীং কথয়ামাস উদ্যদিত্যাদি! অয়িত্রিনয়নি! তব পদে যৎ নেত্রালিমধুব্রতৈঃ নয়নভ্রমরৈঃ নিপতিতং, তৈনৈব বরং সিদ্ধং ন স্যাৎ? অপিতু সিদ্ধমেব। অতএব ত্বদীয়ে পদে অপরং বরং কিং প্রার্থ্যং প্রার্থনীয়ং? নাস্তি বরান্তর প্রয়োজনং, তচ্চরণদর্শনেন সর্ব্ব মেবাভিলষিতং সম্পাদিত মিতিভাবঃ। নেত্রাণাং আলয়ঃ শ্রেণ্যঃ, তা এব মধুব্রতা ভ্রমরাঃ তৈঃ। দ্বয়োশ্চক্ষুশ্চতুষ্টয়াভিপ্রায়েণ বহুবচন নির্দ্দেশঃ। তবপদে কিম্ভূতে, উদ্যচ্ছারদ পূর্ণচন্দ্রনখরে উদ্যন্তঃ উদয়ং গচ্ছন্তং শারদাঃ শরৎকালীনাঃ পূর্ণচন্দ্রা এব নখরাণি নখানি যস্য যস্মিন্ বা। পুনঃ কিম্ভূতে, মঞ্জীরসংশিঞ্জিতে মঞ্জীরৈ নূপুরৈঃ সংশিঞ্জিতে সম্যক্ শব্দান্বিতে। ব্রহ্মাদ্যঞ্জলিতর্পিতৈঃ সুকুসুমৈঃ আক্তে, ব্রহ্মাদিভিঃ কর্ত্তৃভিঃ অঞ্জলিভিঃ করণৈঃ তর্পিতৈঃ রক্ষিতৈঃ সুকুসুমৈঃ আক্তে ব্যাপ্তে। তথা অতিরক্তে অতিলোহিতবর্ণে অতিরঞ্জিতে বা। ভাষায়াং পুংলিঙ্গা বহবঃ শব্দা স্তন্ত্রেষু ক্লীবলিঙ্গাঃ প্রযুক্তাঃ ॥ ২৮ ॥

যাং পশ্যন্তি ন যোগিন শ্চিরতরং তপ্ত্বা পরাণাং পরাং,
সূক্ষ্মাং ব্রহ্মময়ীং সদাশিব-তনুং ব্রহ্মেশ বিষ্ণু-স্তুতাং।
তাং ত্বাং সেবক-বৎসলাং যদি পুনঃ পশ্যামি সাক্ষাদহং,
মন্যে প্রাক্তন সুৎকটেন তপসা সম্পাদিতং পাদয়োঃ। ২৯।

মামিতি। যোগিনঃ কৃতযোগাভ্যাসা মুনয়ঃ চিরতরং বহূন্ কালান্ ব্যাপ্য তপ্ত্বা তপঃ কৃত্বা, পরাণাং পরাং শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠাং সূক্ষ্মাং গুণাতীতত্বাৎ বিমুক্ত-স্থৌল্যাং ব্রহ্মময়ীং ব্রহ্মস্বরূপাং সদা-শিবতনুং শিবশরীর-রূপাং ব্রহ্মেশবিষ্ণুস্তুতাং হরিহর-ব্রহ্মাদিভিঃ স্তুতাং কৃতস্তোত্রাং যাং ত্বাং ন পশ্যন্তি সেবক-বৎসলাং তাং ত্বাং যদি পুনঃ অহং সাক্ষাৎ পশ্যামি, অহং যৎ অবলোকয়ামি, তৎ পাদয়োঃ তবৈব শেষঃ, উৎকটেন তপসা সম্পাদিতং প্রাক্তনং ান্যে, ইহ জন্মনি তাদৃক্‌সুকৃতিদর্শনাভাবাৎ। জন্মান্তরলব্ধৈঃ সবকবাৎসল্যেন ত্বচ্চরণানুগ্রহ-পুণ্যৈঃ ত্বদ্দর্শনং ময়া লব্ধং, অত্র চারণান্তরং নাস্তীতি ভাবঃ॥ ২৯॥

আপো ভূর্জ্বলনো নভশ্চ পবনঃ সত্ত্বাদয় স্তে গুণা
উৎপন্না স্ত্বয়ি বিশ্ব-মাতরি পুনঃ সাক্ষাদ্ গতায়াং সতি।
সূক্ষ্মায়াং ত্বয়ি সূক্ষ্মতা বিধি মিমে গচ্ছন্তি চেন্নিত্যশ
স্ত্বং ব্রহ্ম-প্রকৃতি র্গিরীশ চরণ প্রামাণ্য মত্যুৎকটম্। ৩০।

আপ ইতি। আপো জলং ভূ র্ভূমিঃ, জ্বলনঃ অগ্নিঃ নভঃ আকাশঃ, পবনো বায়ুঃ, সত্ত্বাদয়ঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, পঞ্চ ভূতানি গুণত্রয়ঞ্চ ইত্যর্থঃ। তে তব গুণাঃ ভবন্তীতি শেষঃ। হে সতি! নিত্যে! পূর্ব্বোক্তা গুণাঃ পুনঃ বিশ্বমাতরি ত্বয়ি সাক্ষাৎ গতায়াং স্থূলভাব মাপন্নায়াং সত্যাং উৎপন্নাঃ। ত্বয়ি সূক্ষ্মায়াং স্থূলাতীত-ভাব মাপন্নায়াং সত্যাং ইমে পূর্ব্বোক্তাঃ গুণাঃ নিত্যশঃ সততং সূক্ষ্মতাবিধিং সূক্ষ্মভাবং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি চেৎ, তর্হি ত্বং ব্রহ্ম-প্রকৃতিঃ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিঃ। অত্র অত্যুৎকটং কারণ মস্তি; কিং তৎ ইত্যত আহ, গিরীশচরণ প্রামাণ্যং গিরীশে শিবে তদ্বক্ষসি যৎ তব চরণং বিদ্যতে তদেব অত্র প্রমাণ মিতি ভাবঃ। ৩০।

ত্বদ্ধ্যানার্পিত চেতসা তব পদ-দ্বন্দ্বার্চ্চনে যে রতা-
স্ত্বন্নাম-স্মরণে পরাৎ পরতরে নির্ম্মাল্য-পাদোদকে।
নির্ধূতাখিল-কল্মষাঃ কলিযুগে ভুক্ত্বেহ ভোগান্ পরান্,
যান্ত্যন্তে পরমাং গতিং মুনিগণৈ র্যল্লভ্যতে সাত্ত্বিকৈঃ॥ ৩১।

তদ্ধ্যানেতি। অয়ি পরাৎপরতরে শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠতরে, যে জনাঃ ত্বদ্ধ্যানার্পিত চেতসা তব ধ্যানে অর্পিতেন মনসা তব পদ-দ্বন্দ্বার্চ্চনে চরণযুগ্ম পূজায়াং, তথা ত্বন্নামস্মরণে 'রক্ষমাং কালিকাদেবি!' ইত্যাদি রূপেণ ত্বদীয় নাম চিন্তনে তথা তব নির্ম্মাল্য-পাদোদকে রতাঃ, তে জনাঃ কলিযুগে নির্ধূতা-খিলকল্মষাঃ সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্তাঃ সন্তঃ ইহ অস্মিন্ লোকে পরান্ শ্রেষ্ঠান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা, সাত্বিকৈঃ সত্ত্বগুণাবলম্বিভিঃ মুনিগণৈঃ যৎ যা গতিঃ লভ্যতে। (যদিত্যব্যয়ং জ্ঞেয়ং, অতএব সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু)। তাং পরমাং গতিং অন্তে দেহাবসানে যান্তি প্রাপ্নুবন্তি। তে নিষ্পাপাঃ সন্তঃ ইহকালে উৎকৃষ্টান্ বিবিধান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা পরত্র সাত্বিক মুনিগণ লভ্যাং পরমাং গতিং লভন্তে ইত্যর্থঃ। কলিকালে ইতি পদেন "পাপ পূর্ণে কলৌ অপি সভোগাং মুক্তিং লভন্তে কিং পুনঃ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু" ইতি ভাবঃ প্রকাশ্যতে॥ ৩১॥

মূলাং ত্বাং প্রকৃতিং বদন্তি মুনয় শ্চাত্মান মন্যে জনাঃ,
কেচিত্তদ্দ্বয় মেব মূল মিতি তান্ ধীরান্ন মন্যামহে।
আত্মা নিত্য গুণোদয়ো ঽপি ভগবান্ জীবো যযা মোহিতঃ
সংসারে ভ্রমসঙ্কুলে নিপতিতাঃ পশ্যন্তি কিং তেন তৎ।৩২।

মূলামিতি। হে মাতঃ! মুনয়ঃ সূক্ষ্মদর্শিন ঋষয়ঃ ত্বাং মূলাং প্রকৃতিং বদন্তি কথয়ন্তি। অন্যে ঋষিভ্যো ঽপরে জনাঃ আত্মানং মূলং বদন্তীতি শেষঃ। কেচিৎ জনাঃ তদ্দ্বয় মেব প্রকৃতি রূপা ত্বং আত্মা চ মূল মিতি বদন্তীতি শেষঃ তান্ মুনিভ্যোঽন্যান্ তথা মূলত্বেন তদ্দ্বয় মারোপিতবতশ্চ জনান্ ধীরান্ স্থির বুদ্ধি সম্পন্নান্ ন মন্যামহে বয়মিতি শেষঃ; অত্র কারণ মাহ, নিত্যগুণোদয়ঃ অনশ্বর-গুণোপেতোঽপি ভগবান্ আত্মা জীবঃ সন্ যয়া ত্বয়া মোহিতঃ। তৎ তাং ত্বাং (তদিত্যব্যয়ং)। ভ্রম সঙ্কুলে ভ্রান্তি-পূর্ণে সংসারে নিপতিতাঃ স্থূল-দেহধারিণো মানবাঃ তেন ত্বদ্দত্ত মোহভাবেন কিং পশ্যন্তি যথার্থ তত্ত্বং জানন্তি? অপিতু ন ইতি ভাবঃ। ত্বম্মায়া মোহিতাঃ বিধি বিষ্ণু শিবাদয়োঽপি যাং ত্বাং ন

জানন্তি ভ্রমপূর্ণে সংসারে নিপতিতাঃ পুণ্যাবসানে গৃহীত-পুন-র্জ্জন্মানো মানবাঃ তাং ত্বাং জ্ঞাতুং কিং শক্নুবন্তি? কদাপি ন। অতএব তেষাং তদ্বিষয়ে মত প্রকাশনং ন যুক্তিযুক্তং ইত্যহং মন্যে ইতি ভাবঃ॥ ৩২॥

রূপন্তে বিমলং মুনীন্দ্র সকলৈ র্ধ্যেয়ং পরং নিষ্কলং,
মাত র্মাং প্রতি দর্শ্যতে স্বকৃপয়া ধন্যোঽস্মি মন্যেঽপ্যহম্।
কিন্তু ত্বৎপদ-পঙ্কজে সুবিমলে চৈকং বরং প্রার্থিতং,
যদ্যাস্তে করুণাবয়োর্দশবিধং রূপং বরং দর্শয়। ৩৩।

রূপমেতি। হে মাতঃ! মুনীন্দ্র সকলৈ র্ধ্যেয়ং পরং শ্রেষ্ঠং নিষ্কলং পূর্ণং বিমলং মালিন্য-লেশ রহিতং তে তব রূপং স্বকৃপয়া স্বীয়ানুগ্রহেণ নতু মদ্গুণেন ইতিভাবঃ। মাং প্রতি দর্শ্যতে যৎ ত্বয়েতি শেষঃ। অতঃ অহং ধন্যোঽস্মি ইত্যহং মন্যে। ত্বদ্দর্শনেন মৎপ্রার্থনা শেষতাং গতা। ইতিভাবঃ। কিন্তু (কৃপাময্যা মাতুঃ সকাশে সুতস্য ক্ষণে ক্ষণে নবং নবং প্রার্থনীয়ং উপতিষ্ঠতে অত-এব) সুবিমলে ত্বৎপদপঙ্কজে ত্বদীয় পাদপদ্মে একং বরঞ্চ প্রার্থিতং কিন্তুদিত্যত আহ। যদি আবয়োঃ করুণা ত্বদীয়া দয়া আস্তে বিদ্যতে, তর্হি বরং পরমোৎকৃষ্টং (স্বরূপবিশেষণ মেতৎ) দশ-বিধং রূপং তবেতি শেষঃ। দর্শয় ত্বমিতি শেষঃ। দর্শ্যতে স্বকৃপয়া, ইত্যত্র দর্শয়াসি কৃপয়া ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে। তত্র দর্শয়াসি দর্শয়সি ইত্যর্থঃ দীর্ঘত্ব মার্ষং। দর্শয়স্ব্যকৃপয়া ইতি পাঠে উ কৃপয়া উ মহাদেবে যা কৃপা তয়া দর্শয়সি ইত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধিরেষাস্তি যৎ পুরা কৃতে যুগে শিবঃ ইদানীং কলৌ সর্ব্বানন্দ এব ভবান্যা দশবিধং রূপং দৃষ্টবান্। অত্র তৃতীয়ো দর্শকো নাস্তীতি। দর্শয়াশু কৃপয়া ইতি পাঠস্তু ন মনোরমঃ। যতঃ দশবিধং রূপং বরং দর্শয় ইতি পশ্চা-দুক্তেঃ দৃশ্যমানায়াঃ দেব্যাঃ সমীপে রূপন্তে দর্শয় ইত্যুক্তি-র্ন সংগতা॥ ৩৩॥

রাজোবাচ।

ততশ্চ পরমা বিদ্যা ভক্তস্যানুগ্রহায় বৈ।
স্বরূপং দর্শয়ামাস, কাল্যাদি দশরূপকং॥ ৩৪॥

তত ইতি। ততঃ প্রার্থনানন্তরং পরমা বিদ্যা জগদম্বা ভক্তস্য ভক্তং প্রতি অনুগ্রহায় অনুগ্রহং কর্ত্তুং কাল্যাদি দশরূপকং স্বরূপং আত্মরূপং দর্শয়ামাস। কাল্যাদি দশরূপাণি যথা।—কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা এতাদশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধিবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩৪॥

আদ্যাস্তোত্রং।

শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ।

ঘনাকারাকারা রিপু-রুধির-ধারাঙ্কিতমুখী
গলদ্বেণীভারা গললিতহারা হর-বধূঃ।
উদারা দুর্ব্বারা সুরগণবিহারা সুরসমা
ময়া মেহারে সা ভুবন-জননী দর্শন মিতা॥ ৩৫॥

ঘনেতি। ময়া কর্ত্রা মেহারে বঙ্গান্তর্গত-মেহারাখ্য স্থানে সা প্রসিদ্ধা ভুবনজননী জগন্মাতা কালী দর্শনং দর্শনে দর্শনবিষয়ে ইতা প্রাপ্তা, দৃষ্টা ইত্যর্থঃ। দর্শনমিত্যত্র সপ্তমীপ্রাপ্তৌ অত্যন্ত সংযোগে "গুরূপদেশং নিভৃতঃ" ইত্যাদিবৎ দ্বিতীয়া। ভুবনজননী কিম্ভূতা, ঘনাকারাকারা ঘনস্য মেঘস্য আকার ইব আকারো যস্যাঃ মেঘবৎ কৃষ্ণবর্ণা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতা রিপুরুধির ধারাঙ্কিতমুখী রিপূণাং অসুরাণাং রুধির ধারাভিঃ রক্ত প্রবাহৈঃ অঙ্কিতং মুখং যস্যাঃ সা তথোক্তা। এবং গলদ্বেণী-ভারা মুক্তকেশী। গললিত-হারা গলে ললিতো হারো যস্যাঃ সা। হরবধূঃ শিবপত্নী। উদারা মহতী। পুনঃ কিম্ভূতা দুর্ব্বারা-সুরগণ-বিহারা-সুরসমা দুর্ব্বারস্য অতিকৃচ্ছ্রেণ বারণীয়স্য অসুরগণস্য বিহারে বিহার-ক্ষেত্রে (বিহরত্যস্মিন্নিতি বিহারঃ তস্মিন্, অত্রাধিকরণে ঘঞ্) অসুর সমা অসুরতুল্যা, যথা অসুরাঃ স্বক্ষেত্রে নির্ভীকা বিচরন্তি, তথা তত্র নির্ভীকা বিচরণশীলা। যদ্বা, দুর্ব্বারে অসুরগণে বিহারো ভ্রমণং ক্রীড়া বা যস্যাঃ। দুর্ব্বারস্য অসুর গণস্য বিহারো বিক্ষেপো যস্যা বা। তথা সুর সমা সুরেষু দেবেষু

সমা সাধ্বী অনুকূলা ইত্যর্থঃ। যদ্বা দুর্ব্বারা দুঃখেন বারণীয়া অনিবার্য্যা ইত্যর্থঃ। সুরগণবিহারা সুরসমা সুরগণে দেবগণে যঃ বিহারঃ সএব অসুর সমঃ অসুরগণবিহার তুল্যঃ যস্যাঃ সা তথোক্তা। শত্রৌ মিত্রে চ তুল্যভাবা। জগদম্বাকৃতং যৎ কার্য্যং নরা অপকারং মন্যন্তে, তদপ্যুপকারায়, শত্রুভাবেন তূর্ণং মুক্তত্বাৎ ইতিভাবঃ ॥৩৫॥

পূর্ণ উবাচ।

বিধাত্রাদেরম্বা সুরতরুনিতম্বা ম্বুজমুখী
সুরম্ভা স্তম্ভোরূঃ স্তন তুলিত কুম্ভাঞ্জন নিভা।
জগত্তারা সারা রবিতনয়-কারা-ভয়হরা
ময়া মেহারে সা ভুবন জননী দর্শন মিতা॥ ৩৬॥

পূর্ণঃ পূর্ণানন্দঃ উবাচ কালী স্তোত্রং চকার বিধাত্রাদে রিত্যাদিনা। পূর্ব্বশ্লোকবৎ অত্রাপি চতুর্থচরণার্থঃ ময়া মেহারে জগদম্বা দৃষ্টা ইতি, সা কিম্ভূতা বিধাত্রাদেঃ ব্রহ্মাদি দেবগণস্য অম্বা মাতা, পুনঃ কিম্ভূতা সুরতরুনিতম্বা, অম্বুজমুখী, সুরম্ভা স্তম্ভোরূঃ স্তন-তুলিত কুম্ভা, অঞ্জননিভা। এতেষাং ব্যাখ্যানং সুগমং। পুনঃ কিম্ভূতা, জগত্তারা বিশ্বতারিণী। সারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা স্থায়িনী নিত্যা বা। তথা রবিতনয়-কারা-ভয়হরা রবিতনয়স্য যমস্য কারাগৃহ-বাসভয় হারিণী শমনভয়বারিণীত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

সর্ব্ব উবাচ।

অসুর রক্ত গলিত বক্ত্র-চল দলক্ত রাগিণী
ধরণি লিপ্ত-কুটিল-মুক্ত চিকুর নক্ত কারিণী।
কলিত খণ্ড বিকৃত চণ্ড দনুজ মুণ্ড মালিনী
বিগত বস্ত্র-নিশিত শস্ত্র কুণপ মস্ত ধারিণী॥ ৩৭॥

সর্ব্বঃ সর্ব্বানন্দঃ উবাচ তুষ্টাব। অসুরেত্যাদিনা। সা কালী কিম্ভূতা, অসুরাণাং রক্তং যস্যা বক্ত্রে বক্ত্রাদ্বা গলিতং, তথা চলন্ যো হলক্তরাগঃ স অস্যা অস্তীতি তথোক্তা। ধরণিলিপ্তেন ভূতল পতিতেন কুটিলেন মুক্তেন চিকুরেণ কেশেন নক্তকারিণী নিশান্ধ

কারসম্পাদিনী। তথা কলিত খণ্ডং গৃহীত খণ্ডং বিকৃতং ভ্রূকুটি কুটিলত্বাৎ চণ্ড দনুজমুণ্ডং চণ্ডাখ্যাসুর মস্তকং তদেব মালা, সা অস্যা অস্তীতি যদ্বা কলিত খণ্ডানি বিকৃতানি ভীষণাসুরগণ মুণ্ডানি এব মালাঃ তাঃ অস্যাঃ সন্তীতি তথোক্তা। পুনঃ কিম্ভূতা, বিবস্ত্রা সতী তীক্ষ্ণাস্ত্রাণি অসুরশিরাংসি চ ধারয়িতুং রতা॥ ৩৭॥

পূর্ণঃ।

পূর্ণানন্দোক্তি রিয়ম্।

সুরত কর্ম্ম বিদিত মর্ম্ম গিরিশ শর্ম্ম দায়িনী
অখিল সব্য মনন লভ্য-ভুবন ভব্য কারিণী।
অমৃত বৃষ্টি-ভুবিক রিষ্টি-পরম সৃষ্টি দায়িনী
প্রণত বিষ্ণু-গিরিশ-জিষ্ণু-ভব করিষ্ণু-তারিণী॥ ৩৮॥

সুরতেতি। সুরত কর্ম্মণি বিদিত মর্ম্মণঃ মর্ম্মজ্ঞস্য শিবস্য শর্ম্মদায়িনী সুখদায়িকা। তথা অখিলানাং সব্যানাং বামাঙ্গ ভূতানাং নারীণাং মননেন লভ্যা। সর্ব্বাসাং নারীণাং ত্বদংশভূতত্বাৎ। যদ্বা, অখিলানাং সব্যানাং প্রতিকূলানা মুপায়ানাং মননেন চিন্তনেন লভ্যা। বিপরীত সাধনেয়ং শক্রভাবাৎ মুক্তি রত্র জায়তে। ভুবনানাং ভব্যকারিণী মঙ্গলদায়িনী। পশ্চাৎ কর্ম্মধারয়ে পুংবদ্ভাবঃ। অমৃত বৃষ্টেঃ, ভুবিকরিষ্টেঃ অন্তরীক্ষ গত শুভস্য তথা পরম সৃষ্টেশ্চ দায়িনী। রিষ্টি শব্দার্থঃ অশুভং শুভঞ্চ, অত্র শুভং জ্ঞাতব্যং। প্রণতস্য বিষ্ণোঃ নারায়ণস্য গিরিশস্য শিবস্য জিষ্ণো রিন্দ্রস্য ভবকরিষ্ণোঃ পিতামহস্য চ তারিণী ত্বমিতি শেষঃ॥ ৩৮॥

সর্ব্বঃ।

সর্ব্বানন্দোক্তি রিয়ম্।

নত-শুভঙ্করী শব-শিরোধরা
রিপু-ভয়ঙ্করী রণ-দিগম্বরা।
জলধর-দ্যুতিঃ সমর-নাদিনী
মদ-বিমোহিতা দ্বিরদ-গামিনী॥ ৩৯॥

নতেতি। নতানাং ত্বচ্চরণশ্রিতানাং শুভঙ্করী মঙ্গলদায়িনী। শবশিরোধরা মৃত-দানবমুণ্ড-নিচয়-ধারণশীলা। রিপুভয়ঙ্করী শত্রূণাং ত্রাসোৎপাদিনী। জলধর দ্যুতিঃ মেঘবৎ কান্তিমতী। সমর নাদিনী সমরে যুদ্ধে কৃত ভীমরাবা। মদ বিমোহিতা পরমকারণ বারি-পানেন প্রাপ্তানন্দাতিশয়া। তথা দ্বিরদগামিনী হস্তিনীব গমনশীলা ত্বমিতি শেষঃ ॥ ৩৯ ॥

পূর্ণঃ।

পূর্ণানন্দোক্তি রিয়ম্।

নিশিত শায়কা সুর বিদারিণী
হিমগিরি ধ্বজাচল নিবাসিনী।
ভবসরিত্তরী গিরিশ কামিনী
চরণ-নূপুর ধ্বনি বিনোদিনী ॥ ৪০ ॥

নিশিতেতি। নিশিত শায়কৈঃ তীক্ষ্ণীকৃত শরৈঃ অসুর বিদারিণী অসুর বিদারণ কারিণী। হিমগিরেঃ হিমপ্রধানস্য হিমাখ্যস্য বা পর্ব্বতস্য হিমালয়স্য, ধ্বজাচলে পতাকাশঙ্কুভূতে গৌরীশঙ্করাখ্যশিখরে নিবাসিনী সততং বাসকারিণী। ভবসরিৎতরী সংসার নদতরণোপায়ঃ। গিরিশকামিনী শিবপত্নী গিরিশং কাম-য়তে যা তথোক্তা বা মহাযোগিত্বাৎ অভিন্নত্বাচ্চ। তথা চরণ নুপুর ধ্বনি বিনোদিনী পদধৃত নূপুরশিঞ্জনেন আনন্দ বিধায়িনী। ত্বমিতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বঃ।

সর্ব্বানন্দোক্তি রিয়ম্।

জগদুপদ্রব ব্রজ বিভাবরী—
শত দিবাকরা পরম সুন্দরী।
অনিভৃত জ্বলৎ কুটিল-কুন্তলা
শব-করাবলী-ধৃত কটিস্থলা ॥ ৪১ ॥

জগদিতি। জগদুপদ্রবব্রজো ভুবনোৎপাতসমূহঃ, স এব বিভাবরী, তস্যাঃ বিনাশে শক্ত সূর্য্য সমা, নিখিল জগদুৎপাত বিনাশকরী ইত্যর্থঃ। তথা পরমাসুন্দরী অনন্তসৌন্দর্য্য সমাবেশাৎ সুরম্যময়ী। নিভৃতাঃ নিশ্চলাঃ অস্তমিতা বা। তদ্বিপরীতা অনিভৃতাঃ অস্থিরা নিয়তপ্রকাশশীলাঃ জ্বলন্তঃ দীপ্যমানাঃ কুটিলাঃ কুন্তলাঃ কেশাঃ যস্যাঃ সা তথোক্তা। তথা শব করাবলী ধৃত কটিস্থলা কটি-দেশে ধৃত-শবহস্তচয়া। ত্বমিতি শেস॥ ৪১॥

পূর্ণঃ।

পূর্ণানন্দোক্তি রিয়ম্।

দেব দনুজাদি রণ ভীম রসনোজ্জ্বলা
ভীমতর দৈত্যকর বন্ধ কটি মেখলা।
কণ্ঠ গল দস্র নর মুণ্ডচয়-মালিনী
সৈব মম চেতসি বিভাতি কুলকামিনী॥ ৪২॥

দেবেতি। দেব দনুজাদি রণে দেবদৈত্য প্রভৃতীনাং যুদ্ধে ভীমা ভয়ঙ্করী যা রসনা জিহ্বা শবকরময়ী কাঞ্চী বা তয়া উজ্জ্বলা দীপ্যমানা। ভীমতর দৈত্যকরবন্ধঃ ভীষণাসুর হস্তগ্রন্থনং, তেন কটি মেখলা যস্যাঃ সা তথোক্তা। দৈত্যকরবন্ধ ইত্যত্র দৈত্যকরবদ্ধ ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে। তত্র ভীমতর দৈত্যকরাঃ বদ্ধাঃ সংমি-লিতাঃ সন্তঃ কটিমেখলা যস্যাঃ ইত্যর্থঃ। কণ্ঠাৎ গলন্তি অস্রাণি রুধিরাণি যেষাং তাদৃশানাং নরাণাং মুণ্ডচয় নির্ম্মিতা যা মালা, তদ্বিশিষ্টা। এবম্ভূতা সা কুলকামিনী কুলাচার-মূলশক্তিঃ মম চেতসি হৃদয়ে বিভাতি প্রকাশতে, ত্বং মম হৃদয়ে বর্ত্তসে ইত্যর্থঃ॥ ৪২॥

সর্ব্বঃ।

সর্ব্বানন্দোক্তি রিয়ম্।

সব্যকর সায়ক সুরারি কুল ঘাতিনী
কণ্ঠমন রাব রব ঘোরতর নাদিনী।

দেব পশু নাথ শব বক্ষসি বিরাজিতে
দেহি তব পাদ যুগং ভক্তিমতি হীনকে ॥ ৪৩ ॥

সব্যেতি। সব্যকর স্থিতৈঃ বামহস্ত স্থিতৈঃ শায়কৈ র্বাণৈঃ সুরারিকুলং দৈত্যবংশং হন্তি যা, যদ্বা সব্যকর সায়কা বামহস্তস্থিত সায়কা চাসৌ সুরারি-কুল-ঘাতিনী দৈত্যবংশ-নাশিনী চেতি। তৎসম্বুদ্ধৌ। কল্পে প্রলয় কালে যে ঘনাঃ, তেষাং রাবৈঃ ইব রবৈঃ ঘোরতরং যথাস্যাত্তথা নদতি যা, তৎসম্বুদ্ধৌ। দেবঃ পশুনাথঃ শিব ইব যঃ শবঃ তস্য বক্ষসি যা বিরাজিতা, তৎসম্বুদ্ধৌ। কালী চরণস্পর্শাৎ শবস্য শিবত্বং, নতু শিববক্ষসি কালী-চরণার্পণং। তথাচ

শিবে পাদ পদ্মং ন বাচ্যং কদাচিৎ
শিবে পাদ পদ্মং ন বাচ্যং কদাচিৎ
মহাঘোর যুদ্ধে সদানন্দ রূপা—
পদ স্পর্শ মাত্রং শিবত্বং শবস্য।
ইতি ভক্তোক্তিঃ।

এবম্ভূতে দেবি! ত্বং ভক্তিমতি হীনকে ভক্তিহীনে মতিহীনে চ ময়ি তব পাদ যুগং চরণ দ্বন্দ্বং দেহি ॥ ৪৩ ॥

অথ তারা স্তোত্রম্।

সর্ব্বঃ।

শতকোটি দিবাকর কান্তি যুতং
বিধি-বিষ্ণু শিরোমণি রত্ন ধৃতম্।
চল দুজ্জ্বল নূপুর গান যুতং
জগদীশ্বরি তারিণি তে চরণম্ ॥ ৪৪ ॥

অথ আদ্যায়াঃ কাল্যাঃ স্তোত্রানন্তরং তারায়াঃ দ্বিতীয়ায়াঃ মহাবিদ্যায়াঃ স্তোত্রম্ স্তবঃ। সর্ব্বঃ সর্ব্বানন্দঃ উবাচেতি শেষঃ। শতেতি। হে জগদীশ্বরি তারিণি তারে! তে তব চরণং শতকোটি দিবাকর কান্তিযুতং শতকোটি সূর্য্য কান্তি বিশিষ্টং। বিধি বিষ্ণু শিরোমণি রত্ন ধৃতং ব্রহ্মবিষ্ণু শিরোমণি রত্নানি ধৃতানি যস্মিন্ তৎ

তথোক্তং। ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা চ ভক্ত্যা পূজিত মিত্যর্থঃ। চলতঃ উজ্জ্বলস্য নূপুরস্য গানেন মধুর রবেণ যুক্তং॥ ৪৪॥

পূর্ণঃ।

পূর্ণোক্তি রিয়ম্।

বিষয়ানল তাপিত তাপহরং
বিধি শৌরি মহেশ বিধান করং।
শিব শক্তি ময়ং ভয়নাশ করং
জগদীশ্বরি তারিণি তে চরণং॥ ৪৫॥

বিষয়ানলেতি। হে জগদীশ্বরি জগতাং ঈশ্বরি তারিণি নিস্তার কারিণি তারা দেবি! তে তব চরণং বিষয়ানলৈ র্বিষয়াগ্নিভিঃ তাপিতানাং দগ্ধচিত্তানাং জনানাং তাপহরং সন্তাপ নাশনং। তথা বিধি শৌরি মহেশ বিধান করং বিধে ব্রহ্মণঃ শৌরে র্নারায়ণস্য মহেশস্যচ মহাদেবস্যচ বিধানং নির্ম্মাণং জননং উপায়ং বা করোতি যৎ তৎ তথোক্তং। কিং পুন রন্যেষাং, হরিহর বিরিঞ্চীনা মপি তব চরণং উপায়ঃ। যদ্বা, তব চরণাৎ চরণানুগ্রহাৎ তেষামুৎপত্তি রিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতং, শিব-শক্তিময়ং শিবশক্ত্যাত্মকং প্রকৃতি পুরুষাত্মক মিতি যাবৎ। তথা ভয় নাশকরং নিখিলানাং ভয়ানাং ত্রাসানাং নাশকরং ভীতিহর মিত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

সর্ব্বঃ।

সর্ব্বানন্দোক্তি রিয়ম্।

কুসুমাকর শেখর ধূসরিতং
মদ মত্ত মধুব্রত গুঞ্জরিতং।
জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং
জগদীশ্বরি তারিণি তে চরণং॥ ৪৬॥

কুসুমেতি। হে জগদীশ্বরি তারিণি! তে তব চরণং কুসুমাকরস্য বসন্তস্য শেখরেণ শিরোমাল্যেন সুশোভন বাসন্ত পুষ্পৈ

ধূসরিতং পাণ্ডুবর্ণীকৃতং। চিরবসন্তা মোদ ত্বচ্চরণে বিদ্যতে.ইতি-ভাবঃ। 'শেখর ইত্যত্র শীকর ইতি পাঠস্তু বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে। শীকরস্য মেদেন্যুক্তেঃ বাযূর্থত্বাৎ কুসুমাকর শীকর ধূসরিতং বসন্ত বায়ুনা পাণ্ডুবর্ণীকৃতং পুষ্পরজো যোগাৎ ইতিভাবঃ। তথা মদ-মত্তৈঃ পুষ্প মধুপানেন বিমোহিতৈঃ মধুব্রতৈঃ ভ্রমরৈঃ গুঞ্জরিতং, চিরবসন্তামোদং জ্ঞাত্বা মদমত্তত্বাৎ কুসুমভ্রান্ত্যা ত্বচ্চরণে ভ্রমরাঃ কৃতগুঞ্জনা ভবন্তি ইতিভাবঃ। মদমত্বং বিনা কুসুমভ্রান্তি রন্যেষাং ন সম্ভবতি। পুনঃ কিম্ভূতং, জগতাং উদ্ভব পালন নাশান্ উৎপাদন রক্ষণ সংহারান্ করোতি যৎ তৎ তথোক্তং॥ ৪৬॥

পূর্ণঃ।

পূর্ণানন্দোক্তি রিয়ম্।

মাত স্ত্বন্নিজ দাস-দাস তনয়ঃ শূদ্রঃ পুনা যাচতে
সর্ব্বানন্দকুলস্য ভক্তি রচলা ত্বৎপাদপদ্মেসদা।
মন্ত্রোঽয়ং চির মস্ত মাস্ত রিপুতা চক্রে জগত্তারিণি
ব্রহ্ম ত্বচ্চরণারবিন্দ যুগলং পশ্যামি যৎ সেবয়া॥ ৪৭॥

মাতরিতি। হে মাতঃ! ত্বন্নিজ দাস দাসতনয়ঃ তব নিজদাস দাসঃ তব নিজদাসস্য সর্ব্বানন্দস্য দাসঃ তথা তব তনয়শ্চ শূদ্রঃ শূদ্রবংশোৎপন্নঃ পুনা পূর্ণানন্দঃ 'পুনা' ইতি অপভ্রষ্ট পদ প্রয়োগাৎ পূর্ণানন্দস্য মহাত্মনঃ আত্মনি হেয়বুদ্ধিঃ প্রকাশিতা। যাচতে প্রার্থ-য়তে। কিং তদিত্যাহ। সদা সর্ব্বদা ত্বৎপাদপদ্মে সর্ব্বানন্দ কুলস্য সর্ব্বানন্দ-বংশোৎপন্নানাং জনানাং। অত্র লক্ষণয়া কুলশব্দেন কুলোৎ-পন্না এব গৃহ্যন্তে। অচলা কেনাপ্যুপায়েনাপি ন চলতি যা তাদৃশী ভক্তি র্ভবেদিতি শেষঃ। অয়ং সর্ব্বানন্দেন লব্ধঃ মন্ত্রঃ তৎকুলোৎ-পন্নানাং চিরং চিরকালং ব্যাপ্য অস্তু ভবতু। সর্ব্বানন্দ বংশোৎপন্নাঃ সিদ্ধস্যাস্য মন্ত্রস্য চিরমেব অধিকারিণো ভবেযুরিতি ভাবঃ। চক্রে রিপুতা মা অস্তু। হে জগত্তারিণি ত্রিভুবন ত্রাণ কারিণি! ব্রহ্ম ব্রহ্ম-স্বরূপং ত্বচ্চরণারবিন্দযুগলং তব পাদপদ্মযুগ্মং যৎসেবয়া যস্য সর্ব্বা-নন্দস্য মন্ত্রস্য বা সেবয়া পশ্যামি অবলোকয়ামি তস্য সর্ব্বানন্দস্য

কুলস্য মন্ত্রস্য বা ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। মহাদেব্যাঃ স্তোত্রে সর্ব্বানন্দেন চতুর্ব্বিংশত্যা শ্লোকৈঃ পূর্ণানন্দেন পঞ্চভিঃ শ্লোকৈশ্চ কৃতে পূর্ণানন্দঃ দশবিধ রূপদর্শনায় প্রার্থিতবান্। ততশ্চ দেব্যা দশবিধে আত্মনো রূপে দর্শিতে সর্ব্বানন্দ পূর্ণানন্দৌ নবভিঃ শ্লোকৈ রাদ্যাস্তোত্রং কৃত্বা ত্রিভিশ্চ তারাং তুষ্টুবতুঃ। অনন্তরং পূর্ণানন্দেন সর্ব্বানন্দ কুলস্য ভক্ত্যর্থং সিদ্ধমন্ত্রাধিকারার্থঞ্চ সংপ্রার্থ্য সার্দ্ধাভ্যাং দ্বাভ্যাং শ্লোকাভ্যাং কৃতেয়ং প্রার্থনা জ্ঞাতব্যা॥ ৪৭॥

মাত স্ত্বন্নিজ দাস শম্ভুতনয়ঃ সর্ব্বোঽতি খর্ব্বোঽভব
দ্বিদ্যাভিঃ সকলাভি রেষতনয়ো দুর্গে সমাসাদ্যতাং।
যদ্বা ভূপতি সংসদি প্রণিহিতা কুহ্বা মহো পূর্ণিমা,
তত্তাদৃক্ কুরু পূর্ণচন্দ্র নখরৈ রাচ্ছাদ্য সর্ব্বং জগৎ॥ ৪৮।

মাতরিতি। হে মাতঃ! ত্বন্নিজ দাস শম্ভুতনয়ঃ সর্ব্বঃ তব-সেবকঃ শম্ভুনাথপুত্রঃ সর্ব্বানন্দঃ অতিখর্ব্বঃ অভবৎ। অতঃ হে দুর্গে! এষ তনয়ঃ সর্ব্বানন্দঃ সকলাভিঃ সর্ব্বাভিঃ বিদ্যাভিঃ কর্ত্রীভিঃ সমাসাদ্যতাং প্রাপ্যতাং। সর্ব্বাঃ বিদ্যাঃ ইমং প্রাপ্নুত, অনেন সর্ব্বা বিদ্যাঃ লভ্যন্তাং ইত্যেকা প্রার্থনা। যদ্বাপদেন নতু পক্ষান্তরং, পরং প্রার্থনান্তরং জ্ঞাতব্যং। ভূপতি সংসদি রাজসভায়াং কুহ্বাং অমাবস্যায়াং পূর্ণিমা প্রণিহিতা স্থিরীকৃতা অনেনেতিশেষঃ। পূর্ণচন্দ্র নখরৈঃ পূর্ণচন্দ্রতুল্যৈঃ তব নখৈঃ তৎকিরণৈ রিতিভাবঃ। সর্ব্বং জগৎ আচ্ছাদ্য তৎ পূর্ণিমায়াঃ প্রণিধানং তাদৃক্ তাদৃশং কুরু, পূর্ণচন্দ্র সমতেজ স্ত্বন্নখরাংশুভিঃ। অমাবস্যায়ামদ্য পূর্ণিমায়া মিব নখচন্দ্রৈঃ পূর্ণচন্দ্র প্রকাশনং দিশশ্চ জ্যোতির্ম্ময়ীঃ কৃত্বা তব দাসস্য সর্ব্বানন্দস্য বচনং সত্যং কুরু, ইতিভাবঃ॥ ৪৮॥

বংশেঽস্মিন্ ত্রিজগন্নিবাস জননি ত্বৎপাদ সন্দর্শিনঃ
ক্রোধাহঙ্কৃতি-দুর্জ্জরেণ মনসা নিন্দন্তি হিংসন্তি যে।
তেষা মৃদ্ধি-কুলক্ষয়ো ভবতু তে শিষ্যাঃ সমৃদ্ধা ভব-
ন্ত্বেতেষাং বিপদাং কদাচিদপি তে দৃষ্টি র্ন ভূয়াৎ
পুনঃ॥ ৪৯॥

বংশ ইতি। হে ত্রিজগন্নিবাস-জননি! ত্রিষু জগৎসু নিবাসো যেষাং তেষাং জননি, সর্ব্বেষাং মাতঃ ইত্যর্থঃ। ত্বৎপাদ সন্দর্শিনঃ সর্ব্বানন্দস্য অস্মিন্ বংশে কুলে জাতান্ ইতি শেষঃ। যে জনাঃ ক্রোধাহঙ্কৃতি দুর্জ্জয়েন কোপাহঙ্কার যুক্তেন মনসা চিত্তেন নিন্দন্তি হিংসন্তি চ তেষাং নিন্দাহিংসারতানাং ঋদ্ধিকুলক্ষয়ঃ ধনহানি-র্ব্বংশ নাশশ্চ ভবতু। তে প্রসিদ্ধাঃ তে তব শিষ্যস্য বা। শিষ্যাঃ সমৃদ্ধাঃ ধনবন্তঃ ভবন্তু! তে তব শিষ্যস্য শিষ্যাণাং ইতি শেষঃ। এতেষাং পুনঃ কদাচিদপি বিপদাং দৃষ্টি র্ন ভূয়াৎ। অস্য বংশস্য কৃতনিন্দাহিংসানাং ধনহানি র্ব্বংশ হানিশ্চ ভবতু। শিষ্যাণাং পুনঃ সমৃদ্ধি বিপন্মুক্ততা চ ভূয়াৎ ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বানন্দ বিনির্ম্মিতং স্তবমিদং যৈঃ পঠ্যতে শ্রূয়তে
ভক্ত্যা, ভক্তি রপি ত্বদীয় চরণে তেষাং বিধেয়া পরা।
এতন্মে বর মুত্তমং যদি বরং মাত স্ত্বদীয়ে পদে
ব্রহ্মাদি প্রণতি প্রণম্র মুকুটাগ্রা চ্ছাদিতাগ্র স্থলে ॥ ৫০ ।

সর্ব্বেতি। যৈর্জনৈঃ সর্ব্বানন্দ বিনির্ম্মিতং সর্ব্বানন্দেন রচিতং ইদং স্তবং স্তোত্রং। ক্লীবত্বং তন্ত্রমাত্রসম্মতং। ভক্ত্যা পঠ্যতে শ্রূয়তে বা। তেষাং জনানাং ত্বদীয় চরণে পরা ভক্তিরপি বিধেয়া। ইত্যন্ত্যা প্রার্থনা। হে মাতঃ! যদি ত্বদীয়ে পদে বরং ত্বদ্দর্শনা-দন্যৎ প্রার্থনীয়ং, তর্হি এতৎ বরাষ্টকং মে মম উত্তমং বরং জানী-হীতি শেষঃ। পদে কিম্ভূতে, ব্রহ্মাদীনাং প্রণতিভিঃ প্রণম্রাণাং প্রকর্ষেণ নতানাং মুকুটানাং অগ্রেণ অগ্র-ভাগেন আচ্ছাদিতং অগ্রস্থলং যস্য তথোক্তে ॥ ৫০ ॥

রাজোবাচ।

স্তোত্রে ভগবতী তুষ্টা তাভ্যাং দত্ত্বা বরন্তদা।
নখেন্দুং দর্শয়িত্বা সা গতা শ্রীশিবসন্নিধৌ ॥ ৫১ ।

রাজা দাসাখ্যোনৃপতিঃ উবাচ দণ্ডিনং কথয়ামাস। স্তোত্রে কৃতে সতি, ভগবতী তুষ্টা, সন্তোষং গতা। সা দেবী তদা তাভ্যাং

সর্ব্বানন্দ-পূর্ণানন্দাভ্যাং বরং দত্ত্বা নখেন্দুং নখপূর্ণচন্দ্রং দর্শয়িত্বা শ্রীশিব সন্নিধৌ গতা প্রস্থিতা ॥ ৫১ ॥

ইত্যুক্তং সিদ্ধিবৃত্তান্তং সর্ব্বানন্দেন যৎ কৃতং।
নিন্দনা চ্ছিব-নিন্দা স্যা দতো মা নিন্দ তং বুধ! ॥ ৫২।

ইতীতি! সর্ব্বানন্দেন যৎকৃতং তৎ ইতি এতৎ সিদ্ধি বৃত্তান্তং ক্লীবত্বং তন্ত্রমাত্র সম্মতং। নিন্দনাৎ সর্ব্বানন্দস্য ইতি শেষঃ, শিব নিন্দা স্যাৎ। অতঃ অস্মাৎ হেতোঃ, হে বুধ পণ্ডিত তং মদ্‌গুরুদেবং মা নিন্দ ॥ ৫২ ॥

ভূয়ো হ পৃচ্ছত্ততো দণ্ডী রাজানং কুল-নন্দনং।
নির্জনে যৎ কৃতা সিদ্ধিঃ কথং তজ্‌ জ্ঞায়তে বদ ॥ ৫৩।

ভূয় ইতি। ততঃ রাজবচনানন্তরং দণ্ডী কুলনন্দনং বংশাহ্লাদকরং রাজানং ভূয়ঃ পুনর্ব্বারং অপৃচ্ছৎ জিজ্ঞাসিতবান্। কিং তদিত্যাহ। যৎ যা সিদ্ধিঃ নির্জ্জনে কৃতা, তৎ সা কথং কেন প্রকারেণ জ্ঞায়তে অবগম্যতে, বদ কথয় ॥ ৫৩ ॥

রাজোবাচ।

মৎ পুরস্থা জনাঃ সর্ব্বে হ পশ্যং স্তংতৎ ত্রিয়ামকে।
শশহীনং পূর্ণচন্দ্রং বিস্মিতাঃ পুরবাসিনঃ ॥ ৫৪।

রাজা নৃপতিঃ উবাচ দণ্ডিনং কথয়ামাস। মৎপুরস্থাঃ মম পুরবাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ তৎ ত্রিযামকে তস্যাং রাত্রৌ। আদ্যান্ত্যার্দ্ধযামস্য ভাক্ত-দিবাত্বাৎ রাত্রেঃ ত্রিযামত্বং। শশহীনং অকলঙ্কং পূর্ণচন্দ্রং অপশ্যন্ দৃষ্টবন্তঃ। অতঃ অমাবস্যায়াং অকলঙ্কশশাঙ্কোদয় দর্শনাৎ পুরবাসিনঃ নাগরিকাঃ বিস্মিতাঃ বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ৫৪ ॥

শুভং বাপ্য শুভং বাপি হ্যেতদাশ্চর্য্য-বীক্ষণাৎ।
ন জানে, দৈব কর্ম্মেদং নিশ্চিতং পণ্ডিতৈ র্দ্বিজৈঃ ॥ ৫৫।

শুভমিতি। এতদাশ্চর্য্যবীক্ষণাৎ এতাদৃশস্য অদ্ভুতস্য ব্যাপারস্য দর্শনাৎ শুভং মঙ্গলং অশুভং অমঙ্গলং বাপি ন জানে। তদা

উল্কাশ্চর্য্য-দর্শনং শুভায় অশুভায় বা ভবিষ্যতি ইত্যহং জ্ঞাতুং ন শশাক ইতি ভাবঃ। পরং তৎ ইদং দৈবকর্ম্ম পণ্ডিতৈঃ শাস্ত্রজ্ঞৈ র্দ্বিজৈঃ নিশ্চিতং নিরূপিতং ॥ ৫৫ ॥

শ্রীসর্ব্বানন্দ নাথোঽপি সদানন্দঃ স্থিরঃ সদা।
মূকবদ্ বিহরে দত্র নিস্পৃহঃ শান্তমানসঃ॥ ৫৬।

শ্রীসর্ব্বানন্দনাথ ইতি। শ্রীসর্ব্বানন্দ নাথঃ অপি সদানন্দঃ সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে আনন্দো যস্য স তথোক্তঃ; যদ্বা সন্ নিত্যঃ আনন্দো যস্যেতি বিগ্রহঃ। সদা স্থিরঃ পূর্ব্বচাঞ্চল্যরহিতঃ। নিস্পৃহঃ স্পৃহা রহিতঃ অতএব শান্ত মানসঃ শান্তং শান্তিময়ং মানসং যস্য স তথোক্তঃ সন্ অত্র অস্মিন্ প্রদেশে মূকবৎ বাক্‌শক্তিরহিতবৎ বিহরেৎ। তদা সর্ব্বানন্দেন নান্যৈঃ সহ বাক্যালাপঃ কৃতইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

প্রালেয়-বারণার্থায় চান্তে কতিপয়ে দিনে।
দেয়ং তস্মৈ পটৈকন্তু বহুমূল্যঞ্চ রাঙ্কবং॥ ৫৭।

প্রালেয়তি। অন্তে শেষে কতিপয়ে দিনে গতে প্রালেয় বারণার্থায় শীতোপশমনায় ইতিভাবঃ রাঙ্কবং রঙ্কুমৃগলোমজং অতএব বহুমূল্যং পটৈকং তস্যৈ সর্ব্বানন্দায় দেয়ং কৃতমিতি শেষঃ। দত্তমিত্যর্থঃ। রাঙ্কবঃ পটঃ শাল ইতি ভাষায়াং প্রসিদ্ধঃ প্রালেয়বারণার্থায় প্রালেয়স্য হিমস্য বারণং নিবারণং তদেব অর্থঃ প্রয়োজনং তস্মৈ ইতি বিগ্রহঃ ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বানন্দোঽপি বেশ্যায়ৈ দুকূলং হর্ষতো ঽদদৎ।
কুকর্ম্মাণন্তু তং জ্ঞাত্বা নিন্দিতা মিত্রকাদয়ঃ॥ ৫৮।

সর্ব্বেতি। সর্ব্বানন্দোঽপি দুকূলং ক্ষৌমবস্ত্রং প্রাপ্য বেশ্যায়ৈ দুকূল লাভেচ্ছা প্রকাশন রতায়ৈ বারাঙ্গনায়ৈ হর্ষতঃ আনন্দেন অদদৎ দত্তবান্। অনন্তরং মিত্রকাদয়ঃ বন্ধুবান্ধবাঃ তং সর্ব্বানন্দং কুকর্ম্মাণং কুৎসিতে কর্ম্মণি বেশ্যাসক্তি রূপে রতং জ্ঞাত্বা নিন্দিতা নিন্দিতবন্তঃ। কর্ত্তরি ক্ত প্রত্যয়ো জ্ঞাতব্যঃ। সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ

সর্ব্বানন্দস্য অভিপ্রায়ং জ্ঞাতুং অশক্তবদ্ভিঃ বন্ধুভিঃ সর্ব্বানন্দস্য নির্ম্মলে স্বভাবে সন্দেহং কুর্ব্বদ্ভিঃ নিন্দা কৃতা ইতিভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

শ্রুত্বৈতৎ পরমানন্দঃ কোপাদরুণ লোচনঃ।
গৃহিণ্যা স্তৎ স্বরূপং হি দুকূলং তূর্ণ মানয় ॥ ৫৯।

শ্রুত্বেতি। পরমানন্দঃ সর্ব্বানন্দঃ এতৎ আত্মনিন্দনং শ্রুত্বা কোপাৎ ক্রোধাৎ অরুণ লোচনঃ রক্ত নেত্রঃ সন্ তৎস্বরূপং দুকূলং গৃহিণ্যাঃ গৃহিণী সকাশাৎ তূর্ণং শীঘ্রং আনয় ইতি ষড়ানন্দং প্রতি আদিষ্টবান্ ॥ ৫৯ ॥

ভাগিনেয়ঃ ষড়ানন্দ স্তৎশ্রুত্বা প্রযযৌ গৃহং।
পুনঃ পুন র্মাতুলানী ত্যক্ত্বা বস্ত্রং প্রদেহি তৎ ॥ ৬০।

ভাগিনেয় ইতি। ভাগিনেয়ঃ ষড়ানন্দঃ তৎ মাতুল বচনং শ্রুত্বা গৃহং প্রযযৌ জগাম। (গৃহে উপস্থিতঃ সন্) "মাতুলানি!" ইতি পুনঃ পুনঃ উক্ত্বা কথয়িত্বা, "তৎ বস্ত্রং প্রদেহি" ইতি কথয়ামাসেতি শেষঃ ॥ ৬০ ॥

কার্য্যান্তর গতা সা হপি প্রত্যুত্তর বিবর্জ্জিতা।
রোষাদ্ভীতো মাতুলস্য দেহি বস্ত্রং পুনঃ পুনঃ ॥ ৬১।

কার্য্যান্তর গতেতি। সা সর্ব্বানন্দপত্ন্যপি কার্য্যান্তরগতা কার্য্যবশাৎ গৃহাৎ অন্যত্র গতা, অতএব প্রত্যুত্তর বিবর্জ্জিতা ষড়ানন্দ বচনোত্তরদানাশক্তা শ্রবণাভাবাৎ। কিঞ্চ ষড়ানন্দঃ মাতুলস্য রোষাৎ ভীতঃ সন্, বিলম্বে মাতুলঃ ক্রুদ্ধঃ শশাপ ইতি ত্রাসেন কম্পিতঃ সন্ 'বস্ত্রং দেহি' ইতি পুনঃ পুনঃ কথয়ামাস ইতি শেষঃ ॥ ৬১ ॥

আগতা তারিণী তত্র বরদা ভক্ত বৎসলা।
গৃহাদ্ধস্তং বিনিঃসার্য্য তৎ স্বরূপৎ পটং দদৌ ॥ ৬২।

আগতেতি। বরদা বর প্রদায়িনী ভক্ত বৎসলা তারিণী জগদম্বা তত্র আগতা সতী গৃহাৎ হস্তং করং বিনিঃসার্য্য বিনির্গময্য তৎ স্বরূপং পূর্ব্বপটতুল্যং পটং বস্ত্রং দদৌ দত্তবতী ॥ ৬২ ॥

কোটি সূর্য্যাগ্নি চন্দ্রাভা দীপ্যতে নখ চন্দ্রকে।
হেম রত্নাদি-ঘটিতং কঙ্কণং কর শোভিতং॥ ৬৩।

কোটীতি। সাম্প্রতং দেবীকর বর্ণনং ক্রিয়তে। নখচন্দ্রকে চন্দ্রবন্মনোহরে নখে কোটি সূর্য্যাগ্নি চন্দ্রাণাং আভা বিদ্যতে। হেম রত্নাদি ঘটিতং স্বর্ণরত্নাদি নির্ম্মিতং কঙ্কণং কর শোভিতং করে হস্তে শোভিতং সৎ বিদ্যতে। স্বর্ণ মণি মাণিক্যাদি বিরচিতং হস্তভূষণং কঙ্কণং করে শোভতে ইত্যর্থঃ॥ ৬৩॥

তং বিলোক্য ষড়ানন্দো বিস্মিতোন্মত্ততাং গতঃ।
স্তোত্রং কুর্য্যাদ্বহুবিধং ভক্তিভাবেন ভাবিতঃ॥ ৬৪।

তমিতি। ষড়ানন্দঃ তং পূর্ব্ববৎ শোভমানং করং বিলোক্য, বিস্মিতোন্মত্ততাং বিস্মিতেন বিস্ময়েন যা উন্মত্ততা তাং গতঃ প্রাপ্তঃ। অতীব বিস্ময়বশাৎ উন্মত্তবৎ জাতঃ ইতি ভাবঃ। সাতি-শয়েন বিস্ময়েন ভয়েনেব উন্মত্তভাবো জায়তে। অনন্তরং ভক্তি-ভাবেন ভাবিতঃ অত্যর্থং ভক্তি যুক্তঃ সন্ বহুবিধং নানাপ্রকারং স্তোত্রং স্তবং দেব্যা ইতি শেষঃ। কুর্য্যাৎ॥ ৬৪॥

ষড়ানন্দ উবাচ।

ত্বমীশ্বরী পূর্ণশশাঙ্ক রূপা মেহার দেশে কিল সংপ্রতিষ্ঠা।
রাজ্ঞঃ সুভাগ্যাতিশয় প্রকাশা
ধন্যাঃ সমস্তাঃ পুরবাসি লোকাঃ॥ ৬৫।

ত্বমিতি। পূর্ণশশাঙ্করূপা পূর্ণচন্দ্ররূপা ঈশ্বরী ত্বং মেহার-দেশে কিল নিশ্চিতং সং প্রতিষ্ঠা. সম্যক্ প্রতিষ্ঠা স্থিতি র্যস্যাঃ সা তথোক্তা সতী, রাজ্ঞঃ নৃপতেঃ মেহারাধীশ্বরস্য সুভাগ্যাতিশয়-প্রকাশা শোভনস্য ভাগ্যস্য যঃ অতিশয়ঃ, তস্য প্রকাশো যস্যাঃ সা তথোক্তা ভবসীতি শেষঃ। অতঃ, সমস্তাঃ পুরবাসি-লোকাঃ ধন্যাঃ। ভগবত্যাঃ মেহারাবস্থানেন তদধিবাসিনঃ ধন্যতাং গতাঃ, ইতিভাবঃ॥ ৬৫॥

কুহ্বাং প্রকাশং নশ্বরস্য তেজ স্তত্তেজসীন্দু রহিতঃ কলঙ্কৈঃ।
অহঞ্চ ধন্যঃ কর মীক্ষিতঃ সন্
যত্তং কৃপায়া ময়ি চিৎ প্রসন্না ॥ ৬৬।

কুহ্বামিতি। কুহ্বাং অমাবস্যায়াং নশ্বরস্য তেজঃ জ্যোতিঃ প্রকাশং প্রকাশিতং। কর্ত্তরি অন্। তত্তেজসি তস্মিন্ তেজসি তত্তেজোমধ্যে কলঙ্কে রহিতঃ অকলঙ্ক ইন্দুশ্চন্দ্রঃ। এতৎ ত্বয়া পূর্ব্বং কৃত মিতিভাবঃ। সাম্প্রতং কি মিত্যাহ। যৎ যস্মাৎ ময়ি ভক্তি-মতিহীনকে চিৎ জ্ঞানস্বরূপা ত্বং প্রসন্না, তৎ তস্মাৎ কৃপায়াঃ তব করুণায়া হেতোঃ করং তবেতি শেষঃ ঈক্ষিতঃ সন্ অহঞ্চ ধন্যঃ অস্মীতি শেষঃ। পূর্ব্ববৎ অত্রাপি কর্ত্তরি ক্ত প্রত্যয়ঃ। ত্বদীয়ানুগ্রহেণ তব কর মীক্ষমাণঃ অহং ধন্যোস্মি ইতিভাবঃ॥ ৬৬॥

ধ্যাত্বাতু তদ্রূপ মহর্নিশং তে
ব্রহ্মাদি যোগীন্দ্র গণাঃ সুশক্তাঃ।
শক্তা অশক্তা স্তব রূপমানে
কিং স্তৌমি নিত্যে জড়ধী র্যতোঽহম্ ॥ ৬৭।

ধ্যাত্বেতি। অয়ি নিত্যে! সুশক্তাঃ অতিশয়েন শক্তিমন্তঃ ব্রহ্মাদিযোগীন্দ্রগণাঃ তে তব তৎ প্রসিদ্ধং রূপং অহর্নিশং ধ্যাত্বা তব রূপস্য মানে পরিমাণে মননে বা শক্তাঃ দৃঢ়াঃ কৃতশ্রমা বা সন্তঃ অশক্তাঃ অসমর্থাঃ। যতঃ যস্মাৎ হেতোঃ অহং জড়ধী জড়-বুদ্ধিঃ, তস্মাৎ কিং স্তৌমি অহং ত্বামিতি শেষঃ। সুশক্তৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ দৃঢ়ৈর্নিরতৈঃ কৃতশ্রমৈর্ব্বা অশক্যে কার্য্যে জড় বুদ্ধে র্মম শক্তিঃ ন সম্ভবতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ৬৭॥

ত্বং বিশ্বমাতা জগতঃ প্রসূতা ত্বং বিশ্বকর্ত্রী বহুধৈক ধাত্রী।
ত্বং বিশ্বমূলা করুণা-নিধানা
ত্বং বিশ্ব ধাতা চ বিধে র্বিধাতা ॥ ৬৮।

ত্বমিতি। হে দেবি! ত্বং বিশ্বমাতা জগজ্জননী, জগতঃ প্রসূতা জাতা, সর্ব্বেষাং কন্যারূপা ইত্যর্থঃ। ত্বং বিশ্বকর্ত্রী জগৎ কারিণী

বহুধা বহুপ্রকারং যথাস্যাৎ তথা একধাত্রী অদ্বিতীয় ধাত্রী। ত্বং বিশ্বমূলা বিশ্বস্য জগতঃ মূলং আদিকারণং, তথা করুণা নিধানা দয়াময়ী। মূলশব্দস্য অজহল্লিঙ্গত্বে২পি মূলা ইতি প্রয়োগঃ মহাপুরুষ বচনান্ন দোষায়। যদ্বা মূলং আদিকারণ ভাবঃ তৎ অস্যা অস্তীতি মূলা, অর্শাদিত্বাৎ অপ্রত্যয়ঃ স্ত্রিয়ামাপ চ। জগন্মূলস্য স্ত্রীরূপেণ যথা তথৈচ পুংরূপেণ বর্ণনস্য অবশ্য কর্ত্তব্যত্বাৎ সাম্প্রতং পুংরূপেণ বর্ণয়তি। যদ্বা ধাতৃবিধাতৃ শব্দয়োরত্র নিত্য পুংলিঙ্গত্ব স্বীকারেণ পূর্ব্ববৎ বর্ণনং। ত্বং বিশ্বধাতা বিশ্বস্য ধাতা ধারকো রক্ষকো বা, বিধে ব্রহ্মণঃ জগৎ-স্রষ্টুঃ বিধাতা স্রষ্টা ॥ ৬৮ ॥

ত্বং সর্ব্ব কর্ত্রী সকলস্য হর্ত্রী ত্বং সর্ব্ব ভর্ত্তা পরমা পরাত্মা।
ত্বং সর্ব্ব বুদ্ধিঃ কিল চিত্তশুদ্ধি
ত্বং সর্ব্ব মুক্তা সকলেষু যুক্তা ॥ ৬৯।

ত্বমিতি। ত্বং সর্ব্বকর্ত্রী সর্ব্বেষাং কর্ত্রী, তথা সকলস্য হর্ত্রী হরণকারিণী। ত্বং পরমা শ্রেষ্ঠা তথা সর্ব্বভর্ত্তা পরাত্মা সর্ব্বপালকঃ পরমাত্মা। ত্বং সর্ব্বেষাং বুদ্ধিস্বরূপা প্রযোজ্যপ্রযোজকয়ো রভেদেন বুদ্ধেঃ প্রযোজকত্বাৎ। তথাচ গায়ত্রী—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি। তথা কিল নিশ্চিতং চিত্তশুদ্ধিঃ চিত্তস্য মনসঃ শুদ্ধিঃ নৈর্ম্মল্যং তৎস্বরূপা। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ। ত্বং সর্ব্বমুক্তা সর্ব্বেভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ মুক্তা তথা সকলেষু পদার্থেষু যুক্তা চ। কারণ-ভাবে মুক্তত্বং কার্য্যভাবে যুক্তত্বঞ্চ, কার্য্য কারণয়ো রভেদাৎ এতৎ বক্তব্য মিতিভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

রাজোবাচ।

তত্রাগত্যা গমাচার্য্যঃ সর্ব্বানন্দস্য সোদরঃ।
অপৃচ্ছদ্বৃত্তং কিং বৎস স্তুতিং কস্য করোষি বা ॥
শূন্যাগারে পটং কেন দত্তং তে পুরতঃ স্থিতং।
তদ্বদস্ব ষড়ানন্দ কথ মুন্মত্ত ভাষসে ॥ ৭০।৭১।

যুগ্মকং।

রাজা নৃপতিঃ উবাচ দণ্ডি স্বামিনং কথয়ামাস। তত্রেতি। তত্র তস্মিন্ স্থানে সর্ব্বানন্দস্য সোদরঃ সহোদরঃ আগমাচার্য্যঃ আগত্য অপৃচ্ছৎ জিজ্ঞাসিতবান্ ষড়ানন্দ মিতি শেষঃ। হে বৎস! কিং বৃত্তং, ত্বং কস্য বা স্তুতিং করোষি? শূন্যাগারে শূন্যগৃহে গৃহে লোকাভাবেঽপি তে তব পুরতঃ অগ্রতঃ স্থিতং পটং বস্ত্রং কেন দত্তং? হে ষড়ানন্দ! তৎ বদস্ব বদ কথয়, কথং উন্মত্ত ইব ভাষসে ক্রময়সি। উন্মত্ত ইত্যত্র সে লোপ আর্ষঃ॥ ৭০॥৭১॥

ষড়ানন্দ উবাচ।

যো নীলাচল শৈল-সিন্ধু বদরী গঙ্গাব্ধি বারাণসী-
কামাখ্যাসু বপুর্জহৌ ভগবতী পাদাম্বুজ প্রাপ্তয়ে।
সো ঽয়ং শম্ভু মহাত্মন স্তনুভবো মেহার পীঠস্থলে
দেবীং মানুষ চক্ষুষা দশবিধা মীক্ষাম্প্রচক্রে কলৌ॥
যস্যাঃ পাদ নখাগ্র সোম কিরণৈঃ কুহ্বা মভূৎ পূর্ণিমা,
দৃষ্ট্বা তং কর মুত্তমং নরপতি র্যন্মায়য়া মোহিতঃ।
যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ করতলং পশ্যামি বস্ত্রাবৃতং
তস্যা অঙ্ঘ্রি যুগস্য বীক্ষণ বিধৌ মদ্বুদ্ধি রুন্মত্ততাং॥৭২॥৭৩

যুগ্মকং।

য ইতি। যঃ ভগবতী-পাদাম্বুজ প্রাপ্তয়ে ভবান্যা শ্চরণারবিন্দ লাভায় নীলাচল শৈল সিন্ধুবদরী গঙ্গাব্ধি বারাণসী কামাখ্যাসু নীলাচলাখ্যে পর্ব্বতে সিন্ধৌ সিন্ধুনদতীরে বদর্য্যাং বদরিকাশ্রমে গঙ্গায়াং গঙ্গাতীরে অব্ধৌ সাগর তটে বারাণস্যাং কাশ্যাং কামাখ্যায়াঞ্চ বপুঃ শরীরং জহৌ তত্যাজ। শম্ভু মহাত্মনঃ মহাত্মনঃ শম্ভুনাথস্য তনুভবঃ তনয়ঃ সঃ পূর্ব্বোক্তঃ অয়ং সর্ব্বানন্দঃ, মেহার-পীঠস্থলে দশবিধাং দেবীং যা মিতি শেষঃ। যাং দেবীং ইত্যর্থঃ। মানুষ-চক্ষুষা স্থূল-নেত্রেণ কলৌ ঈক্ষাম্প্রচক্রে দদর্শ। যস্যাঃ দেব্যাঃ পাদ নখাগ্র সোম কিরণৈঃ চরণ-নখাগ্র-চন্দ্রকরৈঃ কুহ্বাং অমাবস্যায়াং পূর্ণিমা অভূৎ। তং পূর্ব্বোক্তং উত্তমং উৎকৃষ্টং করং কিরণং দৃষ্ট্বা নরপতিঃ রাজা

যন্মায়য়া যস্যাঃ দেব্যাঃ মায়য়া মোহিতঃ মোহংগতঃ। যস্যাঃ দেব্যাঃ ঈষদনুগ্রহাৎ কৃপালেশাৎ বস্ত্রাবৃতং করতলং দেব্যা ইতি শেষঃ। পশ্যামি, তস্যাঃ দেব্যাঃ অঙ্ঘ্রি-যুগস্য চরণদ্বয়স্য বীক্ষণ-বিধৌ দর্শনার্থ মিতি ভাবঃ। মদবুদ্ধিঃ উন্মত্ততাং গতা ইতি শেষঃ। পাদনখাগ্র সোম কিরণৈঃ ইত্যত্র পাদনখাগ্র স্বল্পকিরণৈ রিতি পাঠো বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে, তন্ন যুক্তং সংযোগপূর্ব্ব-স্বরস্য দীর্ঘত্বেন ছন্দোভঙ্গাৎ। পরং মহাপুরুষ বচনাৎ সংযোগ-পূর্ব্বস্য দীর্ঘত্বং চেন্ন মন্যতে, তদা তন্নাযুক্তং। 'তস্যা অঙ্ঘ্রি যুগস্য বীক্ষণ বিধৌ' ইত্যত্র তস্যাঙ্ঘ্রি যুগলস্য বীক্ষণ বিধৌ ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে। মহাপুরুষ বচনানু রোধাৎ বিসর্গ লোপাৎ সন্ধি স্বীকারে তত্রাপি ন দোষঃ। দ্বয়োঃ শ্লোকয়ো রেকত্রান্বয়াৎ যুগ্মকং ইতি নির্দ্দেশঃ॥ ৭২॥৭৩॥

রাজোবাচ।

ইত্যাদি বহুলং ব্যক্তং ষড়ানন্দেন যৎ কৃতং।
অস্মাভি র্জ্ঞাপিতং সর্ব্বং ময়া প্রোক্তং বিশেষকং॥ ৭৪।

সুগমম্॥ ৭৪॥

পটৌ দ্বৌ বীক্ষিতাঃ সর্ব্বে বিস্মিতা ভ্রম-সঙ্কুলাঃ।
মদ্দত্তং নৈব জানামি বস্ত্রযুগ্মং সমং যতঃ॥ ৭৫।

দ্বৌপটৌ বীক্ষিতাঃ বীক্ষিতবন্তঃ দৃষ্টবন্তঃ সর্ব্বে জনাঃ ভ্রম-সঙ্কুলাঃ তুল্যত্বাৎ মদ্দত্তপটস্য নির্ণয়ে অসমর্থাঃ সন্তঃ বিস্মিতাঃ বিস্ময়ং গতাঃ। অহমপি মদ্দত্তং নৈব জানামি কোঽয়ং পটো ময়া দত্তঃ ইত্যবধারয়িতুং ন সমর্থঃ, যতঃ বস্ত্রযুগ্মং সমং তুল্যং॥ ৭৫॥

সর্ব্বানন্দ স্তদন্তেঽপি পূর্ণানন্দেন সংযুতঃ।
ভাগিনেয়-ষড়ানন্দ সহিতো গন্তু মুদ্যতঃ॥
শাপং দত্ত্বা দাসবংশে বাণচন্দ্র-প্রমাণকে।
মদ্বংশে যুগ্মযুগ্মে চ মানে বংশ-লয়ো ভবেৎ॥ ৭৬।৭৭॥

যুগ্মকং।

তদনন্তে বস্ত্র দর্শনান্তে সর্ব্বানন্দঃ পূর্ণানন্দেন সংযুক্তঃ সন্, দাস-বংশে বাণচন্দ্রপ্রমাণকৈ পঞ্চদশমানে, মদ্বংশে যুগ্মযুগ্মে মানে দ্বাবিংশতি-পরিমাণে চ বংশলয়ো ভবেৎ, ইতি শাপং দত্ত্বা ভাগিনেয় ষড়ানন্দ সহিতঃ গন্তুং উদ্যতঃ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥

শ্রুত্বা তু বল্লভা দেবী কাতরা বহু দুঃখিতা।
রক্ষ রক্ষ মহাদেব দাসীং প্রতি কৃপাং কুরু ॥ ৭৮ ।

স্তোত্রং জ্ঞানং ন জানামি বামাঽহং প্রাণ-বল্লভ !
দয়ালু স্ত্বং কৃপা-যুক্তো মাং পাহি ভব-সঙ্কটাৎ ॥ ৭৯ ।

শিবনাথায় তন্মন্ত্রং যন্মন্ত্রং শিব-ভাষিতং।
দত্ত্বা তু পরমেশান মাং পাহি ভব সঙ্কটাৎ ॥ ৮০ ।

বল্লভাদেবী সর্ব্বানন্দপত্নী শাপং শ্রুত্বা কাতরা বহুদুঃখিতা সতী, সর্ব্বানন্দং উবাচেতি শেষঃ। কিন্তদিত্যাহ। হে মহাদেব! রক্ষ রক্ষ, দাসীং প্রতি কৃপাং কুরু। হে প্রাণবল্লভ! বামা অহং স্তোত্রং জ্ঞানং ন জানামি, দয়ালুস্ত্বং কৃপাযুক্তঃ সন্ মাং ভব সঙ্কটাৎ পাহি রক্ষ ত্রায়স্ব। হে পরমেশান যন্মন্ত্রং শিবভাষিতং তন্মন্ত্রং শিবনাথায় ত্বৎপুত্রায় দত্ত্বা মাং ভবসঙ্কটাৎ পাহি ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥

তদনন্তে শিবনাথস্য কর্ণে মন্ত্রং দদেন্মুদা।
বল্লভায়ৈ বরং দত্ত্বা অচিরান্মুক্তি ভাবিনী ॥ ৮১ ।

তদনন্তে বল্লভাদেবী প্রার্থনান্তে, মুদা হর্ষেণ, ত্বং অচিরাৎ শীঘ্রং মুক্তিভাবিনী মুক্তিং প্রাপ্স্যসি ইতি বরং বল্লভায়ৈ দত্ত্বা শিবনাথস্য কর্ণে মন্ত্রং দদেৎ দদ্যাৎ। ৮১।

শিবনাথ স্তদনন্তে ঽপি শ্রীগুরো শ্চরণাম্বুজে
স্পৃষ্ট্বা স্তোত্রং বহুবিধং স্বেষ্ট বিদ্যা প্রসিদ্ধয়ে ॥ ৮২ ।

তদনন্তে শিবনাথোঽপি শ্রীগুরোঃ মন্ত্রদাতুঃ পিতুঃ চরণাম্বুজে পাদপদ্মদ্বয়ং স্পৃষ্ট্বা, স্বেষ্টবিদ্যা-প্রসিদ্ধয়ে বহুবিধং স্তোত্র কৃতবান্ ॥ ৮২ ॥

পশুভাবযুতাঃ কৌলা বৈদ্য বৈষ্ণব শৈবকাঃ।
বীরভাব যুতাঃ কৌলাঃ সিদ্ধান্তো বাম-দক্ষিণৌ ॥ ১০৬ ॥

পশুশ্চ দ্বিবিধো দেবি সভাবশ্চ বিভাবকঃ।
বীরশ্চ দ্বিবিধো দেবি বিভাবশ্চ সভাবকঃ ॥ ১০৭ ॥

এবং চতুর্ব্বিধা ভাবাঃ পঞ্চমো দিব্য ভাবকঃ।
সর্ব্বে কৌল-পথালম্বা নদ্যাদীনাং সমুদ্রবৎ ॥ ১০৮ ॥

বৈদ্যাঃ বেদাচার-পরায়ণা ইত্যর্থঃ। যথা নদী নদাদয়ঃ সমুদ্রং অবলম্বন্তে তদ্বৎ সর্ব্বে সভাব-বিভাব-পশু-বীরাঃ কৌলপথাশ্রয়াঃ ॥ ১০৬—১০৮ ॥

শ্রীদণ্ডুবাচ।

লক্ষণং ভাব-সংযুক্তং ষড়াচারঞ্চ যদ্বদ।
বিশেষেণ মহারাজ শ্রোতু মিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১০৯ ॥

সুগমং ॥ ১০৯ ॥

রাজোবাচ।

বহুতন্ত্রে বহুমতং বিবিধং শিবভাষিতং।
তেষা মুদ্ধৃত্য যত্নেন শ্রীনাথেন যথোদিতং ॥ ১১০ ॥

শ্রীসর্ব্বোল্লাসকে গ্রন্থে তস্মাদুদ্ধৃত্য যত্নতঃ।
কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি যৎসারং সাবধানো ঽবধারয় ॥ ১১১ ॥

তেষাং মধ্যাৎ যত্নেন উদ্ধৃত্য শ্রীনাথেন মহাত্মনা সর্ব্বানন্দেন শ্রীসর্ব্বোল্লাসকে গ্রন্থে যথা উদিতং কথিতং ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১১০॥১১১ ॥

অথ সভাবপশুঃ।

সাধকাঃ পুংস দেবানাং সভাব-পশবঃ স্মৃতাঃ।
সাধকাঃ শক্তিদেব্যাশ্চ ভাবত্রয়যুতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১২ ॥

পুংস-দেবানাং পুংদেবানাং পুংসাং দেবানাং বা। শিব-বাক্যত্বাৎ নাত্র দোষাশঙ্কা কর্ত্তব্যা ॥ ১১২ ॥

অথ বেদাচারঃ।

সময়াচারে শ্রীশিব উবাচ।

বেদোক্তেন যজেদ্দেবং কামসঙ্কল্প-পূর্ব্বকং,
স এব বৈদিকাচারঃ পশ্বাচারঃ স এব হি ॥ ১১৩ ॥

ন মৎস্যভোজনং দেবি ন স্ত্রিয়ং মনসা স্মরেৎ।
পরদ্রব্যে ন লোভঃ স্যাৎ ন ভোগং মনসা স্মরেৎ ॥ ১১৪ ॥

অথ বৈষ্ণবাচারঃ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টভক্তিশ্চ জায়তে।
স এব বৈষ্ণবাচারঃ কাম সঙ্কল্প-বর্জ্জিতঃ। ১১৫।

সময়াচারে।

বৈষ্ণবঃ পশুভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরং। ১১৬।

সুগমং ॥ ১১৩—১১৬ ॥

পিচ্ছিলায়াং।

গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃ করণো নরঃ।
স্বেষ্টদেবং স্তবন্ ভাব্য মন্যদেবং ন পূজয়েৎ। ১১৭।

ভাব্যং চিন্তনীয়ং স্বেষ্ট দেবং স্তবন্ সন্ পূজয়েৎ, ন অন্যদেবং পূজয়েৎ ॥ ১১৭ ॥

অন্যসমাধিঃ।

অন্যদেবং স্বেষ্টদেবরূপং জ্ঞাত্বা ক্রিয়াঞ্চরেৎ।
দর্পণেষু যথা বিম্বং তথান্য-দেব-রূপকং ॥ ১১৮ ॥

একদেবং বিনা দেবি নাস্তি দেবোমহীতলে।
এক সূর্য্যং বিনা সূর্য্যো নাস্তীহ জগতি যথা ॥ ১১৯।

বহুপাত্রে স্থিতে তোয়ে বহু সূর্য্যং যথা প্রিয়ে
বহুভাবে তথা দেবো বহুরূপেণ দৃশ্যতে ॥ ১২০ ॥

অন্যদেবং স্বেষ্টদেবরূপং দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ আত্মনঃ ইষ্টদেবস্য প্রকার বিশেষং জ্ঞাত্বা ॥ ১১৮—১২০ ॥

বৈষ্ণবো বিষ্ণুভক্তশ্চ বিষ্ণ্বাত্মাত্মা যদা ভবেৎ ।
তদা ধ্যানং সদা কার্য্যং বৈষ্ণবীং পরমাং শিবাং ॥ ১২১ ॥

বিষ্ণ্বাত্মাত্মা বিষ্ণো রাত্মা এব আত্মা যস্য স তথোক্তঃ। ইষ্টদেবেন লব্ধা-ত্মক ভাবঃ। বৈষ্ণবীং পরমাং শিবাং অভিলক্ষ্য ॥ ১২১ ॥

অথ শৈবাচারঃ ।

পশ্বাচারস্য যচ্ছেষং শাক্তাচারস্য পূর্ব্বকং
শৈবাচার মিদং প্রোক্তং পশ্বাচারেণ পূজয়েৎ ॥ ১২২ ।

সুগমং ॥ ১২২ ॥

প্রসাদং ত্র্যম্বকাদিভ্যঃ তান্ত্রিকং হি মহেশ্বরি !
বীরাচারেণ সংপূজ্য পঞ্চতত্ত্বেন শঙ্করি । ১২৩ ।

সময়াচারে ।

অষ্টাঙ্গ যোগসংযুক্তো যজেদ্দেবং বিধানতঃ ।
যাবজ্ জ্ঞানং সমাধিঃ স্যাৎ তাবচ্ছৈবং প্রচক্ষতে ॥ ১২৪ ।
শৈবোঽপি শিবভক্তশ্চ শিবাত্মাত্মা যদা ভবেৎ ।
তদা ধ্যানং সদা কার্য্যং শিবং শান্তং জগন্ময়ং ॥ ১২৫ ॥

ইতি সভাব পশুঃ ।

অথ বিভাব পশুঃ ।

শাক্তাচারে ।

অমুকল্পে র্যজেদ্দেবীং বেদমার্গেণ সাধকঃ ।
পশ্বাচার মিদং প্রোক্তং বিভাবস্য মতং শিবে ॥ ১২৬ ॥

ভাবচূড়ামণৌ ।

গোক্ষীরং বহ্নিনা পাচ্যং খর্জ্জূরস্য রসং প্রিয়ে ।
গুড়ং তস্য মদ্যতুল্যং তাম্বূলং চূর্ণ সংযুতং ॥ ১২৭ ।

ব্যঞ্জনং লবণৈ র্যুক্তং আমান্নং ঘৃতসংযুতং ।
মদ্যানুকল্পং পরমে শর্করং গব্যসংযুতং ॥ ১২৮

খর্জ্জুরস্য রসশ্চৈব শর্করং পরমেশ্বরি
মহিষোদ্ভবং মদ্যতুল্যং বিভাবস্য পশোঃ শিবে। ১২৯।

ত্র্যম্বকাদিং বীরাচারেণ পঞ্চতত্ত্বেন সংপূজ্য তান্ত্রিকং তন্ত্র-সম্মতং প্রসাদং প্রাপয়েৎ, তন্ত্রে যথা কথিতং তাদৃশেন কর্ম্মণা প্রসাদয়েদিত্যর্থঃ॥ ১২৩॥

সুগমং॥ ১২৪—১২৯॥

মাংসানুকল্পং।

গোধূমং লোহিতং চান্দ্রং তিলং শ্বেতং মহেশ্বরি।
শরৎ-পক্ক ব্রীহিণাঞ্চ লোহিতং ব্রীহিণং শিবে।

কুষ্মাণ্ডং মাংসবজ্ জ্ঞেয়ং বিভাবস্য মতং পশোঃ॥ ১৩০।

শরৎ পক্ক ব্রীহিণাঞ্চ মধ্যে লোহিতং ব্রীহিণং রক্তশালিং মাংসবৎ জ্ঞেয়ং জানীহি॥ ১৩০॥

মৎস্যানুকল্পং।

নারীকেলং শ্রীফলঞ্চ ধাত্রীফলং হরীতকীং
দুগ্ধঞ্চেৎ পরমেশানি পশো মৎস্যং হি কল্পনং।
বিভাবস্যতু গ্রাহ্যৈতান্ সভাবস্য কদাচ ন। ১৩১।

পশূনাং মৈথুনং নাস্তি চিন্তনং পরিকল্পিতং।
সহস্রারে মহাপদ্মে শিবশক্তিসমন্বিতং॥ ১৩২॥

পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি দেবীমন্ত্রং বৃথা ভবেৎ।
বেদোক্তেন যজেদ্দেবীং বিভাবস্য মতং পশোঃ। ১৩৩॥

বিভাবস্য তু গ্রাহ্যৈতান্ এতান্ বিভাবস্য গ্রাহ্যান্ জানীহি॥ ১৩১—১৩৩॥

অথ বিভাব বীরঃ পিচ্ছিলায়াং।

ন করোতি মহাদেবি প্রকৃত্যাচার সংশয়ং
মানসৈক বিভাবেন পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েৎ॥ ১৩৪।

প্রকৃত্যাচার সংশয়ং প্রকৃতৌ শক্তৌ আচার সংশয়ং ন করোতি॥ ১৩৪॥

অথবা চানুকল্পে র্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং।
অনুকল্পে র্যজেদ্দেবীং তন্ত্রমার্গানুসারতঃ॥

বীরাচার মিদং প্রোক্তং বিভাবস্য মতং শিবে।
মানসৈঃ পঞ্চতত্ত্বৈশ্চ পূজাং কুর্য্যাচ্চ মানসৈঃ।
পঞ্চতত্ত্বস্যানুকল্পে র্বাহ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ। ১৩৫। ১৩৬।

পঞ্চতত্ত্বং বীরতন্ত্রে।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুন মেবচ।
পঞ্চতত্ত্ব মিদং প্রোক্তং শাক্তানাং সুখমোক্ষদং॥ ১৩৭॥
সুগমং॥ ১৩৫—১৩৭॥

মদ্যানুকল্পং পিচ্ছিলায়াং।

নারীকেলোদকং কাংস্যে তক্রং গুড়সমন্বিতং।
আর্দ্রকং গুড় সংযুক্তং সিদ্ধান্ন দুগ্ধদুগ্ধকং।
মদ্যানুকল্পং পরমে চতুর্বর্গ ফলপ্রদং॥ ১৩৮॥

কাংস্যে কাংস্যপাত্রে। দুগ্ধ দুগ্ধকং সিদ্ধান্নং পায়স মিত্যর্থঃ॥ ১৩৮॥

নিরুত্তরে।

ব্রাহ্মণো বীরভাবেন সুরাং পীত্বা জপেন্মনুং।
তদভাবেঽপি গোক্ষীরং দ্বিজো দদ্যাদ্ যুগে যুগে॥ ১৩৯॥
সুগমং॥ ১৩৯॥

তাম্বূলং তাম্রকূটঞ্চ ত্বরিতা তাড়িতা তথা
অহিফেনঃ খর্জ্জুরসো ধূস্তূরং সম্বিদা তথা।
এতেচাষ্টৌ সুরাঃ প্রোক্তাঃ সাধকানন্দ-দায়কাঃ॥ ১৪০॥

ত্বরিতা গঞ্জিকা গাঁজাইতি ভাষা।
তাড়িতা তালরস জাত মাদকবিশেষঃ তাড়ী ইতি ভাষা। খর্জ্জুরসঃ খর্জ্জুর রসঃ। সম্বিদা ভঙ্গঃ ভাঙ্ ইতি ভাষা। এতে অষ্টৌ, চকারাৎ মদ্যঞ্চ। ১৪০॥

মাংসং।

লবণার্দ্রক পিন্নাক- তিলগোধূম মাসকাঃ।
লসুনঞ্চ মহেশানি মাংস প্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ॥ ১৪১॥

মৎস্যানুকল্পং।

মৎস্যাভাবে দগ্ধ দ্রব্যঃ চানুকল্পং যুগে যুগে॥ ১৪২॥

মুদ্রানুকল্পং।

মুদ্রাভাবেঽপি চণকং ভর্জ্জিতং পরমেশ্বরি ॥ ১৪৩ ॥

ইতি মুদ্রা।

সুগমং ॥ ১৪১—১৪৩ ॥

সাধকঃ কুল-নিষ্ঠশ্চ যদি যোনিং ন পূজয়েৎ
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য নিষ্ফলং জপ পূজনং।
যোন্যভাবে মহেশানি যোনিরূপাঽপরাজিতা
হয়ারি পুষ্পমধ্যস্থ শিবলিঙ্গেন পার্ব্বতি
মৈথুনং জায়তে তেন শক্ত্যভাবেঽপি পার্ব্বতি।
করবীরে ক্ষিপেদ্‌গন্ধং কুসিতং যোনিপুষ্পকে
তস্মাদুদ্ধৃত্য তত্ত্বঞ্চ তর্পয়েৎ পরদেবতাং ॥ ১৪৪—১৪৬ ॥

করবীরে গন্ধং স্বষ্টচন্দনং ক্ষিপেৎ, কুসিতং মিশ্রিতং চন্দনমিশ্রিতং করবীরং ইত্যর্থঃ ॥ ১৪৪—১৪৬ ॥

অথ সভাব বীরঃ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাঞ্চ মৈথুনং প্রিয়ে।
পঞ্চতত্ত্বেন সংপূজ্য আত্মানং দেবতাং শিবে ॥
পঞ্চমীং পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েজ্জগদম্বিকাং
বীরাচার মিদং প্রোক্তং সাধকস্যাপি বীজকং ॥
বীরশ্চ দ্বিবিধো দেবি! বাম দক্ষিণ ভেদতঃ ॥ ১৪৭—১৪৮ ॥

অথ দক্ষিণাচারস্য ভাবঃ।

স্বধর্ম্ম নিরতো বীরঃ শিবো ভূত্বা যজেৎ পরাং।
স এব দক্ষিণাচারঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ ॥ ১৪৯ ॥

সুগমং ॥ ১৪৭—১৪৯ ॥

অথ বামাচারী বীরঃ।

স্বপুষ্পৈঃ পঞ্চতত্ত্বৈশ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতাং।
বামাচারঃ স বিজ্ঞেয়ো বামা ভূত্বা যজেৎ পরাং ॥ ১৫০ ॥

স্বপুষ্পৈঃ স্বস্য আত্মনঃ পুষ্পৈরজোভিঃ। অত্র পুরুষস্য স্ত্রীরূপত্বাৎ রজসঃ উক্তিঃ। বস্তুতস্তু পুরুষস্য স্ত্রীত্বকল্পনায়াঃ তস্য শুক্রস্য রজোরূপেণো ল্লেখঃ॥ ১৫০॥

সর্ব্বজাত্যধমো দেবি শ্বপচো নাত্র সংশয়ঃ।
শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী দ্বিজস্যাপ্যধিকো ভবেৎ॥ ১৫১॥

শ্বপচশ্চণ্ডালঃ॥ ১৫১॥

সময়াচারে সিদ্ধান্তাচারঃ।

আত্মানং দেবতাং মত্বা যজেদেবং বিধানতঃ।
সদানন্দঃ সদাশান্তঃ সিদ্ধান্তাচার লক্ষণঃ॥ ১৫২॥

মন্যন্তে যে স্ব মাত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ।
ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ॥ ১৫৩॥

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্তয়েৎ
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥ ১৫৪॥

সিদ্ধান্তাচার লক্ষণোক্তনঃ॥ ১৫২—১৪৪॥

আত্মশক্তিং বরারোহে দেহে যা জড়িতা স্থিতা
বশীকর্ত্তুং ন শক্নোতি বাহ্য শক্তেস্তু কা কথা॥ ১৫৫॥

জড়িতা নিস্তেজোভাবমাপন্না॥ ১৫৫॥

অথ দিব্যাচারঃ।

যস্মার্গিণা ভবেৎ কৌলো দিব্যোঽভূৎ তেন মার্গিণা
উভয়ো রেক ভাবেন ভাবাতীতময়ো ভবেৎ॥ ১৫৬॥

যস্মার্গিণা যেন ভাবেন॥ ১৫৬॥

দিব্যানাঞ্চ জগৎ দিব্যং কৌলানাং দিব্যবর্জ্জিতং।
দিব্যস্তু দেববৎপ্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ॥ ১৫৭॥

দিব্যো দেবাগ্রতঃ পানং বীরো মুদ্রা-সমন্বিতঃ।
কৌলানাং নিয়মো নাস্তি নিষেধস্থ বিধেঃ শিবে॥ ১৫৮॥

দিব্যানাঞ্চ তথা জ্ঞেয়ং মুক্তিমাত্রং বিভেদকং।
দিব্যানাং তেজসি ভাবে ভাবাতীতং প্রকাশিতং ॥ ১৫৯ ॥
তেজঃ স্যাৎ পরমাণুশ্চ সর্ব্বব্যাপি নিরঞ্জনং।
যদ্বর্ণা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ তত্তেজঃ পুঞ্জ-পূরিতং ॥ ১৬০ ॥
তেজোময়ং জগৎ সর্ব্বং বিভাব মূর্ত্তি কল্পনং। ১৬১।

সুগমং ॥ ১৫৭—১৬১ ॥

অথ কৌলাচারঃ।

নির্দ্বন্দ্ব মানসো ভূত্বা সদাকাম কলাতনুঃ।
ইদং বীরকুলং দেবি জ্ঞেয়ং রম্যং মনোহরং ॥ ১৬২ ॥

কামকলা তনুঃ কামকলা কামাংশঃ তনুঃ ক্ষীণোযস্য নিষ্কাম ইত্যর্থঃ। ১৬২ ॥

নির্দ্বন্দ্বস্য ভাবঃ।

দ্বন্দ্বাতীতো ভবেদেক একো ভাবাতীতঃ শিবে।
প্রকাশবাক্যং নির্দ্বন্দ্ব মেকং হ্রস্বংহি দীর্ঘকং ॥ ১৬৩ ॥
সর্ব্বেভ্য শ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবোত্তমঃ।
বৈষ্ণবা দুত্তমঃ শৈবঃ শৈবাচ্চ শাক্ত উত্তমঃ ॥ ১৬৪ ॥
শাক্তশ্চ দ্বিবিধো দেবি বাম দক্ষিণ ভেদতঃ
দক্ষিণাদুত্তমো বামো বামাৎ সিদ্ধান্ত উত্তমঃ।
সিদ্ধান্তা দুত্তমঃ কৌলঃ কৌলাৎ পরতরো নহি।
কৌলাচারং সর্ব্ব বীজং কৌলাচারময়ং জগৎ।
কৌলাচারং ভাবমাত্রং কৌলং হি ভাববর্জ্জিতং ।। ১৬৬ ॥
ভাবাতীতং হি কৌলংস্যাত্তদন্যদ্ ভাবসংযুতং ॥১৬৭॥
পশুভাবে শক্তি মন্ত্রং রোগ শোক ভয়ানকং।
বীরভাবেঽপি তন্মন্ত্রং সুখ মোক্ষপ্রদং নৃণাং ॥ ১৬৮ ॥
অতএব হি শাক্তানাং সুরাপানং প্রশস্তকং
কথং নিন্দসি ভো দণ্ডিন্ বিচার্য্য শরণং ব্রজ ॥ ১৬৯ ॥

বৈষ্ণবোত্তমঃ ইত্যত্র সন্ধিস্ত শিববাক্যত্বাৎ। বেদাঃ বেদাচার পরাঃ ॥ ১৬৩—১৬৯ ॥

ইতি শ্রীসর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য বিরচিতা
সর্ব্বানন্দ-তরঙ্গিণী সমাপ্তা।

অসারাংশং যথা ত্যক্ত্বা কুসুমস্ত সমীরণঃ
গৃহ্লাতি সৌরভং শুদ্ধং গুণং গৃহ্লন্তু সাধবঃ।
গ্রন্থেঽত্র কিঞ্চিৎ স্খলিতং ময়া যৎ
ভ্রান্ত্যা প্রমাদেন তথান্যদোষৈঃ;
সংশোধ্য বুদ্ধ্যা স্বকয়া সুবুদ্ধি
র্গৃহ্লাতু বিদ্বান্ সগুণৈঃ শুভৈস্তৎ।

ইতি সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণ্যাং তরণী নাম টীকা সমাপ্তা।

মহাত্মসর্ব্ববিদ্যাবংশাবতংসেন বেন্দাগ্রামনিবাসিনা শ্রীমতা গঙ্গেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যেণ প্রণীত তরণ্যাখ্যটীকয়া সহ প্রকাশিতেয়ং সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী।

অথ দণ্ডাষ্টকং।

সদা শুদ্ধবুদ্ধং পরজ্ঞানরাধাং গুণাধার মাদ্যং গুরুং বিশ্ববন্দ্যং
জলদ্ধেমবর্ণং শরচ্চন্দ্র-বক্ত্রং পরমানন্দমগ্নং ভজে সর্ব্ববিদ্যং॥ ১॥
সবোজাক্ষিজালং মহাশঙ্খমালং ভবান্যংশজাতং স্বশক্ত্যা সমেতং
সমস্তাদ্যতীনাং স্তুতং স্মেরবক্ত্রং মহাদেবতুল্যং ভজে সর্ব্ববিদ্যং॥ ২॥
যদজ্ঞানতো জ্ঞানমজ্ঞানতুল্যং যতীনাং যতোঽভূন্মনোগ্রন্থি ভেদঃ।
যদালোকনাল্লোচনং স্যাৎ পবিত্রং ভজে তং সদানন্দিতং সর্ব্ববিদ্যং॥ ৩
যদম্ভোজবক্ত্রাচ্চ্যুতাং সাধুবাণীং বদন্নাবিকে প্রাদুরাসীদ্ভবানী।
তমেকং মহাপুরুষং শুদ্ধরূপং চিদানন্দমগ্নং ভজে সর্ব্ববিদ্যং। ৪।
সমুদ্ধৃত্য বাহূ বদন্ বারবারং বদামি ত্বমীশ ত্বমীশ ত্বমীশঃ।
কলৌ মুক্তিমার্গ প্রবোধার্থ এষ ত্বদীয়াবতারঃ প্রদীপ্তপ্রচারঃ। ৫॥
ভবন্তং ভজন্তো জনা ভাগ্যবন্তঃ স্বকর্ম্মক্ষমাঃ স্বঃপদং প্রাপ্নুবন্তঃ
অহং মানুষ ত্বাং ন জানামি তত্ত্বং ত্বমস্মান্ ভবদ্ভক্তিযুক্তান্ কুরুষ্ব॥ ৬॥
প্রতিষ্ঠা গরিষ্ঠা শ্রুতা সর্ব্বলোকে মৃতো জীবিতো দাস এযোঽপ্যযত্নাৎ।
অমায়াং যদা প্রাদুরাসীচ্ছশাঙ্ক ত্বদন্যান্যভূতং ন তে সাধ্য মস্তি। ৭॥
ইতি সর্ব্ববিদ্যাষ্টকং সম্মুখোক্তং পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শুদ্ধান্তরাত্মা।
ভবেত্তস্য তুষ্টো গুরুঃ সর্ব্বদর্শী সদাপাদপদ্মাগ্রতত্ত্বপ্রকাশী॥ ৮।

ইতি দণ্ডাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং।

বঙ্গানুবাদ।

প্রণমি শ্রীগুরু পদ পঙ্কজে এখন,
শ্রীসর্ব্বানন্দের এই সিদ্ধি বিবরণ
সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী করিলা প্রকাশ
শিবনাথ সর্ব্বানন্দ সুত গুরুদাস।
সূক্ষ্ম গুরু, তেজোগুরু, স্থূলগুরু আর,
শিবের ভাষিত গুরু এ তিন প্রকার।
তন্ত্র শাস্ত্রে সবিশেষ আছে বিবরণ,
কিংবা মূল গ্রন্থ-মাঝে কর বিলোকন।
অনুবাদকারী দাস প্রকাশ না করি
ভাষায়, নানার্থ তন্ত্র-কথা হিতকরী
কেবল সিদ্ধির কথা করিছে প্রকাশ
গদ্যে সদ্যোবোধ হেতু সাধুর সকাশ।
সর্ব্ববিদ্য বংশধর, গোলোকের নাথ-
সমান স-মান যেই শ্রীগোলোক নাথ,
প্রণমি তদীয় পদ পঙ্কজ যুগলে
করিনু এ অনুবাদ অতি কুতূহলে।
পুনঃ নমি, জননী সমান মহীতলে
মূর্ত্তিমতী জগদম্বা বেন্দা কাশী-স্থলে
সগুণা সাকারা মাতা গুণাতীতা সতী
দ্বিভুজা যেন মা উমা দেবী ভগবতী,
বারবার করি তাঁর প্রণাম চরণে
বরদেও বরপ্রদে ! বাসনা পূরণে।

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া মহাত্মা শ্রীমৎ সর্ব্বানন্দ দেবের ব্রহ্মানন্দ বৈভব সংপ্রাপ্তির ঘটনাবলী সমন্বিত সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী নামে পুস্তক গুরু শুশ্রূষক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

ভগবান ভবানীপতি শিব কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যে গুরু রূপভেদে তিন প্রকার যথা সূক্ষ্ম (স্থূল দৃষ্টির অলক্ষ্য) গুরু, তেজোগুরু ও স্থূলগুরু, তন্মধ্যে

যিনি ব্রহ্মরন্ধ্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত শিবশক্ত্যাত্মক (শিব শক্তি যেমন পরস্পর পরস্পর [illegible] অভিন্ন, 'সূক্ষ্ম' [illegible] তদ্রূপ শিব শক্তির [illegible] হইতে অভিন্ন) পরা [illegible] সমস্ত [illegible] প্রাণস্বরূপ ও 'হংস' নামক অক্ষর দ্বয় স্বরূপ, সেই পরাৎপর পরমাত্মাই সূক্ষ্ম গুরু! পরমতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ ঐ সূক্ষ্ম রূপের (ব্রহ্মের) ধ্যান করিয়া থাকেন।

যিনি পরম ব্রহ্ম, আনন্দ স্বরূপ, পরমার্থ সুখ স্বরূপ, মুক্তি দাতা ও শুদ্ধ এবং যিনি জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি বিশিষ্ট, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব বিরহিত, আকাশ সদৃশ স্বচ্ছ ও অলক্ষিত হইয়াও তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহা বাক্য দ্বারা জ্ঞানিগণের লভ্য, যিনি অদ্বিতীয় নিত্য পদার্থ ও নির্ম্মল অথচ সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া স্থির ভাবে আছেন। অপিচ যিনি সর্ব্বদা সকলের সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত এবং যিনি সমস্ত ভাবের অতীত, ও সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয় হইতে পৃথক, সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম শ্রীগুরু দেবকে আমি নমস্কার করি।

যিনি নিত্য পদার্থ, বিশুদ্ধ, আভাস রহিত, বিকার বিবর্জ্জিত, নিরাকার ও নিত্য চৈতন্য, সেই পরম ব্রহ্মানন্দরূপি শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি।

হৃৎপদ্মে সেই পরমব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সমাহিত, যখন জীব বিম্ব স্বয়ং অবলোকন করিয়া পুনঃ পুনঃ সোহং সোহং শব্দ উচ্চারিত হয়, তখন ভ্রান্ত জীব দিবা রাত্রি মধ্যে ২১৬০০ বার হংস, এই অক্ষরদ্বয় (শ্বাস প্রশ্বাস) বা অজপা মন্ত্র জপ করিয়া থাকে। অনন্তর সোহং, এই শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সম্যক্ অবগত হইয়া সোহং এই শব্দের ব্যঞ্জন বর্ণ পরিত্যাগ করিলে যে শব্দ (ওঁ) উচ্চারণ হয় স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সমস্ত চরাচর ত্রিভুবনই সেই ওঁকারদ্বারা পরিব্যাপ্ত, ঐ ওঁকারকেই পরমব্রহ্ম বাচ্যরূপও ঈশ্বর বলা যায়। তিনিই বিন্দুনাদ কলা হইতে অতীত পদার্থ অর্থাৎ সূক্ষ্মতা হেতু কাল, শব্দ ও আকাশ হইতে, তিনি পৃথক্ পদার্থ। এবংবিধ পরমব্রহ্মরূপী শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি।

যিনি শ্বেতবস্ত্র ধারণ, শ্বেতবর্ণ অনুলেপন ও মুক্তামালা ধারণের সহিত মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বামাঙ্গ স্বরূপ পীঠোপরি, (বাম উরুদেশে) মনোজ্ঞ রূপ ধারিণী জ্যোতিঃ স্বরূপা শক্তিকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই ঈষৎ হাস্যমুখান্বিত অথচ কৃপার আধার সর্ব্বশক্তিমান শ্রীগুরুদেবকে ধ্যান করিবে।

যিনি আনন্দ স্বরূপ, আনন্দজনক, প্রসন্নাত্মা, ব্রহ্ম স্বরূপ ও নিজ বোধযুক্ত বা স্বপ্রকাশ, তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত, এবং ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়ার চিকিৎসক বা উপায় স্বরূপ সেই পরমানন্দ স্বরূপ যোগীশ্বর শ্রীগুরুদেবকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি।

যিনি মন্ত্র স্থূলরূপ প্রদান করিয়া বাহ্য পূজার উপকরণাদি দ্বারা উপাস্য এবং যে মহাত্মার আজ্ঞা বা উপদেশ অনুসারে গুরুদেবের সূক্ষ্মরূপ ও তেজোরূপ এই দ্বিবিধ গুরুর রূপও সাধকের নিকট স্বপ্রকাশ হয়, সেই দুই বাহু বিশিষ্ট স্থূলরূপ ধারী শ্রীগুরুদেবকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি॥

যিনি বাহ্য প্রকরণে মন্ত্র ও জ্ঞান প্রদান করিয়া পাপ রাশিকে সমূলে বিনাশ করেন এবং যিনি জগতের অজ্ঞান মোহান্ধকার বিনাশের পক্ষে অদ্বিতীয় সূর্য্য প্রতিম ও ত্রয়োদশটী ব্যক্ত গুণ সম্পন্ন সেই স্থূলরূপী মহাত্মা শ্রীগুরুদেবকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি।

পাশমুক্ত অতএব শিবতুল্য এই সর্ব্বানন্দনাথ বঙ্গদেশে মেহার নামক স্থানে তপস্যা করিয়া ভবানীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছিলেন। অথবা, এই সর্ব্বানন্দনাথ বঙ্গদেশে মেহার নামক স্থানে তপস্যা করিয়া ঈশ্বরী ভবানীর পরম পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছিলেন।

যিনি কাশীতে অত্যন্ত গোপনীয় বীরাচার ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বানন্দনাথ পূর্ব্বজন্মে বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাসুদেবের বংশীয় গুরুজনদিগকে নমস্কার করিয়া, (কিংবা সর্ব্বানন্দ নাথ যাঁহাদিগের বংশে উৎপন্ন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া, অথবা সর্ব্বানন্দনাথের বংশসম্বন্ধীয় পরমেষ্ঠি গুরু মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া) আমি আজ তাঁহার (বাসুদেবরূপে জন্মাবধি সিদ্ধিলাভ জন্ম পর্য্যন্ত) বিবরণ বলিতেছি।

মেহার প্রদেশে দাস উপাধিধারী এক রাজা ছিলেন। তিনি রূপবান্, কীর্ত্তিমান্, ধর্ম্মাত্মা ও অভীষ্টদেবে অতিশয় ভক্তি সম্পন্ন ছিলেন এবং সুনিয়মে রাজ্য পালন করিতেন।

এক সময়ে কোন দণ্ডিস্বামী কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ-পর্য্যটনের জন্য বহির্গত হইয়া মেহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দাসোপাধিক মেহার রাজ সেই দণ্ডীকে দেখিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তদীয় পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার আগমনের হেতু ভক্তিভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

যে হেতু আজ অনায়াসে আশাতীত ভবদীয় পাদপদ্ম লাভ করিলাম, অতএব আমার জন্মগ্রহণ আজ সফল এবং কার্য্য সম্পাদনও সার্থক হইল।

ভগবন্! আপনি কাশীবাসাদি যাবতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাত আছেন এবং শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন, তবে কেন মুক্তিলাভের পরমোপায় স্বরূপ কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গমন করিতেছেন?

দণ্ডী বলিলেন। বঙ্গের এক ব্রাহ্মণ পুত্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্যমাংসলোলুপ ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া সর্ব্বদা কাশীতে ভ্রমণ করে।

আমরা সেই বঙ্গজ বিপ্রনন্দনকে বেদাচার পরিত্যাগী, সর্ব্বদা মদ্যপায়ী, মৎস্য মাংস ভোজী এবং অস্পৃশ্যান্ন ভোক্তা ও অস্থানে অবস্থানকারী দর্শন করিয়া, তাড়না করিয়াছিলাম।

সেইদিন অবধি আমাদিগের সমস্ত পেযদ্রব্য মদ্যময় ও সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্য মাংসময় দেখিতে পাইলাম। এ কারণ আমরা সমস্ত দণ্ডী ভোগার্ত্ত (ভোগে কাতর) হইয়া তীর্থান্তরগামী হইয়াছি! আমি তীর্থ পর্য্যটনের জন্য চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে গমন করিতেছি।

রাজা সেই দণ্ডীর ঐ বাক্য শুনিয়া ভক্তি গদ্গদ বাক্যে গুরুর উদ্দেশে সহসা ভূতলে প্রণাম করিয়া দণ্ডীকে বলিলেন।

ভো দণ্ডিন! আপনি সেই পরমানন্দময় মহেশ্বর তুল্য মদীয় গুরুদেবের নিন্দা করিবেন না। কেন না, তিনি মহাদেবীর কৃপা ব্যাপ্ত (দয়া প্রাপ্ত) হইয়া সর্ব্বগামী ও সর্ব্ব কর্ত্তা হইয়াছেন।

আমার গুরুদেব দেবীর নিকটে বর প্রাপ্তি পূর্ব্বক কালিকা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা দর্শন করিয়াছেন। মহাদেবী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, মদীয় গুরুদেবকে নিয়ত পুত্রভাবে দেখিবেন। অর্থাৎ সুশীল পুত্র শক্তিমতী মাতার নিকটে যাহা চায় তাহা যেমন পাইতে পারে, তদ্রূপ আমার গুরুদেবও যখন যে অভিলাষ করিবেন, তাহাই জগন্মাতা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

রাজার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দণ্ডী বলিলেন, হে মহারাজ! আপনার গুরুদেব কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন, কি মহৎ তপই বা করিয়াছিলেন, এবং কালী প্রভৃতি জগন্মাতৃগণ কিরূপেই বা তাঁহার প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় আপনি বলুন; কেন না আপনি যথার্থ রূপ অবগত আছেন।

রাজা বলিলেন।—হে দণ্ডিন্! আমি আমার গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে [illegible] সমর্থ নহি, কিন্তু আপনারা সকলে ভোগে কাতর হইয়াছেন এ জন্য যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বলিতেছি॥

মহামতি বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বস্থলীতে বাস করিতেন। একদা তিনি যখন গঙ্গায় জপ করিতেছিলেন, তখন এইরূপ দৈববাণী হইল যে, "বঙ্গদেশান্তর্গত মেহারপ্রদেশে তোমার বংশে সিদ্ধি হইবে, তুমি স্থির হও। কেন না, তুমি আমাকে অন্তরের সহিত ডাকিতেছ॥

বাসুদেব পূর্ব্বোক্ত দৈববাণী শ্রবণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে গমন করিতে মানস করিয়া রাঢ়দেশ ত্যাগ করিলেন এবং দাসবংশীয় অস্মদাদি কর্ত্তৃক যত্ন পূর্ব্বক আরাধিত হইয়া আমাদিগের অধিকৃত মেহার প্রদেশে আনীত হইলেন।

সর্ব্ব কার্য্যে সুসমর্থ এই সর্ব্বানন্দই সেই বাসুদেব। বাসুদেব পৌত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক ভবানীর নিকট শুভ বরলাভ করিয়াছিলেন॥

ঐ দণ্ডী পুনর্ব্বার দাস রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে রাজন্! মহাত্মা বাসুদেব কিরূপে স্বীয় পৌত্র হইয়াছিলেন। পৌত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং ভবতারিণী ভগবতী প্রত্যক্ষা হইয়া বাসুদেবকে কি বর প্রদান করিয়াছিলেন; সেই সকল বৃত্তান্ত আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব তুমি বিস্তৃত রূপে তাহার উল্লেখ কর॥

রাজা বলিলেন।——সেই মহামতি বাসুদেব কামাখ্যার গমন পূর্ব্বক ক্রমশঃ অন্ন, ফল, পত্র ও জল পরিত্যাগ করিয়া মহোৎকট তপশ্চরণ করিলেন, তাহাতে পরাবিদ্যা সদয়া হইয়া স্বপ্নে এই বাণী বলিলেন॥

ভবানী বলিলেন, বৎস। তুমি সমর্থ হইয়া উৎকট তপশ্চরণ সহকারে আমাকে ডাকিতেছ। অতএব, কলিযুগে অপ্রকাশ্য যে মহালিঙ্গ পূর্ব্বে মাতঙ্গ মুনি শক্তি মন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্ত ভূতলে সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার উপরিভাগে শবারোহণে তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে। ঐ স্থান বঙ্গদেশের অন্তর্গত মেহার নামক স্থানের জীর্ন তরুমূলের সন্নিহিত। তুমি যখন তোমার পৌত্ররূপে উৎপন্ন হইবে, তখন ঐ স্থানে অর্দ্ধ রাত্রে শবারোহণে মন্ত্র সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে॥

মহামতি বিচক্ষণ বাসুদেব দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক স্বীয় ভৃত্য পূর্ব্বানন্দকে তাহা বলিয়া আপনার পুত্র হইতে উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। তদনন্তর স্বীয় দেহ ত্যাগ করিলেন। এই বাসুদেব শীঘ্রই স্বীয় পুত্র শম্ভুনাথের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন॥

স্বীয় পৌত্র রূপে জাত সেই বাসুদেব এই সভাতে শুভ অমাবস্যার দিনে, 'অদ্য পূর্ণিমা' ইহা বলিযাছিলেন। তাহা শুনিয়া সভা পণ্ডিত তাঁহাকে উপহাস করিলেন॥

আমি সেই বাক্য শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম। এবং সর্ব্বানন্দ পুত্র শিবনাথকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলাম "তোমার পিতা যেন আর রাজ সভায় আগমন করেন না"। (সর্ব্বানন্দ শম্ভুনাথের দ্বিতীয় পুত্র, ইনিই পূর্ব্ব জন্মে বাসুদেব ছিলেন॥

শিবনাথও তাহা শ্রবণ করিয়া মাতার চরণ কমলে বলিলেন। অনন্তর ভ্রাতা, পত্নী ও পুত্র প্রভৃতি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ তিরস্কৃত হইয়া মহামতি সর্ব্বানন্দ

বিবেক প্রাপ্ত হইলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জ্ঞানাকাঙ্ক্ষায় গৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন ॥

অনন্তর বর্ণনীয় চরিত সেই সর্ব্বানন্দ লেখনাকাঙ্ক্ষায় তাল পত্র সংগ্রহ বাসনায় তাল তরুর অগ্রভাগে আরোহণ পূর্ব্বক এক সর্প দর্শন করিলেন ॥

সর্পকে দংশনোদ্যত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বল পূর্ব্বক তদীয় শির আকর্ষণ করিয়া বল্লীতে অর্থাৎ তাল বৃক্ষের অগ্রভাগস্থিত সুধার অস্ত্রের ন্যায় ধারাল কাণ্ড বিশেষে ঘর্ষণ পূর্ব্বক মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে তাহা নিক্ষেপ করিলেন ॥

এই সময়ে তাল বৃক্ষ মূলের সন্নিহিত প্রদেশে এক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি অগ্রভাগে সর্প মুণ্ড দেখিয়া সর্ব্বানন্দের নির্ভীকতা দর্শন পূর্ব্বক সদয় হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥

সন্ন্যাসী বলিলেন —তুমি মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাসাহস সম্পন্ন ও বুধ অর্থাৎ জ্ঞানী. তুমি কে? অর্থাৎ তোমার পরিচয় দাও. তুমি কি নিমিত্ত বৃক্ষের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছ? কি সাধনাই বা ইচ্ছা কর? হে বৎস তুমি আমার সন্নিধানে আগমন কর, আমি নিশ্চয়ই অদ্য তোমার অভিলষিত যাবতীয় বিষয় সম্পাদন করিব ॥

সর্ব্বানন্দ সন্ন্যাসীর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সম্মুখে আগমন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। প্রণামের অনন্তর, আপনার নিবেদ্য বিষয় সেই অবধূতকে বলিলেন। "আমি অতি মূর্খ; আমি অমাবস্যার দিনে আজ পূর্ণিমা ইহা রাজার নিকট বলিয়াছি ॥

এই স্থানে মেহার অঞ্চলের গ্রন্থে এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে ॥

"বৃক্ষস্থিত সর্ব্বানন্দ সন্ন্যাসীর পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভীত হইয়া চারিদিক অন্নে অন্নে দর্শন করিতে লাগিলেন। এবং দক্ষিণদিকে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসী দেবরূপী, বিভূতি ভূষিত গাত্র, শান্তভাবাপন্ন ও ভূতলে অবস্থিত। তাঁহার মস্তক জটা সমূহে শোভিত, মুখ সহাস্য, শরীর অতি মহৎ ও লোচন যুগল আরক্ত। তিনি কুসুম্ভ কুসুমের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। এইরূপ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সাতিশয় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ সেই মহাত্মা সর্ব্বানন্দ তাল তরু হইতে অবরোহণ ও স্নান করিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে ভূনিষ্ঠ হইয়া মস্তক দ্বারা ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। (এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন)। তুমি দেবরূপ ধারী, তুমি শিষ্যানুগ্রহ কারী এবং তোমার দেহ দয়ায় পূর্ণ; এক্ষণে উপদেশক তোমাকে

প্রণাম করি। বিজ্ঞ সুত সর্ব্বানন্দ তাঁহার সন্নিধানে এইরূপ নমস্কার করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম পূর্ব্বক আত্ম নিবেদন করিলেন॥

সর্ব্বানন্দ বলিলেন—হে পরমেশ্বর আমার নাম সর্ব্বানন্দ, আমি বাসুদেবের পৌত্র, ও শম্ভুনাথের পুত্র। আমি লেখা পড়া কিছুই জানি না। একদা মূর্খ আমি রাজার সভাতে রাজ সন্নিধানে অমাবস্যার দিনে পূর্ণিমা বলিয়া গৃহে আগমন করিলে ভ্রাতৃ প্রভৃতি কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া ছিলাম। কেননা তাঁহারা নৃপতি কর্ত্তৃক ক্রোধভরে কথিত হইয়াছিলেন। আমি সেই তিরস্কারে বিদ্যার্থী ও লেখনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাল পত্র আহরণ করিবার জন্য এই বৃক্ষ আরোহণ করিয়াছিলাম॥

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন। হে বৎস! বিদ্যা শিক্ষায় কি কাজ? এবং লিপিতেই বা কি প্রয়োজন? আমি তোমাকে একরূপ মন্ত্র দিতেছি যাহাতে তুমি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে॥

এই ভক্ত বৎসল সন্ন্যাসী সর্ব্বানন্দের কর্ণে মন্ত্র বলিয়া বক্ষঃস্থলে পশ্চাৎ কথনীয় শ্লোক লিখিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন॥

মেহার প্রদেশে নানারূপ অন্ধকারময় জীন মূলে পৌষ মাসের শেষভাগে শুক্রবারে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে অপ্রকাশা জগদম্বাও প্রকাশিতা হন, অর্থাৎ জগদীশ্বরী জগতে অপ্রকাশিতা আছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কাল ও দেশে ধ্যানশীল ব্যক্তিগণ তদীয় প্রকাশ সহজে অনুভব করিতে পারেন। তুমি শবের বক্ষঃস্থলে বসিয়া সেই যোগ-প্রাপ্যা ভগবতীকে ধ্যান করিবে। তাহা হইলে কথিত মন্ত্র জাপ প্রভাবে ভগবতী সুপ্রসন্না হইয়া তোমার সমস্ত বাসনা পূরণ ও অভিলষিত বরদান করিবেন॥

তপোন্বিত শরীর অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সমূহে কঠোর তপশ্চর্য্যাকারী পুণ্যাত্মা সর্ব্বানন্দ ব্রহ্ম মন্ত্র লাভ করিয়া আনন্দে প্রফুল্লানন হইলেন। আহা তখন তাঁহার যে আনন্দ লাভ হইল, তাহার বর্ণনা করা অসাধ্য। তৎকালে সাতিশয় আনন্দে তাঁহার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যস্ত ত্রস্ত হইল, এবং তিনি ও ঐ আনন্দ সুরায় ব্যাকুল হইলেন। এইরূপ আনন্দে উল্লিখিত বৃত্তান্তের আন্দোলন করিতে করিতে তিনি আপন ভবনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! এবং পিতামহের ভৃত্য পূর্ণানন্দের নিকট সমস্ত বলিয়া বক্ষঃস্থল লিখিত কবিতা পাঠ করিলেন॥

পূর্ণানন্দ পূর্ব্বোক্ত বিবরণ শুনিয়া আনন্দিত চিত্ত হইলেন এবং ঐ বিবরণ গোপন পূর্ব্বক মাতঙ্গেশ শিব, যে স্থানে নিহিত আছেন তাহার উপরিভাগে বনাকীর্ণ স্থানে অবস্থান করিয়া সর্ব্বানন্দকে যথাবিধি উত্তমরূপ সাহস প্রদান

পূর্ব্বক বলিলেন; হে বৎস শুন, হে সুব্রত। তুমি ভীত হইওনা, তুমি আমার পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া আপন মন্ত্র জাপ কর। যে হেতু তাহা হইলে দেবী হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাপূর্ণ হইবে। "তুমি বর গ্রহণ কর' ইহা তোমাকে বলিলে তুমি বরদায়িনী দেবীকে বলিবে যে, কি যে বরগ্রহণ করিতে হইবে তাহা আমি জানি না যে হেতু আমি ভৃত্যের অধীন॥

কিঙ্কর শ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দ ইহা বলিয়া মহাযোগ প্রভাবে দেহ হইতে প্রাণ পৃথক করিয়া নিরালম্বভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৪১॥

যে হেতু মহামতি সর্ব্বানন্দ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়াছিলেন, এ জন্য লিঙ্গের উপবিভাগে শবে আরোহণ পূর্ব্বক আপন ইষ্ট মন্ত্র জাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৪২॥

অনন্তর সেই নিশীথ সময়ে সর্ব্বানন্দের হৃদয়াম্বুজ হইতে চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ পরম তেজ নির্গত হইয়া অগ্নিময় লৌহ পিণ্ডের ন্যায় সেই বনে ব্যাপ্ত হইল। ঐ তেজ গাঢ় হইলে সুনির্ম্মল ইষ্ট দেবীর প্রতিবিম্ব দেখিলেন এবং শনৈঃ শনৈঃ অবলোকন করাতে সেই ইষ্ট দেবী দৃষ্টিগোচর হইলেন। অনন্তর সর্ব্বানন্দ গুরুর উপদিষ্ট ধ্যান, অন্তঃকরণে আনন্দে চিন্তা করিতে লাগিলেন॥

সেই মূর্ত্তি অর্থাৎ সেই মূর্ত্তিমতী দেবী পরমা, অরূপা (অনির্ব্বচনীয় রূপা), মহতী, ভক্ত বৎসলা, ঈষৎ হাস্য যুক্তা, পদ্মমুখী, নীলবর্ণ ইন্দীবর সদৃশ নেত্রা, সতত দয়াগুণময়ী, সাধকগণের অভীষ্ট দায়িনী, ভক্তদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, শান্তদিগের শান্তিদায়িনী, জবা পুষ্পের ন্যায় দীপ্তি বিশিষ্টা, কোটি সংখ্যক চন্দ্রের ন্যায় অতি শীতলা, পদ্মাননা, পদ্মহস্তা, চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি লোচনা, ত্রিলোকী মাতা, নিত্যা, ধর্ম্ম, অর্থ কাম মোক্ষদায়িনী এবং সদা আনন্দপ্রদা। সেই দেবী সর্ব্বানন্দকে বলিলেন॥

দেবী বলিলেন, হে বৎস! কি বর চাও শীঘ্র বল, রাত্রি শেষ হইতেছে, মহাদেবের প্রধান নগরী (কাশী) এখন শূন্য রহিয়াছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, অদ্য হইতে তুমি আমার নিয়ত পুত্র হইলে, তুমি যখন যাহা মনে করিবে আমি তাহা সম্পাদন করিব॥

দেবীর এই বাক্য শুনিয়া মহামতি সর্ব্বানন্দ শবরূপ আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া দেবীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সর্ব্বানন্দ বলিলেন যে, তুমি সমস্ত ভূতদিগকে মোহ সাগরে ফেলাইয়া স্বয়ং নৃত্যশীলা হইয়াছ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব প্রভৃতি জ্ঞানিগণ যে তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া আছেন, যে তোমার ঈষৎ অনুগ্রহে যোগি লভ্য ফল

করগত হয়; এবং যে তোমার চরণ সেবকের পক্ষে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব ও শিবত্বও তুচ্ছ, সেই তোমাকে প্রণাম করি॥

হে মাতঃ! বেদ যে তোমার পার প্রাপ্ত হয় না, আগম ও পায় না এবং স্বয়ং সদাশিবও পাইতে পারেন না; অয়ি অম্ব। আমি ক্ষীণমতি নর হইয়া কিরূপে সেই তোমার রূপের বর্ণনা (বা চিন্তা) করিতে সমর্থ হইব?

আকাশে অসংখ্য তারা পূর্ণচন্দ্রের সমীপে থাকিয়া যেরূপ শোভা পায়, তদ্রূপ যাঁহার তেজোমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া কোটি সূর্য্যসম-তেজা মহাদেব প্রভৃতিও দীপ্তি পাইয়া থাকেন। (সেই তোমাকে প্রণিপাত করি)॥

যে তুমি জীব স্বরূপা, পরমাত্ম স্বরূপা, পুরুষ স্বরূপা, স্ত্রী স্বরূপা, কামময়া ও কামনাশিনী, সেই অনন্ত মূর্ত্তিধারিণী তোমাকে প্রণাম করি॥

অয়ি মাতঃ! তুমিই বিষ্ণু, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই শিব, তুমিই পবন, তুমিই সূর্য্য, তুমিই যম, এবং তুমিই সমস্ত দেবতা॥

তুমি ভূতলে থাকিয়া সমুদায় যজ্ঞ সম্পাদন কর এবং তুমি স্বর্গে থাকিয়া নিখিল যজ্ঞ ফল ভোগ কর। তুমি তুষ্টা হইয়া অখিল মুক্তি দান কর এবং তুমি রুষ্টা হইয়া ত্রিভুবন বিনাশ কর॥

হে মাতঃ! এই সংসার নিশ্চয়ই অসার ও দেহিগণের দুঃখদায়ক। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, এই সংসার তাহাদিগের জ্ঞানরূপ অগ্নির বিস্তার সম্পাদন করে। হে মাতঃ! যে পশুতে তোমার পাদপদ্ম-দ্বয়ের কৃপা হয়, তাহার পক্ষে এই সংসারই সারাৎসার, সমস্ত সুখদায়ক ও জ্ঞানাগ্নি সংবর্দ্ধন হইয়া থাকে॥

অয়ি মাতঃ! সুখ দুঃখ মনুষ্যদিগের স্বেচ্ছা সাধ্য নহে। কেননা ইচ্ছা না থাকাতেও মনুষ্য কষ্টে পতিত হয়। অতএব আমি কর্ত্তা নহি, বিষ্ণুও পালন কর্ত্তা নহেন, মহাদেব ও ব্রহ্মাও কর্ত্তা নহেন। অয়ি জননি! তুমি নিশ্চয় গুণত্রয়ের উৎপাদিকা॥

হে মাতঃ! তুমি সর্ব্বশক্তি, তুমি জগতের দুহিতা, তুমি সকলের মাতা ও ধাত্রী, তুমি বেদরূপা, তুমি সমস্ত বেদ বাচ্যা, তুমি সর্ব্বজন গোপনীয়া এবং সকলের প্রকাশ্যা॥

হে মাতঃ! তুমিই যতিদিগের পরমহংস স্বরূপ, তুমি বৈষ্ণবদিগের প্রধান পুরুষ (বিষ্ণু বা প্রকৃতি ও পুরুষ), তুমি কৌলিকদিগের পরমাশক্তি এবং তুমিই তাহাদিগের দিব্য ভক্তি স্বরূপ॥

হে মাতঃ! যে সকল যোগ যুক্ত মুনিগণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করেন, তাঁহারাও কোটি কল্প যুগে তোমার চরণ দর্শন করিতে পারেন না। সুতরাং লঘুজীবীদিগের কথা আর কি বলিব॥

হে মাতঃ! তোমার পাদপদ্ম মুনিগণের পক্ষে দুর্লভ ও সামান্য মনুষ্যের পক্ষে অলভ্য জানিয়াও তোমার পাদপদ্ম সেবনার্থে অর্থাৎ তাহা লাভ করিবার জন্য যে সকল পরিব্রাজক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হন, তাহাদের নিশ্চয়ই মুক্তি হয়। কেননা তোমার পাদপদ্ম যে সংসারসাগর উদ্ধারের এক মাত্র উপায়, ইহা সকলেই বলেন; কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্য রূপ উক্তি গুরুজনগণের বা অন্য মহাপুরুষদিগের নিকটে শুনিতে, অথবা শাস্ত্র সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় না॥

হে মাতঃ! যে পর্য্যন্ত তোমার চরণে ক্ষণকালের জন্যেও মনঃ না যায়, সেই পর্য্যন্তই রিপুগণ, পাপ সমূহ ও শনৈশ্চরাদি দুষ্ট গ্রহ গণ পীড়া প্রদান করে। কিন্তু একবার তোমার চরণে মন গেলে ঐ সকল রিপু, পাপ ও দুষ্ট গ্রহাদি সন্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব মাতঃ! তাহারা দুঃখদ বা সুখদ নহে; ইহা তোমার মাহাত্ম্য॥

হে মাতঃ! তোমার পদারবিন্দে যদি ক্ষণকালও মন যায়, তবে বহু সহস্র বিভূষিত লক্ষ গো দানে, অশ্বমেধ সমূহ সম্পাদনে, কাশী প্রভৃতি অবস্থানে অথবা কোটি কল্পান্ত ধ্যান বা যোগ সম্পাদনে যে পুণ্য হয়, তাহাতেই বা প্রয়োজন কি?

যাঁহারা তোমার চরণ সেবা করেন, অতুল মহৈশ্বর্য্যের জন্য অকারণে উদ্বিগ্ন হওয়া, তাঁহাদিগের পক্ষে নিষ্ফল বিষয়, কেননা তুমি রাজ-রাজেশ্বরী অর্থাৎ সমাটদিগেরও কর্ত্রী। কিন্তু মাতঃ! অন্য ভাবে বিবেচনা করিলে [illegible] সম [illegible] দেওয়া যায় না। কেননা তোমার মায়ায় দে[illegible] সকলে [illegible] অকারণে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন॥

হে মাতঃ! তুমি যোগীগণের বাক্য ও মনের অগোচর, এ কারণ সাধক সমাধিতাৎপর্যরা একাগ্রমনা হইয়া মানস উপচারে তোমাকে অর্চ্চনা করিবার উপযুক্ত। যে হেতু পরম পুরুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব পর্য্যন্তও বাহ্য পূজোপচারে তোমার সেই অপরিমিত তেজোরূপ গ্রহণে সমর্থ হয়েন না, অতএব আমরা শ্রেষ্ঠাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেই পরম তেজোরূপ চিন্তা করিতেছি॥

হে মাতঃ ঈশ্বরাদি দেবতাগণ তোমার পরিচারক স্বরূপ, সুনির্ম্মল মূল-জল অর্থাৎ মস্তকস্থ সহস্র-দল পদ্ম-বিগলিত অমৃত রস তোমার পাদ-প্রক্ষা-লন (পাদ্য) স্বরূপ, মন অর্ঘ্য স্বরূপ, উক্ত সহস্র দল পদ্ম বিনির্গত অমৃত ধারা তোমার আচমনীয় স্বরূপ, পৃথিবী তত্ত্ব গন্ধ স্বরূপ, ইন্দ্রিয় সমূহ পুষ্প স্বরূপ, বায়ুতত্ত্ব ধূপ স্বরূপ, তেজস্তত্ত্ব দীপ স্বরূপ, জলতত্ত্ব নৈবেদ্য স্বরূপ, অমৃত সাগর পানীয় স্বরূপ, ও পর্ব্বত পরিমাণ অথচ সুস্বাদ মাংস পেয় স্বরূপ, ছত্র সগুণ

ছত্র স্বরূপ, বায়ু চামর স্বরূপ ও সূর্য্য মণ্ডল দর্পণ স্বরূপ এবং অনাহত চক্র হইতে উত্থিত ধ্বনিকে ঘণ্টাধ্বনি স্বরূপ গ্রহণ কর॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক বিরচিত পূজার অন্যান্য উপকরণ সমূহ এবং দেব কন্যা ও গন্ধর্ব্ব কন্যাদি পরিচারিকাগণ কৃত তাম্বূল ও আসন গ্রহণ কর। প্রধান প্রধান যোগিগণের পর্য্যন্ত চিত্তাকর্ষণ করে এবম্ভূত নানাবিধ মনোহর বাদ্য এবং সুললিত নৃত্যগীত গন্ধর্ব্ব কন্যাদি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে, মঞ্চের অধঃস্থিত শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ স্তুতি পাঠ করিতেছেন এবং দেবীর ভোগাবশিষ্ট প্রসাদার্থ ভৈরব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ আনন্দের সহিত কলরব করিতেছেন। অমৃত রস পরিপূর্ণ কলস হস্তে করিয়া দশদিক্‌ আনন্দ কোলাহলের সহিত উপরিভাগ হইতে নির্গত উৎকৃষ্ট ঐ অমৃত সেচন পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ তোমাকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, এবম্ভূতা আনন্দ রসে পরিপূর্ণা অথচ অভয় প্রদায়িনী দেবীকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মণ্ডলে অবস্থিতা দর্শন করিব। পূজার উপকরণ সমস্ত দ্রব্য শীঘ্র আহরণের নিমিত্ত পরিচারিকাগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। [illegible] দেবতা [illegible] পরিবেষ্টিতা, সহাস্য মুখী, স্বীয় তেজ বাণ দ্বারা দিক্‌ সকলের প্রভাকারিণী মহাদেবীর মূর্ত্তি, যোগেশ্বর মহাপ্রভু মহাদেবও যখন যথাবিধানে ধ্যান করিতে সমর্থ নহেন, তখন আমাদিগের তাদৃশ শক্তি যে নাই, ইহা বলা বাহুল্য।

অয়ি জননি! ভূতলস্থ লোকে এবং স্বর্গবাসি শিব প্রভৃতি যখন তোমার রূপ ধ্যান করিতে অসমর্থ, তখন লোকে তাহা মনে করিয়া বিরত হইতে পারে, কিন্তু তোমার রূপ চিন্তন ব্যতিরেকে অন্য কোনও উপায়েই যখন দুঃখ ক্ষয় হয় না, তখন এরূপ বিধান করাও সম্ভব নহে। হে মাতঃ! তোমার রূপ ধ্যান করিতে পারুন বা না পারুন, কিন্তু তোমার চরণ সেবনার্থে যাঁহাদিগের মন দৃঢ়, তাঁহারা যে মুক্তিলাভ করেন, ইহা নিগম, আগম ও বেদে লিখিত আছে এবং এবিষয়ে আমার দৃঢ় প্রত্যয়ও আছে॥

দেবী বলিলেন। বৎস! তুমি চিদানন্দজ সুমধুর স্তব পরিত্যাগ কর। আমি পুণ্য ও পাপ হরণ পূর্ব্বক মোক্ষদান করিতে পারি, আমি নিষ্কাম ও সকাম উভয় ফলই দান করিতে পারি, আমার হস্তে বর ও অভয় সতত বিরাজিত থাকে। অতএব তুমি যে বর চাহিবে আমি তাহাই দিব। আমি নিজনাথের সঙ্গবিরহে বড় ব্যস্ত আছি॥

সর্ব্বানন্দ বলিলেন, মা! আর কি বর চাহিব, হরিহর বিরিঞ্চি সেবিত অতি শুভ তোমার চরণারবিন্দ দর্শনেই সকল মনোরথ সম্পন্ন হইয়াছে॥

মাগো যদি নিতান্তই অন্য বর দিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা আমি জানি না, তাহা অন্যের হৃদয়স্থ জানিবে। তোমার অগ্রভাগে যে দাস নিদ্রিত আছে, সে যাহা চায়, সেই বর দান কর ॥

দেবী বলিলেন, হে বৎস পূর্ণানন্দ! তুমি উঠ, তুমি মুক্ত হইলে, এখন যোগনিদ্রা পরিত্যাগ কর এবং আমার পরমরূপ দর্শন করিয়া ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ কর ॥

দেবী ইহা বলিয়া পূর্ণানন্দের মস্তকে চরণ স্পর্শ করিলেন। তাহাতে পূর্ণ সচেতন হইয়া দেবীর পাদপদ্ম দর্শন পূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

অয়ি ত্রিনেত্রে। তোমার যে অতি লোহিত চরণ নূপুরশিঞ্জন-বিশিষ্ট ও উদয়শীল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রতুল্য নখে সুশোভিত এবং তোমার যে চরণে হরি-হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া থাকেন, সেই পাদপদ্মে যে আমাদিগের নেত্রভ্রমর নিপতিত হইয়াছে, ইহাতে কি বর সিদ্ধ হয় নাই? অতএব তোমার চরণে আর কি বর প্রার্থনা করিব ॥

যোগিগণ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাঁহাকে দেখিতে পান না, যিনি শ্রেষ্ঠা-তিশ্রেষ্ঠা, সূক্ষ্মা, ব্রহ্মস্বরূপা, সদাশিবতনুরূপিণী এবং হরিহর বিরিঞ্চি কর্তৃক সংস্তুতা, সেই সেবকবৎসলা তোমাকে যে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি, ইহাতে বোধকরি পূর্ব্বজন্মে তোমার চরণারবিন্দ লাভের জন্য উৎকট তপস্যা করিয়াছিলাম, ইহা তাহারই ফল ॥

ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূত ও সত্ত্ব রজস্তমঃ এই তিন গুণ, ইহারা তোমারই গুণ। তুমি বিশ্বের মাতা, তুমি যখন প্রত্যক্ষা হও তখন ইহারা উৎপন্ন হয় এবং তুমি যখন সূক্ষ্ম হও তখন ইহারা সূক্ষ্ম হইয়া যায়। অতএব তুমি শ্রীপদ প্রসারিত মহাদেবের বক্ষস্থলে যে চরণার্পণ করিয়াছ, ইহাই উক্ত বিষয়ের অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ ॥

দেবি! যাঁহারা তোমার ধ্যানে নিমগ্নচিত্তে তোমার চরণদ্বয় পূজনে, তোমার নাম স্মরণে এবং তোমার নির্ম্মাল্যপাদোদক সেবনে রত হন, তাঁহারা এই কলিকালেও নিখিল পাপবিমুক্ত হইয়া ইহকালে পরম ভোগ লাভ পূর্ব্বক অন্তে সাত্ত্বিক মুনিগণলভ্য পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

হে মাতঃ! মুনিগণ তোমাকে মূল প্রকৃতি বলেন, অন্যেরা আত্মাকে মূল বলেন, কেহ কেহ ঐ উভয়কেই মূল বলেন। একারণ এতদ্বিষয়ে মুনিগণ ভিন্ন অন্যান্য মত-প্রকাশকদিগকে আমরা ধীর বোধ করি না। কেননা তোমার মায়ায় নিত্যগুণসম্পন্ন ভগবান আত্মাও জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোহিত হন; অতএব এই ভ্রম সঙ্কুল সংসারে নিপতিত মানবগণ কি তাহা জানিতে পারে?

হে মাতঃ! যখন মুনিগণধ্যেয় নিষ্কল বিমল তোমার শ্রেষ্ঠ রূপ আমাকে দেখাইয়াছ, তখনই আমি ধন্য ও 'প্রার্থনা শূন্য' হইয়াছি, ইহা মনে করি। কিন্তু (তোমার অনুগ্রহ চিন্তা করিয়া) তোমার সুবিমল পাদপদ্মে এক বর প্রার্থনা করি! যদি আমাদিগের প্রতি তোমার করুণা থাকে, তবে তোমার পরমোৎকৃষ্ট দশবিধ রূপ আমাদিগকে দেখাও॥

রাজা বলিলেন, তদনন্তর পরমা বিদ্যা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত কালী তারা প্রভৃতি দশরূপ দেখাইলেন। সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ তদ্দর্শনে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আদ্যাস্তব।

সর্ব্বানন্দ বলিলেন। যিনি মেঘের ন্যায় কান্তিমতী, যাঁহার মুখ শত্রুভাবাপন্ন অসুরগণের রক্তময়, যিনি মুক্তকেশী, যাঁহার গলে মনোহর হার বিদ্যমান রহিয়াছে, যিনি সদাশিবের পত্নী ও উদার স্বভাবা, যিনি দুর্ব্বার অসুরগণে বিহারশালা ও দেবগণের অনুকূলা, আমি এই মেহার প্রদেশে সেই জগদম্বার দর্শন লাভ করিলাম।

পূর্ণানন্দ কৃত স্তব—যিনি ব্রহ্মাদিদেবগণের মাতা, যিনি সুরতরুনিতম্বা, অম্বুজমুখী, সুরম্ভা-স্তম্ভোরু, স্তনতুলিতকুম্ভা ও অঞ্জননিভা, যিনি জগতম্বা, শ্রেষ্ঠতরা ও শমনভয়বারিণী, আমি এই মেহার প্রদেশে সেই জগদম্বার দর্শন লাভ করিলাম।

সর্ব্বানন্দ কৃত স্তব— যাঁহার বদন হইতে অসুর রক্ত গলিত হইতেছে, যাঁহার চরণ অলক্তরাগ রঞ্জিত, যিনি ভূতলপর্য্যন্ত লম্বমান বিমুক্ত কেশপাশ দ্বারা রাত্রির ন্যায় অন্ধকার প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি বিকৃতিপ্রাপ্ত চণ্ডাসুর মুণ্ডখণ্ডে মালা গ্রন্থন পূর্ব্বক ধারণ করিয়াছেন, যিনি দিগম্বরী এবং যিনি নিশিত শস্ত্র ও অসুরগণের মস্তক ধারণ করিয়াছেন॥

পূর্ণানন্দ কৃত স্তব— যিনি সুরত কর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ মহাদেবের সুখদায়িনী, যিনি অখিল সব্য মননে লভ্যা ও জগতের মঙ্গল কারিণী, যিনি অমৃতবৃষ্টি, অন্ত-র্বাক্ষগত মঙ্গল ও পরম সৃষ্টি দাত্রী, এবং যিনি প্রণত হরি, হর, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার ত্রাণকারিণী।

সর্ব্বানন্দ কৃত স্তব— যিনি আশ্রিত জনের মঙ্গলকারিণী, শত্রুগণের ভয় বিধায়িনী, যুদ্ধকালে উলঙ্গবেশধারিণী—মেঘের ন্যায় কান্তিশালিনী, সমর-নাদিনী, পরমকারণ সেবন জন্য পরমানন্দময়ী এবং হস্তিনীর ন্যায় গমন কারিণী।

পূর্ণানন্দ কৃত স্তব— যিনি নিশিতবাণে অসুরদিগকে বিদীর্ণ করেন, যিনি হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর নামক শৃঙ্গে বাস করেন, যিনি সংসার নদীতরণে তরি

সদৃশী, যিনি মহাদেবের পত্নী এবং যিনি চরণের নূপুরধ্বনি দ্বারা বিনোদ সম্পাদিনী।

সর্ব্ব— যিনি জগতের উপদ্রব সমূহ রূপ রাত্রির পক্ষে শতসূর্য্যস্বরূপা, যিনি পরম সৌন্দর্য্যশালিনী, যাঁহার কুটিল কুন্তল সতত দীপ্যমান এবং যিনি কটিস্থলে শবের কর সমূহ ধারণ করিয়াছেন।

পূর্ণ— দেবদৈত্য সংগ্রামে যিনি ভীম কটিভূষণে দীপ্যমানা, ভীষণ দৈত্যগণ করে যাঁহার কটিমেখলা রচিত হইয়াছে, যাহার কণ্ঠদেশে, রক্তস্রাবকারী নরমুণ্ড চয়ে বিনির্ম্মিত মালা রহিয়াছে, সেই কুলকামিনী আমার চিত্তে বিরাজিত আছেন।

সর্ব্ব— যিনি বামকরস্থিত বাণ দ্বারা দেবারিকুল নাশ করেন, যিনি প্রলয় কালীন মেঘরবের ন্যায় ঘোরতর রব করেন, এবং যিনি শিবত্বপ্রাপ্ত শবের বক্ষোদেশে বিরাজিত আছেন হে মাতঃ! সেই তুমি এই ভক্তিহীন ও মতিহীন দাসে তোমার চরণদ্বয় দান কর।

তারাস্তব।

সর্ব্ব— হে জগদীশ্বরি, তারিণি! তোমার চরণ শতকোটি সূর্য্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা বিষ্ণুর শিরোমণিরত্নে শোভিত এবং গমনশীল উজ্জল নূপুরের মধুর ধ্বনি বিশিষ্ট।

পূর্ণ— হে জগদীশ্বরি! তারিণি! তোমার চরণ বসন্তকালীন বায়ুচালিত পুষ্পরজো দ্বারা ধূসরিত, মদমত্ত ভ্রমরের গুঞ্জন যুক্ত, এবং জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কারণ।

পূর্ণানন্দ বলিলেন— হে মাতঃ! তোমার নিজদাসের দাস শূদ্র পূর্ণ৷ তোমার নিকট এই প্রার্থনা করে যে, (১) তোমার পাদপদ্মে সর্ব্বানন্দবংশের সতত অচলা ভক্তি থাকে। (২) অয়ি জগত্তারিণি! যে মন্ত্রের সেবা হেতু ব্রহ্মস্বরূপ তোমার চরণপদ্মদ্বয় আমি দেখিতেছি, এই সিদ্ধমন্ত্র চিরদিন ঐ বংশধরগণের মূলমন্ত্র হয় এবং (৩) চক্রে কখনও বিপুতা না হয়।

হে মাতঃ! তোমার নিজদাস, শম্ভুসুত, সর্ব্বানন্দ অতিশয় খর্ব্ব হইয়াছেন, অতএব (৪) ইহাঁর সকল বিদ্যালাভ হউক। আর ইনি যে রাজসভায় অমাবস্যার দিনে পূর্ণিমা বলিয়াছেন (৫) তুমি পূর্ণচন্দ্ররূপ নখকিরণ দ্বারা সমস্ত পৃথিবী আবৃত করিয়া, তদ্রূপ কর।

অয়ি ত্রিভুবন মাতঃ তোমার চরণদর্শী সর্ব্বানন্দের বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, যদি কেহ ক্রোধ ও অহঙ্কার নিবন্ধন তাঁহাদিগের নিন্দা বা হিংসা করে, তবে (৬) তাহাদিগের ধননাশ ও বংশনাশ হইবে এবং (৭) ইহারও

ইঁহার বংশের শিষ্যগণ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইবে, কখনও তাহাদিগের বিপদ হইবে না।

হে মাতঃ! (৮) সর্ব্বানন্দ বিরচিত এই স্তব যাহারা ভক্তিসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিবে, তোমার চরণে যেন তাহাদিগের ভক্তি জন্মে।

হে মাতঃ! ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রণাম করায় তাহাদিগের মস্তকস্থ কিরীটের অগ্রভাগ দ্বারা তোমার যে চরণ আচ্ছাদিত হয়, তোমার সেই চরণে আমার এই উত্তম বর জানিবে।

রাজা বলিলেন— ভগবতী স্তোত্রে তুষ্টা হইয়া তাঁহাদিগের উভয়কে বরদান ও নখরূপ পূর্ণচন্দ্র প্রদর্শন, করিয়া তখন শিবসমীপে গমন করিলেন।

সর্ব্বানন্দ দেব যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এই সেই সিদ্ধি বৃত্তান্ত বলিলাম। সর্ব্বানন্দঠাকুরের নিন্দা করিলে শিবনিন্দা হয়, হে জ্ঞানিন্! অতএব তাঁহাকে নিন্দা করিও না।

দণ্ডী পুনরায় বংশানন্দবর্দ্ধন নৃপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নির্জনে যে সিদ্ধি কৃত হইয়াছে, তাহা কিরূপে জানিলে বল!

রাজা বলিলেন আমার পুরস্থিত সকল লোকেই ঐ রাত্রিতে শশহীন পূর্ণচন্দ্র দেখিয়াছিল এবং তাহাতে তাহারা বিস্মিত হইয়া ছিল। এই আশ্চর্য্য দর্শনে শুভ বা অশুভ হইবে তাহা আমি তখন জানিতে পারি নাই, কিন্তু ইহা দৈবকর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ পরে নিশ্চয় করিয়াছিলেন।

শ্রীসর্ব্বানন্দনাথও সদানন্দ, সদাস্থির, নিস্পৃহ ও শান্তচিত্ত হইয়া এই প্রদেশে মূকের ন্যায় ভ্রমণ করিতেন।

অনন্তর কতিপয় দিবস গত হইলে আমি শীতোপশমনার্থ তাঁহাকে একখানি বহুমূল্য রাঙ্কব বস্ত্র দান করিয়াছিলাম। কোনও বেশ্যা ঐ বস্ত্র তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করায় তিনি আনন্দে উহা বেশ্যাকে দান করিয়া ছিলেন, উহাতে তাঁহার মিত্রগণ তাঁহাকে কুকর্ম্মা বোধ করিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বানন্দ ঠাকুর ইহা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া "গৃহিণীর নিকট হইতে তৎস্বরূপ বস্ত্র শীঘ্র আনয়ন কর" বলিয়া ষড়ানন্দের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন।

ভাগিনেয় ষড়ানন্দ মাতুলের সেই বাক্য শুনিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং হে মামি, শীঘ্র বস্ত্র দাও, ইহা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বানন্দ পত্নী কার্য্যান্তরে গমন করিয়া ছিলেন, সুতরাং তিনি ষড়ানন্দের চীৎকার শুনিতে না পাইয়া কোনও উত্তর প্রদান করেন নাই। এদিকে ষড়া-

নন্দ মাতুলের ক্রোধে ভীত হইয়া "বস্ত্র দেও" বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন।

তখন ভক্তবৎসলা বরদায়িনী তারিণী তথায় আগমন পূর্ব্বক গৃহ হইতে হস্ত বহির্গত করিয়া তৎস্বরূপ বস্ত্র প্রদান করিলেন।

আহা! ঐ হস্তের নখ-চন্দ্রে কোটি সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের আভা বিদ্যমান এবং করে স্বর্ণরত্নাদি রচিত কঙ্কণ শোভমান রহিয়াছে।

ষড়ানন্দ সেই কর দর্শন করিয়া বিস্ময়ে উন্মত্ততা প্রাপ্ত হইলেন। এবং ভক্তিভাবে পূর্ণ হইয়া বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন।

ষড়ানন্দ বলিলেন,— তুমি পূর্ণচন্দ্ররূপা ঈশ্বরী এই মেহার প্রদেশে প্রতিষ্ঠিতা আছ। ইহা রাজার বড় সৌভাগ্য! এবং ইহাতে পুরবাসিমাত্রে ধন্য হইয়াছে।

তুমি অমাবস্যার রাত্রিতে নখের তেজঃ প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই তেজে অকলঙ্ক চন্দ্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তুমি চিৎস্বরূপা হইয়াও যে আমার প্রতি কৃপা করিয়াছ, আমি সেই কৃপানিবন্ধন তোমার কর দর্শন পূর্ব্বক ধন্য হইয়াছি।

সুশক্ত ব্রহ্মাদি যোগীন্দ্রগণ অহর্নিশ তোমার সেই রূপ ধ্যান করিয়াও ত্বদীয়রূপের মানে (পরিমা বা মননে) শক্ত (কৃতশ্রম) হইয়াও অশক্ত হইয়াছেন। অয়ি নিত্যে যেহেতু আমি জড়বুদ্ধি, অতএব আমি আর কি স্তব করিব?

"অয়ি দেবি! তুমি জগতের মাতা, তুমি জগতের কন্যা, তুমি বিশ্বের কর্ত্রী, তুমি বহুপ্রকার ও অদ্বিতীয় ধাত্রী; তুমি জগতের মূল ও দয়াময়ী, এবং তুমি বিশ্বের ত্রাণকারিণী ও বিধাতার বিধাতা।

"তুমি সকলের কর্ত্রী ও হর্ত্রী, তুমি পরমা ও সর্ব্বভর্ত্রী পরমাত্মস্বরূপ, তুমি সকলের বুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধিরূপা, এবং তুমি সর্ব্বমুক্তা ও সর্ব্বযুক্তা।

রাজা বলিলেন— সর্ব্বানন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর আগমাচার্য্য তথায় আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস! কি হইয়াছে? তুমি কাহারই বা স্তব করিতেছ? গৃহে লোক নাই, তথাপি কে তোমার নিকট এই বস্ত্র দিল? হে ষড়ানন্দ ইহা আমার নিকট বল, তুমি কেন উন্মত্তের ন্যায় কথা বলিতেছ?

"ষড়ানন্দ বলিলেন— যিনি ভগবতীর পাদপদ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত নীলগিরিতে, সিন্ধুনদতীরে, বদরিকাশ্রমে, গঙ্গাতীরে, সমুদ্রের উপকূলে, কাশীতে ও কামাখ্যায় শরীর ত্যাগ করিয়াছেন, মহাত্মা শম্ভুর পুত্র সেই এই সর্ব্বানন্দ নাথ মেহার পীঠস্থলে এই কলিকালে দেবীর দশবিধ রূপ স্থূলচক্ষে দর্শন করিয়াছেন।

যে দেবীর চরণ-নখাগ্ররূপ চন্দ্রকিরণ সমূহে অমাবস্যার দিনে পূর্ণিমা হইয়াছিল; সেই পূর্ণিমায় উদিত চন্দ্রের উৎকৃষ্ট কিরণ দর্শন পূর্ব্বক নরপতি যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন, যাঁহার ঈষৎ অনুগ্রহবশতঃ আমি তদীয় করতল বস্ত্রাবৃত দর্শন করিয়াছি, তাঁহার চরণদ্বয় দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার বুদ্ধি উন্মত্তভাব ধারণ করিয়াছে।

রাজা বলিলেন— ষড়ানন্দকৃত ইত্যাদি বহুবিষয়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা যাহা জানি, তাহা আপনাকে জানাইলাম ও বিশেষ করিয়া বলিলাম। সেই বস্ত্রদ্বয় দেখিয়া সভাস্থ সকলেরই এরূপ ভ্রান্তি জন্মিল যে তাহাতে তাহারা বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। তখন আমিও বুঝিতে পারিলাম না যে, ঐ দুই খানির কোন খানি আমি দিয়াছি। কারণ উভয় বস্ত্রই তুল্য ছিল।

অনন্তর, "পঞ্চদশপুরুষ গতে দাসবংশের এবং দ্বাবিংশতি পুরুষ গতে মদীয় বংশের লয় হইবে," এই শাপ প্রদান পূর্ব্বক, মহাত্মা সর্ব্বানন্দ পূর্ণানন্দ ও ভাগিনেয় ষড়ানন্দের সহিত গমনে উদ্যত হইলেন।

সর্ব্বানন্দ পত্নী বল্লভাদেবী ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক কাতরা ও বহু দুঃখিতা হইয়া স্বামীর নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে মহাদেব! রক্ষা কর রক্ষা কর, দাসীর প্রতি কৃপা কর। আমি স্তোত্র ও জ্ঞান জানিনা, হে প্রাণবল্লভ! আমি বামা, তুমি দয়াশীল, আমার প্রতি কৃপাযুক্ত হইয়া আমাকে ভবসঙ্কট হইতে রক্ষা কর।

হে পরমেশ্বর যে মন্ত্র শিব কথিত, সেই মন্ত্র শিবনাথকে দান করিয়া আমাকে ভবসঙ্কট হইতে রক্ষা কর।

বল্লভাদেবীর প্রার্থনান্তে গুরুদেব তাঁহাকে এই বর দিলেন যে, তুমি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে। অনন্তর সহসা শিবনাথের কর্ণে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র প্রদান করিলেন।

শিবনাথ মন্ত্রলাভ পূর্ব্বক শ্রীগুরুর চরণ পদ্মদ্বয় স্পর্শ করিয়া স্বকীয় বিদ্যা সিদ্ধির নিমিত্ত বহুবিধ স্তব করিলেন।

স্তব যথা— তুমি অদ্বিতীয় তোমাকে নমস্কার করি

স্মরণ করি, তুমি অদ্বিতীয় ও পরব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে ভজনা করি, তুমি পরব্রহ্ম স্বরূপ হৃদয়পদ্মবাসী, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি পরব্রহ্ম স্বরূপ ও চিত্ত-প্রকাশী, তোমাকে নমস্কার, তুমি পরব্রহ্ম রূপে অদ্বিতীয় ভাবে দীপ্যমান তোমাকে নমস্কার, তুমি পরব্রহ্ম স্বরূপ ও গুরুত্ব প্রকাশী, তোমাকে নমস্কার, তুমি নিরাকার, নিত্য, সগুণ, চিদাত্মা ও সাধকগণের অভীষ্টদাতা, তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! আমাকে ভবসাগর হইতে ত্রাণ কর।

পরমেশ্বর সর্ব্বানন্দ স্বীয় পুত্রের স্তবে তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, বৎস। আমি বরদান করিতেছি, তুমি স্বস্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। গুরুরূপে কথিতা মন্ত্ররূপা আত্মবিদ্যা একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত স্বৎপদে অব- ্তি করিবেন। যে শক্তিমার্গানুসারে বীরাচার অবলম্বন করিবে, স্বেষ্টবিদ্যা হারই স্বৎপদে নিশ্চিত প্রত্যক্ষ হইবেন। অনন্তর, ভক্তিমার্গে স্বপ্নে সিদ্ধি ্বে। বীরাচার ব্যতিরেকে কথনও বিদ্যা প্রসন্না হইবেন না। হে পুত্র বিংশতি পুরুষ গত হইলে, পরমা বিদ্যা নিগূঢ়া হইবেন, পরে পুনরায় প্রকা- তা ও নিবর্ত্তিতা হইবেন।

কুলনাথ সর্ব্বানন্দ ইহা বলিয়া হর্ষে সেনহট্ট গমন করিলেন এবং তথায় ্পরিগ্রহ করিয়া সৎপুত্র উৎপাদন করিলেন।

পরমেশ্বর সর্ব্বানন্দ বহুদিন তথায় অবস্থান পূর্ব্বক পঞ্চাশৎ বৎসর বয়সের ্রে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী পুরীতে গমন পূর্ব্বক অধুনা আনন্দে ্বধূতের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে পূর্ণানন্দ ও সদানন্দও ্রিচারক ভাবে আছেন। ঐ দুই জনও অবধূতবৎ আচার সম্পন্ন। (অথবা ্াদিগের সঙ্গেও অনেক অবধূত আছেন।)

সম্পূর্ণ।